বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি।

বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষ মথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥

কবিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

চট্টগ্রাম সরস্বতী প্রেসে—
শ্রীনগেন্দ্রলাল সেন দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৩০ বৈদ্যাব্দা।

—:oo:—

ফিরিঙ্গি বাজার
চট্টগ্রাম।

মূল্য ১৲ টাকা।

৺নমোনারায়ণায় ।

উৎসর্গ পত্র ।

যাঁহার অকৃত্রিম স্নেহে আমার বাল্যজীবন প্রতিপালিত হইয়াছে
যাঁহার অশেষযত্নে আমার শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হইয়াছে,
যাঁহার প্রভূত অধ্যবসায়ে আমার কর্ম্মজীবন গঠিত হইয়াছে,
যাঁহার জ্ঞানালোকে আমার জাতীয়জীবন উন্নত হইয়াছে,
যাঁহার পূতচরিত্র ও পবিত্রতা আমার ভাবী-জীবনের
এক মহান আদর্শস্বরূপ রহিয়াছে, যাঁহার ব্রাহ্মণ্য
দর্শনে, গুজরাটী ব্রাহ্মণগণ শব বহন করিয়া
ত্রিবেণীঘাটে দাহ করিয়াছেন, যাঁহার সদাচার
স্বধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে, এলাহাবাদের ব্রাহ্মণগণ
তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন
করাইয়া তাঁহার বাসভবনে
ভোজন করিতে দ্বিধাবোধ
করেন নাই,

সেই

সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি-ভূদেব অগ্রজ

৺ত্রিপুরাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরাজ

মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে

এই

অতি অকিঞ্চিৎকর পুষ্পোপহার সভক্তি
উৎসর্গ করিলাম ।

১৭ই ভাদ্র সোমবার জন্মাষ্টমী,
১৩৩০ বৈদ্যাব্দ ।

"শ্যামাচরণ"

ক্ষমা প্রার্থনা।

বড়ই দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি আশানুরূপ সুন্দর ও বিশুদ্ধ করিয়া সঙ্কলন করিতে পারিলাম না। ইচ্ছাছিল, বৈদ্যজাতির বিস্তৃত বিবরণ, বৈদ্যরাজগণের ধারাবাহিক ইতিহাস, বৈদ্যজাতির সংখ্যাহ্রাসের হেতু, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ উপপুরাণে যে সমস্ত জালবচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং যেই সমস্ত মূলবচন স্খলিত হইয়াছে। বৈদ্যকুলগ্রন্থে যে সমস্ত জালবচন উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা যে সমস্ত জালবচন অধ্যাহার করিয়াছেন। আর যে সমস্ত আবশ্যকীয় বচন পূর্ব্বপূর্ব্ব গ্রন্থকারগণ বৈদ্যবর্ণবিনির্ণয় করায় জন্য উদ্ধৃত করেন নাই, কুল্লুক,, মেধাতিথি ও রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্য যে জন্য বিপথগামী হইয়াছিল,, তৎসমস্তেরই ধারাবাহিক আলোচনা এইগ্রন্থে করিব। কিন্তু কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে তাহা "বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থেই আলোচিত হইল। এই গ্রন্থখানি সঙ্কলনের জন্য অতীব তাড়াতাড়ি করাতে এবং তিনটী প্রেসে মুদ্রাঙ্কণ করাতে এবং যথোপযুক্ত রূপে প্রুফ্ দেখার অবসর আমার না হওয়াতে যে সমস্ত ভূল, প্রমাদ, ত্রুটি, বিচ্যুতি, দ্বিরুক্তি ও বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে, পাঠক মহোদয়, তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করতঃ স্বীয় অভিমত আমাকে জানাইলে শ্রম স্বার্থক মনে করিব। ইতি

বিনীত নিবেদক—

শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন।

ফিরিঙ্গিবাজার, চট্টগ্রাম।

নিবেদন।

প্রাচীন ভারতে ধারাবাহিক রূপে কোনও জাতির বা ঘটনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি ছিল না। থাকিলেও উপর্য্যুপরি ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বহুলপরিমাণে বিনষ্ট হওয়াতে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধির ফলে বহুলপরিমাণে ধ্বংস বা বিকৃতি প্রাপ্ত হওয়াতে, পরন্তু বাস্তবের সঙ্গে বহুল অবাস্তব পদার্থের ও অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণ হওয়াতে, সত্যানুসন্ধানের জন্য অতীতভারতের কোনও গ্রন্থের উপর নির্ভর করা সর্ব্বদা সমর্থন যোগ্য নহে। দেবগণ কিরূপে মনুর সন্তান মানবগণ সহ স্বর্লোক হইতে ভূঃ ও ভুবর্লোকে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিরূপে মধ্যএসিয়া ও মঙ্গোলিয়া হইতে সমাগত আর্য্যগণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের আবাসস্থান আর্য্যাবর্ত্তের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে করিতে পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের উপকূল, পশ্চিমে আরব্যোপসাগরের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন, কিরূপে দাক্ষিণাত্যের জনপদ সমূহে ছড়াইয়া সমস্ত ভারতভূমিকে আর্য্যভূমি বা হিন্দুস্থান নামে প্রখ্যাত করিয়াছিলেন এবং সমস্ত ভারতে আর্য্যসভ্যতা স্থাপিত হইলে, কিরূপে দেবসন্তানগণ ব্রাহ্মণ-জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, কিরূপে এক ব্রাহ্মণজাতি হইতে বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিরূপে অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহের ফলে আর্য্যগণ একত্ব ছাড়িয়া বহুত্বে, বহুবর্ণপর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন, কিরূপে একই ব্রাহ্মণ হইতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব নামক ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, কিরূপে ঊঢ়া, অনূঢ়া, পরোঢ়া, বিধবা এমন কি বন্যজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, কিরূপে কয়েকশত ব্রাহ্মণ হইতে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ সমুৎপন্ন হইলেন, কিরূপে হীনজাতীয়া কন্যাগণ ব্রাহ্মণের সহিত পরিণীতা হইয়া ব্রাহ্মণী হইয়াছিলেন, কিরূপে বৈদ্যগণ সমাজদেহ হইতে স্খলিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতির পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, কিরূপে বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠপ্রদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, কিরূপে জগদ্বরেণ্য বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি বৈশ্য ও শূদ্রাচারী হইলেন, কিরূপে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, তাম্বুলী ও অম্বষ্ঠ সংজ্ঞক কায়স্থগণ উপনয়নসংস্কার ভ্রষ্ট হইয়া ব্রাত্যত্ত্বে

পরিণত হইলেন, কিরূপে সপ্তশত অন্ত্যজজাতীয়লোক ব্রাহ্মণত্বে অভিষিক্ত হইয়া সপ্তশতীব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিলেন, কি জন্য মেধাতিথি, কুল্লুক প্রভৃতির পাণ্ডিত্য বিপথগামী হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিকগণ ও শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতগণ নানা গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারও ধারাবাহিক সুশৃঙ্খল লিপিবদ্ধ কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ পাওয়া দুষ্কর। হিন্দুজাতির শাস্ত্রসিন্ধুর মধ্যে অবগাহন করিয়া তাহার সারোদ্ধার পূর্ব্বক ঐতিহাসিকতত্ত্ব সঙ্কলন প্রয়াসী মনীষিগণ, যাহা কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে বৈদ্যজাতির স্বরূপ ও সামাজিক মর্য্যাদা নিরূপণের জন্য "বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। গ্রন্থখানি প্রায় সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় পূর্ণ। এইরূপ বিপুলগ্রন্থ বৈদ্য সাধারণের নিকট শীঘ্র প্রচার করিতে পারিব সেইরূপ সম্ভাবনা নাই। অথচ মাদৃশ অভাজনকে বৈদ্যজাতি সম্বন্ধীয় একটী গ্রন্থের জন্য অনেকেই বিব্রত করিতেছেন। মুদ্রাযন্ত্রের চিরপ্রসিদ্ধ ঔদাস্য ও অবহেলায় উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন কার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া সংক্ষেপে "চট্টল বৈদ্যসম্মিলনীতে" পাঠ করার উদ্দেশ্যে, এই গ্রন্থখানিতে, মুখ্যপ্রতিপাদ্য বিষয়গুলির ধারাবাহিক মীমাংসা করিয়া জনসাধারণের যুগযুগান্তরের ভ্রান্তিধারণার কথঞ্চিৎ-মাত্র নিরশন করার চেষ্টা করিলাম।

যিনি আসমুদ্র হিমাচল এই বিশাল হিন্দুস্থানের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই অল্পাধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন, ভারতবাসীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য, পার্থিব এবং অপার্থিব যত কিছুর উন্নতিতে সভ্যজগতের নিকট আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ ঘটিয়াছে; তাহার মূলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চিরবিদ্বান্ বৈদ্যজাতি। এই বৈদ্যজাতিই স্বীয় প্রাণরস উৎসর্গ পূর্ব্বক স্বরূপ ও সতেজ করিয়া এইক্ষণ পর্য্যন্ত ধরাধামে ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১৯১১ ইংরাজীর আদমসুমারীতে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, সমগ্র বঙ্গদেশে বৈদ্যের সংখ্যা ৮৮৭৯৬ জন, ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১৩৫৩৮৩৮, কায়স্থের সংখ্যা ১১১৩৪৭৭ জন। বৈদ্যজাতির সংখ্যা নগণ্য হইলেও বৈদ্যজাতির শিক্ষিত জনসমূহের সমষ্টির সহিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতির শিক্ষিত জনগণের সমষ্টির অনুপাতানুসারে তুলনা করিলে জানা যায়, এই শিক্ষাদীপ্ত বঙ্গীয়সমাজে শতকরা ৫৩ জন বৈদ্য, ৪০ জন ব্রাহ্মণ, ৩৫ জন কায়স্থ লেখাপড়া জানেন।

বৈদ্যজাতীয় ও অপরাপর জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যায় অনুপাতে শতকরা ৩৫ জন বৈদ্য, ১২ জন ব্রাহ্মণ ও ১৩ জন কায়স্থের স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানেন। ইংরাজী ভাষাবিদ্ পুরুষগণের মধ্যে শতকরা ২০ জন বৈদ্য, ১১ জন ব্রাহ্মণ, ১২ জন কায়স্থ এবং এক সহস্র স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ২০ জন বৈদ্য, ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৬ জন কায়স্থের স্ত্রীলোক ইংরাজী জানেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ২৫ জন বৈদ্য, ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৬ জন কায়স্থ বি, এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সংস্কৃত পরীক্ষায় প্রতি দশসহস্রের মধ্যে ১৫ জন বৈদ্য, ৮ জন ব্রাহ্মণ, ৮ জন কায়স্থ সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে ১৯১৬ সালে একজন বৈদ্যকন্যা ন্যায় ও দর্শন পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। স্কুল, কলেজের শিক্ষক, অধ্যাপক ও পরিদর্শকগণের মধ্যে প্রত্যেক দশসহস্রে ৫৬ জন বৈদ্য, ২৭ জন ব্রাহ্মণ, ৩৩ জন কায়স্থ শিক্ষকতা কার্য্য করিতেছেন। বিজাতীয় রাজশাসনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ব্যতীত অপর কোন জাতি অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। হিন্দুরাজত্বের অবসানে জাতিনির্ব্বিশেষে অধ্যাপনায় অধিকার প্রাপ্ত হইলেও শিক্ষায় ও অধ্যাপনায় অপর কোন জাতি অদ্য পর্য্যন্ত বৈদ্যজাতিকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

চিকিৎসাকার্য্য বৈদ্যজাতির আবহমানকাল প্রচলিত একমাত্র জাতীয়-বৃত্তি। মুসলমানরাজত্বের সময়েও আয়ুর্ব্বেদিকচিকিৎসা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বৈদ্য-জাতির উপরই ন্যস্ত ছিল। ইংরাজরাজত্বের সময় হইতেই তাহা বেওয়ারিস মালের ন্যায় তেলী, কুলী, হাড়ি, কুমার, মেথর, চামার হইতে যজনব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই বৃত্তিমধ্যে পরিগণিত। তদবস্থাতেও আয়ুর্ব্বেদিক ও ডাক্তারি চিকিৎসক প্রত্যেক দশসহস্রের মধ্যে ২৩০ জন বৈদ্য, ২৬ জন ব্রাহ্মণ, ৪৮ জন কায়স্থ চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে অর্থাৎ যাঁহাদের নাম রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত হয়, তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদশহাজারে ২০ জন বৈদ্য, ৩ জন ব্রাহ্মণ, ৫ জন কায়স্থ রাজকীয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইহা হইতে বৈদ্যজাতির জ্ঞানবত্তার, বিদ্যাবত্তার এবং জন্মগত বিশিষ্টতার পরিচয় আর কি হইতে পারে? যেই দিবোদাস, ধন্বন্তরি প্রভৃতি দেবতাগণ, চিকিৎসা কার্য্যের জন্য বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্লোকে দেবতাদিগেরও পূজনীয়,

ছিলেন, পুনঃ তাঁহারা মানবগণের রক্ষাকল্পে ভূর্লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভূর্লোকস্থপ্রাণিগণ নানা আধিব্যাধি দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছেন, দেখিয়া সুরপতি দয়ার্দ্রহৃদয়ে ধন্বন্তরিকে বলিয়াছিলেন :—

"ধন্বন্তরি সুরশ্রেষ্ঠ! ভগবন্ কিঞ্চিদুচ্যতে।
যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরোভব॥
উপকারায় লোকানাং কেন কিন্নকৃতং পুরা।
ত্রৈলোক্যাধিপতির্বিষ্ণুরভূন্মৎস্যাদি রূপবান্॥
তস্মাত্ত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপোভব।
প্রতিকারায় রোগানামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়॥"

ভাবপ্রকাশ।

"হে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ ধন্বন্তরি! আমি কিঞ্চিৎ বলিব, যেহেতু আপনিই প্রাণিগণের উপকার করিতে যোগ্য। দেখুন্ পুরাকালে পরোপকারার্থ কোন্ মহাত্মা কি না করিয়াছেন? ত্রিলোকাধিপতি বিষ্ণুও স্বয়ং মৎস্যাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি অবনীতলে যাইয়া কাশীধামে রাজা হউন্ এবং রোগসমূহের প্রতীকারের জন্য আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করুন্।" ইহাতে সুস্পষ্ট জানা যায়, স্বর্গ হইতে ধন্বন্তরি প্রভৃতি দেবতাগণ আসিয়া ভূর্লোকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ভূর্লোকস্থ মানবগণ তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য উক্ত দেবতাদিগকে ও তাঁহাদের বংশধরগণকে বিষ বা ঔপনিবেশিক আখ্যা প্রদান করেন। মহর্ষিগণ নিয়মবিধির অবতারণা করেন যে, স্বর্গপ্রত্যাগত ধন্বন্তরি প্রভৃতি বৈদ্যগণের বংশধরগণ ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি অপর কোন জাতিই আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না। মন্বাদিশাস্ত্রকারগণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ আপৎকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ আপৎকালেও ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করিবেন না। বৈদ্যগণ দেবপ্রভব বলিয়া তাঁহাদের চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণগণ যে কোন অবস্থায়ও অবলম্বন করিতে পারিবেন না। যেই সব ব্রাহ্মণ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন; তাঁহারা অপাঙ্‌ক্তেয় হইবেন। তাঁহাদের পাচিত ঔষধ ভ্রমক্রমে সেবন করিলে দ্বিজগণ জাতিভ্রষ্ট হইবেন এবং শূদ্রগণ প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন। তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শাস্ত্রাদির আলোচনা করিলে জানা যায়, স্বায়ম্ভুব মনু হইতে ইন্দ্রসাবর্ণি পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ মনু প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। চণ্ডীতে অষ্টম মনুর উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন সংহিতাকারকও একজন মনু ছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি দশ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র ইলা, তৎপুত্র পুরুরবা, তৎপুত্র আয়ু, আয়ুর নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা প্রভৃতি চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্র সুনহোত্র, সুনহোত্রের কাশ, শল ও গৃৎসমদ নামক তিন পুত্র জন্মে। শলের পুত্র আর্ষ্টিষেন, তৎপুত্র দীর্ঘতপা, তৎপুত্র ধন্ব, ধন্বের পুত্র ধন্বন্তরি অব্জ, ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান, তৎপুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দিবোদাস। (দিবোদাস সম্বন্ধে ঋক্‌বেদের ৪র্থ সূক্ত দ্রষ্টব্য) দিবোদাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষিমিত্র ও প্রতর্দ্দন। ব্রহ্মর্ষিমিত্র হইতে মৈত্রেয়ব্রাহ্মণ বংশের উদ্ভব হইয়াছে। প্রতর্দ্দনের পুত্র বাৎস্য ও ভার্গ। বাৎস্য হইতে বাৎস্যবংশ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ভার্গের পুত্র বৈশ্বানর, তৎপুত্র ভৃগু ও জামদগ্নি, এই ভৃগু ও জামদগ্নি হইতে বহু ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ধন্বন্তরি, দিবোদাস ও বৈশ্বানর প্রভৃতি বৈদ্য হইতে যে ভারতীয় বহু ব্রাহ্মণজাতির জন্ম হইয়াছে, তাহা হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানা যায়।

বৈদ্যজাতি যে বর্ণপ্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব্বে ভূর্লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে ব্রাহ্মণগণ হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন, সমস্ত প্রাণীর পিতৃস্বরূপ পূজার্হ জাতি ছিলেন, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ত্রেতাযুগাদিতে বর্ণ-বিভাগ হইয়া অনুলোম প্রতিলোম বিবাহাদি দ্বারা বহুমানবের সৃষ্টি হইলে স্বর্লোকাগত বৈদ্যগণের বংশধরগণ দ্বারা সমস্ত মানবের চিকিৎসা হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, তখন মহর্ষিগণ অমৃতাচার্য্যকে অম্বষ্ঠ উপাধি প্রদান করিয়া চিকিৎসাবৃত্তির ক্ষমতা অর্পণ করেন। এই অমৃতাচার্য্য সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, কেহ বলেন তিনি অযোনিসম্ভব, কেহ বলেন তিনিই ধন্বন্তরি রূপে দ্বিতীয়বার ভূর্লোকে আসিয়াছেন, কেহ বলেন স্বর্গ হইতে অমৃত (ঔষধ) আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম অমৃতাচার্য্য হইয়াছে। কেহ বলেন তিনি ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মহর্ষিগণ কুশপুত্তলিকাতে ব্রহ্মমন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বীরভদ্রার অঙ্কে প্রদান করাতে তাঁহার অম্বষ্ঠ উপাধি হইয়াছিল। তিনি যে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে সম্ভূত,

তাহার কোন প্রমাণ নাই। অমৃতাচার্য্য বিবাহ করিয়াছিলেন, স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের তিন কন্যা, তাঁহাদের গর্ভে অমৃতাচার্য্যের ঔরসে পঞ্চবিংশতি কন্যা জন্মে। তাঁহাদিগকে শক্তিধর, ধন্বন্তরি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় পঞ্চবিংশতি মহর্ষি বিবাহ করেন. তাঁহাদের ঔরসে অমৃতাচার্য্যের কন্যাগণের গর্ভে সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত, প্রভৃতি বৈদ্যগণের জন্ম হয়। তাঁহারা জ্ঞানবত্তায় বিদ্যাবত্তায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়াতে, বৈদ্য উপাধি ও চিকিৎসাবৃত্তির ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাহা এই গ্রন্থপাঠে জানা যাইবে। তত্তৎকালে ভূর্লোকের সহিত স্বর্লোকের যৌন সম্বন্ধ যে হইত; তাহা হিমালয়ের কন্যা দুর্গার বিবাহই উদাহরণ। বহুঋষি উর্ব্বশী প্রভৃতি বিদ্যাধরীতে বশিষ্ঠ, শকুন্তলা প্রভৃতি অপত্য উৎপাদন করিয়াছেন, বহুদেবতা মানবীতে গর্ভাধান করিয়াছেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির জন্ম দেবগণ দ্বারা যে হইয়াছে. দেবতাগণ যে পৃথিবীতে সময় সময় আসিতেন এবং পৃথিবীস্থ মানবগণ যে. সময় সময় স্বর্গে যাইতেন, বেদে, রামায়ণে ও মহাভারতে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। দেবযান, পিতৃযান, প্রভৃতি ভূর্লোক হইতে স্বর্লোকের যাতায়াতের পথই ছিল। ভরদ্বাজ, অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ যে বহুবার স্বর্গে গিয়াছেন, ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা আয়ুর্ব্বেদ পাঠে জানা যায়। কলির প্রারম্ভে মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ স্বর্গে গিয়াছিলেন। দেবাধিদেব শিব ভূর্লোকে আসিয়া অর্জ্জুনের শক্তিমত্তার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধের স্থান কুরুক্ষেত্র মানবের মহাতীর্থরূপে এইক্ষণ ও বিদ্যমান। এই অবস্থায় অশ্বিনী-কুমারের কন্যাত্রয় অমৃতাচার্য্য বিবাহ করার উক্তি যাঁহারা অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত, তাহা দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে।

অমৃতাচার্য্যের দৌহিত্রগণ অশেষ জ্ঞানবত্তার বিদ্যাবত্তার নিদর্শন "বৈদ্য" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানগণও বৈদ্যজাতি বলিয়া সমাজে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। উপনীত বৈদ্যগণ বেদাধ্যয়নান্তে পুনঃ উপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাতে দ্বিজ এবং রোগিগণকে পুত্র রূপে দর্শন করাতে অম্বষ্ঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণ স্বীয় স্বীয় নামান্তে আদিপুরুষের নাম পদবি রূপে ধারণ করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন। তাহার ফলে এই বিজাতীয় রাজশাসনের যুগেও বৈদ্যসন্তানগণ শিক্ষায় দীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

আর্য্যসমাজে গুণ ও কর্ম্মভেদে বৃত্তি নির্দ্ধারিত থাকিলেও বিজাতীয় রাজশাসনের যুগে একজাতি, অপরজাতির বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। বৈদ্যের জাতীয় বৃত্তি আয়ুর্ব্বেদিকচিকিৎসা ব্রাহ্মণাদি সকলেই অবলম্বন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তজ্জন্য বৈদ্যসন্তানগণ অপরজাতীয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকিলেও তাঁহারা নানাবিধ সম্মানিত কার্য্যই করিতেছেন। যেই সমস্ত বৈদ্যসন্তান জাতীয়বৃত্তি চিকিৎসাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, রোগনির্ণয়, ও চিকিৎসাকার্য্যে এইক্ষণও প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির যেই সংখ্যা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে বাখরগঞ্জে ১৩২৭৯, ঢাকা ১১২৯, কলিকাতা ৮৫৪৮, চট্টগ্রাম ৭৮৮০, ফরিদপুর ৬০৭৭, ত্রিপুরা ৫৯৫০, বাকুরা ৪৪৪২, ময়মনসিংহ ৪০২৬, বর্দ্ধমান ৩৩৫০, যশোহর ২৩৭৮, মুর্শিদাবাদ ২১৩৯, খুলনা ১৯৬৩ হুগলী ১৬৮৩, বীরভুম ১৫৫৯ পাবনা ১৫৫৭, নোয়াখালী ১৫৫৭, চব্বিশপরগণা ১৪৪৮, রঙ্গপুর ১৩১১, মেদিনীপুর ১২৩০, রাজসাহী ১০৩২, দিনাজপুর ৯৮১৭, হাওড়া ৯১৫, মালদহ ৫৩৫, জলপাইগুড়ি ৫৩৫, কুচবিহার ৩৩৬, বগুড়া ৩১৮, দার্জ্জিলিং ১২৪, জন বৈদ্য বাস করেন। বৈদ্যজাতির সংখ্যার অনুপাতে চটগ্রাম চতুর্থ। কলিকাতায় বিভিন্ন জেলার বৈদ্যগণ বাস করেন, বলিয়া চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় বৈদ্যের সংখ্যা অধিক। ঢাকা, বাখরগঞ্জ ব্যতীত চট্টগ্রামের ন্যায় অধিক বৈদ্যের বাসস্থান বঙ্গের অন্যত্র নাই ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের ধর, কর, রক্ষিত, নন্দী, দেব, দত্ত প্রভৃতি বৈদ্যসন্তানগণ যেমন বৈদ্য বলিয়া পরিচিত, বৈদ্যের কুল পদ্ধতি অনুযায়ী তদ্রূপ ভাবে ধর, কর, রক্ষিত, নন্দী ও দেব প্রভৃতি ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তানগণ যদি চট্টগ্রাম সমাজে বৈদ্য বলিয়া গৃহীত হইতেন, তাহাহইলে চট্টগ্রামে বৈদ্যের সংখ্যা দ্বাদশ সহস্রেরও অধিক হইত। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের অনুপাতে চট্টগ্রামে বৈদ্যের সংখ্যা অল্প হইলেও তাঁহারা শিক্ষায়, দীক্ষায়, ধনে, মানে, রাজকর্ম্মে ও ভূস্বামিত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অপরিসীম ছিল। কায়স্থগণ তাঁহাদের সহিত সম্মিলনকে অত্যন্ত গৌরবের ও কুলবৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে করিতেন। যে সব কায়স্থের সহিত বৈদ্যের সংসর্গ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান।

বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি প্রায় সতরশত বৎসরকাল দিল্লী, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামাদি প্রদেশের একচ্ছত্রী নরপতি রূপে শাসন সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। আদিশূরের রাজত্বকালে সমগ্রবঙ্গে সপ্তশতী নামক সাতশতঘর এবং কতিপয় পরাশরগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। বঙ্গদেশে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ না থাকাতে সুদূর কান্যকুব্জ হইতে শাণ্ডিল্যগোত্রের ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্রের দক্ষ, বাৎস্য-গোত্রের ছান্দর, সাবর্ণগোত্রের বেদগর্ভ, ভরদ্বাজগোত্রের শ্রীহর্ষ এই পাঁচজন যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন, তাঁহাদের সহিত মকরন্দ, দশরথ, কালিদাস, পুরুষোত্তম ও বিরাট নামক পাঁচজন শূদ্র দাসরূপে আসিয়া বসতি করেন। কালক্রমে সেইপাঁচজন ব্রাহ্মণের সন্তান সংখ্যায় ছাপ্পান্ন হইয়াছিলেন। তজ্জন্য এক কারিকাও প্রস্তুত হইয়াছিল।

"পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্নগাঁই ইহাছাড়া বামুন নাই।
যদি থাকে দুই এক ঘর সাতশতী আর পরাশর॥"

ইহাতে প্রতীতি হয়, তৎকালে বৈদ্যজাতির সংখ্যার অনুপাতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতি নিতান্ত অল্প ছিলেন। বঙ্গদেশে জনবিধ্বংশী মহামারীর উদ্ভব হইয়া বৈদ্যজাতিকে ধ্বংশ করিয়াছে বা পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় করার ন্যায় কোন রাজশক্তি বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিকে নির্ম্মূল করিয়াছে, এইরূপ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে অসম্ভাবিত ভাবে বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি হ্রাস হওয়ার কারণ কি? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগরিত হয়। তদুত্তরে বলাযায়, মহারাজ বল্লালের প্রচলিত কৌলীন্য, মহারাজ বল্লালের সহিত যুবরাজ লক্ষ্মণের বিবাদ ও রাজা গণেশের আদেশই বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির সামাজিক বিপ্লবের নিদান। বল্লালের প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য সম্বন্ধে রামানন্দ শর্ম্মা কুলদীপিকায় লিখিয়াছেন। (১) "অম্বষ্ঠ কুলনন্দন মহারাজ বল্লাল

(১) অথ বল্লাল ভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেঽতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণম্॥
আদিশূরানীত বিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথাপরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়ৎ স নিজালয়ে॥
যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রাস্তত্রগ্রামে নিরূপিতাঃ।
শ্রেণীদ্বয়ন্তু নির্ণীতং রাঢ়ী বারেন্দ্র সংজ্ঞিতম্॥
তথৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং কুলঞ্চ স দ্বিজোত্তম।
শূদ্রানাঞ্চ চত্বরশ্চ নৃপেণ শ্রেণয় কৃতাঃ॥ ইত্যাদি
শব্দকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত। কায়স্থ শব্দে দ্রষ্টব্য।

আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণের কুলশাস্ত্র নিরূপণ অতিযত্নের সহিত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সন্তানগণকে নিজালয়ে আনিয়াছিলেন। যেই যেই স্থানে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছিলেন, সেই সমস্ত গ্রাম নিরূপণ করিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ভেদে দুইশ্রেণী করিয়াছিলেন, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের কুল দ্বিবিধ নিরূপণ করেন। মহারাজকর্ত্তৃক শূদ্রচতুষ্টয়ের কুল ও চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।"

বল্লাল প্রাচীনকালীয় সমাজসৌধ ভগ্ন করিয়া এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে হতাদর করতঃ কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণকে কৌলীন্য প্রদান করাতে এবং বারেন্দ্রশ্রেণীর বহুব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করাতে, বঙ্গদেশে বৈদ্যবিদ্বেষবাহ্নি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে তুষাভ্যন্তরস্থ অনলবৎ ক্রমশঃ জ্বলিতে থাকে। তৎপর কুন্দনাচার্য্যের গচ্ছিত স্বর্ণধেনুর মোকদ্দমায় যে সব বৈদ্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, মহারাজ তাঁহাদিগকে জলাচরণের বহির্ভূত করেন, তাহাতে বৈদ্যগণও বৈদ্যের জাতীয়গৌরব খর্ব্ব করিতে সচেষ্ট হন। তদবস্থায় মহারাজ বল্লাল বৈদ্যজাতির মধ্যেও কৌলীন্যের এক নববিধান প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার ফলে গৌতম ও পরাশর গোত্রের কর, বশিষ্ঠগোত্রের দাশ ও রাজ, কাশ্যপ ও জামদগ্ন্য গোত্রের ধর, কৃষ্ণাত্রেয়, সাবর্ণ, কৌশিক, পরাশর ও কাশ্যপ গোত্রের দত্ত, ভরদ্বাজ ও আঙ্গিরসগোত্রের রক্ষিত, ভরদ্বাজগোত্রের কুণ্ড, কাশ্যপ গোত্রের নন্দী, আত্রেয়গোত্রের দেব, গৌতমগোত্রের গুপ্ত প্রভৃতি বহু বৈদ্যসন্তান মহারাজের প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য ও মেলবন্ধনের প্রভাবেও নবকুল প্রাপ্ত বৈদ্যগণের অদূরদর্শিতায় ও অত্যাচারের ফলে, বহুস্থলে কায়স্থীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। চিরপ্রসিদ্ধ বিজয় রক্ষিত, শ্রীশ রক্ষিত, শাস্ত রক্ষিত, প্রজ্ঞাপাল, মাধব কর, মেদিনী কর, শ্রীকণ্ঠ নন্দী, সন্ধ্যাকর নন্দী, পিঙ্গল নাগ, মুকুন্দ দত্ত, চক্রপাণি দত্ত, গঙ্গাধর কুণ্ড, ব্যাপী ধর প্রভৃতি মহারথী বৈদ্যগণের নাম কে না জানেন? যাঁহাদের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভায় আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ গৌরবমণ্ডিত, যাঁহাদের জ্ঞান গবেষণায় বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি চির বিদ্বানজাতি বলিয়া মুখরিত; তাঁহাদের বংশধরগণকে যদি বল্লালের প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য লইয়া হতাদর করা হয়, তাহা হইলে বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির গৌরব করিবার কি থাকিবে জানি না। এইরূপ নানা ঘটনা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া বহুবৈদ্য কায়স্থজাতিতে আত্মগোপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও স্থানে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসাবৃত্তি শাস্ত্রালোচনা, সদাচার, সহৃদয়তা যাহা দেখিতে পাওয়া যায়,

হওয়ায় তাঁহারা যে ভূতপূর্ব্ববৈদ্যসন্তান তাহা অসংশয়চিত্তে ধারণা করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে ছিল। তাহার নিদর্শন ঢাকা, রাজসাহী, বাগ্নাড়া প্রভৃতি স্থানে দেববংশীয় বহুবৈদ্য এখনও বিদ্যমান। বিক্রমপুরে আত্রেয়গোত্রের দেব, কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয় ও কৌশিকগোত্রের দত্ত, জামদগ্ন্যগোত্রের ধরগণ শিমুলিয়া, দশলঙ, বেলতলী, বাহেরক, মালপদিয়া, এবং নেত্রবতী গ্রামে বাস করিতেছেন। বাঘিয়াগ্রামে পরাশরগোত্রের করবৈদ্য এখনও বিদ্যমান। পালগাঁও গ্রামে শক্তিগোত্রের পাল (সেনবৈদ্য) ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় কাশ্যপ গোত্রের নন্দীবৈদ্য রহিয়াছেন। বঙ্গের বহুজেলায় ভরদ্বাজগোত্রের রক্ষিত আছেন। চট্টগ্রামাদি অঞ্চলের ধর, কর, নন্দী, রক্ষিত প্রভৃতি বৈদ্যগণ নিজের বংশপরিচয় সম্যক্ রূপে অপরিজ্ঞাত বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অধুনা কায়স্থ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বৈদ্যের গোত্রের ও পদবির প্রতি নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে স্পষ্টরূপে জানা যাইবে, কায়স্থের গোত্র ও পদবির সহিত বৈদ্যের গোত্র ও পদবির মিল নাই। বৈদ্য ও কায়স্থগণের পরিচয়ের সৌকার্য্যার্থে এইস্থলে তাঁহাদের গোত্র ও পদবির উল্লেখ করা হইল। (১)

---

(১) ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্বানরাহ্বকৌ।
মৌদ্গল্যকৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽপি চ ॥
অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাং দাশানাংত্বদনন্তরম্।
মৌদ্গল্যোঽথ ভরদ্বাজঃ শালঙ্কায়ন এব চ ॥
শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাৎস্যশ্চ ষড়মী মতাঃ।
গুপ্তানাংত্রীনি গোত্রাণি কাশ্যপো গৌতমস্তথা ॥
সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপিতৎপরঃ ॥
মৌদ্গল্য ইতিবিজ্ঞেয়া শ্চত্বারো দেবসম্ভবাঃ।
আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয়ৌ চ শাণ্ডিল্য আলম্যায়কঃ ॥
ধরস্য কাশ্যপঃ প্রোক্তো ভরদ্বাজশ্চ কুণ্ডজঃ।
কাশ্যপো রক্ষিতস্যৈকো গোত্রাএতে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
দত্তানামাদ্যগোত্রাণাং দেশভেদেঽস্তি সন্ততিঃ।
এবমাত্রেয়গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ ॥
দত্তাঃ কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রা দৃশ্যন্তে বহবস্তথা।
তস্মাদ্ দত্তস্য গোত্রাণি বহুজ্ঞেয়ানি পণ্ডিতৈঃ ॥

সেন বৈদ্যগণের ধন্বন্তরি, শক্তি, বৈশ্বানর, আঙ্গ, মৌদগল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় এবং আঙ্গিরসভেদে আটগোত্র। দাশবৈদ্যগণের মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ শালঙ্কায়ন শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ এবং বাৎস্যভেদে ছয় গোত্র। গুপ্তগণের কাশ্যপ সাবর্ণ, গৌতম, ভেদে তিনগোত্র। দত্তগণের কৌশিক, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, আঙ্গ, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, ভেদে সপ্তগোত্র। দেশভেদে পরাশর প্রভৃতি দ্বাদশগোত্র দত্তবৈদ্যের বিষয় বৈদ্যকুলগ্রন্থে আছে। কর বৈদ্যগণের কাশ্যপ, বাৎস্য ও মৌদ্গল্য ভেদে তিনগোত্র, রাজগণের বশিষ্ঠ ও কাশ্যপগোত্র, নন্দী কাশ্যপগোত্র, দেব আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও আলম্যান ভেদে চারিগোত্র। কুণ্ডবৈদ্য ভরদ্বাজগোত্র, ধর কাশ্যপ, ও জামদগ্ন্যগোত্র। দেশভেদে করবৈদ্যের সপ্তগোত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু চট্টগ্রামে কুলীন বৈদ্যগণের অবজ্ঞায় এবং অদূরদর্শিতায় দত্তবৈদ্যগণের মধ্যে কৌশিকগোত্রদত্ত কুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া চন্দ্রপ্রভা প্রভৃত বৈদ্যকুলগ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে, কৌশিকগোত্রোদ্ভব মুকুন্দদত্তের নাম বৈষ্ণব মাত্রেই অবগত আছেন। শাস্ত্রাদির আলোচনার জন্য মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যাঁহাকে পারিষদ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাকে বৈষ্ণবগ্রন্থে বৈদ্য বলা হইয়াছে, সেই ভক্তপ্রবর মুকুন্দদত্তের বংশধরগণ কোন্ শাস্ত্রের কোন্ যুক্তির অনুবলে কায়স্থ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে চাহেন জানি না। কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশরগোত্রের দত্ত, কাশ্যপগোত্রের নন্দী, ভরদ্বাজগোত্রের রক্ষিত প্রভৃত বৈদ্যসন্তানগণ বল্লালের নবপ্রবর্ত্তিত কৌলীন্যের মাহাত্ম্যে ও কুলীন বৈদ্যগণের অনাদরে জাতীয়গৌরব ভুলিয়া কুলপ্রাপ্তকায়স্থগণের সহিত আদান প্রদান করতঃ আবার কেহ কেহ ক্ষত্রিয় হওয়ার প্রলোভনে পড়িয়া কায়স্থ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছেন। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই, তাঁহাদের গোত্র ও প্রবরের সহিত কায়স্থগণের গোত্র প্রবরের সামঞ্জস্য হইবে কি না? তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে, বৈদ্যজাতি বলিয়া

করাণাং কাশ্যপো গোত্রো বাৎস্যমৌদ্গল্যকাবপি।
দেশভেদে হি বিদ্যন্তে তৎকরঃ সপ্তগোত্রকঃ॥
রাজঃকাশ্যপগোত্রোঽপ্যস্তি ভরাজস্ত্রিগোত্রকঃ।
শ্রূয়ন্তে চ জামদগ্ন্যগোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ॥
বহবোঽপি ভরদ্বাজগোত্রজাঃ সন্তি রক্ষিতাঃ।
ইন্দ্রাদিত্যোপরৌ যৌ যৌ বৈদ্যৌ গোত্রান্তরোবিমে॥
ইন্দ্রস্য কাশ্যপোগোত্র এক এব প্রকীর্ত্তিতঃ।
আদিত্যানামিমৌ গোত্রাবাদিত্যকৌশিকৌ স্মৃতৌ॥
পঞ্চাশদেতে বিখ্যাতাস্তম্মাদ্গোত্রা ভিষক্কুলে। ইত্যাদি।

বহুঅর্থ ব্যয়ে কুলীনবৈদ্যের সহিত আদান প্রদান করিয়া গিয়াছেন. তাহার তত্ত্ব লইলেন না কেন জানি না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী বৈদ্যকন্যা ছিলেন ও আছেন। আবার অনেকেরই কন্যা, ভগিনী, পিসী প্রভৃতি বৈদ্যপত্নী রূপে বিরাজমানা। চট্টগ্রাম প্রভৃতি বঙ্গের পূর্ব্ব উত্তর অঞ্চলে ঘটকের নিয়ম না থাকাতেই কুলহীন বৈদ্যসন্তানগণ কায়স্থজাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছেন। কায়স্থগণ যাজকব্রাহ্মণের গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের গোত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন :—(১) শাণ্ডিল্য কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণক, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালীন, কণ্বিষ, অগ্নিবেশ্য, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুশিক. কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গল্য, আলম্যান, পরাশর, সৌপায়ন অত্রি, বাসুকী. রৌহিত, বৈয়াঘ্রপদ্যক. জামদগ্নি, বৃহস্পতি, কাঞ্চন, বিষ্ণু. কাত্যায়ণ, শক্তি, কান্বায়ন, আত্রেয়, কান্বক. সাঙ্কৃতি, কৌণ্ডিল্য, আঙ্গিরস, অনাবৃকাখ্য, অব্য. জৈমিনি, বৃদ্ধাখ্য, সাবর্ণ্য, শুনক, গর্গ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের বিয়াল্লিশ গোত্র। ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, আদ্য, শালঙ্কায়ন, জম্বু, মার্কণ্ডেয়, মহর্ষি ধ্রুব প্রভৃতি গোত্র ব্রাহ্মণের নাই। যাঁহারা সেন, দাশ প্রভৃতি বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান প্রতিপন্ন করার প্রয়াসী, তাঁহারা একবার ব্রাহ্মণের গোত্রের প্রতি অনুধাবন করুন, দেখিতে পাইবেন ধন্বন্তরি প্রভৃতি কতিপয় গোত্র ব্রাহ্মণের নাই। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাতসন্তান হইলে, ব্রাহ্মণের মধ্যেও ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর প্রভৃতি গোত্র থাকিত এবং বৈদ্যগণের জন্য শাস্ত্রকারগণ গোত্রের বিধান পৃথক্ করিতেন না। যে সব গোত্র ব্রাহ্মণের নাই তত্তৎ গোত্র বিশিষ্ট বৈদ্যকে ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর সন্তান নির্দ্দেশ করার ন্যায় ধৃষ্টতা আর কি হইতে পারে? বৈদ্যগণের গোত্র ও পূজার বিধান হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়; বৈদ্যগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্লোক হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ দেবকন্যার গর্ভে মহর্ষিগণের ঔরসে সঞ্জাত ছিলেন। তাই ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বৈদ্যগণের পূজার বিধান এখনও সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে ও বৈদ্যনাথ রূপে বৈদ্যশিবের পূজা হইতেছে।

---

(১) শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণিকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ।
কাণ্বিষশ্চাগ্নিবেশ্যশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ॥
ঘৃতকৌশিকমৌদ্গল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ।

আমি এইগ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছি। অম্বষ্ঠপ্রদেশ হইতে বৈদ্যব্রাহ্মণগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র ও মগধদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, যখন বৈদ্যগণ অঙ্গবঙ্গাদি দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, অর্থাৎ রোগক্লিষ্ট মানবগণকে রক্ষা করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন, তখন অঙ্গবঙ্গাদিশে ব্রাহ্মণগণ আসিতেন না। শাস্ত্রের বিধান :—

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনাগচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥"

"অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র এবং মগধাদি দেশে তীর্থযাত্রা ভিন্ন গমন করিলে, ব্রাহ্মণগণ পুনঃ সংস্কার গ্রহণের যোগ্য হন" কিন্তু দেবসন্তান বৈদ্যগণের পক্ষে তাহার কোন বাধা ছিল না। তাঁহারা আপামর মানবগণকে আধিব্যাধির করালকবল হইতে রক্ষাকরণার্থই স্বর্লোক হইতে ভূর্লোক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন নিধয়, নিষিদ্ধদেশে গমন করিলে তাঁহাদের পাতিত্য ঘটিত না। বিশেষতঃ তাঁহারা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্রিজাতি ছিলেন। তাই গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থস্থানে বৈদ্যগণকে তীর্থগুরু রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় বৈদ্যগণের মধ্যে যাঁহারা পুণ্যাত্মা চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া পৌরহিত্য করিতেছিলেন, তাঁহারাই ঐ সমুদয় তীর্থ সংরক্ষণ ও অর্চ্চনাদি করার অধিকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে পরবর্ত্তী যুগাদিতে বৈদ্যগণ বঙ্গ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র এক ব্রাহ্মণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেছেন। বৈদ্য বলিয়া

সৌপায়ন স্তথাত্রিশ্চ বাসুকী রৌহিতস্তথা ॥
বৈয়াঘ্রপদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্যস্তথাপরঃ।
চতুর্ব্বিংশতি বৈ গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ ॥
তথাচ সৌকালীনকমৌদ্গল্যৌ পরাশর বৃহস্পতী।
কাঞ্চনা বিষ্ণুকৌশিকৌ কাত্যায়নাত্রেয়কাম্বকাঃ ॥
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিল্যোগর্গসংজ্ঞকঃ।
আঙ্গিরস ইতিখ্যাতঃ অনাবৃকাখ্যসংজ্ঞিতঃ ॥
অব্যজৈমিনি বৃদ্ধাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যোবাৎস্যএবচ।
সাবর্ণ্যালম্যানবৈয়াঘ্রপদ্যশ্চঘৃতকৌশিকঃ ॥
শাক্তিঃকাণ্বায়নশ্চৈব বাসুকী গৌতমস্তথা।
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়োগোত্রকারিণঃ ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যত।
সর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশদ্গোত্রাঃ ব্রাহ্মণাঃ ॥

অর্থাৎ দেবপ্রভব চিত্রবিদ্যানজাতি বলিয়া তাঁহাদের যেই স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে।

সামাজিক ও ঐতিহাসিকগ্রন্থ প্রণেতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় কায়স্থদিগের গোত্র ও পদবির উল্লেখ করিয়া "শুভ-বিবাহতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বসুগৌতম গোত্র, ঘোষ সৌকালিন, শাণ্ডিল্য ও বাৎস্যগোত্র। মিত্র বিশ্বামিত্রগোত্র গুহ কাশ্যপগোত্র, দত্ত মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, দত্তাত্রেয় ও বশিষ্ঠ ভেদে পাঁচগোত্র, সেন আলম্যান ও বাসুকীগোত্র, সিংহ ভরদ্বাজ ও বাৎস্য, দাস আত্রেয়, নাথ পরাশর, পালিত শাণ্ডিল্য, নন্দী আলম্যান, কর গৌতম দেব ঘৃতকৌশিক ও দত্তাত্রেয়গোত্র। চন্দ্র কাশ্যপ, নাগ সৌপায়ন, রাহা শাণ্ডিল্য, ভদ্র কাশ্যপ, ধর কাশ্যপ, কুণ্ড গৌতম সোম লৌহিত্য, রক্ষিত বাৎস্য, অঙ্কুর ভরদ্বাজ, বিষ্ণু গৌতম, আশ মৌদ্গল্য, আঢ্য শাণ্ডিল্য, নন্দন গৌতম, হোড় মৌদ্গল্য, হোড়ী কাশ্যপ, রাণা দাল্‌ভ্য, ভূইঞা আলম্যান, বল দালভ্য, চাকি গৌতম, রাহুত আলম্যান, আদিত্য গৌতম, রুদ্র কাশ্যপ সানা অগ্নিবাৎস্য, বর্দ্ধন ঘৃতকৌশিক, সুর বাৎস্য, ধারা চংসল, ধনু দালভ্য, নাহা লৌহিত্যগোত্র। ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ ও দাস এই কয়েক ঘর কায়স্থ ব্যতীত আরও ৭২ ঘর মৌলিককায়স্থের পদবি ছন্দাকারে উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

কোরঙ্গর ধরবাণ সোম সুর পুঁই। আইচ ধবনী সাম ভঞ্জ বিন্দু ভূঁই॥
ছাকি বল লোধ চন্দ্র রুদ্র হুঁই শর্ম্মা। রাজ আদিত্য বিষ্ণু নাগ খিল পিল বর্ম্মা॥
ইন্দ্র গুপ্ত পাল ভদ্র রক্ষিত অঙ্কুর। মন গণ্ড ওম নাথ রাহুত বঙ্কুর॥
সঁই হেস রাহা রাণা গুৎ দাঙ্গ দনা। খাম ক্ষেম ঘর ওব আস আর সানা॥
অর্ণব বর্দ্ধন বঙ্গ গুই কীর্ত্তি ক্ষেমা। শক্তি ভূত বীজ তেজ গণ রাণ হেমা॥
রস কুণ্ড নন্দী শীল ব্রহ্ম ধনু গুণ দাম। এই বাহাত্তর মৌলিকেতে নাম॥

এতদ্ভিন্ন চাকী, বাঘ, অমর, ভুও, হৈহৈ প্রভৃতি পদবিযুক্ত কায়স্থের নাম গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়, ইঁহারা ৭২ ঘরের তালিকাভুক্ত নয়েন। কায়স্থের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বচনাবলী (১) হইতে জানা যায়, স্রষ্টার পাদদেশ হইতে

(১) আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদায়কাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা দ্বিজন্ময়ে॥
পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূতস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ।
হীমনামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ॥
কায়স্থস্য পুত্রোঽভবদ্ বর্ণলিপিকারকঃ।

যেই শূদ্র জন্মিয়াছিলেন তাঁহার নাম ভীম। ভীমের পুত্রের নাম প্রদীপ, তৎপুত্রের নাম কায়স্থ, কায়স্থের বহুপুত্র লিপিকারক ছিলেন। তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র নামক তিনপুত্র জগতে সমধিক খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, বিচিত্র নাগলোকে গমন করেন. চিত্রসেন পৃথিবীতে বসতি করেন। ইঁহারা শূদ্র বলিয়া কথিত। বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ, মৃত্যুঞ্জয় এই সাতজন চিত্রসেনের সন্তান। তন্মধ্যে করণের সন্তান হইল নাগ, নাথ ও দাস। মৃত্যুঞ্জয়ের সন্তান হইল দেব, সেন, পালিত ও সিংহ। এই দ্বাদশজন শুদ্ধ বংশজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মৃত্যুঞ্জয়ের বংশে রাজা নিত্যানন্দ জন্মে। তাঁহার বংশে সাতাশী জন পদ্ধতি কারক সন্তানের উদ্ভব হয়। তাঁহাদের নাম কর, ধর, ভদ্র, নন্দী, পাল, স্বর, দাম, স্মার, ধরণি, হোর, বাণ, আইচ, সোম, প্রভৃতি সাতাশী জন সহ শুদ্ধবংশের দ্বাদশজন মিলিত হইয়া নিরানব্বই জন কায়স্থের পদ্ধতি কারক হইয়াছেন। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পুরোহিতের গোত্র ও প্রবর দ্বারা গোত্র ও প্রবরান্বিত হইয়াছেন। যাজকব্রাহ্মণের গোত্র ও প্রবর কেবল কায়স্থগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন নহে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণও প্রাপ্ত হইয়াছেন যথা :-- শব্দকল্পদ্রুমঅভিধানের কায়স্থশব্দে —

"ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকম্।
তথাচ বর্ণসঙ্করাণাং তেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ॥"

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কায়স্থ ও শূদ্রদিগের এবং বর্ণসঙ্করগণের যাঁহারা যাজক তাঁহাদেরই গোত্র ও প্রবর তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্য, কায়স্থ, শূদ্র, এবং

কায়স্থস্য ত্রয়পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতীতলে॥
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনৌ বিচিত্রশ্চ তথৈবচ।
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ॥
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষতে।
বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ॥
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্রসেনসুতাভুবি।
করণস্য সুতা জাতা নাগো নাথশ্চ দাসকঃ॥
মৃত্যুঞ্জয়তত্সুতো দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তথা খ্যাতাশ্চৈতে পদ্ধতি কারকাঃ॥
বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসো দেবস্তথা সেনঃ পালিতঃ সিংহ এব চ॥
এতে দ্বাদশ নামানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধবংশজাঃ।

বর্ণসঙ্করগণের জন্য স্বতন্ত্ররূপে গোত্র ও প্রবরের বিধান কোন শাস্ত্রকারই করেন নাই। কিন্তু বৈদ্যগণের গোত্র ও প্রবরের বিধান শাস্ত্রকারগণ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন; তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি। বৈদ্যজাতি যে বর্ণসঙ্কর নহেন এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, তাহা তাঁহাদের গোত্র ও প্রবরের বিধান হইতেও জানা যায়। ব্রাহ্মণের পদ্ধতিতে যেই সবগোত্র নাই, অথচ কায়স্থের রহিয়াছে, তাহারা অনার্য্যজাতিই ছিল, কালক্রমে সেই সব অনার্য্যজাতি কায়স্থশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়া কায়স্থসমাজের অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে। হাতি, বাঘ, ধন্দু, গুণ, সাঁই, হেন প্রভৃতি পদবি ও লোহিত্য, দালভ্য, ধারা, হংসল প্রভৃতি গোত্রই তাহার প্রমাণ। কায়স্থ, গন্ধবণিক, তাম্বুলি, স্বর্ণবণিক্, ও স্বর্ণকারগণও একসময়ে দ্বিজপদবাচ্য ছিলেন, তাঁহাদের উপনয়নসংস্কার ছিল, তাঁহারা যে অম্বষ্ঠশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বংশধর ছিলেন, তাহাও এই গ্রন্থ পাঠে জানা যাইবে। শালঙ্কায়নগোত্রের দাশগণের লালা উপাধি দেখিয়া তাঁহাদিগকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে যাঁহারা চাহেন, তাঁহারা বল্লালমোহমুদ্গর পাঠ করুন। বিক্রমপুরে বহুবৈদ্যের লালা উপাধি ছিল।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের গোত্র ও পদবির উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে বৈদ্যগণের অষ্টবিধসেন, ছয়প্রকার দাশ এবং আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, কৌশিক, পরাশর, শাণ্ডিল্য ও আদ্য এই পাঁচগোত্রের দত্ত কায়স্থের নাই। আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও আলম্যানগোত্রের দেবগণ হইলেন বৈদ্য। ঘৃতকৌশিক ও দত্তাত্রেয়গোত্রের দেবগণ হইলেন কায়স্থ। কর কায়স্থগণের গোত্র হইল গৌতম, করবৈদ্যগণ কাশ্যপ, বাৎস্য ও মৌদ্গল্য এবং দেশভেদে সপ্তগোত্র দৃষ্ট হয়। নন্দীকায়স্থগণের গোত্র আলম্যান, আর নন্দীবৈদ্যগণের গোত্র হইল কাশ্যপ। ধরবৈদ্যগণ জামদগ্নিগোত্র, ধরকায়স্থ হইলেন কাশ্যপগোত্র। রক্ষিতবৈদ্যগণের গোত্র হইল ভরদ্বাজ, কাশ্যপ ও জামদগ্ন্য, রক্ষিতকায়স্থের গোত্র হইল বাৎস্য। কুণ্ডবৈদ্য হইলেন ভরদ্বাজগোত্র, আর কুণ্ডকায়স্থগণ গৌতমগোত্র। বৈদ্য ও কায়স্থগণের গোত্র ও পদবি পাশাপাশি রাখিয়া তাঁহাদিগকে অতিসহজে পৃথক্ করা যায়। দুই চারিটী গোত্রের পদবি ব্যতীত অপরাপর গোত্র সম্বন্ধে বৈদ্যগণের সহিত কায়স্থগণের কোন রূপ সাদৃশ্য নাই। বৈদ্যবংশধরগণ কোন কোন স্থলে আভিজাত্য

মৃত্যুঞ্জয়বংশোদ্ভূতো নিত্যানন্দো নৃপেশ্বরঃ।
তস্যাপি বংশসংজাতাঃ সপ্তাশীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তেষাং নামানি।
করোভদ্রোধরো নন্দী পালশ্চাকুরো দামকঃ।
আঢ্যো ধরাধিছোড়োচ বাণশ্চাইচসোমকৌ॥ ইত্যাদি।

জ্ঞানের অভাব বশতঃ নিজকে কায়স্থের সন্তান বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতেছেন, তদ্রূপ কোন কোন স্থলে শালঙ্কায়ন গোত্রের বৈদ্যসন্তানগণও নিজকে ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করার প্রয়াসী হইয়াছেন দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতা আর কি হইতে পারে জানি না। যেহেতু কোন বাঙ্গ ব্রাহ্মণের শালঙ্কায়নগোত্র নাই। ঘোষ, বসু প্রভৃতির গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া শব্দকল্পদ্রুমকার কায়স্থশব্দে লিখিয়াছেন :—

কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গোতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালীনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ম্।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ॥
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ।
বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞতঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ॥ ইত্যাদি।

উপরি উক্ত বচনাবলী হইতে জানা যায়, কান্যকুব্জ হইতে কাশ্যপ-গোত্রের মহামতি দক্ষনামা যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার দাস ছিল, গৌতমগোত্রের দশরথবসু। শাণ্ডিল্যগোত্রের ভট্টনারায়ণ নামক যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার দাস ছিল, সৌকালীনগোত্রের মকরন্দঘোষ। ভরদ্বাজগোত্রের শ্রীহর্ষ নামক যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার দাস ছিল, কাশ্যপগোত্রের বিরাটগুহ। সাবর্ণগোত্রের বেদগর্ভ নামক যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার দাস ছিল, বিশ্বামিত্রগোত্রের কালিদাসমিত্র। বাৎস্যগোত্রের ছান্দড় নামক যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন, মৌদগল্যগোত্রের পুরুষোত্তমদত্ত। এতদ্ভিন্ন কায়স্থদিগের কোনরূপ গোত্রের উল্লেখ শব্দকল্পদ্রুমাদি কোন সংস্কৃতগ্রন্থে নাই।

যেই সমস্ত বৈদ্যসন্তান বল্লালের প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য স্বীকার করিয়াছিলেন না, তাঁহারা বল্লালের প্রকোপে পড়িয়া সমাজকক্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আত্মগৌরব রক্ষা

করার উদ্দেশ্যে বঙ্গের নানাস্থানে যাইয়া বসতি করিয়াছিলেন। বল্লালের নববিধানের ফলে যে, বহু বৈদ্যসন্তান সমাজদেহ হইতে স্খলিত হইয়াছেন, তাহা প্রাচীনগ্রন্থ ঢাকুরের কারিকা হইতেও জানা যায়। ঢাকুর বলেন :—

তদনন্তর বল্লাল মর্য্যাদা যার হৈল। ছোটবড় ভেদাভেদ কিছু না রহিল॥
কাহাকে কুলীনপদ দিয়া বাড়াইল। কাহারও কুলীনপদ কাড়িয়া লইল॥
পুত্রান্তে কন্যাতে কুল বাঁধিতে লাগিল। এইত অধর্ম্মবীজ সঞ্চয় হইল।
কেহ কেহ রাজআজ্ঞা করিল গ্রহণ। কেহ নবব্রতপদ করিলা নিন্দন॥
বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ। বল্লাল মর্য্যাদা নাই লৈলা তিনজন॥
উৎপাত করিয়া রাজা নাথুইলা দেশ। স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ॥
বল্লাল যেমন করে তার তাহা হয়। উত্তমকে ছোটকরি নীচকে বাড়ায়॥
শূদ্রকে দিলাকুল কায়স্থ নিন্দিত। আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত॥

যেই সমস্ত বৈদ্য বল্লালের নববিধান স্বীকার না করিয়া অন্যত্র যাইয়া বসতি করিয়াছিলেন, তথাকার কুলীন বৈদ্যগণের অদূরদর্শিতায় ও অবজ্ঞায় তাঁহারা আত্মগৌরব হীন হইয়া পড়েন। কুলপ্রাপ্ত বৈদ্যগণ তাঁহাদের সহিত কন্যা আদান প্রদান না করাতে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কায়স্থগণের সহিত যৌনসম্বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ স্বকীয় আভিজাত্য গৌরবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কায়স্থ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে থাকিলেও তাঁহারা বল্লাল কর্ত্তৃক কুলপ্রাপ্ত কায়স্থ, ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রদের সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া বৈদ্যগণের সহিত সম্মিলিত হইতে সমধিক প্রয়াসী, এবং তদভাব গৌরবের কার্য্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা যে ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য-সন্তান তাহা তাঁহাদের গোত্র, পদবি ও সদাচারাদি দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায়। বিক্রমপুরের ও পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যগণ যে পূর্ব্ব উত্তর অঞ্চলের বৈদ্যগণকে কায়স্থসংসর্গী বলিয়া নিন্দা করেন, তাহার মূলে কায়স্থ নামে পরিচিত, ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান। চট্টগ্রামে, বহুবৈদ্যপরিবার রহিয়াছেন, যাঁহাদের সহিত বহুপুরুষাবধি কায়স্থ সংসর্গ হয় নাই। চট্টগ্রামাদি অঞ্চলের বৈদ্যগণ অসবর্ণ বিবাহদোষে দুষ্ট বলিয়া বিক্রমপুরাদির বৈদ্যসামাজিকগণ তাঁহাদের সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করিতে যে, অস্বীকার করেন, তাঁহারা একবার ও ভাবিয়া দেখেন নাই যে এই অসবর্ণবিবাহ হিন্দুজাতির অস্থি মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ অসবর্ণবিবাহ সর্ব্বদাই প্রচলিত ছিল। হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু

জাতির সত্তা যে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা অসবর্ণবিবাহেরই ফল। যাঁহারা অসবর্ণবিবাহকে নিন্দা করিতেছেন, তাঁহাদের দূরবর্ত্তি পূর্ব্বপুরুষগণ অসবর্ণ-বিবাহসূত্রে যে গ্রথিত ছিলেন না, তাহা কে বলিতে পারে?

এখনও ভারতের বহুপ্রদেশে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। বল্লালশাসিত-স্থান ব্যতীত, অন্যত্র তাহা একেবারে বিদূরিত হয় নাই। মহারাজ তাঁহার শাসিতরাজ্যেই অসবর্ণবিবাহ বারিত করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি অসবর্ণ বিবাহসূত্রে গ্রথিত হইয়া যেইভাবে বঙ্গীয় বৈদ্যগণের জাতীয়তা ম্লান করিয়াছেন, তাহা যুগযুগান্তরের সাধনায়ও পরিষ্কার হওয়া কঠিন সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যে অসবর্ণ বিবাহের জন্য বিক্রমপুর বৈদ্য-সামাজিকগণ চট্টলবৈদ্যগণের সহিত সম্মিলিত হইতে নারাজ, তাঁহারা কি জানেন না? তথায় ভরার মেয়ের বিবাহ প্রথা অল্পদিন পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। ঐরূপ বিবাহজাত সন্তানগণ মুখ্য ব্রাহ্মণের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিশাল ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি করেন নাই কি? ভরার মেয়ের সংস্রবে যদি ব্রাহ্মণসমাজ চলিতে পারেন, যদি মেলবন্ধনযুক্ত কুলীন ব্রাহ্মণগণ চলিতে পারেন যদি সেই ব্রাহ্মণগণের অন্ন আহার করিয়া বৈদ্যসামাজিকগণ জাতীয়তা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তানগণের সহিত প্রচলিত বৈদ্যগণের সংস্রব, কতদূর গর্হিত, তাহা কি বৈদ্যসামাজিকগণ চিন্তা করিবেন না? শুধু তাহা নহে, বল্লালশাসিতসমাজে বল্লাল কর্ত্তৃক কায়স্থজাতিতে উন্নমিত ও কুল প্রাপ্ত ঘোষাদির সহিত তত্তৎ সমাজের বিশিষ্ট বৈদ্যগণের যে সংস্রব ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ইঁহারা তাঁহারা কিছুকাল পূর্ব্বে অসবর্ণবিবাহ ত্যাগ করিয়াছেন, আর চট্টগ্রামাদি অঞ্চলের বৈদ্যগণ তাহার কিছুকাল পর পরিত্যাগ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

---

(১) মেলবন্ধন সম্বন্ধে দেবীবরঘটক তুল্যদোষসম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে তুল্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে ছত্রিশদলে বিভক্ত করিয়া এক একটী দলকে একএকটী মেলে বদ্ধ করিয়াছিলেন। মেল শব্দের অর্থ "দোষানাং মেলনং ইতি।" মেলঃ। দোষের সমীকরণ, সুতরাং ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে তৎকালে সমাজে বিশুদ্ধব্রাহ্মণ কেহই ছিলেন না। বংশজগণ যেমন ভরারমেয়ের সংস্রবে দুষ্ট, তদ্রূপ কুলীনগণও মুসলমান প্রভৃতি অস্পৃশ্যজাতির সংসর্গে আচার ভ্রষ্ট ও সম্বন্ধ ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা বিশুদ্ধব্রাহ্মণজাতি বলিয়া তুল্যভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

এই অবস্থাতেও যদি সামাজিকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া সংকীর্ণতার পরিচয় দিতে থাকেন এবং সমস্ত বঙ্গীয়বৈদ্যগণকে এক সমাজে ভুক্ত করিয়া একপ্রাণতার পরিচয় প্রদান না করেন, কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তানগণকে স্বশ্রেণীর মধ্যে হাত ধরিয়া, টানিয়া না নেন এবং চিরনিন্দিত বর্জ্জন নীতির অনুসরণ করেন, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তঃ এই বৈদ্যজাতির নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বর্জ্জননীতির ফল 'কিরূপ বিষময় হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বৈদ্যজাতির উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রীয়সদনে যে প্রভাববিস্তার করার উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে পারিতেন সম্প্রদায় হিসাবে এইক্ষণ তাঁহাদের সংখ্যা কম হওয়াতে তদ্রূপ বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেছেন না। বহুবৈদ্য সামাজিকগণই ইহার ফল কিরূপ ফলিয়াছে ও ভবিষ্যতে ফলিবে, তাহার সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া সমাজ রক্ষায় উদাসীন রহিয়াছেন। বর্জ্জননীতির ফলে বৌদ্ধযুগে, যে সমস্ত প্রতিভাশালী বৈদ্যসন্তান বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শুভাকরগুপ্ত, প্রভাকরগুপ্ত, সাধুগুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই বৈদ্য সমাজে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া যেমন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন, তদ্রূপ চৈতন্যদেবের সময়েও যে সব বৈদ্যসন্তান বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঈশ্বরপুরিই অগ্রণী। তিনিই চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরু ছিলেন। অমিয়নিমাইচরিত প্রণেতা তাঁহাকে স্বদলে টানিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহাপ্রভুর সহিত সংস্কৃত কথোপকথন এবং বেদাদির বিচারদ্বারা ঈশ্বরপুরিকে বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কায়স্থশ্রেণীতে যে সমস্ত গোস্বামী, শর্ম্মা, গুপ্ত প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা যে ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান তাহা নিশ্চিতই।

চৈতন্যমহাপ্রভুর যুগেও কোন কায়স্থ অধ্যাপন যাজন ও বেদাধ্যয়ন করিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়েই সংস্কৃতকলেজে কায়স্থ সন্তানগণ অধ্যয়নের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র, তাহাও বেদবিভাগে নহে। কিন্তু সত্যকাল হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ রূপ বৃত্তিত্রয়ের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন।

মহারাজ বল্লালের অসবর্ণবিবাহ ও রাজাগণেশের আদেশ হইতেই বহু-বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজে আত্মগোপন করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যা

বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা অবিসংবাদিত সত্য। যে সমস্ত প্রতিকূল ঘটনার বশবর্ত্তী হইয়া বৈদ্যজাতির সংখ্যা অভাবনীয় রূপে ন্যূনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মূলোৎপাটন করার একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যাহাতে হৃতগৌরব স্বস্থানভ্রষ্ট ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তানগণ আত্মপরিচয় দিয়া পুনঃ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক স্বজাতি বৎসল বৈদ্যসন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য। সংখ্যার ন্যূনতা হওয়াতেই কোন কোন স্থানের বৈদ্যগণ অপরাপর সম্প্রদায়ের ভ্রূকুটী সহ্য করিতেছেন, কেবল তাহা নহে, সময়ে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্তির পক্ষে কিরূপ অন্তরায় ঘটিবে, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনুভব করিতেছেন। তাই সমগ্র বৈদ্যগণের নিকট, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা সকলে নিজ নিজ স্বরূপ অনুভব করুন; যাঁহারা ঘটনাবিপর্য্যয়ে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে, বৈদ্যমর্য্যাদা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অপর গণ্ডীতে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বরূপ উপলব্ধি করুন এবং কুলীনবৈদ্যগণও তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির অতলতলে নিক্ষেপ না করিয়া হাত ধরিয়া কূলে টানিয়া লউন! সৎসাহস প্রদর্শন করুন! আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ আত্মহিত বুঝিতে অসমর্থ হওয়াতেই এতকাল আত্মদ্রোহানলে ভস্মীভূত হইয়া আসিতেছিলেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে যেমন রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি যানের সাহায্যে দেশ দেশান্তরে যাইয়া পরস্পরের সহিত, ভাবের বিনিময়ে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের সুযোগ ঘটিয়াছে, তখন তাহা ছিল না। একদেশের লোক অপরদেশের লোকের গুজব কাহিনীতে বস্তুতঃ জাতিনাশের ভয়ে আত্মদ্রোহানলের সৃষ্টি করিয়াছিল। আত্মদ্রোহ সর্ব্ববিধ অনিষ্টের নিদান, আত্মতৃপ্তিতাই সকল শুভকার্য্যের অন্তরায়, আত্মহিতই সকল প্রকার মঙ্গলের আস্পদ। যদি আত্মহিত চাহেন, তবে স্বজাতির মঙ্গল কামনা করুন! অজ্ঞানান্ধপঙ্কে নিমজ্জমান ভ্রাতাগণকে উদ্ধার করুন!! পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত করিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে এক করুন!! একপ্রাণে, একধ্যানে, একভাবে, ভারতীয় বৈদ্যগণের সহিত সম্মিলিত করার জন্য তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করুন!! সমগ্র ভারতীয় বৈদ্যগণকে সম্মিলিত করিয়া নিখিল ভারতীয় বৈদ্যসম্মিলনের প্রতিষ্ঠা করুন!! তাহা করিতে হইলে বঙ্গীয় প্রত্যেক বৈদ্যসন্তানকে উপনীত হইতে হইবে এবং স্বীয় স্বীয় পদবির সহিত 'শর্ম্মা' সংযোগ করিয়া (যথা সেনশর্ম্মা,

দাশশর্ম্মা ; আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হইবে। দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া ভারতীয় বৈদ্যগণের সহিত সম্মিলনের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। তাহা না হইলে ভারতীয় বৈদ্যগণের সহিত, বঙ্গীয় বৈদ্যগণের সম্মিলনের আশা সুদূরাপহৃত হইবে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে কোন কোন বৈদ্যসন্তান কায়স্থজাতি হইতে পৃথকত্ব নির্ণয়ের জন্য সেন, দাশাদি পদবির সহিত গুপ্ত পদ সংযোগ করিয়া (যথা দাশগুপ্ত সেনগুপ্ত) আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন। গুপ্তপদবি যে বৈশ্যত্ব বাচক! গুপ্তপদবি যে বিশ্ববন্দ্য বৈদ্যগণের কলঙ্কের স্বরূপ, গুপ্তপদবিতে যে আদি জননীকে ব্যভিচারিণী করা হয়! গুপ্তপদবি যে বৈদ্যজাতির বর্ণবিনির্ণয়ের পক্ষে এক মহাসমস্যার বিষয়, তাহা অনেকেই জানেন্ না।

পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত প্রভৃতি এক একজন আদিবৈদ্যেরই নাম। তাঁহারা জ্ঞানবত্তায়, বিদ্যাবত্তায়, জগৎপূজ্য-জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম পদবি রূপে স্বীয় স্বীয় নামের সহিত সংযোগ করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন। সেন, দাশ, দত্ত যেমন এক একজন আদি বৈদ্যের নাম, গুপ্তও তদ্রূপ একজন আদি বৈদ্যের নাম। একত্রে দুইটী বৈদ্যের নাম পদবি রূপে সংযোগ করিয়া আত্মপরিচয় দিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, দুইজন বৈদ্যের সংযোগেই তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে। এই গুপ্ত পদবি হইতেই বৈদ্যবিদ্বেষীগণ "অম্বষ্ঠা জারজা বৈদ্যাঃ" বলিয়া বৈদ্য সন্তানগণকে জারজ বলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। যে বৈদ্যগণ স্বর্লোক হইতে আসিয়া ভূলোকে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যে বৈদ্যগণ বিদ্যাবত্তায়, জ্ঞানবত্তায়, ত্রিজ, অম্বষ্ঠ, প্রাণাচার্য্য, বিদ্বান, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা জানিয়াও তাঁহাদের বংশধরগণ নিজ নিজ নামান্তে গুপ্তপদ সংযোগ করিয়া (যথা সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, দত্তগুপ্ত,) লিখিয়া নিজকে জারজ বলিয়া খ্যাপন করিবেন, এবং তাঁহাদের মাতা ভগ্নী ও কন্যাগণের নামান্তে গুপ্তা, গূঢ়জা গোপনরক্ষিতা প্রভৃতি জঘন্য পদবি দ্বারা পরিচয় দেওয়ার প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। প্রত্যেক বৈদ্যসন্তানকে মনে রাখিতে হইবে, তাঁহারা পূজার্হজাতি। তাঁহাদের আদিপিতা দেবতা ও মহর্ষি ছিলেন, জাতিবিভাগের পূর্ব্বেও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বৈদ্য বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা দ্বিজজাতির অতীত ত্রিজজাতি। তাঁহারা পিতৃপুরুষ রূপে ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোকে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নী গর্ভপ্রভব নহেন। তাহা এই গ্রন্থ পাঠে জানা যাইবে।

উপসংহারে বৈদ্যগণের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনারা আমার সংগৃহীত শাস্ত্রীয় বচনাবলীর ও যুক্তিতর্ক, প্রভৃতির প্রতি যথোচিত প্রণিধান করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের যুক্তযুক্ততা সম্বন্ধে যদি কোন প্রকার সন্দেহ করেন, অথবা তাহাতে যদি কোন ভুল প্রমাদ পরিলক্ষিত করেন, তবে অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক জানাইলে, তৎসমস্ত খণ্ডন করিতে কিংবা সংশোধন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; শুধু ফাঁকিবাজিতে বঙ্গীয় বৈদ্য-জাতির সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিলে চলিবে না। সংস্কারকার্য্যের মূলে চাই ঐকান্তিকতা, চাই দৃঢ়তা, চাই নিষ্ঠা, চাই কঠোর সাধনা, চাই একতা, চাই একপ্রাণতা, চাই কার্য্যতৎপরতা। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ বৈশ্য শূদ্রাচারের অধীন থাকাতে, তাঁহাদের মধ্যে যথোচিত সৎ সাহসের কথঞ্চিৎ লাঘব ঘটিয়া থাকিলেও শূদ্রোচিত নীচতা লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিগত দুই বৎসরের আলোচনায় চট্টগ্রামের বৈদ্যগণ শূদ্রোচিত দাস, দাসী পদবি ত্যাগ করিতেছেন। এবং বৈশ্যোচিত গুপ্ত গুপ্তা পদবি পরিত্যাগ করিয়া দৈবপৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠান স্ত্রীলোকগণ দেবী পদবিতে ও উপনীত পুরুষগণের মধ্যে, অনেকেই সেনশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা প্রভৃতি এবং অনুপনীত বৈদ্যগণ কেবল সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতি পদবি উল্লেখে দৈবপৈত্র কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বৈদ্যবন্ধুগণ! যদি কুলধর্ম্ম রক্ষা করা সঙ্গত মনে করেন, যদি পবিত্র কুলের কলঙ্ক মোচন করা সমুচিত মনে করেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের গুপ্ত হত্যা হইতে বৈদ্যজাতিকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য মনে করেন, সমগ্র বৈদ্য-জাতিকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, সমগ্র ভারতীয় বৈদ্যগণের সহিত, বঙ্গীয় বৈদ্যগণের একতা স্থাপনের কামনা করেন, তাহা হইলে ভারতীয় বৈদ্যগণের ন্যায়, প্রত্যেক বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে স্বীয় স্বীয় নামান্তে শর্ম্মা পদবি সংযোগ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। এক শর্ম্মাপদবি দ্বারাই বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ভারতীয় বৈদ্যগণের সহিত একধর্ম্মমূলক, একআচারমূলক, একতাসূত্রে নিবদ্ধ হইয়া এক মহাজাতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে এই নীতি গৃহীত হইলে, এমন একটি শক্তি জন্মিবে, যেই শক্তিবলে সমস্ত ভারতীয় বৈদ্যগণের সহিত একই দায়াদ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিবেন। আমাদের এই সিদ্ধান্ত বক্তৃতাবাজীর বা বিতর্কের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বৈদ্যবন্ধুগণ! যদি ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ হইয়া জাতীয়

গৌরব ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাহেন, তবে অনতিবিলম্বে ব্রাহ্মণ-বর্ণানুযায়ী উপনীত হউন !! আচারবান্ হউন ! শর্ম্মাপদাব উল্লেখে দৈব পৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করুন ! দশাহঅশৌচ গ্রহণ করুন ! ব্রাহ্মণবৎ উপনীত হইয়া বৈশ্যবৎ পক্ষাশৌচী হইলে হাস্যাস্পদ হইবেন এবং ভারতীয় বৈশ্যগণের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণগণের ভয়ে আত্ম প্রতারণা করিবেন না। যদি বৈদ্যোচিত সেনশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা উল্লেখে কার্য্য করিতে ঔদাস্য বা অবহেলা করেন, তবে জানিবেন, আপনাদের কল্যাণ সুদূরপরাহত আপনাদের সৌভাগ্যসূর্য্য সমুদিত হওয়ার এখনও অনেক বাকি।

বিক্রমপুরের ভূতপূর্ব্ব সমাজপতি ন-পাড়ার চৌধুরী বংশোদ্ভব আবকারী বিভাগের প্রবীণ সবইনেসপেক্টর শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় বঙ্গীয় বৈদ্যগণের জাতীয়গৌরব উদ্ধারকল্পে যেইভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, যেইভবে সদাচারী হইয়া ঐকান্তিকতার সহিত বৈদ্যগণকে উৎসাহিত করিতেছেন, তদ্রূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল। এই গ্রন্থ সঙ্কলন সময়ে তিনি আমাকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ভক্তিভাজন মোক্তার শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনকালে বর্ণাশুদ্ধি সংশোধনের সাহায্য করিয়া স্বীয় মহত্বের ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ওঁ তৎসৎ ! ওঁ তৎসৎ ! ওঁ তৎসৎ !

নিবেদক —

শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা।

সূচী :—

বঙ্গের মূলে বৈদ্যজাতি ... ১
সাহিত্যক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রভাব ... ১
ধর্ম্মক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রভাব ... ২
রাজনৈতিকক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রভাব ... ৩
বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের প্রতি ... ৩
চট্টলপ্রবাসী বৈদ্যগণের প্রতি ... ৪
চট্টল বৈদ্যসমাজের দ্বিজত্ব রক্ষা ... ৫
গুপ্তপদবি বৈশ্যবর্ণের পরিচায়ক ... ৬
সমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠা ... ৭
দ্বিজ ও শূদ্র ... ৯
বৈদ্যের অধ্যাপনাধিকার ... ১০
বৈদ্যসংজ্ঞাধিকারী ... ১২
বৈদ্যের যাজনাধিকার ... ১৫
বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার ... ১৬
বৈদ্যের শ্রেষ্ঠতা ... ১৮
বৈদ্যের পূজ্যতা ... ১৯
অম্বষ্ঠের ব্যুৎপত্তি ... ২১
অম্বষ্ঠপ্রদেশাগত বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠপদবাচ্য ... ২৩
বৈদ্যোৎপত্তি প্রসঙ্গ ... ২৪
ধন্বন্তরিদেবতা ও তাঁহার পূজার বিধান ... ২৭
অমৃতাচার্য্যের উৎপত্তি ... ৩০
অমৃতাচার্য্যের দেবকন্যা বিবাহ ... ৩১
কতিপয় বৈদ্যের জন্ম বিবরণ ... ৩১
ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণের সংখ্যা ... ৩২
পতিপত্নীর একীকরণ ... ৩৪
বীজের প্রাধান্য ... ৩৬
অনুলোমবিবাহজাত ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ ... ৩৮
যজনব্রাহ্মণজাতির জন্মবিবরণ ... ৪০
বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য ... ৪৭
সগোত্রাকন্যা বিবাহে দ্বিজের প্রায়শ্চিত্ত ... ৪৯
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে শ্লোক ... ৫২
বৈদ্যের সোমপানে অধিকার ... ৫৫

ব্রাহ্মণ্য শক্তি ৫৬
রঘুনন্দনের বুজরুকী ৫৮
বঙ্গীয় বৈদ্যগণের উপবীত ও আচারবিভ্রাট ৬৪
ব্রাহ্মণগণের আবেদনপত্র ৬৮
রাজাগণেশের আদেশপত্র ৬৯
বৈদ্যজাতির সহিত ব্রাহ্মণজাতির অঙ্গাঙ্গীভাব ৬৯
ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইতে বৈদ্যবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা ৭২
বৈদ্যবৃত্তিব শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ ৭৪
বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বনে যজনব্রাহ্মণের পাতিত্য ৭৬
বৈদ্যগণই শ্রাদ্ধীয়ব্রাহ্মণ ৭৮
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে উপাধি ৮৩
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে আয়ুর্ব্বেদ ৮৫
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে গ্রহাচার্য্য ৮৬
বৈদ্যবৃত্তি ধর্ম্মোপার্জ্জনের সহায় ৮৯
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে ঋগ্বেদ ৯০
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে উৎকলকারিকা ৯১
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে শ্রীখণ্ডসমাজ ৯১
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে যোগীন্দ্রনাথ ৯২
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে রঘুনাথশিরোমণি ৯৩
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে রাখালচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৯৩
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সরলাদেবী ৯৬
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে রামগতি-ন্যায়রত্ন ৯৩
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৯৪
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ... ৯৪
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মৈথিলেশ্বর ৯৫
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে পণ্ডিতসমাজ ৯৬
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে যাদবেশ্বর তর্করত্ন ৯৭
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৯৯
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে বল্লাল ১০০
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে প্রস্তরফলক ১০৪
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে তাম্রশাসন ১০৭
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সেনরাজগণ ১০৯
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে আদিশূর ১১১
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ ১১৩
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে হলায়ুধভট্ট ১১৩
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মন্মথভট্ট ১১৪
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে শর্ম্মা পদবি ১১৭

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সখারাম দেউস্কর	১১৭
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে দাশ পদবি	১১৭
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সত্যপ্রকাশ বিদ্যারত্ন ...	১১৮
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মহামহোপাধ্যায় গণনাথসেন ...	১২৭
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন ...	১২৮
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে শ্যামলাল মুন্সী	১২৮
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে বৃদ্ধহারিত	১২৯
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে হরেন্দ্রকুমার মৈত্রেয়... ...	১২৯
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে ডল্লনাচার্য্য	১৩০
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে বিকানীর	১৩১
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মাধবাচার্য্য	১৩১
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অধ্যাপনা	১৩২
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে পণ্ডিতসমাজ	১৩৩
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে জয়ানন্দ	১৩৪
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে আয়ুর্ব্বেদসভা	১৩৪
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে দুর্গাদাশ লাহিড়ী	১৩৪
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মদনমোহন মালব্য	১৩৮
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অশৌচবিধান	১৩৯
শাস্ত্রের কদর্থ	১৪৪
বঙ্গীয় বৈদ্যগণের সতর্কতা	১৪৮
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সদাচার	১৫৩
বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ...	১৫৫
অশৌচ সম্বন্ধে বৃহস্পতির অভিমত	১৫৬
দশাহ অশৌচ সম্বন্ধে বৈদ্যপণ্ডিতগণের অভিমত	১৫৭
পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্যগণের অভিমত	১৫৯
রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা	১৬০
বিক্রমপুরসমাজস্থ বৈদ্যগণের অভিমত	১৬১
অম্বষ্ঠসম্মিলনী সভার সভ্যগণের অভিমত ও কার্য্য... ...	১৬৩
সংস্কারভ্রষ্ঠ বৈদ্যগণের পুনঃসংস্কার গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত... ...	১৬৫
ভারতবর্ষীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা... ...	১৬৫
ব্যবস্থাপত্রের অনুবাদ	১৬৬
মহামহোপাধ্যায় স্বামীরাম মিশ্রশাস্ত্রীর ব্যবস্থাপত্রের অনুবাদ ...	১৬৭
ভট্টপল্লীর পাতী	১৬৭
অনুপনীত বৈদ্যগণের প্রতি নিবেদন	১৬৮।

অনুরোধ।

বঙ্গীয়বৈদ্যগণ দ্বিজব্রাহ্মণ ও পূজার্হজাতি। বঙ্গীয়সমাজেও বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বৈদ্যগণ তীর্থ-গুরু রূপে, যজনব্রাহ্মণ রূপে, চিকিৎসকরূপে বর্ত্তমানেও স্থিত আছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণপদবি ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাচারে দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। আমরা বঙ্গীয়বৈদ্যগণ তদনুরূপ সদাচার, সংজ্ঞা ও অশৌচ গ্রহণ করার যে সম্পূর্ণ অধিকারী, তাহা শাস্ত্রীয়বিধি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী বৈদ্যগণ দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া শর্ম্মাপদবি উল্লেখে দৈব ও পৈত্র কার্য্যাদি নিষ্পন্ন করার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। বঙ্গীয় বৈদ্যমহোদয়গণের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ যে আপনারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা এবং জাতীয় গৌরব রক্ষাকল্পে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করতঃ বর্ণজ্ঞাপক শর্ম্মা পদবি সংযোগে দৈব ও পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বৈদ্যজাতির গৌরব রক্ষা করিবেন।

বিনীত নিবেদক

চট্টলপ্রবাসী বিক্রমপুর সমাজস্থ বৈদ্যগণ ঃ— ন পাড়া চৌধুরী-বংশ প্রভব শ্রীযোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র সবইনেস্পেক্টর আবকারী অফিস। শোনারংগ্রামবাসী ধর্ম্মাজদ শ্রীরাজকুমার সেনশর্ম্মা ভূতপূর্ব্ব টেলীগ্রাম মাষ্টার। শ্রীনিবারণচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ, বি, এল উকিল জজকোর্ট। শ্রীঅতুল-চন্দ্র সেনশর্ম্মা মার্চ্চেণ্ট। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা ক্লার্ক রেলওয়ে। শ্রীঅতুলচন্দ্র সেনশর্ম্মা পেক্লার্ক রেলওয়ে। শ্রীবিনয়কুমার সেনশর্ম্মা। শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনশর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট টেলীগ্রাফ অফিস। স্বর্ণগ্রামনিবাসী শ্রীজনার্দ্দন হরি সেনশর্ম্মা সেরেস্তাদার কালেক্টরী। বালিগাঁনিবাসী শ্রীকেদারেশ্বর দাশ শর্ম্মা পেস্কার ফৌজদারিকোর্ট। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা বি এল, উকিল জজকোর্ট। স্বর্ণগ্রামনিবাসী শ্রীসত্যরঞ্জন সেনশর্ম্মা ক্লার্ক ইঞ্জিনিয়ার অফিস্। বিদ্গ্রামনিবাসী শ্রীহেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা ঘটক। টঙ্গিবাড়ী নিবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ঘটক কষ্টম প্রিবিণ্টিব অফিসার। শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা ম্যানেজার মাল্ডড্ কোম্পানী। আগরকাটাগ্রামবাসী শ্রীকামাখ্যাচরণ সেনশর্ম্মা বি এ, একাউণ্টেণ্ড জজকোর্ট। শ্রীহেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা ক্লার্ক স্কুলইনেস্পেক্টর অফিস।

বাহেরকগ্রামনিবাসী শ্রীহরিদয়াল গুপ্তশর্ম্মা শিক্ষক মিউনিসিপাল স্কুল। কোটাপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মজুমদার হেড্‌ক্লার্ক ফিন্‌লিমোরকোম্পানী। পণ্ডিতসারগ্রামনিবাসী শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা সুকারভাইজার ডিঃ বোর্ড অফিস। সাগাও নিবাসী শ্রীহারাণচন্দ্র সেনশর্ম্মা ভূতপূর্ব্ব রেলওয়ে কর্ম্মচারী। আড়কান্দীগ্রামনিবাসী শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ক্লার্ক কমিশনার অফিস্। ঝিদ্-গ্রামনিবাসী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্তশর্ম্মা রেলওয়ের গার্ড। পূর্ব্বশিমুলিয়াগ্রামনিবাসী শ্রীহরলাল সেনশর্ম্মা মজুমদার ভূতপূর্ব্ব টেলীগ্রাম ইনেস্পেক্টর। শ্রীধীরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা ক্লার্ক মাড্‌ড্ কোম্পানী। চুড়াইনগ্রামনিবাসী শ্রীসন্তোষকুমার দাশশর্ম্মা রেলওয়ের কার্ক। কোয়রপুর গ্রাম নিবাসী অখিলচন্দ্র সেনশর্ম্মারায় ক্লার্ক ইন্‌কম্‌টেক্স অফিস। যশোহর, ময়নাগ্রামনিবাসী শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা হেড্‌মাষ্টার মহামুণি হাইস্কুল। শ্রীললিতকুমার দাশশর্ম্মা কবিরাজ চুড়াইন।

চট্টল-প্রবাসী নোয়াখালীর বৈদ্যগণ :— শ্রীমহিমচন্দ্র দাশশর্ম্মা ডাক্তার। শ্রীপুলীনবিহারী দত্তশর্ম্মা ডাক্তার।

চট্টগ্রাম ধলঘাট গ্রামবাসী বৈদ্যগণ :— শ্রীঅনঙ্গমোহন সেনশর্ম্মা জমিদার। শ্রীবিপিনচন্দ্র সেনশর্ম্মা হেড্‌ক্লার্ক মেরিনসার্ভেয়ার অফিস্। শ্রীরজনীরঞ্জন সেনশর্ম্মা ক্লার্ক ডিষ্ট্রীকবোর্ড। শ্রীচট্টলচন্দ্র সেনশর্ম্মা কালেক্টরী। শ্রীঅন্নদাচরণ সেনশর্ম্মা উকিলকমিশনার। শ্রীসতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ডিঃ বোর্ড। শ্রীনগেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা ক্লার্ক মহালক্ষ্মী বেঙ্ক। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ক্লার্ক বৈদ্যসম্মিলনী। শ্রীযশোদারঞ্জন দাশশর্ম্মা জমিদার। শ্রীবিপিনচন্দ্র দাশ-শর্ম্মা জমিদার। শ্রীশচীন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা বি এল্ উকিল জজকোর্ট। শ্রীমহেন্দ্র কুমার দাশশর্ম্মা বি এল উকিল জজকোর্ট। শ্রীঅতুলচন্দ্র দাশশর্ম্মা ডাক্তার। শ্রীঅন্নদাচরণ দাশশর্ম্মা তৌজিনবীশ। শ্রীচন্দ্রমোহন, দাশশর্ম্মা বিশ্বাস ক্লার্ক কমিশনারঅফিস্। শ্রীরোহিনীরঞ্জন দাশশর্ম্মা ক্লার্ক পোষ্টঅফিস্। শ্রীমহেন্দ্র-নাথ দাশশর্ম্মা ক্লার্ক পোষ্ট অফিস্ সদর। শ্রীহীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা পুলিসকোর্ট শ্রীহরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা বি এ। শ্রীনগেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ডাক্তার ও ক্লার্ক রেলওয়ে অফিস। শ্রীআশুতোষ দাশশর্ম্মা ক্লার্ক মুন্সেফীকোর্ট। শ্রীপরেশচন্দ্র দত্তশর্ম্মা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্তশর্ম্মা। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দাদার ক্লার্ক টিলব্রাদাস্কোং। শ্রীশরচ্চন্দ্র দাশশর্ম্মা মোক্তার।

গৈরলাগ্রামবাসী বৈদ্যগণ :—শ্রীদুর্গাকুমার সেনশর্ম্মা সেরেস্তাদার

সবজজ কোর্ট। শ্রীসূর্য্যকুমার সেনশর্ম্মা হেডমাষ্টার পটীয়া উচ্চ-ইংরেজী স্কুল। শ্রীবিপিনবিহারী সেনশর্ম্মা ক্লার্ক পোর্টঅফিস। শ্রীবরদাচরণ সেনশর্ম্মা ক্লার্ক রেলওয়ে অফিস। শ্রীসুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা হেডক্লার্ক টার্ণারমরিসন্ কোম্পানী। শ্রীনবীনচন্দ্র সেনশর্ম্মা সেরেস্তাদার পটীয়ামুন্সেফী। শ্রীবেণী মাধব দাশশর্ম্মা হেড-কম্পেয়ারিং ক্লার্ক জজকোর্ট। শ্রীবসন্তকুমার দাশশর্ম্মা ওভার্সিয়ার রেলওয়ে।

কেলীসহর গ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রীমহেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ক্লার্ক পোর্ট অফিস। শ্রীনগেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা চৌধুরী। শ্রীঅন্নদাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী জমিদার। শ্রীবরদাকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী ক্লার্ক একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিস্। শ্রীযোগীন্দ্রকৃষ্ণ দাশশর্ম্মা কেশিয়ার ভূতপূর্ব্ব নেশনেল্ বেঙ্ক। শ্রীযামিনী রঞ্জন দাশশর্ম্মা। শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী ক্লার্ক রেলওয়ে। শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা চৌধুরী। শ্রীনিরোদরঞ্জন দাশশর্ম্মা। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেনশর্ম্মা ক্লার্ক রেলওয়ে। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাশশর্ম্মা চৌধুরী জমিদার। শ্রীঅম্বিকাচরণ দাশ-শর্ম্মা চৌধুরী কেলীসহর। শ্রীমথুরামোহন দাশশর্ম্মা চৌধুরী ক্লার্ক কালেক্টরী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা চৌধুরী হেডক্লার্ক সার্টিফিকেট কালেক্টরী। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা চৌধুরী। শ্রীনীরোদরঞ্জন দাশশর্ম্মা। শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশশর্ম্মা চৌধুরী জমিদার। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেনশর্ম্মা ক্লার্ক রেলওয়ে।

পরৈকোড়াগ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রীরটন্তীলাল দাশশর্ম্মা হেড্-ক্লার্ক কালেক্টরী। শ্রীবিনোদলাল দাশশর্ম্মা চৌধুরী হেড্ ক্লার্ক ডিঃ বোর্ড। শ্রীবরদাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী। শ্রীসারদাকান্ত দাশশর্ম্মা দস্তিদার মাষ্টার যাত্রামোহন স্কুল। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা উকিল জজকোর্ট। শ্রীবিপিন কুমার দাশশর্ম্মা। শ্রীরাজকুমার দাশশর্ম্মা পেনসনপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার। শ্রীবিধুভূষণ দাশশর্ম্মারায় জমিদার। শ্রীমধুনাথ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ক্লার্ক মিউনীসিপাল অফিস।

নয়াপাড়াগ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রীসুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মারায় জমিদার ও উকিল জজকোর্ট। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বি এ ক্লার্ক জজকোর্ট। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মার্চ্চেন্ট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা বি এল উকিল জজকোর্ট। শ্রীনীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ক্লার্ক কষ্টমঅফিস। শ্রীঅপর্ণাচরণ দাশশর্ম্মা। শ্রীনলিনীকান্ত দাশশর্ম্মা ক্লার্ক রেলওয়ে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা জমিদার। শ্রীপুলিনবিহারী সেনশর্ম্মা ক্লার্ক মিউনিসিপাল অফিস। শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা কবিরাজ। শ্রীকামিনীকুমার সেনশর্ম্মা ক্লার্ক দোভাসীর অফিস। শ্রীরামচরণ সেনশর্ম্মা। শ্রীউপেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা রায় মোক্তারমোহরের

কোয়েপাড়া গ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রীচন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা সেরেস্তাদার সবজজকোর্ট। শ্রীকৃষ্ণকুমার সেনশর্ম্মা উকিল। শ্রীনিরঞ্জন সেনশর্ম্মা শ্রীনলিনীকান্ত সেনশর্ম্মা মোক্তার। শ্রীফণীভূষণ দাশশর্ম্মা ক্লার্ক সবজজকোর্ট। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাশশর্ম্মা ক্লার্ক কষ্টম অফিস। শ্রীনলিনীকান্ত দাশশর্ম্মা ক্লার্ক রেঙ্গুন। শ্রীব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা এম্ এ, বি এল উকিল জজ আদালত। শ্রীযামিনী রঞ্জন সেনশর্ম্মা পেক্লার্ক রেলওয়ে অফিস। শ্রীমনোরঞ্জন সেনশর্ম্মা কবিরাজ। শ্রীহীরেন্দ্র নাথ সেনশর্ম্মা।

ভাটীখাইনগ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রীশ্যামাচরণ দাশশর্ম্মা। শ্রীবিনোদ বিহারী দাশশর্ম্মা। শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা, মার্চ্চেন্ট। শ্রীউপেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ক্লার্ক রেলওয়ে অফিস। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা উকিল পটীয়া মুন্সেফী শ্রীনাথ দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দাদার ক্লার্ক রেলওয়ে। শ্রীনূতনচন্দ্র দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দাদার।

কানুনগোয়পাড়াগ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রীউপেন্দ্রলালদাশশর্ম্মা কানুনগোয় উকিল পটীয়া মুন্সেফী। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাশশর্ম্মা কানুনগোয় গুডক্লার্ক রেলওয়ে। শ্রীদুর্গাকুমার দাশশর্ম্মা কানুনগোয় ডাক্তার। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাশশর্ম্মা কানুনগোয় কবিরাজ। শ্রীজগবন্ধু দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। শ্রীযশোদাচরণ দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। শ্রীবরদাচরণ দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। শ্রীমনোরঞ্জন দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা কানুনগোয় সেরেস্তাদার। শ্রীদীনেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। শ্রীবিনোদবিহারী দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। শ্রীহেমেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। বি, এস, সি। শ্রীজীতেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। শ্রীনীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কানুনগোয়। শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা কানুনগোয়।

সুচক্রদণ্ডী গ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রীশশাঙ্কমোহন দাশশর্ম্মা বি, এ এসিস্‌টেন্টমাষ্টার পটীয়াহাইস্কুল। শ্রীশুধাংশুবিমল দাশশর্ম্মা এম, এ সব ডিপুটী কালেক্টর। শ্রীচন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা খাস্তগীর ডাক্তার ও ক্লার্ক পটীয়া মুন্সেফী।

ধোরলা ও সারোয়াতলীগ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রীবেণীমাধব সেনশর্ম্মা মোক্তার ও জমিদার। শ্রীশশিকুমার সেনশর্ম্মা ক্লার্ক কষ্টম অফিস। শ্রীবেণীমাধব দাশশর্ম্মা দস্তিদার এসিস্‌টেন্ট একাউনটেন্ট কোর্টওয়ার্স। শ্রীউমেশ চন্দ্র দাশশর্ম্মা দস্তিদার টেক্সের দারোগা মিউনিসিপাল অফিস। শ্রীধীরেন্দ্র

লাল সেনশর্ম্মা মোক্তার। শ্রীহরিশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি, এল, উকিল জজকোর্ট শ্রীমোহিনীমোহন দাশশর্ম্মা মোক্তার। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেনশর্ম্মা ডাক্তার।

ছনহরাগ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রী[illegible] দাশশর্ম্মা জমিদার। শ্রীবিজয়লাল দেবশর্ম্মা বিশ্বাস।

আলামপুর গ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায় সাহেব বি, এল উকিল জজকোর্ট। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা পেস্কার কালেক্টরী। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা উকিল মোহরের।

বরমাগ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ— শ্রীঅন্নদাচরণ সেনশর্ম্মা চৌধুরী। শ্রীনবীনচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার। শ্রীরাজকুমার সেনশর্ম্মা ডাক্তার। শ্রীসতীশ চন্দ্র সেনশর্ম্মা। শ্রীমহেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা। শ্রীনগেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা ক্লার্ক জেটী অফিস। শ্রীযতীন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা ফরেষ্ট অফিস। শ্রীরজনীকান্ত সেনশর্ম্মা। শ্রীচন্দ্রমাধব সেনশর্ম্মা বি, এল, উকিল জজকোর্ট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেনশর্ম্মা শিক্ষক কলেজীয়েট স্কুল। শ্রীষোড়শীমোহন সেনশর্ম্মা মজুমদার ক্লার্ক জজকোর্ট। শ্রীলালমোহন সেনশর্ম্মা বি, এ ক্লার্ক রেজিষ্টারী অফিস। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন শর্ম্মা বি, এ। শ্রীরাজকুমার সেনশর্ম্মা ক্লার্ক রেজিষ্টারী অফিস। শ্রীনিরঞ্জন সেনশর্ম্মা ক্লার্ক জেটী অফিস। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনশর্ম্মা ইঞ্জিনিয়ার অফিস। শ্রীরমণীরঞ্জন দত্তশর্ম্মা। শ্রীবিপিনচন্দ্র সেনশর্ম্মা মোক্তার।

আনোয়ারা গ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাশশর্ম্মা জমিদার। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি, এল উকিল জজকোর্ট। শ্রীনগেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা খাস্তগির শিক্ষক মিউনিসিপাল স্কুল। শ্রীযতীন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা চৌধুরী ক্লার্ক অফ্ আর্ব্বাণ বেঙ্ক।

গুয়াতলী গ্রামবাসী বৈদ্যগণ ঃ—শ্রীসারদাকুমার দাশশর্ম্মা ভূতপূর্ব্ব কয়েষ্টার। শ্রীসারদাচরণ দাশশর্ম্মা। শ্রীমহেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা। শ্রীহরলাল দাশ শর্ম্মা। শ্রীচন্দ্রমোহন দাশশর্ম্মা সৌভাগীর ম্যানেজার। শ্রীধীরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা। শ্রীভক্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা পেস্কার।

শ্রীরামাচরণ সেনশর্ম্মা পোষ্ট অফিস খিতাপচর। শ্রীহীরালাল সেনশর্ম্মা শ্রীপুর। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেনশর্ম্মা গোপাদিয়া। শ্রীনীলকমল সেনশর্ম্মা মিউনিসিপাল স্কুল। শ্রীমাধবচন্দ্র সেনশর্ম্মা পদমমুন্সেফী শ্রীঈশানচন্দ্র দাশশর্ম্মা ম্যানেজার।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি।

বঙ্গের মূলে বৈদ্যজাতি ঃ—বঙ্গমাতার সুকৃতি সন্তানগণ! বিদ্বজ্জন-বরেণ্য বৈদ্যজাতির বংশধরগণ! স্বাধ্যায়রত চিকিৎসাধ্যাপনপটু আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অক্ষুণ্নভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে যেই বঙ্গ অন্যান্য প্রদেশ হইতে সমুন্নত, সেই বঙ্গে আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ অপর সমস্ত জাতি হইতে শিক্ষায়, জ্ঞানে ও প্রতিষ্ঠায় সমুচ্চ ছিলেন। বঙ্গের সাহিত্য, বঙ্গের ইতিহাস, বঙ্গের ধর্ম্ম, বঙ্গের শিল্প, বঙ্গের জাতি, বঙ্গের জাতীয় চরিত্র, বঙ্গের গৌরবের যাহা কিছু আছে, সকলেরই গঠনে আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তীর অনন্যসাধারণ কর্ম্মকুশলতা, ও অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষায়, গৌরবে ও মহানুভবতায় তাঁহারাই বঙ্গদেশে আদর্শ ছিলেন। তাঁহাদের আদর্শ লইয়াই বঙ্গীয় বিভিন্ন সামাজিকগণ কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতেন। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, মহত্বে, রাষ্ট্রনীতিতে, ধর্ম্মাচরণে সব বিষয়েই তাঁহারা বঙ্গীয় সমাজের অনুকরণীয়। বঙ্গদেশ তাঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁহাদের যশোরাশিতে মুখরিত। আজ বঙ্গদেশ যেই উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করিয়া ক্রমশঃ মহোন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, ইহার মূলে বঙ্গদেশের ভাগ্যনিয়ামক বৈদ্যরাজগণ। আজ বাঙ্গালী গৌরবমণ্ডিত যে মুকুট শীর্ষে ধরিয়া ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহার মূলে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ আদিশূর ও বল্লালের মহাশক্তি। বাঙ্গালীর সামাজিকতায়, বাঙ্গালীর বিবাহ সভায়, বাঙ্গালীর কৌলীন্য প্রথায়, বাঙ্গালীর আহারে বিহারে সেই আদিশূর ও বল্লাল এই সাম্যের যুগেও প্রভুত্ব করিতেছেন। বাঙ্গালীর মনে প্রাণে, বাঙ্গালীর অস্থি মজ্জায়, বাঙ্গালীর ধ্যান ধারণায়, বাঙ্গালীর শোণিতপ্রবাহে, অদ্যাপি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র স্মৃতি বিরাজ করিতেছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রভাবঃ—সাহিত্যের দিকে অভিনিবেশ করিলে জানা যায়, বঙ্গীয় বৈদ্যগণ সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিসীম উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ, কবিকল্পদ্রুম, কাব্যকামধেনু, রামব্যাকরণ

প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় বোপদেব গোস্বামী বঙ্গদেশে পাণিনির ন্যায় বন্দনীয়। তিনি বঙ্গবাসীর সংস্কৃতশিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত-সারপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় বৈদ্য ক্রমদীশ্বর, সুপদ্মব্যাকরণপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভ দত্ত, কলাপপরিশিষ্টপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত, সাহিত্য-দর্পণপ্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ, চতুর্দ্দশভাষাবিদ্ পণ্ডিতাগ্রণী চন্দ্রশেখর কবীন্দ্র, স্বপ্নতত্ত্ব জ্যোতিষগ্রন্থপ্রণেতা ভৃগুরাম দাশ, আর্য্যভট্ট, ও ভাস্করাচার্য্যের সমকক্ষ ব্রহ্মগুপ্ত, বাগ্‌ভটালঙ্কারপ্রণেতা বাগ্‌ভট গুপ্ত, বিশ্বপ্রকাশকোষ রচয়িতা মহেশ্বরাচার্য্য, গণিতশাস্ত্ররচয়িতা আচার্য্য শুভঙ্কর, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস, ধন্বন্তরি, বররুচি, শঙ্কু প্রভৃতি শত শত দিগ্বিজয়ী লোকপাল সদৃশ বৈদ্যপণ্ডিত বিদ্যাবত্তায়, জ্ঞানবত্তায় অক্ষয় জ্যোতির্ম্ময় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্যমান।

নিদানগ্রন্থের সংস্কলয়িতা মহামহোপাধ্যায় মাধবকর, নিদানের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় বিজয় রক্ষিত ও পণ্ডিত শ্রীকণ্ঠদত্ত, বহুবিধ গ্রন্থপ্রণেতা ভরত মল্লিক, চক্রদত্তপ্রণেতা চক্রপাণি দত্ত, কলাপপঞ্জীপ্রণেতা ত্রিলোচন দাশ, পঞ্চস্বরাজ্যোতিষপ্রণেতা প্রজাপতি দাশ, ছন্দঃশাস্ত্রপ্রণেতা পিঙ্গল নাগ, মেদিনীকোষরচয়িতা মেদিনী কর, গীতগোবিন্দপ্রণেতা জয়দেব, হারাবলী, ক্রিয়াকাণ্ডকোষপ্রণেতা পুরুষোত্তম দেব, চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা মুরারি গুপ্ত, চৈতন্যচরিতনাটককার চৈতন্য দাশ, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যচরিত প্রভৃতি বহু-গ্রন্থ রচয়িতা কবিকর্ণপুর, চৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা বিষ্ণুশর্ম্মা, সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লনাচার্য্য, চরকাদি বৈদ্যকশাস্ত্রের এবং মনুসংহিতার প্রমাদভঞ্জনী টীকা, ব্রহ্মসূত্র, পাতঞ্জল ও উপনিষদাদির অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাকর্ত্তা আচার্য্য গঙ্গাধর প্রভৃতি মহামনীষী অধ্যাপকগণ বৈদ্যকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বৈদ্যরাজত্বকালে অধ্যাপনা-নিরত প্রতিভাশালী বৈদ্যগণ বঙ্গসাহিত্যের জনকস্বরূপ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ, রামনিধি, ঈশ্বরগুপ্ত, প্যারীমোহন, মধুসূদন, নবীন, রজনী, দীনেশ, শশাঙ্ক, বিপিন প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বৈদ্যগণের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

ধর্ম্মক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রভাব ঃ—সাহিত্যক্ষেত্রে বৈদ্যপ্রতিভার যেইরূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মক্ষেত্রেও তদ্রূপ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচার তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৈদ্যগণের সাহায্যেই বহুলাংশে

ঘটিয়াছিল। বৈদ্য অধ্যাপকগণই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় বৌদ্ধাচার্য্য বৈদ্য শান্তরক্ষিত, শীল রক্ষিত, ধনগুপ্ত, সর্ব্বজ্ঞদেব, অতুল্য-দাশ, বুদ্ধপাল, প্রজ্ঞাপাল, লক্ষ্মীকর, প্রভৃতি বহু বৈদ্যকর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বত্র অনতিকালমধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তান্ত্রিকধর্ম্মপ্রচারক-শ্রেষ্ঠ কৌলাচার্য্যগণ বৈদ্য ছিলেন। এখনও বৈদ্যগণের মধ্যে শক্তিমন্ত্রসাধক ও শক্ত্যুপাসকের সংখ্যা অধিক। শক্তিসাধক ভক্তপ্রবর দ্বিজ রামপ্রসাদের নাম কে না শুনিয়াছেন? সেই দিনকার ব্রহ্মানন্দ কেশবসেন, আচার্য্য গৌরগোবিন্দ, সাধু অঘোরনাথ, বাগ্মী প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক রাজেশ্বর গুপ্ত, প্যারীমোহন প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ তেজস্বী স্বাধীনচেতা বৈদ্যগণকে কে না জানেন? শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, রাজারাজবল্লভ প্রমুখ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈদ্যবৃন্দের ধর্ম্মপ্রাণতায় কে সন্দিহান্? বৈদ্যই বঙ্গে যুগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, যুগেযুগে যুগানুরূপ ধর্ম্মব্যাখ্যা বৈদ্য অধ্যাপকগণ করিয়াছেন।

রাজনৈতিকক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রভাব ঃ—সাহিত্যক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রভাব যেইরূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, রাজনৈতিকক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রতিভা অতোঽধিক ছিল। মহারাজ আদিশূরের প্রভাব প্রতিপত্তি বাঙ্গালায় কেবল সীমাবদ্ধ ছিল না, সুদূর কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আদিশূরের ব্রাহ্মণত্বের প্রভাব এতদূর ছিল যে, তিনি সাতশতঘর অন্ত্যজ জাতিকে মুখ্যব্রাহ্মণত্বে পরিণত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিদেশে কনৌজাধিপতিও পঞ্চগোত্রের পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এই বঙ্গদেশে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আদিশূর হইতে শেষ লক্ষ্মণ সেন পর্য্যন্ত, বহুবৈদ্যমহারাজ প্রায় ১৭০০ শত বৎসর কাল বঙ্গের ও দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া বৈদ্যরাজত্বের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বঙ্গের সিংহাসন মুসলমানগণের হস্তগত হওয়ার পর, বৈদ্যরাজত্বের অধঃপতনের সূচনা হয়। তৎপর ও সেনবংশীয় বৈদ্যরাজগণ পূর্ব্ববঙ্গের সেনগোলা নামক স্থানে প্রায় একশতাব্দীকাল রাজত্ব করেন। বৈদ্য-সম্রাট্ শালবানের প্রবর্ত্তিত "শাল" অদ্যাপি বঙ্গদেশে প্রচলিত। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক প্রচারিত "সংবৎ" মিথিলাদেশে এখনও চলিতেছে। বৈদ্যমহারাজ বল্লাল প্রদত্ত কৌলীন্য আজিও বঙ্গবাসী সগর্ব্বে মস্তকে ধারণ করিতেছেন। জরা-মরণত্রাতা, বিপদে অভয়দাতা, বৈদ্যগণ বঙ্গবাসীকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক পিতার স্নেহে, মাতার করুণায় এযাবৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান রাজনৈতিকক্ষেত্রের ঋত্বিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভায় আজ সমগ্র ভারত গৌরবমণ্ডিত।

বঙ্গীয় বৈদ্যগণের প্রতি ঃ—বৈদ্যমহোদয়গণ! বঙ্গদেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় জীবন গঠনের জন্য এক নবজাগরণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; জাতীয়শক্তিকে সমুন্নত করিতে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রাণে সাড়া পড়িয়াছে এবং স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও আচারাদি প্রতিপালনের জন্য সামাজিকগণের হৃদয়ে এক অভিনব আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছে। অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতে ম্রিয়মাণ হিন্দুসমাজ পুনঃ নবশক্তিতে সতেজ হইয়া উঠিতেছে। কালচক্রের আবর্ত্তনে বর্ণনির্ণায়ক ও ধর্ম্মসংস্থাপক মন্বাদিশাস্ত্রের প্রতি বঙ্গীয় কৃতি সন্তানগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তাঁহাদের প্রাণে জাত্যাত্মক জ্ঞানের অনুভূতিতে বঙ্গের এক একটী জাতি, এক একটী সূত্রে গ্রথিত হইবার জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। কেবল বৈদ্যগণই কি হৃতশক্তির ন্যায় অচল অটল ভাবে পড়িয়া থাকিবেন? বৈদ্যগণ কি নিজ বর্ণনির্ণয়ে উদাসীন হইবেন? তাঁহারা কি জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে বৈদ্য, ত্রিজ, অম্বষ্ঠ আখ্যা বহন করিয়া আসিতেছেন, তাহার তত্ত্ব কি একবার লইবেন না? বৈদ্যগণের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান যে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং তাহার ফল যে পণ্ড হইতেছে; তাহা কি একবার ভাবিবেন না?

বৈদ্যবন্ধুগণ! বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পুরাকাল হইতে বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করিতেছেন। কি কারণে বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণ বৈশ্যশূদ্রোচিত আচারের অধীন হইয়াছেন, কি কারণে বৈদ্যগণের ধর্ম্মাচরণে ও জাতীয়জীবনে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে, কি কারণে বৈদ্যগণের একতাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কি কারণে লক্ষ লক্ষ বৈদ্যসন্তান সমাজদেহ হইতে স্খলিত হইয়াছেন, তাহার সম্যক্ ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা কি সমীচীন হইবে না?

চট্টল প্রবাসী বৈদ্যগণের প্রতি ঃ—বিদেশাগত — বৈদ্যমহোদয়গণ! আজ আপনাদের সমাগমে চট্টগ্রাম বৈদ্যসম্মিলনীর পুণ্যক্ষেত্র পবিত্র হইয়াছে। আমার জন্মভূমি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, শৈলকিরিটীনী, সরিৎমালিনী, সাগরকুন্তলা চট্টলার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে এই অকিঞ্চন আজ আপনাদের নিকট সমুপস্থিত। বৈদ্যবংশাবতংশ কবীন্দ্রপরমেশ্বর, সুকবি ৺ভবানীশঙ্কর দাশ, কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন, কবিগুণাকর ৺নবীনচন্দ্র দাশ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ

৺শরচ্চন্দ্র দাশ, কবিভাস্কর শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন প্রভৃতি বঙ্গবাণীর অকপট সেবকগণের পবিত্র জন্মধাম চট্টলমাতা, আজ জাতীয়জাগরণের দিনে আপনাদের সঙ্গে প্রাণ মিশাইয়া এক মহাজাতির শুভপ্রতিষ্ঠার ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। যুগধর্ম্মের প্রভাবে ও কালের কুটিলাবর্ত্তে পড়িয়া চট্টগ্রামের বৈদ্যগণ বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির সঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুকাল যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট-ভাবে অজ্ঞাতবাস শেষ করিয়া, এইক্ষণ কালমাহাত্ম্যে স্বরূপ উপলব্ধি করার মহাসুযোগ লাভ করিয়াছেন। আজি বহুকালের দীনতা, ক্লান্তি ও অবসাদ ঘুচিবার সময় হইয়াছে। আত্ম বিস্মৃত ভ্রাতৃগণ চিরাকাঙ্ক্ষিত ভ্রাতৃসঙ্ঘ লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন। সজ্জনগণ! আজ আপন ভ্রাতার বুকে মস্তক রাখিয়া প্রাণভরা আলিঙ্গন সুখলাভের জন্য চট্টলবাসী বৈদ্যসন্তানগণ সম্মিলনীর এই পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, চিরন্তন দুঃখতামসীর ঘনঘটার অবসানে সুখসূর্য্যের পুনরুদয় দর্শনের জন্য আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন। অজ্ঞাতবাসের দুঃখ, গ্লানি, ভুল, ভ্রান্তি ও ত্রুটীরকালিমা স্বহস্তে মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করুন; হৃদয় পবিত্র হউক, মিলনের মঙ্গলবার্ত্তা দেশে দেশে বিঘোষিত হইয়া সঙ্ঘভ্রষ্ট বৈদ্যগণের প্রাণে শান্তি প্রদান করুক। কিরূপে কালের কোন্ কুটিলাবর্ত্তে পড়িয়া চট্টগ্রামের বৈদ্যসন্তানগণ আপনাদের সঙ্ঘভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং ইতস্ততঃ ক্ষিপ্তগ্রহের ন্যায় ছুটাছুটী করিয়া স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করার ভার মনস্বী ও ঐতিহাসিকগণের উপর ন্যস্ত করিয়া কেবল চট্টগ্রামের আধুনিক সামাজিক অবস্থাটী আপনাদের গোচরীভূত করিব এবং সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মধ্যে বৈদ্যজাতির স্থান নিরূপণের যেই ক্ষুদ্রপ্রচেষ্টা এই দীনহীন অযোগ্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহারও কথঞ্চিৎ অদ্যকার বিশাল সম্মিলনীর পবিত্রক্ষেত্রে আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিব।

চট্টল বৈদ্যসমাজের দ্বিজত্ব রক্ষা:—শত শত বিপৎপাত ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াও চট্টল-বৈদ্যগণ আপনাদের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন্ নাই। হিন্দুজাতির স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীলতা বৈদ্যজাতিকে এইক্ষণ যাবৎ বংশপরম্পরা কুলাচারের ক্ষীণধারাতে অবস্থিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের প্রবল তাড়নায় চট্টগ্রামের বৈদ্যসম্প্রদায় সংস্কারহীন বিধর্ম্মী বিজাতির সংসর্গে আসিয়াও আর্য্যজাতির সর্ব্বোচ্চ সুমহদাদর্শ লক্ষ্য করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের মহাপ্রাণতা

ও চরিত্রের দৃঢ়তাই প্রমাণিত হইতেছে এবং তাহারই প্রভাবে বিস্তৃত চট্টলবাসী স্বজাতিগণ, আপনাদের অত্যুদার হৃদয়ের আকর্ষণ লাভ করিতে পারিয়াছেন।

চট্টগ্রামের বৈদ্যজাতি ইতঃপূর্ব্বে মুখ্যব্রাহ্মণত্বের দাবী না করিলেও কখনও দ্বিজত্বের দাবি করিতে পরাঙ্মুখ হন ন'ই। উপনয়নসংস্কার চট্টগ্রামের বৈদ্যজাতির মধ্যে বহুকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। (১) তাঁহাদের মহদাদর্শ সম্মুখে করিয়া অসংখ্য বৈদ্যসন্তান উপনয়নসংস্কার স্ব স্ব পরিবারে প্রবর্ত্তিত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। কিন্তু দুর্ব্বোধ্য ও দুরপনেয় প্রতিকূল ঘটনাস্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া বৈদ্যজাতির স্বরূপ এযাবৎ সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। এই জাতীয় জাগরণের দিনেও কোন কোন বৈদ্যসন্তান "গুপ্ত" পদবি ব্যবহার করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অপলাপ করিতেছেন। এই "গুপ্ত" পদবিই এক মহাসমস্যার মত হইয়া বহুবিধ গবেষণার ও তর্কজালের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য ভবাদৃশ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য ও সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। (২)

গুপ্তপদবি বৈশ্যবর্ণের পরিচায়ক :— বঙ্গীয় বৈদ্যগণের আচার অনুষ্ঠান ও কর্ম্মবৃত্তির আলোচনা করিলে জানা যায়, এই জাতীয় জাগরণের দিনেও বহু বৈদ্যসন্তান আছেন, যাঁহারা আপনাদিগকে "বৈশ্য" প্রতিপন্ন করিয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। শাস্ত্রের বিধান এই যে :—

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংযুতং।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥" বিষ্ণু সংহিতা।

ব্রাহ্মণ শর্ম্মা, ক্ষত্রিয় বর্ম্মা, বৈশ্য গুপ্ত এবং শূদ্র দাস পদবি গ্রহণ করিবেন। সুতরাং যে সব বৈদ্যসন্তান "গুপ্ত" পদবি নামান্তে ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিজকে বৈশ্যবর্ণীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা নিজ নিজ স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীগণের নামান্তেও "গুপ্তা" পদবি লিখাইতে ব্যাকুল। শাস্ত্রের বিধান—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণীয়া দ্বিজকন্যাগণ "দেবী" পদবি

(১) বহুপুরুষপরম্পরা উপনয়নসংস্কারভ্রষ্ট বৈদ্যসন্তানগণ যে উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি মৎ সঙ্কলিত "অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ" বা "বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থের প্রথমভাগে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে।

(২) মৎ সঙ্কলিত "অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ" বা "বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে বৈদ্য-বিদ্বেষিগণের মত খণ্ডন করিয়া জালবচন, জালতাম্রফলকের স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

গ্রহণ করিবেন। "দেব্যান্তাস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ" "ইতি দ্বিজাতি স্ত্রীপরম্" দ্বিজাতীয়া স্ত্রীগণ "দেবী" পদান্তে আত্মপরিচয় দিবেন। ইহা রঘুনন্দনেরও মত। তথাপি বৈদ্যসমাজের পাণ্ডিত্যাভিমানী নেতৃগণ, তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত "গুপ্তা" পদবি দিয়া বৈদ্য-কন্যাগণের আত্মপরিচয়ের ব্যবস্থা কেন দিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। তবে কি তাঁহারা বৈদ্যজাতিকে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন বর্ণে স্থান না দিয়া বর্ণসঙ্কর প্রতিপাদন করিতে চাহেন? বৈদ্য-কন্যাগণকে "গুপ্তা" অর্থাৎ গূঢ়জা, গোপনরক্ষিতা, বা গোপনজন্মা, ইত্যাদি জঘন্য পরিচয় দিয়া বর্ণসঙ্করত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী? যেই জাতি বৈদ্য, ত্রিজ, অম্বষ্ঠ, প্রাণাচার্য্য প্রভৃতি মহোচ্চসম্মানের আখ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই জাতি কি বৈশ্যবর্ণীয় ছিলেন? সেই বিশ্ববন্দ্য, বরেণ্যজাতির স্বরূপ তত্ত্ব প্রতিপাদন করা কি বৈদ্যসন্তান মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে? বৈদ্যবিদ্বেষ্টৃগণ যে সমুচ্চস্বরে বলে "অম্বষ্ঠাঃ জারজা বৈদ্যাঃ" ইহা কি গুপ্ত পদবির ফল নহে? এই গুপ্ত পদবি বৈদ্যগণের জাতীয়তায় কিরূপ সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে; তাহা ক্রমশঃ প্রতিপাদন করিব।

সমাজে চাতুর্ব্বণ্য প্রতিষ্ঠা :— প্রাচীনসমাজে বর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মহাভারতে ব্যাসদেব বলিয়াছেন :—

> "একবর্ণ মিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
> কর্ম্মক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্ব্বণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥
> ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
> ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥"

পূর্ব্বে বর্ণ বা জাতিগত কোন প্রভেদ ছিল না। সমুদয় জগৎ ব্রহ্মসৃষ্ট ও সকলেই ব্রহ্মের সন্তান বলিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গুণ ও কর্ম্মগত ভেদ ঘটিলে সমাজহিতৈষী ঋষিগণ, সেই একবর্ণীয় মানবগণকে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত করেন। গীতা বলেন :— চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" গুণ ও কর্ম্মভেদে আমাকর্ত্তৃক চাতুর্ব্বর্ণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্ররূপ চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম ও জাতি সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক বলেন :— "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রমাসীদেকমেব। তদেকংসন্ন ব্যভবৎ" পূর্ব্বে মানব মাত্রই এক ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া কথিত হইতেন। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বলিয়া কোন জাতিগত পার্থক্য ছিল না। দ্বিতীয় যুগেই বর্ণবিভাগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহর্ষি বায়ু বলেন :—

"বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংহিতাশ্চ ততোমন্ত্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণস্ততে॥

ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ-ঋষিগণ কর্ত্তৃক চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠা ও বেদের মন্ত্র সকল সমাহৃত হইয়া সংহিতা সকল গ্রন্থাকারে পরিণত ও মন্ত্র সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। সুতরাং মানবগণ বর্ণ বা জাতি লইয়া ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা মনে করা মহাভ্রম। (১) শাস্ত্রাদির অনুশীলন করিলে প্রতীতি হয় যে, সমাজের আদিম অবস্থায় পরমব্রহ্মের সন্তান বলিয়া সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালপরম্পরা সেই ব্রাহ্মণগণই বিভিন্নবৃত্তি অবলম্বনে চতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কেবল তপোযজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণজাতি দ্বারা সমাজের অভাব পূর্ণ হইত না বলিয়া বর্ণবিভাগের প্রয়োজন হইয়াছিল। বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন :—

"কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মারক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ॥" মহাভারত।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কামভোগে অনুরক্ত, তীক্ষ্ণস্বভাব, ক্রোধশীল, দুর্জ্জয় সাহসিক হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিলেন। তাঁহাদের শরীর রক্তবর্ণ হইয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গোপালন পূর্ব্বক কৃষিজীবী হইলেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

(১) সৃষ্টিতত্ত্ব জাতিবিভাগ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত "অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ" বা "বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে।

তাঁহাদের শরীর পীতবর্ণ হইয়াছিল। আর যেই সকল ব্রাহ্মণ হিংসা-মিথ্যাপ্রিয়, লোভী ও শৌচপরিভ্রষ্ট হইয়া যে কোন প্রকার কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাদের শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল। এইরূপ গুণ কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণগণই বর্ণান্তরে গমন করিয়াছেন।

দ্বিজ ও শূদ্র :— মনু বলিয়াছেন :—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় দ্বিজ, কিন্তু চতুর্থবর্ণ শূদ্র পঞ্চম কোন বর্ণ নাই। মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন :—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু বিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির"॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনজাতি দ্বিজ। হে যুধিষ্ঠির! এই তিনজাতিতেই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম সম্বন্ধে মনু বলেন :—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥"

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের জন্য কল্পিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন :—

"প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥"

প্রজাপ্রতিপালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, অনাসক্ত হইয়া বিষয় কার্য্য সম্পাদন সংক্ষেপে এই সমুদয় কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কল্পিত হইল। মহর্ষি নারদ বলেন :—

"ক্ষত্রিয়স্যাপি যো ধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি পার্থিব।
দদ্যাদ্রাজা ন যাচেত যজেত নচ যাজয়েৎ॥
নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রজাশ্চ প্রতিপালয়েৎ।
নিত্যোদ্যুক্তো দস্যুবধে রণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমম্॥"

হে পার্থিব! আমি ক্ষত্রিয়ের যেই ধর্ম্ম তাহা বলিতেছি। রাজা দান করিবেন, কখনও প্রতিগ্রহ করিবেন না। যজ্ঞাদি কার্য্য করিবেন, কখনও করাইবেন না। অধ্যয়ন করিবেন, কখনও অধ্যাপনা করিবেন না। প্রজাগণকে প্রতি-

পালন করিবেন, শত্রুবধে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবেন, যুদ্ধবিগ্রহে পরাক্রম প্রদর্শন করিবেন। বৈশ্যের কর্ম্ম সম্বন্ধে মনু বলেন :—

"পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥"

পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, ঋণদান করিয়া কুসীদগ্রহণ ও কৃষিকার্য্য এই সমুদয় বৈশ্যের কর্ম্ম। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :— "কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।"—কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম।

উপরি উক্ত বিধানাবলী দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায়, ব্রাহ্মণের প্রধানতম ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে অধ্যয়ন, যজ্ঞ, ও দানের ক্ষমতা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রাপ্ত হইলেন। অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহের অধিকার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রাপ্ত হইলেন না, কেবল ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই রহিল। অধ্যাপনাদি ষট্‌কর্ম্মের সহিত বিধিনির্দ্দিষ্ট অনিন্দিত কর্ম্ম যাঁহাদের বিদ্যমান ছিল ও আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য তুল্যভাবে সংস্কৃতের পঠন পাঠনায় সমান অধিকারী ছিলেন ও আছেন, বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ না হইলে এই মহান্ অধিকার কখনও পাইতেন না।

বৈদ্যের অধ্যাপনাধিকার :—অধ্যাপনাধিকার সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন :—

"অধীয়ীরন্ ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াৎ ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ"॥

কুল্লুক টীকা করিয়াছেন :— "ব্রাহ্মণাদয় এয়োবর্ণাঃ বেদং পঠেয়ুঃ এষাং পুনর্ম্মধ্যে ব্রাহ্মণ এব অধ্যাপনং কুর্য্যাৎ নতু ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য ইত্যয়ং নিশ্চয়ঃ"—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধ্যাপনা করিতে পারিবেন না। এই শাসনানুসারে এখনও ভারতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সংস্কৃতের অধ্যাপনায় প্রতিষিদ্ধ রহিয়াছেন। কিন্তু বৈদ্যগণ সংস্কৃতের অধ্যাপনায় আবহমানকাল নিযুক্ত আছেন। মহর্ষি উশনা বলেন :—

"বৈদ্যোবৃ হি নৃপঃ শ্রেষ্ঠস্বপরে তস্য শাসনাৎ।
দ্বিপ্রাজ্ঞা বৈদ্যতাং যান্তি রোগদুঃখপ্রণাশকাঃ"॥

তে সর্ব্বে ভিষজঃ প্রোক্তা আয়ুর্ব্বেদেষু দীক্ষিতাঃ।
তেষাং বৃত্তিস্তু বিজ্ঞেয়া চিকিৎসাধ্যাপনাদিকা॥

"বৈদ্যগণের মধ্যে নৃপবৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ, অপর বিপ্রাদিবর্ণীয়েরা নৃপবৈদ্যের শাসনে রোগদুঃখনিবারক হইয়া বৈদ্য হন্। আয়ুর্ব্বেদে দীক্ষিত ঐ সকল বিপ্রগণকে ভিষক্ বলা যায়; তাঁহাদের বৃত্তি, চিকিৎসা ও অধ্যাপনাদি"। মহর্ষি কাত্যায়ন বলেন:—

"নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ।
সমবিদ্যাধিকানাস্তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনম্"॥

বৈদ্য বিদ্যাহীন ব্যক্তিগণকে বিদ্যাধন দান করিবেন না। সমান ও অধিক বিদ্বানগণকে সেই বিদ্যাধন দান করিবেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইল যে, বৈদ্য ব্যতীত বিদ্যাসম্পত্তি কাহারও ছিল না। তাই অধিকবিদ্বান বলিয়া যাঁহারা সমাজে পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও বৈদ্যগণ বিদ্যা দান করিতে পারিতেন। ইহা হইতে বৈদ্যগণের অধ্যাপনাধিকার আর কি হইতে পারে?

দ্বিজবর্ণ ত্রয়ের কর্ম্ম ও বংশপরম্পরাগত অধ্যাপনাদির অবস্থা আলোচনা করিলে প্রতীতি হয়, বৈদ্যগণের কর্ম্মবৃত্তি বৈশ্যজনোচিত নহে। কোন বৈদ্যই স্বীকার করিবেন না যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কথনও কেহ অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিরত ছিলেন না, এবং কৃষি, গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্যোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। যেই বঙ্গদেশ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, সেই বঙ্গদেশের আয়ুর্ব্বেদ-অধ্যাপকগণ বৈদ্য; এক অধ্যাপনা কর্ম্মেতেই বৈদ্যজাতির বর্ণ বিনির্ণয় হইয়া যায়। অধ্যাপনাকার্য্য এই বৈদ্যজাতির কুলক্রমাগত আবহমানকালীন প্রচলিত প্রথা। এমন একদিন ছিল, যখন চতুর্ব্বর্ণের শিক্ষাগুরু এই বৈদ্যগণের উজ্জ্বলপ্রতিভা-প্রভাই বঙ্গের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিত। বঙ্গের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয়সাহিত্যের শিক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণ অনেক স্থলে বৈদ্য। যে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোনবর্ণীয় ব্যক্তি অধ্যাপক পদে বৃত হইতে পারেন না, সে সংস্কৃতকলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন, ৺কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ ৺রামকমল সেন। এইক্ষণও বহুবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদাদি বিবিধশাস্ত্রের অধ্যা-

পনাতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। অধ্যাপনার সমুচ্চসম্মানসূচক যেই মহামহোপাধ্যায় উপাধি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন জাতি বর্ণবিভাগকাল হইতে প্রাপ্ত হন নাই, সেই মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাচীনতমকাল হইতে বৈদ্যগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিজাতীয় রাজশাসনের যুগেও বহু বৈদ্য অধ্যাপনার জন্য মহামহোপাধ্যায় উপাধি অযাচিতভাবে লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ সেন, স্বর্গীয়বিজয়রত্ন সেন এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা-সরস্বতী প্রমুখ অধ্যাপকের নাম উল্লেখযোগ্য। এনদাবস্থায় এমন অকৃতজ্ঞ কে আছে যে, বঙ্গের জাতীয়জীবনে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করিবে? যাহারা এই অসাধারণ মহীয়সী বৈদ্যজাতিকে বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াসী, তাহারা বাস্তবিকই করুণার পাত্র। ইহাতেও যদি বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ হয়, তবে একবার বৈদ্যশব্দার্থের অনুসরণ করুন।

বৈদ্যসংজ্ঞাধিকারী :—মেধাতিথি বলেনঃ—"বৈদ্যো বিদ্বাংসো ভিষজো বা"-বৈদ্যশব্দের অর্থ বিদ্বান্ অথবা ভিষক্। মহর্ষি চরক বলেন:—"বিদ্যা প্রশস্তাস্যাস্তীতি বৈদ্যঃ"—প্রশস্তবিদ্যা আছে অর্থে বৈদ্য। মহর্ষি শঙ্খ বলেন:—"বেদাজ্জাতোহি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো „ব্রহ্মপুত্রকঃ"—ব্রাহ্মণপুত্র অম্বষ্ঠ বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, এইজন্য বৈদ্য। ব্রহ্মপুরাণকার বলেন:—"বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্ন স্ততো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ"—বেদসমূহ হইতে সম্যক্রূপে উৎপন্ন হওয়ায় অর্থাৎ সম্যকজ্ঞানলাভরূপ জন্মপ্রাপ্তিহেতু বৈদ্য। কোষকার বলেন:—"বেদান্‌বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যঃ"—সমগ্রবেদ যিনি জানেন বা অধ্যয়ন করেন তিনি বৈদ্য। মহর্ষি চরক বলেন:—

> "বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
> অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥
> বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা।
> ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥"

বিদ্যাসমাপ্তিতে ভিষকের তৃতীয় জন্ম হয়, তখন তিনি বৈদ্য উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাসমাপ্ত ব্যতীত বৈদ্য উপাধি লাভ হয় না। বিদ্যাসমাপ্তি জ্ঞানহেতুক ব্রহ্ম ও ঋষিসত্ত্ব তাহাতে নিশ্চিত প্রবেশ করে বলিয়া বৈদ্যগণ ত্রিজ অর্থাৎ দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন:—

"আয়ুর্ব্বেদোপনয়নাদ্ভতো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ" আয়ুর্ব্বেদ উপনয়নহেতু বৈদ্য বলিয়া কথিত। মহর্ষি উশনা বলেন :—

"সর্ব্ববেদেষু নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্য শ্চাভিধীয়তে॥"

সর্ব্ববেদে যিনি অভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রে যিনি পারদর্শী, যিনি চিকিৎসাকুশল, তিনি বৈদ্য। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার বলেন :—

"আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।
অধ্যয়নমধ্যাপনং চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণম্॥"

আয়ুর্ব্বেদের সম্যক্ অভ্যাস, ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণতা, বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং চিকিৎসা এই সমস্ত বৈদ্যের লক্ষণ। নীতিকার চাণক্য বলেন :—

"আয়ুর্ব্বেদ-কৃতাভ্যাসো শাস্ত্রজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ।
আর্য্যশীলগুণোপেতো এষ বৈদ্যো বিধীয়তে॥"

যিনি আয়ুর্ব্বেদে সম্যক্‌রূপে অভ্যস্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, আর্য্যাচার ও আর্য্যগুণসম্পন্ন, তাঁহাকে বৈদ্য বলা যায়। অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ডম্বনাচার্য্য সুশ্রুতের টীকায় লিখিয়াছেন :—

"অথোবাচ ভগবান্ ধন্বন্তরিরিতি * * * শিষ্যোপনীয়মিতি উপনয়নং দীক্ষা। তদধিকৃত্য কৃতোঽধ্যায়ঃ শিষ্যোপনীয়স্তং তথা। অন্যে তু উপনয়নাত্তবর্য্যনার্থকরণং। যদ্যপি ব্রাহ্মণাদয়ঃ প্রাগুপনীতা তথাপি আয়ুর্ব্বেদ-পঠনারম্ভে পুনরুপনয়নম্। ঋগ্‌যজুঃসামানিঅধীত্য অথর্ব্বারম্ভে পুন র্ব্রতাবতারণম।

"আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন হেতু বৈদ্য বলিয়া কথিত হন্। (আয়ুর্ব্বেদ উপনয়ন বলিলে বেদবিদ্যার সমাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া দেয়; যেহেতু ঋক্, সাম্, যজুঃ এবং অথর্ব্ববেদের অন্যান্য অংশ অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তদনন্তর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ করিতে হয়) যদ্যপি ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ পূর্ব্বে উপনীত হন্ তথাপি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নারম্ভে পুনরুপনয়ন বিধি। (এই উপনয়ন তৃতীয়জন্মরূপে গণনীয় এবং বিদ্যাসমাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া দেয় বলিয়া তদ্দ্বারাও বৈদ্যত্ব স্বীকৃত হয়) ঋক্, সাম্ ও যজুঃ অধ্যয়নপূর্ব্বক অথর্ব্বারম্ভে পুনর্ব্বার ব্রতের অবতারণ করিতে হয়।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, পুরাকালে উপনয়নসংস্কারান্তে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ঋক্, সাম, যজুঃ এই বেদত্রয় অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণগণের যাজনিকতায় অধিকার জন্মিত। কিন্তু চিকিৎসাবৃত্তির অধিকারী হইতে হইলে ঋগাদি বেদত্রয় অধ্যয়নপূর্ব্বক পুনরুপনীত হইয়া সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন ও তাহার অংশ স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সমগ্রবেদবিদ্যা সমাপন করিতে হইত। ভিষক্‌গণই বেদবিদ্যাসমাপ্তির জন্য বেদ হইতে জাত অর্থে "বৈদ্য" ,এবং সম্যক্ জ্ঞান লাভরূপ তৃতীয়জন্ম প্রাপ্ত অর্থে "ত্রিজ" উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। ব্রহ্মসংহিতা পাঠে জানা যায়, আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের পূর্ব্বে বেদচতুষ্টয় প্রচারিত হইয়াছিল। (১) তখন ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেও আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নের অভাবে "বৈদ্য" উপাধি লাভ করিতে পারিতেন না। ঋগাদিবেদচতুষ্টয়ের অর্থ চিন্তা করিয়া ও সারসংগ্রহ পূর্ব্বক প্রজাপতি পঞ্চমবেদস্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরি দিবোদাস প্রভৃতি বৈদ্যগণ স্ব স্ব নামে সংহিতা প্রণয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের পথ সুগম করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা "বৈদ্য" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর যাঁহারা বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন শেষ করিয়া পুনরুপনয়নসংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাসমাপ্তি করিয়াছিলেন, তাঁহারা "বৈদ্য" উপাধি প্রাপ্ত হন্। তৎপর বংশপরম্পরা বেদাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক, যাঁহারা চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিলেন, তাঁহারা বৈদ্যজাতি বলিয়া সমাজে পরিচিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা এক বেদ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন। যাঁহারা বেদদ্বয় অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা দোবে বা দ্বিবেদী। যাঁহারা বেদত্রয় অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা ত্রিবেদী, যাঁহারা বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা চতুর্ব্বেদী বা চৌবে আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। আর যাঁহারা বেদচতুষ্টয় অধ্যয়নান্তে পুনরুপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের বৈদ্য, ত্রিজ, প্রভৃতি মহোচ্চ সম্মানসূচক উপাধি হইত। এক ব্রাহ্মণ

---

(১) ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্যতেষামর্থং চৈবায়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥
কৃত্বাতু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ।
স্বতন্ত্র সংহিতা তস্মাদ্ ভাস্করশ্চ চকার সঃ।

জাতিই বেদ অধ্যয়নের তারতম্যানুসারে নানাবিধ উপাধিতে ভূষিত হইতেন। তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎ উপাধি পদবিরূপে ব্যবহার করিয়া আদিপুরুষের বিদ্যাবত্তায় জ্ঞানবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে যেমন ভট্টাচার্য্যের পুত্র ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তীর পুত্র চক্রবর্ত্তী, লিখিয়া আসিতেছেন। তদ্রূপ ব্রাহ্মণজাতির ঘোষে, চৌবে, বৈদ্য প্রভৃতির অধস্তন বংশধরেরা সেই সেই উপাধি গ্রহণে আত্মপরিচয় দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে বর্ণগত, কর্ম্মগত, ধর্ম্মগত, আহার ও আচারাদিগত কোন বৈষম্য হওয়ার কারণ নাই। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের কুত্রাপি বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, বেদাদি অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণগণের যাজনিকতায় অধিকার জন্মিত, তাঁহাদের চিকিৎসাবৃত্তিতে অধিকার জন্মিত না। যেই সব ব্রাহ্মণ বেদাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক যাজনিককার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণ যজনব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইলেন। আর যেই সব ব্রাহ্মণ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া পুনঃ উপনয়নান্তে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণ বৈদ্য বলিয়া সমাজে স্বীকৃত হইলেন। যজনব্রাহ্মণগণের যেমন যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহরূপ ত্রিবিধ বৃত্তিতে অধিকার ছিল ও আছে; বৈদ্যগণেরও যজনাদি ত্রিবিধ বৃত্তিতে অধিকার ছিল ও আছে। বিদ্যাসমাপ্তির জন্য তাঁহারা পুণ্যতমা চিকিৎসাবৃত্তিতে অধিক অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? বৈদ্যজাতির অধ্যাপনার অধিকার সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এইক্ষণ বৈদ্যগণের যাজনকার্য্যে যে অধিকার ছিল ও আছে, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

বৈদ্যের যাজনাধিকার :— বৈদ্যের যাজনাধিকার সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলেন :—

"সব্যাহৃতিঞ্চ গায়ত্রীং পুটিকাং প্রণবেন চ।
উপনীতঃ পঠেদ্বৈদ্যোঃ নরসিংহার্চ্চনং চরেৎ॥
প্রণবাদ্যৈঃ স্বাহাদ্যৈশ্চ মন্ত্রস্তাহরণং চরেৎ"॥

উপনীতবৈদ্য প্রণবপুটিত সব্যাহৃতি গায়ত্রী পাঠ করিবে এবং শালগ্রাম পূজা ও স্বাহাদি প্রণবাদি দ্বারা মন্ত্র উদ্ধার করিবে।" যেই যাজনবৃত্তি ব্রাহ্মণ-

গণের মধ্যেই নিবদ্ধ, বৈদ্যগণ সেই যাজনিককার্য্য আবহমান কাল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। গয়ালী পাণ্ডাগণ, উৎকলের ধরশর্ম্মা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, কাঠোয়ারের সেনশর্ম্মা, মথুরার সেনাখী ব্রাহ্মণগণ, মেদিনীপুরের দাশ পদবি ব্রাহ্মণগণ, আসামের বেজবড়ুয়াগণ, শ্রীখণ্ড, ভাজনঘাট, বুধরি প্রভৃতি রাঢ়দেশীয় গোস্বামী পদবি বৈদ্যগণ কোনস্থলে যজনব্রাহ্মণরূপে, কোনস্থলে তীর্থগুরু রূপে, কোনস্থলে মন্ত্রগুরুরূপে, কোনস্থলে চিকিৎসকরূপে ভারতের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। রোগশান্তির জন্য গ্রহযাগ, জ্বরপূজা, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি বৈদ্যকর্ত্তৃক নিয়ত অনুষ্ঠিত হইত যে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। গয়ার, মথুরার, উৎকলের, কাঞ্জকুব্জের বহু বৈদ্য ব্রাহ্মণ যাজনিকতা করিয়া থাকেন। রাঢ়দেশীয় বৈদ্য গোস্বামিগণ বহু যজন ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুরু, চট্টগ্রামের ধরশর্ম্মাগণ মন্ত্রগুরু ও যাজনিক কার্য্য করেন। মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বঙ্গীয় বৈদ্যগণের দায়াদ, তাঁহারা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য আমার দ্বারাই সম্পন্ন করিতেন যে, তাহার তত্ত্ব জানেন এমন অনেক লোক এখনও জীবিত আছেন। ইহা হইতে বৈদ্যগণের যাজনাধিকার আর অধিক কি হইতে পারে? এই যজনবৃত্তি দ্বারা বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়।

বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার :—ভগবান রামচন্দ্র বলেন :—

"কচ্চিৎ দেবান্ পিতৄন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে॥
কচ্চিৎ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যমুখ্যাংশ্চ রাঘব।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্বিভূষসে রামায়ণ?"

হে ভ্রাতঃ! তুমি দেবগণকে, পিতৃগণকে, প্রতিপালকগণকে, পিতৃতুল্য গুরুগণকে, বৃদ্ধগণকে, পিতৃস্থানীয় বৈদ্যগণকে এবং ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে মান্য করিয়াছত? হে ভরত! তুমি বৃদ্ধগণকে, বালকগণকে, মুখ্যবৈদ্যগণকে অর্থাদি দান দ্বারা ভক্তি ও স্নেহ দ্বারা, বিনীত বা মিষ্টবাক্য দ্বারা বিভূষিত করিয়াছত? দেবরাজ ইন্দ্র বৈদ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নবসাকং নবতীঃ শম্বরস্য।
শততমং বৈদ্যং সর্ব্বতাতং দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্॥ ঋগ্বেদ।

'আমি উৎসাহিত হইয়া শম্বরের নিরানব্বইটী নগর ধ্বংস করিয়াছি এবং

শততম নগর সকলের পিতৃস্বরূপ অতিতেজস্বী বৈদ্য দিবোদাসকে রক্ষা করিয়া তাঁহার বাসের জন্য দান করিয়াছি।' জগৎপূজ্য ভগবান্ রামচন্দ্র, মহামান্য ঋগ্বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস করিতে পারে এমন হিন্দুসন্তান কে আছেন জানি না। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন:—"রিক্তহস্তেন পশ্যেত্তু রাজানং ভিষজং গুরুং" রিক্তহস্তে রাজা, বৈদ্য এবং গুরুকে দর্শন করিবে না।" যেই রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নপণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে জগদ্বিমুগ্ধ, সেই নবরত্নপণ্ডিতগণের মধ্যে ধন্বন্তরি, বররুচি, শম্ভু ও রঘুবংশ, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি কালিদাস বৈদ্য ছিলেন। কালিদাসের নাম ছিল মাতৃগুপ্ত, তাহা রাজ-তরঙ্গিনী পাঠে জানা যায়। ধন্বন্তরি প্রভৃতি বৈদ্য কবিগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই জগৎ বিখ্যাত। তাঁহাদের গ্রন্থরাজী যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব সমাজে কিরূপ ছিল এবং তাঁহারা প্রতিগ্রহে কিরূপ অধিকারী ছিলেন। এইসব হইল অতীতযুগের কথা। বর্ত্তমান যুগেও গয়াধামের বালগোবিন্দ সেনশর্ম্মা, মতিলাল সেনশর্ম্মা, শঙ্কর লাল গুপ্তশর্ম্মা, শ্যামলাল গুপ্তশর্ম্মা, গোবিন্দলাল গুপ্তশর্ম্মা, নারায়ণলাল গুপ্ত-শর্ম্মা প্রভৃতি তীর্থগুরুগণকে কে না জানেন? উৎকলবাসী ধরশর্ম্মা, কর-শর্ম্মা, সেনশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা প্রভৃতি অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের নাম কে না শুনিয়াছেন? মহারাষ্ট্রের করশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা, মথুরার সেনশর্ম্মা দাশশর্ম্মা কাটোয়ারের গুপ্ত শর্ম্মা মেদিনীপুরের শর্ম্মাবিহীন দাশপদবি ব্রাহ্মণগণের বৈদ্যত্বে কে সন্দিহান্? শ্রীখণ্ড, ভাজনঘাটের গোস্বামিগণকে কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? তাঁহারা তীর্থগুরুরূপে, মন্ত্রগুরুরূপে, সদা সর্ব্বদা যজনব্রাহ্মণগণ হইতে ও প্রতিগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। ঢোলপুর, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, আলোয়ার প্রভৃতি অঞ্চলের সেনাঢ্য বৈদ্যব্রাহ্মণগণ, রাজাদিগের ও জনসাধারণের গুরুত্ব ও পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। কলিকাতার বহু রাজবাটী হইতে বৈদ্যগণ, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত বিদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বৈদ্যঘটকগণ বিবাহাদি কার্য্যে থালা, বাটী, কাপড় প্রভৃতি দান গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণা প্রাপ্ত হন। ইহা হইতে বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার আর কি হইতে পারে? এই প্রতিগ্রহবৃত্তি দ্বারাও বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণ, তাহা

নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হওয়া যায়। বৈদ্যগণের অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহের সম্যক্ তত্ব জানিয়াও যাঁহারা বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে অব্রাহ্মণ বলেন, তাঁহাদিগকে লম্বকর্ণ ভিন্ন আর কি বলা যায়, তাহা তাঁহারাই জানেন।

বৈদ্যের শ্রেষ্ঠতা :—বৈদ্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন :—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধি সম্পন্নেরা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে নরগণ শ্রেষ্ঠ, নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্বান্ বা বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ, বিদ্বানগণের মধ্যে কৃতবুদ্ধিগণ শ্রেষ্ঠ, কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে কর্ত্তৃগণ শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তৃগণের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্গণ শ্রেষ্ঠ। ইহা হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায়, সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ।

মহাভারতে ব্যাসদেব বলিয়াছেন :—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ॥
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ।" উদ্যোগপর্ব্ব।

ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবিগণ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে মানবগণ শ্রেষ্ঠ, মানবগণের মধ্যে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ, দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ। মনুর বচনে "বিদ্বাংসো" পাঠ থাকায় কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। "বিদ্বান্" পদ বৈদ্য বোধক নহে, এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া ব্যাসদেব "বিদ্বাংসঃ" পদের পরিবর্ত্তে "বৈদ্যাঃ" পদ ব্যবহার করিয়াছেন "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" দ্বিজগণের মধ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ। বৈদ্যগণ প্রাথমিক উপনয়নসংস্কার দ্বারা দ্বিজ হইলেও বেদজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতানিবন্ধন ব্রাহ্মণগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদ্বান্ বলিলে বৈদ্যকেই বুঝায়, মেধাতিথি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "বৈদ্যাঃ বিদ্বাংসো ভিষজো বা" বৈদ্য, বিদ্বান্, ভিষক্ একার্থ বোধক শব্দ, বোপদেবগোস্বামীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্॥"

বিদ্বান্ ধনেশ্বরের ছাত্র, ভিষক্ কেশবের পুত্র, বিপ্র বেদপদের আস্পদ বোপদেব এই মুগ্ধবোধ রচনা করিয়াছেন। এইখানে "বিদ্বান্" পদ জাতিগত অর্থে ব্যবহৃত। উক্তপদে তাঁহাকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। ধনেশ্বর এবং বোপদেব জাতিতে বৈদ্য। সুতরাং বৈদ্যের পরিবর্ত্তে বিদ্বান্ পদ প্রয়োগ করিয়া বৈদ্য জাতির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বরতর্করত্ন মহাশয় বোপদেবগোস্বামীকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়াছেন। বোপদেবের যে গোস্বামী উপাধি ছিল, তাহা মুগ্ধবোধ ও কবিকল্পদ্রুম পাঠে জানা যায়। শ্রীখণ্ড, ভাজনঘাট প্রভৃতি গ্রামে বর্ত্তমানে ও গোস্বামী পদবি বহুবৈদ্য রহিয়াছেন। গোস্বামী পদবি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণের নির্ব্যূঢ় সম্পত্তি। বঙ্গীয়বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ এই গোস্বামী পদবি হইতে ও প্রতিপন্ন হয়। বোপদেবকে "বিপ্র" "বেদপদাস্পদম্" বলাতে প্রতীতি হয় যে, বৈদ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যেমন সমাজে সমধিক পূজনীয় ছিলেন ও আছেন, তদ্রূপ বৈদ্যগণ ও বিদ্যাবত্তায় জ্ঞানবত্তায় পূজনীয় ছিলেন।

বৈদ্যের পূজ্যতা :— বৈদ্যের পূজ্যত্ব সম্বন্ধে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন :— অমর, অজর, দেবতাগণ আপনার অধিপতি ইন্দ্রের সহিত মিলিত ও শুদ্ধ হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পূজা করিয়া থাকেন। মর্ত্ত্যগণ মৃত্যু, ব্যাধি ও জরাবশীভূত, দুঃখ বহুল ও সুখার্থী, তবে তাহারা শক্তি অনুসারে ভিষকগণের পূজা করিবেন। কেন? ত্রিজাতি, বৈদ্য, শীলবান্, মতিমান্ ঈশ্বরপরায়ণ শাস্ত্রপারদর্শী এবং প্রাণাচার্য্য বলিয়া সমস্ত প্রাণিগণের গুরুবৎ পূজ্য।

সমস্ত রসায়ন ও বাজীকরণ যোগ এবং সমস্ত রোগনাশক ঔষধ বৈদ্যের আশ্রিত, অতএব যেমন অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে পূজা করা হয়। সেইরূপ পণ্ডিতগণই

ধীমান, বেদপারগ, প্রাণাচার্য্যকে (বৈদ্যকে) পূজা করিবেন। (১) অথর্ব্ববেদ বলেন :—

"গুরুবদ্ভাবয়েদ্রোগী বৈদ্যং তস্য নমস্ক্রিয়াং।
মুনয়ো যদি গৃহ্নন্তি তে ধ্রুবং দীর্ঘরোগিনঃ"॥

রোগী বৈদ্যকে গুরুবৎ ভাবনা করিবে। মুনিগণ ও যদি বৈদ্যের নমস্কার গ্রহণ করেন, অর্থাৎ প্রতিনমস্কার না করেন, তবে তাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল রোগী হইয়া থাকিতে হয়। শিষ্যোপনীয় অধ্যায়ে মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

"উপনয়নীয়স্তু ব্রাহ্মণঃ * * পুষ্পৈর্লাজভক্তৈরত্নৈশ্চ দেবতাঃ বিপ্রান্ ভিষজশ্চ পূজয়িত্বা * * দার্ব্বীহোমিকেন বিধিনা স্রুবেণাজ্যা হুতীর্জুহুয়াৎ"॥ আয়ুর্ব্বেদিক উপনয়নসংস্কারেও বৈদ্যদিগের পূজার বিধান রহিয়াছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলেন :—

"পিতৃকৃতা জনিরস্য শরীরিণঃ, সমবনং গদহারিষু তিষ্ঠতি।
জনিতমপ্যফলং ভিষজং বিনা, ভিষগসৌ হরিরেব তনুভৃতঃ"॥

দেহিদিগের এই শরীর পিতা হইতে উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু তাহার সম্যক্ রক্ষার ভার চিকিৎসকদিগের উপরই থাকে। অতএব ভিষক্ ব্যতীত শরীর নিষ্ফল। সেই জন্য ভিষক্ হরিরই তনু স্বরূপ, অর্থাৎ শরীরধারী বিষ্ণু স্বরূপ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণকার বলেন :—

"অবাপ পরমাং খ্যাতিং প্রতিষ্ঠাঞ্চ গরীয়সীম্।

---

(১) অমরৈরজরৈস্তাবদ্বিবুধৈঃ সাধিপৈধ্রুবৈঃ।
পূজ্যেতে প্রযতৈরেবমশ্বিনৌ ভিষজাবিতি॥
মৃত্যুব্যাধিজরাবশ্যৈর্দুঃখপ্রায়ৈঃ সুখার্থিভিঃ।
কিংপুনর্ভিষজো মর্ত্ত্যৈঃ পূজ্যাঃ স্যুর্ণাতিশক্তিতঃ॥
শীলবান্ মতিমান যুক্তস্ত্রিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যো প্রাণাচার্য্য স হি স্মৃতঃ॥
যে রসায়নসংযোগা-বৃষ্যযোগাশ্চ যেমতাঃ।
যচ্চৌষধং বিকারাণাং সর্ব্বং তদ্বৈদ্যসংশ্রয়ম্॥
প্রাণাচার্য্যং বুধস্তস্মাৎ ধীমন্তং বেদপারগম্।
অশ্বিনাবিব দেবেন্দ্রঃ পূজয়েদিতি শক্তিতঃ॥

মন্ত্রৈর্ব্রতৈর্জপৈর্হোমৈশ্চরুভিস্তং দ্বিজাতয়ঃ॥
যজন্তি দেববদ্ ধন্বন্তরিকামৃত সম্ভবম্॥"

এই অমৃতসম্ভব ধন্বন্তরিকে দ্বিজগণ সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় মন্ত্র, ব্রত, জপ, হোম ও চরুদ্বারা পূজা করিয়া থাকেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, যেই সমস্ত ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যা সমাপ্তি করিয়া বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সমাজে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় ছিলেন। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—"বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং" ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ ও সমধিক পূজনীয়। "বিদ্বাংসো হি দেবাঃ" বিদ্বানেরাই দেবতা, বৈদ্যগণ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়নপূর্ব্বক পুনঃ উপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে বিদ্যাসমাপ্তি করিতেন বলিয়া, তাঁহারা "ত্রিজ" "বৈদ্য" "বিপ্র" প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং রোগসময়ে তাঁহারা পিতার ন্যায় প্রীতিপূর্ব্বক অবস্থান করিতেন বলিয়া "অম্বষ্ঠ" উপনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অম্বষ্ঠের ব্যুৎপত্তি :—অম্বষ্ঠ, অম্ব × ষ্ঠ × স্থ × অ (ড) × ক সংজ্ঞার্থে রোগ প্রতীকারে অম্বেব প্রীত্যৈতিষ্ঠতীতি অম্বষ্ঠঃ। অম্ব পিতা × ষ্ঠ যিনি থাকেন, যিনি রোগসময়ে পিতারন্যায় প্রীতিপূর্ব্বক অবস্থান করেন, তিনি অম্বষ্ঠ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণকার বলেন :—

"অম্বস্য মৃতকল্পস্য জনস্য স্থা স্থিতি র্যতঃ।
সোঽম্বষ্ঠঃ কথিতো ধন্বন্তরি রিত্যেব সংজ্ঞয়া॥
কেচিদ্বদন্ত্যম্বতুল্যাং রোগে তিষ্ঠত্যসৌ যতঃ।
পিতৃবচ্চক্ষতে রুগ্নং তেনাম্বষ্ঠঃ স কীর্ত্তিতঃ॥
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো জ্ঞানাৎ ক্ষত্রোবীর্য্যাচ্চ দৈহিকাৎ।
রাজাভূবোঽধিকারাচ্চ সোঽম্বষ্ঠশ্চ চিকিৎসনাৎ॥"

অম্ব শব্দের অর্থ গতপ্রায় বা মৃতপ্রায়, যাহা হইতে অম্বের অর্থাৎ মৃতপ্রায় জনের স্থা অর্থাৎ স্থিতি বা রক্ষা হয়, সেই ধন্বন্তরি অম্বষ্ঠ নামে কথিত হন। কেহ বলেন, যেই হেতু ইনি রোগীর নিকট পিতার ন্যায় অবস্থান করেন এবং পিতৃবৎ রোগীকে যত্নপূর্ব্বক দেখেন, সেই হেতু ইনি অম্বষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

ইনি ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানহেতু ব্রাহ্মণ, দৈহিকবীর্য্যহেতু ক্ষত্রিয়, পৃথিবীর অধীশ্বর হেতু রাজা এবং চিকিৎসাহেতু অম্বষ্ঠ বলিয়া উক্ত হন। ভরত বলেন:—"অয়ং চিকিৎসাবৃত্তি বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ"। অম্বষ্ঠ চিকিৎসাবৃত্তিক বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। শব্দকল্পদ্রুম বলেনঃ - বৈদ্যঃ ; আয়ুর্ব্বেদবেত্তা স অম্বষ্ঠজাতিশ্চিকিৎসা বৃত্তিশ্চ। বৈদ্য অর্থে আয়ুর্ব্বেদবেত্তা, অম্বষ্ঠজাতি এবং চিকিৎসাবৃত্তি। তথায় লিখিত হইয়াছে:—

জননীতো তনুর্ল্লব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

যে হেতু জননী হইতে শরীর লাভ করিয়া বেদসংস্কার দ্বারা পুনরায় জাত হয়েন, সেই হেতু অম্বষ্ঠগণ দ্বিজ ও বৈদ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শব্দ দীধিতি অভিধান বলেনঃ—অনব=শব্দকরা, তাহা হইতে অম্বশব্দ × স্থা (প্রসিদ্ধি নিমিত্ত) অভিপ্রায় করা × ড (যিনি করেন) অর্থাৎ যিনি আপনার চিকিৎসক উপাধি প্রচার করিবার অভিপ্রায় করেন, তিনি অম্বষ্ঠ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও কেবল বৃত্তি হেতু ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র চিকিৎসা মূলক উপাধি প্রচার করিবার অভিপ্রায় করেন। তারানাথবাচস্পতি বলেন :—"অম্বায় চিকিৎসকবৃন্দায় × স্থা = তৎ প্রখ্যাপনার্থং তিষ্ঠতেহভি প্রৈতি কঃ ষত্বম্ অর্থাৎ অম্ব বা চিকিৎসকদিগকে, চিকিৎসক বলিয়া প্রচার করিবার জন্য অবস্থিতি অর্থাৎ অভিপ্রায়ে অম্ব × স্থা × ড করিয়া অম্বষ্ঠ শব্দ হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত অম্বষ্ঠশব্দার্থের আলোচনায় জানা গেল, যেই সমস্ত ব্রাহ্মণ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক রোগসময়ে রোগীকে পুত্রনির্ব্বিশেষে চিকিৎসা করিতেন অর্থাৎ রোগপ্রতিকার সময়ে পিতার ন্যায় থাকিতেন, তাঁহারাই অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত হইতেন। মূলব্রাহ্মণগণই বেদজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন যেমন বৈদ্য সংজ্ঞা লাভ করিতেন, আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত দ্বিতীয়বার উপনীত হইতেন বলিয়া তদ্রূপ ত্রিজ উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। রোগসময়ে পিতার ন্যায় স্থিত থাকিতেন বলিয়া অম্বষ্ঠ আখ্যার বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকতত্ত্বের অনুধাবনা করিলে জানা যায়, অম্বষ্ঠদেশ প্রত্যাগত ব্রাহ্মণগণই অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

অম্বষ্ঠদেশ প্রত্যাগত ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠপদ বাচ্য :—

সিন্ধুসৈকতশোভী অম্বষ্ঠপ্রদেশ হইতে অম্বষ্ঠনামে পরিচিত ব্রাহ্মণগণ, দুইদলে বিভক্ত হইয়া একদল আর্য্যাবর্ত্তের পথে, অপরদল দাক্ষিণাত্যের পথে অগ্রসর হইয়া নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তন্মধ্যে যাঁহারা দাক্ষিণাত্যের পথদিয়া পূর্ব্বদিকে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ মহারাষ্ট্রে, কেহ কর্ণাটে, কেহ রাজমাহেন্দ্রীতে, কেহ উৎকলে, থাকিয়া যান এবং কেহ কেহ বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া বিক্রমপুরস্থ রামপালে রাজধানীস্থাপন পূর্ব্বক এতদ্দেশে বৈদ্যরাজত্বের সূচনা করেন। অপরদল কান্যকুব্জ, কাশী, মাগধ ও মিথিলা হইয়া সুরহ্মদেশে বা রাঢ়ের পশ্চিমপ্রান্তে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই রাঢ়দেশ বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির আদি বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈদ্যকুলপঞ্জিকা বলেন :—

"আর্য্যাবর্ত্তাৎ সমাগত্য বঙ্গদেশে মহাবলাঃ।
অম্বষ্ঠা হ্যবসন্ রাজন্ স্বাধিপত্যং ব্যতন্বত" ॥

মহাবল অম্বষ্ঠগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন :—"অম্বষ্ঠদেশস্থায়িত্বাদম্বষ্ঠঃসংজ্ঞকঃ স্মৃতঃ" অম্বষ্ঠদেশবাসী বলিয়া অম্বষ্ঠ সংজ্ঞার বিষয়ীভূত। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, সিন্ধুনদের উপকণ্ঠে সম্ভবতঃ অপোগস্থানে অম্বষ্ঠ নামে এক মহাজনপদ ছিল, তদ্দেশবাসী কিংবা তদ্দেশ প্রসূতগণ অম্বষ্ঠ নামের বিষয়ীভূত ছিলেন। মহর্ষি বিষ্ণু বলেন :—

সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা ॥
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ ॥

মদ্র, রাম অম্বষ্ঠ ও পারস্য প্রভৃতি দেশবাসী লোকেরা এই সকল নদীর জলপান করেন ও তাঁহারা এই সমুদয় নদীর তীরদেশে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা মহাভাগ্যবান্ হৃষ্ট পুষ্ট জন দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিলেন।

ইহা হইতে বেশ জানা গেল, যেইরূপ মদ্রদেশের লোক সকল মদ্রনামের বিষয়ীভূত, তদ্রূপ অম্বষ্ঠদেশের লোক সকলের নাম অম্বষ্ঠ। পাঞ্চাল বলিলে

যেমন পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি সকল জাতির অববোধ হইয়া থাকে। তদ্রূপ অম্বষ্ঠ বলিলেও অম্বষ্ঠদেশবাসী বা তদ্দেশপ্রসূত বর্ণচতুষ্টয়ের অববোধ হইয়া থাকে। তাই মহাভারতে যুদ্ধকারী অম্বষ্ঠের সত্তা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই অম্বষ্ঠ শব্দ কোন প্রকারেই জাতির সংসূচক হয় না। ফলতঃ বঙ্গীয় বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ নামে আত্মপরিচয় দেওয়ার মূলে দুইটিকারণ স্পষ্টরূপে প্রতীতি হয়। এককারণ তাঁহারা অম্বষ্ঠদেশ হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যেমন মথুরাদেশ প্রভব ব্রাহ্মণকে মাথুরব্রাহ্মণ, কান্যকুব্জ দেশবাসী ব্রাহ্মণকে কনৌজব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রদেশজাত ব্রাহ্মণকে মহারাষ্ট্রীয়ব্রাহ্মণ, মগধদেশ প্রভব ব্রাহ্মণকে মাগধ ব্রাহ্মণ বলে, তদ্রূপ অম্বষ্ঠদেশপ্রভব ব্রাহ্মণগণ ও অম্বষ্ঠ নামের বিষয়ীভূত ছিলেন। তাই অম্বষ্ঠদেশ প্রত্যাগত বৈদ্যগণের নাম অম্বষ্ঠ হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ দেখা যায়, এই বঙ্গীয় বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য বঙ্গদেশে সমধিক প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। এবং মূর্দ্ধাবসিক্ত রূপে বঙ্গদেশ শাসন, সংরক্ষণ করিয়া বহুশতাব্দী যাবৎ বাঙ্গালীকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায়, যেমন বৈদ্যগণের নাম চিকিৎসাবৃত্তির জন্য অম্বষ্ঠ হইয়াছিল, তদ্রূপ বঙ্গদেশ শাসন সংরক্ষণের জন্য অপর নাম ব্রহ্মক্ষত্রিয় হইয়াছিল।

বৈদ্যোৎপত্তি প্রসঙ্গ :—বৈদ্যোৎপত্তি সম্বন্ধে ভরতমল্লিক বৈদ্য কুলপঞ্জিকায় বলিয়াছেন :—

অম্বষ্ঠেষমৃতাচার্য্যো খ্যাতোঽভূত্ভুবনত্রয়ে।
সিদ্ধবিদ্যাহ্বয়াং কন্যাং স্ব বৈদ্যস্তু মানসীম্॥
উপযেমে মহৌজা যশ্চিকিৎসকতয়াশ্রুতঃ।
অথৈতস্য বরেণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ।
সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
সন্তানা বহব স্তৈষাং বভূবুশ্চ চিকিৎসকাঃ।
কুলানুরূপত স্তৈষাং জাতাঃ পদ্ধতয়োঽপ্যমুঃ।

অম্বষ্ঠ গণের মধ্যে অমৃতাচার্য্য ত্রিভুবন বিখ্যাত, তিনি স্বর্গ বৈদ্যের সিদ্ধ

বিশ্বানাম্নী মানসীকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত অমৃতাচার্য্য চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত ও মহাবলসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার বরে সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, দেব, ধর, কর, রাজ, সোম, নন্দী, কুণ্ড, চন্দ্র ও রক্ষিত মহাবল-সম্পন্ন খ্যাত বৈদ্য হইয়াছিলেন। কুলস্বরূপ তাঁহাদের এই সকল পদ্ধতি হইয়াছিল। ইহাতে জানা গেল, অমৃতাচার্য্যই অম্বষ্ঠগণের মধ্যে ত্রিভুবন বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং অগ্রণী ছিলেন। এই প্রমাণের প্রতি অনুধাবন করিলে জানা যায়, সেন, দাশ প্রভৃতি বৈদ্যগণ অমৃতাচার্য্যের সন্তান ছিলেন না, তাঁহারা অমৃতাচার্য্যের বরে খ্যাত নামা বৈদ্য হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার বলেন:—(১)

কাশিকুলসম্ভূত আষ্টি'ষেন নামক রাজা মহাতপস্যা দ্বারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দীর্ঘতমাঃ। পিতার দীর্ঘতপস্যার ফলস্বরূপ স্বকীয় জন্ম দ্বারা ধরাধামে অমৃতের আনয়ন কর্ত্তা, ধন্বন্তরি তাঁহার পুত্র ছিলেন; বিষ্ণুর বরে অদ্ভুতকর্ম্মা ধন্বন্তরি অণিমাদিতে সিদ্ধিলাভ করেন, মানুষীতনু ধারণ করিয়াও তিনি দুর্ল্লভ দেবত্ব লাভ করেন। যাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং ব্রহ্ম অবস্থিত, তাঁহার ব্রহ্ম তেজের অভাব কি? তথাপি তিনি লৌকিক ধর্ম্মানুরোধে ভরদ্বাজের নিকট সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মতিমান্ ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদকে অষ্টধা বিভক্ত করিয়া জগতে পরমা খ্যাতি ও মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। স্বকীয় প্রভাবে 'ধন্ব অর্থাৎ রোগিগণের রোগ নাশ করেন বলিয়া তিনি পৃথিবীতে সুমহাযশাঃ ধন্বন্তরি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

'বৈশম্পায়ন বলেন:— রাজন্ অধুনা যেমন জাতিবিভাগ আছে,

---

(১) আষ্টি'ষেণোহি কাশের তপসা মহতা নৃপঃ।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ পূর্ব্বং তস্য দীর্ঘতমাঃ সুতঃ॥
ধন্বন্তরিঃ সুতস্তস্য দীর্ঘস্য তপসঃ ফলম্।
ধরায়ামমৃতং যেনোপনীতং যেন জন্মনা॥
অণিমাদিষু সংসিদ্ধি র্গর্ভস্থস্যাপি তস্য চ।
আসীদ্বিষ্ণু বরাদ্ ধন্বন্তরেরদ্ভুত কর্ম্মণঃ॥
মানুষেণ শরীরেণ দেবত্বং প্রাপ দুর্ল্লভম্।
কিং পুন ব্রা'হ্মকং তেজোব্রহ্ম যস্য হৃদি স্থিতম্॥
তথাপি লৌকিকাদ্ধর্ম্মাৎ ভরদ্বাজাদধীতবান্।
সাঙ্গাস্তাং শ্চতুরো বেদানায়ুর্ব্বেদসমন্বিতান্॥
আয়ুর্ব্বেদক মতিমানষ্টধা সংবিভজ্য চ।
ধন্বনো রোগিণো রোগাং স্তরন্তিস্ম প্রভাবতঃ॥
তেন ধন্বন্তরিঃ খ্যাতো জগত্যাং সুমহাযশাঃ॥

পূর্ব্বে এইরূপ জাতিবিভাগ ছিল না ; পুরাকালে ব্রহ্মসমুদ্ভব ব্রাহ্ম নামে একবর্ণ ছিল। ঐ ব্রাহ্মজাতি যেই ভাষায় বেদ বলিয়াছিলেন, সেই ভাষাই গম্ভীর-ললিতোজ্জ্বলা ব্রাহ্মী নামে কথিত হইত। তখন আচারে পরস্পর ভিন্ন হইলেও তন্নিবন্ধন জাতিভেদ ছিল না। অধুনা যেমন জাতিবিজ্ঞানতৎপর জাতি-বিজ্ঞ মুনিগণ পূর্ব্বতন আর্য্যদিগের মধ্যে কর্ম্মানুসারে জাতির অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তৎকালে সেরূপ ছিল না। সেই জন্য অধুনাতন মুনিগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, কেহ তাঁহাকে ক্ষত্রিয়, কেহ বা অম্বষ্ঠ বলিয়া থাকেন। ইহা যুক্তি যুক্ত নহে। [১]

বস্তুতঃ তাঁহার বেদজ্ঞান ও পরব্রহ্মজ্ঞান বশতঃ তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, দৈহিক বীর্য্য বশতঃ ক্ষত্রিয়, পৃথিবীর অধিকার নিবন্ধন রাজা এবং চিকিৎসা হেতু অম্বষ্ঠ ছিলেন। রোগ নাশ করেন বলিয়া তিনি ভিষগ্, মৃতের জীবন দান হেতু এবং সমগ্র বিদ্যার পারদর্শিতা হেতু তিনি বৈদ্য, এবং কাশিকুল রঞ্জনের জন্য তিনি কাশিরাট্ নামে কথিত। কেহ বলেন মহাদেব তাঁহাকে চিকিৎসা বিদ্যা শিখাইয়া কাশীতে রাজা করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি কাশীরাজ নাম পাইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গদানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া "দিবোদাস" নামে কথিত, অথবা লোক রক্ষার জন্য তিনি স্বর্গ হইতে অভ্যাগত বলিয়া "দিবোদাস" নামে খ্যাত, অমৃতের দ্বারাই তাঁহার অভ্যুদয় এবং অমৃতই তাঁহার ভেষজ ; সেই অমৃতের জন্য লোকে তাঁহার সেবা করিত বলিয়া তিনি "অমৃতাচার্য্য" নামে কথিত। এই প্রকারে রাজা ধন্বন্তরি বহুনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে রাজসত্তম জগতে তাঁহার অনুপমা কীর্ত্তি ছিল। ইঁহার পিতার নাম বিখ্যাত দীর্ঘতমাঃ মুনি। এইজন্য ধন্বন্তরি ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরণীতলে

(১) নাসীজ্জাতি বিভাগো হি পুরারাজন্ যথাধুনা।
এক এব তদা বর্ণো ব্রাহ্মো ব্রহ্মসমুদ্ভবঃ।
ব্রাহ্মীতু ব্রহ্মণোভাবা যথা ব্রাহ্মো নিগদ্যতে।
ব্রহ্মণাস্যৈব তস্যাসীদ্ গম্ভীরললিতোজ্জ্বলা॥
আচারতো ন জাতিস্তং পৃথক্ত্বেঽপি পরস্পরম্।
তস্মাজ্জাতিঃ কথং তস্য নির্ণেয়াস্তাং যথাধুনা॥
অধুনা জাতিবিজ্ঞৈর্হি জাতিবিজ্ঞান তৎপরৈঃ।
মুনিভিঃ প্রাক্তনার্য্যাণাং জাতিরন্বিষ্যতে স্ফুটা॥
কেচিদ্বদন্তি তং বিপ্রং কেচিৎ ক্ষত্রমথাপরে।
অম্বষ্ঠঃ কথিতস্তাস্তৈঃ স সর্ব্বাত্মা ন নার্হতি॥

বিদিত। (১) ইনিই সুরপতি ইন্দ্রের অনুরোধে ব্যাধি প্রপীড়িত মানবগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বর্লোক হইতে ভূর্লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পূজা এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে।

ধন্বন্তরি দেবতা ও তাঁহার পূজা বিধান :— শব্দকল্পদ্রুম বলেন :— ধন্বন্তরিঃ দেববৈদ্যঃ স ভগবদবতারঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার বলেন :—

"নারায়ণাংশো ভগবান্ স্বয়ং ধন্বন্তরির্ম্মহান্।
পুরা সমুদ্রমথনে সমুত্তস্থৌ মহোদধেঃ॥
সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ।
শিষ্যোহি বৈনতেয়স্য শঙ্করস্যোপশিষ্যকঃ॥

পূর্ব্বে সমুদ্র মথনকালে নারায়ণের অংশজাত মহাত্মা ভগবান ধন্বন্তরি স্বয়ং মহাসমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। সেই মন্ত্র তন্ত্র বিশারদ ধন্বন্তরি বিনতা নন্দন গরুড়ের শিষ্য, ভগবান শঙ্করের উপশিষ্য হইয়া দেবগণের ও মাননীয় হইলেন।

ভাগবত বলেন :— বৈদ্যধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশক, তাঁহার যজ্ঞভাগ আছে, যাবৎ পৃথিবীতে যজ্ঞানুষ্ঠান থাকিবে, তাবৎ তাঁহার পূজা হইবে। তিনি বিষ্ণুর অংশরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া লোকদিগকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভগবান মনু বলেনঃ—

---

(১) ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো জ্ঞানাৎ ক্ষত্রো বীর্য্যাচ্চ দৈহিকাৎ।
রাজাভূবোঽধিকারাচ্চ সোঽভবচ্চ চিকিৎসনাৎ॥
ভিষজসৌ যতো রোগাংস্তেনাসৌ ভিষগুচ্যতে।
বিদ্যানাং স সমগ্রাণাং ধারণাদ্যত জীবনাৎ।
অপবর্গহিতানাঞ্চ স বৈদ্য ইতি কথ্যতে।
কাশিরাট্ কথিতশ্চৈব স কাশিকুলরঞ্জনাৎ॥
কেচিন্নদন্তি কাশ্যং স রাজাসীচ্ছিব সংশ্রয়াৎ।
চিকিৎসাজ্ঞানতঃ কাশীং লেভে যৎ পরমেশ্বরাৎ॥
দিবোদাসশ্চ স প্রোক্তঃ স্বর্গদাং যতোঽহর্ত্তি।
স্বর্গাদভ্যাগতো যস্মাল্লোকসংহিতহেতবে॥
অমৃতেনোদরস্তস্যামৃতং তস্য চ ভেষজং।
তস্মাদাচার্য্যতে যোঽসাবমৃতাচার্য্য উচ্যতে॥
ইত্যেবং বহু নামানি প্রাপ ধন্বন্তরি নৃপঃ।
জগতামুপমা কীর্ত্তিকন্যাসীত্রাজসত্তম॥
যতোঽস্য হি পিতুর্নাম দেবো দীর্ঘতমাঃ শ্রুতঃ।
তেন স ব্রাহ্মণত্বেন বিদিতো ধরণীতলে॥

বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্।
আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহং॥ ৮৪
অগ্নেঃ সোমস্য চৈবাদৌ তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয় এব চ॥ ৮৫।৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বক্ষ্যমান দেবগণকে সংস্কৃত অগ্নিতে বিধানানুসারে সর্ব্বদেবোদ্দেশ্য পক্কান্ন দ্বারা প্রতিদিন হোম করিবেন। প্রথমে অগ্নিকে "অগ্নয়ে স্বাহা" "সোমায় স্বাহা" পরে অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা, তৎপর বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা বলিয়া বৈশ্বদেব হোম করিবেন এবং ধন্বন্তরিকে ধন্বন্তরয়ে স্বাহা বলিয়া হোম করিবেন। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায়, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ প্রতিদিন পক্কান্ন দ্বারা বৈদ্য ধন্বন্তরিকে অর্চ্চনা না করিয়া আহার করিতেন না। ভূদেব ব্রাহ্মণগণ যেই স্বর্দেব বৈদ্য ধন্বন্তরিকে প্রতিদিন অর্চ্চনা করেন; সেই ধন্বন্তরির বংশধরগণ কোন বর্ণের এবং চতুর্ব্বর্ণের অতীত কিনা, তাহা সুধী সমাজ বিচার করিবেন। ধন্বন্তরি সম্বন্ধে গরুড় পুরাণকার বলিয়াছেন :—

ক্ষীরোদমথনে বৈদ্যো দেবোধন্বন্তরিহ্যভূৎ,
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতেন সমুত্থিতঃ।
আয়ুর্ব্বেদমষ্টাঙ্গং সুশ্রুতায় স উক্তবান্॥ ১৪৬ অঃ

নারায়ণ ক্ষীরোদমথনের সময় বৈদ্য ধন্বন্তরি রূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিলেন। এই ধন্বন্তরি সুশ্রুত নামক শিষ্যকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করিয়াছেন। মহাভারতকারও ধন্বন্তরিকে দেবতা বলিয়াছেন :—

ধন্বন্তরিস্ততো দেবো বপুষ্মানুদতিষ্ঠত।
শ্বেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি॥ আদিপর্ব্ব।১৮

অনন্তর মূর্ত্তিমান দেবতা ধন্বন্তরি অমৃতপুরিত শ্বেতকমণ্ডলু ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। গরুড়পুরাণ পুনঃ বলিতেছেন :—

যদা ধন্বন্তরিরংশে জাতঃ ক্ষীরোদমন্থনে।
দেবাদীনাং জীবনায় আয়ুর্ব্বেদমুবাচ হ।
বিশ্বামিত্রসুতায়ৈব সুশ্রুতায় মহাত্মনে॥

দেবগণের জীবন সংরক্ষণার্থ বিষ্ণুর অংশে ক্ষীরোদমথনে ধন্বন্তরি জন্মিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বামিত্র পুত্র মহাত্মা সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাঁহারা মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব বলিয়া বলেন,

তাঁহারা তৎপুত্র সুশ্রুতের অধ্যাপককে কোন বর্ণের বলিতে চাহেন; জানাইবেন কি? ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন:—

মথ্যমানেঽর্ণবে দেবি! দেবাসুরগণৈঃ পুরা।
আবিরাসীদয়ং দেবো ধন্বন্তরিরিহশ্রিয়া।
প্রোবাচ চ হৃষীকেশ সৃষ্টিং মে বিশ্বপালনীং।
ব্রূহি নাথ কিমর্থায়ে সৃষ্টিঃ কিং সাধয়ামিতে॥
অম্বষ্ঠোঽহং পিতুঃস্থানং যজ্ঞভাগং তথাদিশ।
বিনা তদবনীস্থানাং প্রতিষ্ঠা নহি বিদ্যতে॥

সাগরমথন সময়ে ধন্বন্তরি আবির্ভূত হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো, কি প্রয়োজনে আমার সৃষ্টি, কি কার্য্য আমি সাধন করিব? হে পিতঃ! আমি অম্বষ্ঠ (পিতৃস্থানীয়) সমাজে আমার স্থান ও সমাজ কার্য্যে অংশ নির্ণয় করুন। পৃথিবীস্থিত মানবগণের স্থান ও অংশ ব্যতীত প্রতিষ্ঠা হয় না। তদুত্তরে দেবাধিদেব মহাদেব বলিয়াছেন:—

"দ্বিতীয়ে দ্বাপরে জন্ম যদা তে সম্ভবিষ্যতি।
তদাভাগং যথাযোগ্যং স্থানং চাহং করোমিতে॥
ইতি প্রতিশ্রবো ধন্বন্তরয়ে মৎকৃতঃ পুরা।
স চ ধন্বন্তরির্জাতঃ কাশ্যাং দীর্ঘতমাঃ সুতঃ॥

যখন দ্বাপরের দ্বিতীয়ভাগে তোমার জন্ম হইবে, তখন তোমার উপযুক্ত যজ্ঞভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব। এই প্রতিশ্রুতি, আমি ধন্বন্তরির নিকট পূর্ব্বে করিয়াছিলাম, তৎপর সেই ধন্বন্তরি কাশীতে দীর্ঘতমাঃ মুনির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। রামায়ণে ধন্বন্তরিকে বৈদ্য বলিয়াছেন:—

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানাগেল, ধন্বন্তরি বিষ্ণুর অংশ রূপে সমুদ্রমথনে উদ্ভব হইয়াছিলেন। তিনি প্রাণিগণের আধিব্যাধি প্রশমনের জন্য আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন। দেবগণের তুল্য যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতেন, প্রত্যেক আর্য্যাচার দ্বিজগণ অন্যান্য দেবগণের সহিত তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। বৈদ্যগণের মধ্যে ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর ও অশ্বিনীকুমার পূজিত হইয়া আসিতেছেন তাহা নহে। তৎপরবর্ত্তী বৈদ্যগণও যে তাঁহাদের তুল্য সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এই ধন্বন্তরিকে যে কাশীরাজ, দিবোদাস, অম্বষ্ঠ, অমৃতাচার্য্য বলা হইয়াছে; তৎসমস্ত ইতিবৃত্ত "বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থে অধ্যাহার করিয়াছি।

অমৃতাচার্য্যের উৎপত্তি— তৃতীয় ধন্বন্তরি (অমৃতাচার্য্যের) উৎপত্তি সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলেন :— (১)

(১) গালবনামে এক ঋষি কুশ ও কাষ্ঠ আহরণের জন্য বনে গমন করেন; বন হইতে প্রত্যাগমন কালে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ঋষিপ্রবর, বনান্তরবর্ত্তী জলাশয় হইতে জলকুম্ভ কক্ষে করিয়া এক কন্যাকে যাইতে দেখিয়া বলিলেন; হে কন্যে! জল দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। কন্যা লজ্জিতা হইয়া কুম্ভ ভূমিতে স্থাপন করিলে, মুনি সেই জলে স্নান করিয়া অবশিষ্ট জল পান করিলেন, পরে তৃপ্ত হইয়া কন্যাকে বর দিলেন, তুমি সৎপুত্রবতী হও। কন্যা বলিলেন "মুনে আমার বিবাহ হয় নাই।" মুনি বলিলেন, তুমি কাহার কন্যা? কন্যা বলিলেন, আমি বৈশ্যকন্যা নাম,

---

(১) মহর্ষি গালবোনাম কাষ্ঠদর্ভাহরোবনং।
জগাম তত্র ভ্রমণাৎ অতিশ্রান্তো বভূবসঃ॥
ততো নিরীক্ষয়ামাস তৃষ্ণাকুল কলেবরঃ।
তবনস্ত বহির্ভাগে কন্যামেকাং দদর্শ সঃ॥
জলপূর্ণং ঘটং নীত্বা গচ্ছন্তীং পিতৃমন্দিরম্।
তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তোহসৌ বভাসে মুনি পুঙ্গবঃ॥
হে কন্যে ত্বং জলং দেহি প্রাণরক্ষাং কুরুষ মে।
ততঃ সা কলসং ভূমৌ নিধায়াতিষ্ঠদুত্তমা॥
গালবশ্চাপিতোয়েন স্নাত্বা তোয়ং পপৌচ তৎ।
প্রোবাচ চাপি হে কন্যে! ত্বং সৎপুত্রবতী ভব॥
ততঃ প্রোক্তবতী কন্যা মাম্রে পাণিগ্রহোহভবৎ।
ততো মুনিবরশ্চাহ কা ত্বং কিং নাম তে বদ॥
উবাচ পুনর প্যেষা বৈশ্যকন্যাহহং বিভো।
বীরভদ্রাভিধানাচ জানীহি মুনিপুঙ্গব॥
ততো বিচিন্ত্য স মুনিঃ তামাদায় জগাম হি।
ঋষিণামগ্রতো নীত্বা বৃত্তান্তমবদত্তদা॥
আকর্ণ্যতে মহারাজ উচুর্হর্ষিত মানসাঃ?
ভদ্রং কৃতং মুনে নূনং আনীতেয়ং ত্বতয়া।
বৈশ্যায়াং বীরভদ্রায়াং ধন্বন্তরির্ভবিষ্যতি॥
ইত্যুক্ত্বা তেহপি মুনয়ঃ কুশপুত্তলিকাং ততঃ।
কৃত্বা ক্রোড়ে দদুস্তস্যাঃ বেদমুচ্চার্য্য তৎকুলে॥
প্রাণ প্রতিষ্ঠামপ্যস্যা চক্রুশ্চ পুরুষস্থিতিং। ইত্যাদি

বীরভদ্রা। অতঃপর মুনি কন্যাকে অপর ঋষিগণের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার বরদানের বৃত্তান্ত বলিলেন; তখন মুনিগণ এক কুশনির্ম্মিত শিশুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত কন্যার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন এবং বেদমন্ত্র দ্বারা উক্ত কুশপুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎপর তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ সৌম্যাকৃতি এক বালক প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং মুনীন্দ্রগণ কন্যার ক্রোড়ে বেদমন্ত্রজাত শিশুকে দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। সেই জন্য ইনি "বৈদ্য" এবং জননীকুলে স্থিত বলিয়া "অম্বষ্ঠ" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

অমৃতাচার্য্যের দেবকন্যা বিবাহ :— পদ্মপুরাণের নাম করিয়া চতুর্ভুজ বলেন :—

মহর্ষি গালব, অমৃতাচার্য্যের বিবাহের নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। পরে কোন বেদবিৎ মুনি বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারের তিন কন্যা সিদ্ধবিদ্যা, সাধ্যবিদ্যা ও কষ্টবিদ্যার সহিত অমৃতাচার্য্যের বিবাহ দিলেন। তাঁহাদিগের গর্ভে অমৃতাচার্য্যের ঔরসে পঞ্চবিংশতি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পবিত্র ভূমিখণ্ডে মহাত্মা অমৃতাচার্য্য বাস করিতেন। মহর্ষি গালব অমৃতাচার্য্যের কন্যাগণকে বিবাহ দিলেন। কন্যাগণের পাণিগ্রহীতা সেই ঋষিগণ যজ্ঞ হোম পরায়ণ ঊর্দ্ধবাহু মুনি ছিলেন, কন্যাগণ তাঁহাদিগের পবিত্র করে সমর্পিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

কতিপয় বৈদ্যের জন্ম বিবরণ :—অশ্বিনীকুমার দেবতা, তাঁহার পূজা হিন্দুসমাজে প্রচলিত। তাঁহার কন্যাগণের গর্ভে অমৃতাচার্য্যের ঔরসে যথাক্রমে গান্ধারী, মলয়া, গৃহভদ্রিকা, মালতি, সুতৃষ্ণা, তাপিনী, বিরজা, সাত্যকী, হিরকা, সত্যবতী, মালিকা, রেচিকা, বিমলা, কৌশিল্যা, সুবর্ণা, সুভদ্রা, চারুশীলা, মল্লিকা,

বিবাহ কারণং তস্য চিন্তয়ন্ মুনি পুঙ্গবঃ।
ততোঽশ্বিনী কুমারস্য তিস্রঃকন্যা গুণান্বিতাঃ॥
সিদ্ধবিদ্যা সাধ্যবিদ্যা কষ্টবিদ্যা তথাপরা।
বিবাহং কারয়ামাস বেদবিৎ বেদমুচ্চরন্॥
রেমে তাসু সুন্দরীষু সুন্দরো রসিকোত্তমঃ।
তাসু তস্মাদজায়ন্ত কন্যাশ্চ পঞ্চবিংশতিঃ।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পুণ্যভূমিনিবাসিনঃ।
অমৃতাচার্য্যঃ পুত্রীণাং বিবাহং দত্তবান্ মুনিঃ॥
ঊর্দ্ধবাহুশ্চ মুনয়ো যজ্ঞহোমপরায়ণাঃ।
তৈঃ স্বীকৃতাঃ শুশুভিরে কন্যকাশ্চ সুলক্ষণাঃ॥ ইত্যাদি

নন্দিনী, বিচিত্রা, সুদয়া, সাধিকা, মাত্রিকা, কমলা ও সুমিত্রা এই পঞ্চবিংশতি কন্যা জন্মে। তাঁহাদিগকে শক্তিধর, ধন্বন্তরি, মৌদগল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, সাত্যকি, সাবর্ণ, আত্রেয়, দেবল, বিভাণ্ডক, সাঙ্খক, বিরাজ, মহর্ষি, কৌশিক, বশিষ্ঠ, পরাশর, নাগধ, আঙ্গিরস, বেদ, পদ্মনাভ, সালঙ্কায়ন, বৈশ্বানর, জহ্নু ও সুধন্বা নামক পঞ্চবিংশতি মহর্ষি যথাক্রমে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তানগণের নাম সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, ধর, কর, রক্ষিত, নন্দী, রাজ, সোম, দেব, কুণ্ড, সাত্যকি, চন্দ্র প্রভৃতি ছিল। তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণ বীজীপুরুষের নাম পদবি রূপে নামান্তে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

ইহা হইতে জানা যায়, অমৃতাচার্য্য অযোনিসম্ভব ছিলেন। যাঁহারা অমৃতাচার্য্যের জন্ম, মহর্ষি গালবের ঔরসে বৈশ্যকন্যা-বীরভদ্রার গর্ভে বলিতে চাহেন এবং তাহা যদি তর্কস্থলে সত্যও হয়, তাঁহা হইলেও বৈদ্যগণকে জন্মগত অম্বষ্ঠ বলা যায় না, কারণ অমৃতাচার্য্যের জননী বৈশ্যকন্যা ছিলেন। ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত বলিয়া অমৃতাচার্য্য অম্বষ্ঠ হইতে পারেন। তাঁহার দৌহিত্রগণ অর্থাৎ সেন, দাশ প্রভৃতি বৈদ্যগণ, অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে মহর্ষিগণের ঔরসে সংজাত; তাঁহাদিগকে কোন শাস্ত্রকারই জন্মগত অম্বষ্ঠ বলেন নাই। তাঁহাদিগকে বৈদ্য বলিয়াছেন। চিকিৎসাবৃত্তি হেতুতেই তাঁহাদের নাম, অম্বষ্ঠ, দ্বিজ, প্রাণাচার্য্য, ভিষক্ প্রভৃতি উপাধি হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীজাত সন্তানগণের সংজ্ঞা :— মনু বলেন :—

"ব্রাহ্মনাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥

পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতককে অম্বষ্ঠ বলা যায় এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্র জাতকে নিষাদ বলা যায়, যাহাকে পারশব বলে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।
জাতোঽম্বষ্ঠো নিষাদস্তু শূদ্রাং পারশবোঽপিবা॥"

বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়াস্ত্রীতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈশ্যাস্ত্রীতে অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রাস্ত্রীতে নিষাদ, সংজ্ঞান্তর পারশব বলেন। মহর্ষি পরাশর বলেন :—

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥"

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে জাত মুনি শ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠ, প্রধান প্রধান মুনি কর্তৃক ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। বৃদ্ধহারিত বলেন :—

"বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তস্ত ক্ষত্রিয়ায়ামজায়ত।
বৈশ্যায়ান্তু তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রয়া তথা॥"

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রাতে নিষাদের উৎপত্তি হয়। মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সবর্ণা ব্রাহ্মণান্ সূতে রাজ্ঞী মূর্দ্ধাবসিক্তকম্।
বৈশ্যাম্বষ্ঠং নিষাদন্তু শূদ্রা পারশবশ্চ সঃ"॥

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়াপত্নীতে মূর্দ্ধাবসিক্ত বৈশ্যাপত্নীতে অম্বষ্ঠ শূদ্রাপত্নীতে নিষাদ, সংজ্ঞান্তর পারশব জন্মে। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন:—

"সত্যত্রেতা দ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রা কন্তকা উপযেমিরে॥
তত্র বৈশ্যসুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ"॥

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতেন, তন্মধ্যে বৈশ্যজা ভার্য্যাতে যে সকল তনয় জন্মে তাঁহারা সকলেই বেদ বেদাঙ্গপারগ মুনি অর্থাৎ অশেষশাস্ত্রজ্ঞানী মুনি বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। অমর বলেন:— অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাতে উৎপন্ন। মেদিনী বলেন:—"অম্বষ্ঠো বিপ্রাবৈশ্যকন্তায়ামুৎপন্নঃ" অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাতে উৎপন্ন। মহর্ষি উশনা বলেন:—"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে" ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক (বিবাহবিধি দ্বারা) জাত পুত্র অম্বষ্ঠ কথিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকায় পণ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বর বলেন:—"ব্রাহ্মণাৎ "বৈশ্যকন্তায়াং বিন্নায়াম্ অম্বষ্ঠ নাম পুত্রো ভবতি। এব সবর্ণ মূর্দ্ধাব-সিক্তাদি সংজ্ঞা বিধিঃ বিন্নাসু-উঢ়াসু এব স্মৃতঃ উক্তো বেদিতব্যঃ।

অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানা গেল, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণের "অম্বষ্ঠ" সংজ্ঞা ছিল, তাঁহারাও বৈশ্যগণের ন্যায় চিকিৎসাবৃত্তিক ছিলেন। সকলেই বেদবেদাঙ্গপারগ মুনি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেও তাঁহাদের মাতা বৈশ্যবর্ণে জাত বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রতি বৈশ্যবর্ণত্ব আরোপ করেন এবং তাঁহাদের মাতাকেও বৈশ্যবর্ণা প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু অম্বষ্ঠমাতা

বৈশ্যবর্ণে জাত হইলেও ব্রাহ্মণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে তাঁহারা ব্রাহ্মণী হইয়া ছিলেন।

পতিপত্নীর একীকরণ :—পতিপত্নীর একীকরণ সম্বন্ধে মহর্ষি লিখিত বলেন :—

"বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তু র্গোত্রে পিণ্ডেচ সুতকে॥
স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়া॥"

বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে পর চতুর্থদিবসে নারী ভর্ত্তার সহিত গোত্রে, পিণ্ড ও সুতিকাশৌচে একত্ব প্রাপ্ত হয়। বিবাহের পর সপ্তপদী হইলেই নারী স্বগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়, তখন তাহার পিণ্ড ও উদকক্রিয়া ভর্ত্তার গোত্রোক্ত বিধানে করিবে, বৃহস্পতি বলেন :—

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা পিতৃগোত্রাপহারিকাঃ।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥
আম্নায়েস্মৃতি-তন্ত্রে চ লোকাচারে চ সর্ব্বথা।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা॥"

বৈবাহিকমন্ত্র সকল পিতৃগোত্রাপহারক। নারীর পতিগোত্রে পিণ্ড ও উদক ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র ও লোকাচারে জায়া শরীরার্দ্ধ এবং পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা বলিয়া অভিহিত হয়। বিবাহমন্ত্রে বলা হইয়াছে :—

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মমচিত্ত মনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচ মেকমনা জুষস্ব, প্রজাপতি স্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্॥

হে মম ব্রতে! তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তুমি আমার চিত্তের অনুবর্ত্তিনী হও, একমনা হইয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার নিমিত্ত নিযুক্ত করুন্।

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসংত্বচাত্বচম্।
ওঁ যদেতৎহৃদয়ংতব তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

তোমার প্রাণ আমার প্রাণের সহিত, অস্থি অস্থির সহিত, মাংস মাংসের সহিত, ত্বক ত্বকের সহিত, একাত্মীভূত করিলাম। তোমার হৃদয় আমার

হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক, তুমি আমার সহিত একমনা হইয়া আমার বাক্যের বশবর্ত্তিনী হও।

"সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ, সংমাতরিশ্বাসং ধাতা সমুদ্রেষ্ট্রী দধাতু নৌ। সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব, ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।

হে ললনে! সমুদয় দেবগণ ও জলময়ী দেবী আমাদের উভয়ের হৃদয় মিশাইয়া এক করুন্। বায়ু, ধাতা, ও সরস্বতী আমাদিগকে মিলাইয়া এক করুন্। হে বধু! তুমি শ্বশুর শ্বাশুরী, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞী হও।

মনু বলিয়াছেন :—

"এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥
যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌ গুণ সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥"

ভর্ত্ত ও যে ভার্য্যাও সেই, অর্থাৎ ভর্ত্তা ও ভার্য্যা অভিন্ন, স্ত্রী যেরূপ গুণযুক্ত ভর্ত্তার সহিত যথাবিধি সংযুক্ত হয়, সমুদ্র সহযোগে নদীর লবণাম্বু হওয়ার ন্যায় সে সেইরূপ গুণযুক্তা হয়। পতির সহিত পত্নী মিলিত হইয়া একাত্মীভূতা হয়।

"অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্॥ মনু।

বশিষ্ঠপত্নী অক্ষমালা, মন্দপালের পত্নী শারঙ্গী, কনাদজননী উলকী ও শুকদেব জননী 'শুকী' তাঁহারা সকলেই হীনযোনিজাতা হইয়াও ব্রাহ্মণগণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে তাঁহারা ব্রাহ্মণী হইয়া সকলেরই পূজনীয়া হইয়াছিলেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নী সকল বিবাহসংস্কার দ্বারা এক হইয়া যায়। পতির ধর্ম্মে, কর্ম্মে, পত্নীর কোন পার্থক্য থাকে না, পত্নীকে সম্রাজ্ঞী হইতে বলাতে পত্নীই পরিবারবর্গের সংরক্ষণে, প্রতিপালনে, সেবাশুশ্রূষাদি সমস্ত কার্য্যেই তাঁহাকে গৃহদেবীরূপে থাকিতে বলা হইয়াছে। তাঁহাকে সকলের অধীন না করিয়া সকলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহা হইতে পত্নীর প্রতি উচ্চ আদর্শের ভাব

প্রদর্শন আর কি হইতে পারে? বিবাহ মন্ত্র সবর্ণা অসবর্ণা পত্নীর জন্ত পৃথক করা হয় নাই। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণও অসবর্ণবিবাহে পতি পত্নীর একীকরণের কোন পার্থক্য প্রদর্শন করেন নাই। বরং মনু বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নিজ দেহকে দ্বিভাগ করিয়া অর্দ্ধেকে স্ত্রী ও অর্দ্ধেকে পুরুষ হইলেন। পরে সেই স্ত্রী পুরুষের মৈথুন ধর্ম্মে আদি মানব বিরাটের উৎপত্তি হইল। (১)

ইহা হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীতি হয়, মানব মানবী বিবাহসংস্কারে এক হইতে না পারিলে প্রত্যেকে অর্দ্ধার্দ্ধভাবে অসম্পূর্ণ থাকে। দুইয়ের সম্মিলনেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন পতি ও পত্নীর কোন ভেদাভেদ থাকে না, তথায় সবর্ণা অসবর্ণার কোন ভাব জাগে না। পতির বর্ণে, কর্ম্মে, পাপ পুণ্যে উভয়েরই সমান অধিকার। বিবাহসংস্কার দ্বারা সংজাত সন্তান বীজের প্রাধান্ত হেতুতে পিতৃগুণ প্রাপ্ত হয়।

বীজের প্রাধান্য :—শ্রুতি বলিয়াছেন :—"আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ" আত্মাই পুত্র রূপে জাত হয়। ব্যাসদেব বলেন :—"এবমেতন্মহারাজ যেন জাতঃ স এব সঃ" হে মহারাজ! যে যৎ কর্ত্তৃক উৎপন্ন সে তাহাই। মনু বলেন: "মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ" মাতা চর্ম্মধার মাত্র, পুত্র পিতারই, যে যৎ কর্ত্তৃক উৎপন্ন, সে তৎ স্বরূপ। "যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথা বিধং" যে স্ত্রী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে, তদনুরূপ পুত্র প্রসব করে। মনু বলেন :—

"পতির্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ।
যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ॥"

পতি ভার্য্যাগর্ভে প্রবেশ করিয়া ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে। যে হেতু পতি জায়াতে পুনরায় জাত হয়। সেই হেতু জায়ার জায়াত্ব সিদ্ধ হয়। যে স্ত্রী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে, সে তদনুরূপ পুত্র প্রসব করে। অতএব প্রজা বিশুদ্ধির জন্ত স্ত্রীকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। মনু বলেন :—

---

(১) দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহ মর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ॥ ১।৩২।

সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি ॥

উত্তমক্ষেত্রে উত্তমবীজ রোপণে যেইরূপ উত্তম শস্য জন্মে, তদ্রূপ দ্বিজাতি স্ত্রীতে জাত সন্তান বীজপ্রাধান্যে পিতৃজাতীয় সংস্কারের যোগ্য হইবেন। মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন :—

সুক্ষেত্রাচ্চ সুবীজাচ্চ পুণ্যো ভবতি সম্ভবঃ।
অতোহন্যতরতো হীনাৎ অবরো নাম জায়তে ॥

ব্রাহ্মণসন্তানগণ ভিন্ন ভাবে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ নাম ধারণ করিলেও বীজ গত প্রাধান্য ও ক্ষেত্রগত উৎকর্ষ নিবন্ধন বিশুদ্ধ জাতি বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন। আর যাহারা হীনবীজ হইতে জাত, তাহারা অশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্যাসাদি মহর্ষিগণ উত্তমবীজ ব্রাহ্মণ পিতার কথাই বলিয়াছেন, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ উৎকৃষ্ট বীজপ্রভব বলিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্র ও দ্বিজকন্যা। সুতরাং তজ্জাত সন্তান হীনজাতি হইতে পারে না। যখন "হীনাৎ" পঞ্চমী রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে সুতমাগধাদি-বিলোমজগণের হীনপিতার কথা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হীন নহেন।

ক্ষেত্র হইতে বীজের প্রধান্য বলিয়াই ব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকেও "পারশবব্রাহ্মণ" বলিয়াছেন। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণের শূদ্রা বিবাহের বিধান করিয়া পুনঃ যেই ভাবে শূদ্রাবিবাহের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, ব্রাহ্মণ শূদ্রা বিবাহ করিলে, ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হন্‌ এবং তজ্জাত সন্তানগণও পাতিত্য ভজনা করেন। এইরূপ নিষেধ বিধি সত্ত্বে এবং ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রকন্যার অমন্ত্রক বিবাহ হইয়াও ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃবর্ণ সংস্কারের অধিকারী হইতেন এবং বেদাধ্যয়ন করিয়া তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইতেন। বেদের কৌষীতকী ব্রাহ্মণে লিখা আছে "ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসতা তে কবষ মৈলূষং সোমাদনয়ন দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবোহব্রাহ্মণঃ কথং নো মধ্যে দীক্ষিষ্টেতি তে ঋষয়োব্রুবন বিজুর্ব্বোহীনং দেবা উপেদং হবয়াময়া ইতি। তথেতি তমুপাহ্বয়ন্তে। তমুপহূয়ে তদপো নপ্ত্রীয় মকুর্ব্বত প্রদেবত্যা ব্রাহ্মণ পাতুরেষি ॥

ঋষিগণ সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিলেন এলুষ পুত্র

কবষ শূদ্র, সে কি প্রকারে আমাদের মধ্যে দেবযজ্ঞে থাকিবে। এই বলিয়া তাহাকে সোমযজ্ঞ হইতে দূর করিয়া দিলেন। সে যখন ঋক্‌ছন্দে ব্রহ্মের স্তব করিল, তখন ঋষিরা বলিলেন, আপনারা দেখুন, দেবতাগণ ইঁহার হৃদয়স্থ হইয়াছেন আসুন ইঁহাকে আহ্বান করি। তাহাতে সকলে সম্মত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে তাঁহাদের যজ্ঞীয়জল স্পর্শ করিতে দিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত বর্দ্ধগান করুন, এই বলিয়া পুনঃ গ্রহণ করিলেন। তৎপর আহারের সময় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত ভোজন করার অনিচ্ছুক হইয়া বলিলেন "দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি ন বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যাম" তুমি দাসী পুত্র, তোমার সহিত আহার করিব না। তখন কবষ দশমমণ্ডলের ত্রিংশত্তম হইতে চতুস্ত্রিংশত্তম পর্য্যন্ত ঋক্ রচনা পূর্ব্বক ব্রহ্মস্তব করিলে, সকলে তাঁহার অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ্য দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক স্বশ্রেণী মধ্যে লইয়া আহার করিলেন। এই কবষের পুত্র তুর, পরীক্ষিত পুত্র জন্মেজয়ের রাজ্যাভিষেকের কার্য্যে পৌরহিত্য করিয়া ছিলেন। মমতানাম্নী শূদ্রার গর্ভজাত দীর্ঘতমা নামক ব্রাহ্মণ, দুষ্মন্ত পুত্র ভরতের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। দীর্ঘতমা ঋষির উশিক নাম্নী দাসীতে উৎপাদিত কক্ষীবান্ ঋষি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ পঞ্চিকা ২৩ সূক্তের প্রণেতা। এইরূপে বহু ব্রাহ্মণের শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান বীজ প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

বৈদ্য-বিদ্বেষী মহাপুরুষগণ ! একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, যেই স্থলে ব্রাহ্মণের তির্য্যক্ জাতিতে অভিগমন জাত সন্তান বীজপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। যেই স্থলে শূদ্রাপুত্র কবষ বেদজ্ঞান হেতুতে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, যেই স্থলে অক্ষমালা, শারঙ্গী, উলকী, শুকী ইঁহারা সকলেই শূদ্রকন্যা হইয়া ও ব্রাহ্মণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে ব্রাহ্মণী হইয়াছেন। যেই স্থলে দাসকন্যা অবিবাহিতা সত্য-বতীতে মহর্ষি পরাশরের বীর্য্যে উৎপন্ন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণ। যেই স্থলে হীন জাতীয়ার পুত্র বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। সেই স্থলে ব্রাহ্মণের ঔরসে বিবাহিতা দ্বিজকন্যাগণের গর্ভজাত সন্তানগণ অব্রাহ্মণ বলিয়া যাঁহারা বলিতে চাহেন; তাঁহাদিগকে কি বলা যায়, তাহা তাঁহারাই জানেন।

অনুলোম বিবাহজাত ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ :—মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন :—

"ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাদসংশয়ঃ ॥
ক্ষত্রিয়ায়াং যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ।
তথৈব ব্রাহ্মণশ্চ স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি ব্রাহ্মণাৎ ॥"

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত পুত্রগণ সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন; ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তান যে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত সন্তানগণও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। দায়ভাগ প্রকরণেও লিখিত হইয়াছে :—

"ক্ষত্রিয়ায়াঞ্চ যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ।
স চ মাতুর্বিশেষাত্তু ত্রীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি ॥
ব্রাহ্মণাচ্চৈব জাতস্তু বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণশ্চ যঃ।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্বাদ্ যুধিষ্ঠির॥
ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
স্মৃতাশ্চ বর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চমো নাধিগম্যতে ॥
অব্রাহ্মণন্তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্র মনৈপুণাৎ।
হরেচ্চ দশমং ভাগং শূদ্রাপুত্রঃ পিতুর্ধনাৎ ॥"

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর যে পুত্র, সেও নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণী স্ত্রীর পুত্র অপেক্ষা সম্মানে ন্যূন বলিয়া তিন অংশ পাইবে। বৈশ্যা স্ত্রীতে যে ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মে, সেও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ধন (পিতৃধন) হইতে দুই অংশ পাইবে। ব্রাহ্মণ হইতে তিনবর্ণীয়া পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবে। ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীতে জাত পুত্রগণ অতিরিক্ত বর্ণ হইবে না। কারণ চতুর্বিধ বর্ণ কথিত হইয়াছে, "পঞ্চমবর্ণ স্বীকৃত নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণের শূদ্রাতে জাত পুত্র অনিপুণ হেতু অব্রাহ্মণ বিবেচিত হইলেও সে পিতৃধন হইতে দশমভাগ গ্রহণ করিবে। যেই স্থলে শাস্ত্রকারগণ শূদ্রার পুত্রকে অব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, সেইস্থলেও ব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বীজ মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন যথা উশনা :—

"শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতা পারশবা মতাঃ।
মন্ত্রকাদীন্ সমাশ্রিত্য জীবেযুঃ পূজকাঃ স্মৃতাঃ" ॥

ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে, তাহাতে যে সন্তান পারশব নামে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা মদ্রাদিদেশে (পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে) দেবপূজা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। অমর "দেবাজীবস্তু দেবলঃ" বলিয়া দেবজীবী ব্রাহ্মণগণকে শূদ্রবর্ণে স্থান দিয়াছেন। দেবল (পারশব) ব্রাহ্মণগণ পঞ্জাবাদি দেশে কেন এই বঙ্গদেশে ও যজন ব্রাহ্মণগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তখন কয়জনেই পারশব ব্রাহ্মণের সংসর্গ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন জানিনা। যেই মনু ব্রাহ্মণের শূদ্রা বিবাহবিধি লিখিয়া পুনঃ— গম্ভীরনাদে নিষেধ বিধির অবতারণা করিয়াছেন, সেই মনুই সমুচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন :—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সী চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্ যুগাদ্" ॥

ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে পারশব অর্থাৎ অপসদ পুত্র জন্মে, সে যদি শ্রেয়ান্ অর্থাৎ বিদ্যাগুণ সম্পন্ন হয়, সেই অশ্রেষ্ঠ শূদ্রা পুত্র হইয়াও সপ্তমপুরুষে মুখ্যব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। মনু বলিয়াছেন :—

"গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্ম চৌড়মৌঞ্জী নিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকশ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে" ॥

গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতির। বীজদোষ জন্য ও গর্ভবাস জন্য পাপ নিরাকৃত হয়। ইহা হইতে নিঃসন্দেহ রূপে জানা গেল, ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ যখন গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হন্, তখন তাঁহাদিগকে অনুলোমা স্ত্রীর গর্ভবাস জন্য দোষ স্পর্শ করিতে পারেনা। তাঁহারা সংস্কারাদি দ্বারা পিতৃবর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের অনুলোমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ আবহমান কাল হইতে ব্রাহ্মণ রূপে ভারতীয় বিশাল ব্রাহ্মণ সমাজে স্থিত রহিয়াছেন। তাহা ব্রাহ্মণ জাতির জন্মবিবরণ পাঠে জানা যায়।

ব্রাহ্মণ জাতির জন্ম বিবরণ :— বায়ু পুরাণ বলেন :—

বিশ্বামিত্রো নরপতি র্মান্ধাতা সংকৃতিঃ কপিঃ। ১১১
কপেশ্চ পুরুকুৎসশ্চ সত্যশ্চানূহবান্ ঋতুঃ।
আর্ষ্টিসেনো হজমীঢ়শ্চ ভগোহজ্ঞোন্য স্তথৈব চ ॥ ১১২
কক্ষীবান্ চৈব শিঞ্জয় স্তথান্যে চ মহাত্মনাঃ।
ক্ষত্রো পেতাঃ স্মৃতা হ্যেতে তপসা ঋষিতাং গতাঃ ॥ ১১৪।২৯ অঃ

বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সংস্কৃতি ও মহারাজ কপি, কপির পুত্র পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান্, ঋভু, আর্ষ্টিষেন, অজমীঢ়, ভগ, ও অন্যান্য বহু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। শিক্স ও পারশব কক্ষীবান্ পর্য্যন্ত ও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন।

যজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদে আছে, কক্ষীবান বলিরাজের দাসী উশিজের গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিপ্র, ঋষি ও বেদমন্ত্র প্রণেতা ছিলেন। এমন কি কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা পর্য্যন্ত বহু সারগর্ভ বেদমন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। স্বয়ং বেদ বলেন :—"কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ" ১-১৮ সূ--১ম। সায়ণ ভাষ্য করিয়াছেন :—যঃ কক্ষীবান্ ঋষিঃ ঔশিজঃ উশিজঃ পুত্রঃ। কক্ষীবতঃ অনুষ্ঠাতৃষু মুনিষু প্রসিদ্ধিঃ। অর্থাৎ কক্ষীবান্ দাসী উশিজের পুত্র তিনি একজন আনুষ্ঠানিক ঋষি ও আনুষ্ঠানিক মুনি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহাভারত বলেন :—

ততো ব্রাহ্মণতাং জাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ॥

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও কেবল তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণবংশেরও উদ্ভব হইয়াছিল।

হরিবংশ বলেন :—

দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু র্নৃপঃ।
মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ॥
এতে বৈ সংশ্রিতাঃ পক্ষং ক্ষত্রোপেতাস্তু ভার্গবাঃ॥

দিবোদাসের বংশধর মিত্রয়ু ক্ষত্রিয় নৃপ। তিনি অতীব ব্রহ্ম পরায়ণ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। উক্ত ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ুর পুত্র সোম এবং উক্ত সোমের বংশধরগণ মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। বিষ্ণুপুরাণ বলেন :—

ঋতেয়োঃ রন্তিনারঃ পুত্রোঽভূৎ। তংসুং অপ্রতিরথং ধ্রুবঞ্চ রন্তিনারঃ পুত্রান্ অবাপ। অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ। তস্যাপি মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ। তং সোরনিলঃ ততঃ দুষ্মন্তাদ্যাঃ চত্বারঃ পুত্রাঃ বভূবুঃ। দুষ্মন্তাৎ চক্রবর্ত্তী ভরতঃ অভবৎ॥ ১১।১৯ অঃ।৪ অং

ঋতেয়ু রাজার পুত্রের নাম রন্তিনার। রন্তিনারের পুত্র তংসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব। তংসুর পুত্র অনিল, অনিলের দুষ্মন্ত প্রভৃতি চারি পুত্র হয়

গ্রহণ করেন। মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী ভরত। তংস্যর দ্বিতীয় ভ্রাতা মহারাজ অপ্রতি রথের পুত্রের নাম কণ্ব। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথির পুত্রগণই ভারতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

বিতথস্ত ভবম্মন্যুঃ পুত্রোঽভূৎ। বৃহৎক্ষত্রমহাবীর্য্যানরগর্গাস্থ্যা ভবম্যন্যুপুত্রাঃ। নরস্য সঙ্কৃতিঃ সঙ্কৃতে রুচিরথীরন্তিদেবৌ। গর্গাৎ শিনিঃ ততঃ গার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। ৯।১৯। অঃ ৪ অং।

মহারাজ বিতথের পুত্র ভবম্মন্যু, ভবম্মন্যুর পুত্র বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ প্রভৃতি। নরের পুত্র সঙ্কৃতি, সঙ্কৃতির পুত্র রুচিরথী ও রন্তিদেব। গর্গের পুত্র শিনি এই গর্গ ও শিনির পুত্রগণই গার্গ্য ও শৈন্য নামক ব্রাহ্মণ বংশ বলিয়া প্রথিত।

বিষ্ণুপুরাণে আছে :—"মহারাজ অজমীঢ়ের পত্নীর নাম নীলিনী, তাহার গর্ভে নীলনামক পুত্র প্রসূত হয়। নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজানু, পুরুজানুর পুত্র চক্ষু, চক্ষুর পুত্র হর্য্যাশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র মুদ্‌গল, এইমুদ্‌গলই ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহার সন্তানগণ মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ১৬।১৯ অঃ।

হরিবংশে বিবৃত রহিয়াছে :— "মুদগলস্য তু দায়াদো মৌদগল্যঃ সুমহাযশাঃ" ইত্যাদি। মুদগলের পুত্র মৌদগল্য তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। বৈশ্যজাতির ব্রাহ্মণ্য লাভ সম্বন্ধে হরিবংশ বলেন :— "নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ" নাভাগাদিষ্ট নামক বৈশ্যের পুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কক্ষীবান ও কবষ শূদ্র। মাতৃক হইয়াও ব্রাহ্মণ্য ও ঋষিত্ব লাভ করেন। ভবিষ্যপুরাণ বলেন :—

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাকাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলূক্যাঃ সুতোঽভবৎ॥ ২২
মৃগীজো ঋষ্যশৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দাপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে॥
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডুকীগর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ ২৪।৪২ অঃ

ভারতভূষা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কৈবর্ত্তকন্যা প্রভব, পরাশর অতি অন্ত্যজ শ্বপাক-

কন্যা জাত, মানবদেবতা জীবন্মুক্ত শুকদেব শুকী হইতে প্রসূত, বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কণাদ উলকীর গর্ভসম্ভূত, মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী হইতে জাত, সূর্য্যবংশের কুলগুরু জগদ্বন্দ্য বশিষ্ঠ, স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশীর গর্ভপ্রভব, মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল নাবিককন্যা হইতে প্রসূত ও মুনিরাজ মাণ্ডব্য মণ্ডুকী নাম্নী অতি হীনবংশপ্রভবা নারীর গর্ভসম্ভব। ইহাঁরা হীনজাতীয়ার গর্ভজাত হইয়াও মহোচ্চ ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণ মুখ্য ব্রাহ্মণরূপে এই বিশাল ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। উপরি উক্ত প্রমাণাবলী হইতে জানাগেল, ভারতের বহুব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের অনুলোমা-পত্নীর গর্ভজাত সন্তান।

মহাভারত পাঠে জানা যায়, ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব-বংশীয় ব্রাহ্মণ এই ভারতে যথেষ্ঠ রহিয়াছেন। ভৃগুপুত্র মহর্ষি চ্যবন শর্য্যাতিরাজার কন্যা, সুকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাতে প্রমিতির জন্ম হয়। ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমিতির ঔরসে রুরুর জন্ম। গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে রুরুর ঔরসে শুনক, এই শুনকই মহর্ষি শৌনকের প্রপিতামহ। মহর্ষি ঋষিকের ঔরসে গাধিরাজার কন্যা সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি জমদগ্নির জন্ম। মহর্ষি জমদগ্নির ঔরসে মহারাজ প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার গর্ভে ভারত বিখ্যাত পরশুরামের জন্ম। ইহাই হইল ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের জন্ম বিবরণ।

রামায়ণ পাঠে জানা যায়, মহারাজ দশরথের কন্যা শান্তাকে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহ করেন। মহর্ষি অনন্ত নিমিরাজর্ষি কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি অঙ্গিরা মহারাজ প্রমন্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি হিরণ্য হস্ত মহারাজ মদিরাশ্বের কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি কৌৎস্য মহারাজ ভগীরথের কন্যাকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্ত বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীতে মুদ্‌গল, কাশ্যপ, গর্গ, যাজ্ঞবল্ক্য, গালব, সুশ্রুত, হারীত, বাস্কল, সাংকৃতি, মধুছন্দ, প্রভৃতি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে পরোঢ়া সধবা ব্রাহ্মণীতে জাত কুণ্ডপুত্র ব্রাহ্মণ। যথা বৃহস্পতি হইতে সম্বর্ত্ত নামক তদীয় ভ্রাতার অনিযুক্তা পত্নীতে, বিষ্ণুপুরাণ মতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের পত্নীতে জাত ভরদ্বাজ রাজধর্ম্মী বৈশ্যব্রাহ্মণ ছিলেন। কাশ্যপ ও ভরদ্বাজ গোত্রীয়

ব্রাহ্মণগণই বঙ্গীয়সমাজে সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রখ্যাত। (১) এই ভরদ্বাজই পুরুবংশের অন্তে, বৈশ্যত্ব হেতুক রাজ্যে অভিষিক্ত হন্‌। পরিশেষে গয়াধামের নিকটবর্ত্তী আশ্রমে বাণপ্রস্থ লইয়া ব্রহ্মর্ষি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক আয়ুর্ব্বেদীয়সূক্ত বেদে রহিয়াছে। ইনি ধন্বন্তরির চিকিৎসা শাস্ত্রের গুরু, ইনিই দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া ভূলোকে প্রচার করেন।

বায়ুপুরাণ, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ পাঠে জানা যায়, ব্রাহ্মণ হইতে নিযুক্তা বিধবা ব্রাহ্মণীতে রথীতরবংশীয় আঙ্গিরস ব্রাহ্মণ। দেবর্ষি চ্যবন হইতে ক্ষত্রিয় মৃত শতধন্বার নিযুক্তা স্ত্রীতে জাত বৈতরণ ব্রাহ্মণ, ইনি ধন্বন্তরির আয়ুর্ব্বেদ শিষ্য ছিলেন। অনির্দ্দিষ্ট পিতৃক সত্যকাম, বিধবা ভ্রষ্টাস্ত্রীতে জাত হইয়াও সত্যনিষ্ঠতা হেতুতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশে মহর্ষি জাবালীর জন্ম হয়, ইনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। যেই বিশ্বামিত্র হীন-জাতীয়া কন্যাপ্রসূত, সেই বিশ্বামিত্রবংশীয় বহুব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বিরাজমান। মহর্ষি দীর্ঘতমা হইতে বৈশ্যাপত্নীতে জাত ধন্বন্তরি রাজধর্ম্মা নৃপবৈশ্য ছিলেন। তাঁহার বহুসূক্ত বেদে রহিয়াছে, মহর্ষি সুশ্রুত ও হারিত প্রভৃতি বহুব্রাহ্মণ ইঁহার শিষ্য ছিলেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কুল্লুকের লিখিত "খরতুরগবৎ" ভিন্নজাতীয় নহেন। সেইরূপ হইলে অনুলোমজাত ব্রাহ্মণের সন্তানগণ কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না। যেই ভগবান্‌ অগস্ত্যের ও বিদুষী লোপমুদ্রার বর্ণনায় পুরাণাদির কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই দম্পতি অসবর্ণ বিবাহসূত্রে গ্রথিত। এই লোপমুদ্রা যে বিদর্ভরাজনন্দিনী তাহা কয়জনে জানেন? তজ্জাত সন্তান হইতে পিতৃলোকের কি সদ্গতি হয় নাই? এই অনুলোমবিবাহ সঞ্জাত লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণসন্তানগণ এইক্ষণ কোথায়? তাঁহারা সমাজের কোনস্তরে আছেন? ভৃগু, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ব্যাস, প্রভৃতির সন্তানগণ কি বর্ণসঙ্কর হইয়াছেন? তাঁহারা সকলেই মিলিয়া ভারতের বিশাল ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি কি করেন নাই? বৈশ্যবিদ্বেষিগণ শপথ করিয়া বলিতে পারেন কি? লক্ষ লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত পরস্পরের আদান প্রদান সংমিশ্রণ

(১) মুখ্যব্রাহ্মণজাতির জন্ম সম্বন্ধীয় প্রমাণাবলী ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈশ্যপরিচয় নামক গ্রন্থে অধ্যাহার করা হইয়াছে।

ব্যতীত তথাকথিত বিশুদ্ধব্রাহ্মণ ভারতের কুত্রাপি বিদ্যমান আছেন কি? সবর্ণা অসবর্ণা বিবাহজাত ব্রাহ্মণগণ প্রাচীনতম কাল হইতে ওতপ্রোতভাবে কি মিশিয়া যায় নাই? অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাত অগস্ত্য, জমদগ্নি দুই বিশালগোত্রের প্রবর্ত্তয়িতা। তদ্ভিন্ন মৌদ্‌গল্য, কৌশিক, কৌণ্ডিল্য, বাৎস্য, সোপায়ন, সাবর্ণা, এই ছয়টী মূলগোত্রেই মহর্ষি জমদগ্নি, চ্যবন, ভার্গব, প্রবররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসঙ্গে আঙ্গিরস, কাণ্বায়ন, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, শৌকালীন, পরাশর, কাত্যায়ন, ঘৃতকোশিক, বশিষ্ঠ, গৌতম, শক্তি, অনাবৃক্ষাক্য এই দ্বাদশগোত্র ব্রাহ্মণ যে অনুলোমবিবাহজাত সন্তান তাহার ইতিবৃত্ত কয়জনে জানেন।

বিক্রমপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় ১৩২৫ সনের চৈত্রমাসের ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রবাসীতে "ভরারমেয়ে" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—"কিছুকাল পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে গোপনে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল। সেই অসবর্ণবিবাহের নাম ছিল "ভরারমেয়ের বিবাহ" * রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণসমাজেই "ভরার মেয়ের বিবাহ" প্রচলিত ছিল। * * * আড়কাটি কন্যা সংগ্রহ করিয়া বিক্রমপুরে চালান দিতে লাগিল। এক এক নৌকাতে ৩।৪টী মেয়ে লইয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইত। মেয়ে দান করার জন্য একজন ব্রাহ্মণ আত্মীয় সাজিয়া আসিত। সে বিবাহের মন্ত্র পড়িয়া চলিয়া যাইত। বলা বাহুল্য এই সকল আত্মীয়গণ আর কেহ নহে, তাহারা ব্রাহ্মণ আড়কাটি। কন্যা সংগ্রহ করা, নৌকা ভরিয়া চালান দেওয়া এবং বিবাহ সভায় আত্মীয় হইয়া কন্যাদান করা, ইহাই তাহাদের ব্যবসা ছিল। * * * ভরারমেয়ে বিবাহের একটী প্রলোভন ছিল। অধিক বয়স্কা যুবতীরাই ভরারমেয়ে হইয়া আসিত। তাহাদিগকে শিখাইয়া বামুন সাজাইয়া আনা যেমন সুবিধা, বালিকাদিগকে আনা তেমন সুবিধা নহে। বিবাহকারী বয়স্ক-ব্রাহ্মণেরা যুবতীভার্য্যা পাইয়া আনন্দিত হইত।

আমাদের গ্রামে ২।৩টি ভরারমেয়ের বিবাহ হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটীকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই নারী শ্রীহট্টের তন্তুবায়ের কন্যা একথা সকলে বলিত। ব্রাহ্মণ আড়কাটিগণ শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে যে কোন জাতীয়া দরিদ্রা বিধবা কন্যা অথবা পিতৃমাতৃহীনা কন্যার অভিভাবককে কিঞ্চিৎ অর্থ

দিয়া কন্যা সংগ্রহ করিত। কুপথগামিনী স্ত্রীলোকও সংগৃহীত হইত। কিছুই বাদ যাইতনা। শৈশবকালে দেখিয়াছি, কন্যাকে পিতার নাম, গ্রামের নাম শিখাইয়া দেওয়া হইত। কেহই সে সকল গ্রামে যাইয়া অনুসন্ধান করিতনা। সকলেই জানিত শ্বশুরের নাম, ও ধাম জাতি সকলি মিথ্যা, স্ত্রীরূপে যাহাকে পাওয়া গিয়াছে কেবল সেই সত্য।

ভরারমেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ বিক্রমপুরে রহিয়াছে। মুচির মেয়ে, মুসলমানের মেয়ে বাদ পড়ে নাই। বিক্রমপুরের সমাজসংস্কারক এবং কবি রাশবিহারী মুখোপাধ্যায় একটি গানে বলিয়াছেন :—

দিদি! দেখ এসলো বউ দীপেরে চেরাক কয়, মনেহয় এটা হিন্দুর মেয়ে নহে।
এমেয়ে ছিল না কি ঢাকালো, কত ঢাক ঢোল বাজালো এসে ঢাকালো।
অবশেষে প্রকাশ হলো এটা হিন্দুর মেয়ে নয়।

আমাদের গ্রামের তিনটি ভরারমেয়ের বিবাহের কথা আমি শৈশবে শুনিয়াছি। তাহাদের নামে ছড়া রচিত হইয়াছিল। নাম বদল করিয়া লিখিলাম।

"যদুর কাঁধে বাঁশ" "মধুর সুতার আঁশ" হরির সর্ব্বনাশ।"

যাহার কাঁধে বাশ বলা হইয়াছে, তিনি ডুলি বেহেরার মেয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। যাহাকে সুতার আশ বলা হইয়াছে, তিনি তাঁতির মেয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। যাহার সর্ব্বনাশ বলা হইয়াছে, তাহার পত্নী বিবাহের পূর্ব্বেই বিপথগামিনী হইয়াছিল।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণেতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত "শুভবিবাহ তত্ত্ব" নামক গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—যাঁহাদের আদিপুরুষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যাঁহাদের আদিপুরুষ বংশজ কি শ্রোত্রীয়, রাঢ়ীয় কি বারেন্দ্র, কি বৈদিক, কি সাতশতী, কি পারশব, কি পশ্চিমে, কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য, কি লগ্নাচার্য্য কেহই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেনা। অথচ তাঁহারা এদেশে এক সময়ে ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, অর্থাৎ ভূম্যধিকারী অথবা ধনবান ছিলেন, তাঁহারা বঙ্গীয়ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সম্মান লাভের প্রত্যাশায়, কুলাচার্য্য (ঘটক) মহাশয় দিগকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া আপনাদিগকে উল্লিখিত কোনও বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া কুলীনে ব্রাহ্মণকন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাতে তাঁহারা উত্থাপিত শ্রোত্রীয়ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন্।

এই উত্থাপিত শ্রোত্রিয়ের পর নয়ধর অপরিচিত ব্রাহ্মণও কন্যাদান করিয়া নয়জন কুলীনের কুল নষ্ট করিয়াছিলেন। কুলাচার্য্য মহাশয়েরা উক্ত নয়জন কুলীনের কুলরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধশ্রোত্রীয়ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত করেন।" তাঁহারা নবগ্রহ শ্রোত্রীব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন্। ইহা হইল বিগত শতাব্দীর কথা। যদি মুচি, মেথর, হাড়ি, ডোম, চাড়াল ও মুসলমান প্রভৃতির সধবা বিধবা কন্যাগণকে বিবাহ করিয়া তাহাদের পাচিত অন্নাদি আহার করিয়া মুখ্যব্রাহ্মণ রূপে প্রচলিত হইতে পারেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণ ব্রাহ্মণী হইতে পারেন এবং তজ্জাত সন্তানগণ মুখ্যব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তবে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা দ্বিজকন্যার গর্ভজাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ হইবেন না কেন? বৈদ্য বিদ্বেষিগণ, ইহার উত্তর দিতে পারেন কি?

ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত গোত্রে, প্রবরে, ভার্গব, জামদগ্ন্য, চ্যবন, শুনক, শৌনক, অগস্ত্য প্রভৃতির উল্লেখ করা হয় না কি? এবং তত্তদ্‌গোত্রীয়গণের সহিত ও ভবারমেয়ের গর্ভজাত সন্তানগণের ও নবগ্রহ নামক শ্রোত্রীয়ব্রাহ্মণজাতির অপত্যগণের সহিত অপরাপর যজনব্রাহ্মণজাতির বিবাহ ও আহারাদি অব্যাহতভাবে চলিতেছে না কি? যদি ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ "খরতুরগ" জাতের ন্যায় হয় তাহা হইলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নামধেয় মহাত্মগণের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহা হইতে কতদূর আত্মরক্ষা করিয়াছেন একবার চিন্তা করুন? ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহজাত সন্তানগণ বর্ণসঙ্কর হইলে, এমন কোন ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব দেখা যাইবে কি? যাঁহাদের আচার, ব্যবহার, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, সংসর্গ ও সম্বন্ধাদিতে বর্ণসঙ্করত্ব ঘটে নাই। যদি এইরূপ বৈধ, অবৈধ সকল শ্রেণীর ভার্য্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তানগণ বিশুদ্ধব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তবে মুখ্যব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর গর্ভ সঞ্জাত পুত্র সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, রক্ষিত, ধর, কর, নন্দী, সোম, রাজ, প্রভৃতি বৈদ্যগণকে যাহারা অব্রাহ্মণ প্রতিপাদন করার প্রয়াসী; তাহাদিগকে কোন অবতার বলা যাইতে পারে? তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য :—

যজনব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীজাত সন্তানগণের "মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ,

পারশব সংজ্ঞা থাকিলেও বর্ত্তমানে ভারতীয়সমাজে তাহা নাই। তাঁহারা মিশ্রব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। দুইয়ের সংমিশ্রণজাত বলিয়াই তাঁহাদিগের নাম মিশ্রব্রাহ্মণ ছিল। পশ্চিমাঞ্চলে এখনও তাঁহাদিগকে মিছিরব্রাহ্মণ বলে, তাঁহারা যজনব্রাহ্মণ রূপেই স্থিত রহিয়াছেন। যজনব্রাহ্মণ মিছিরব্রাহ্মণ অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেই সব ব্রাহ্মণ চিকিৎসা বৃত্তিক ছিলেন, তাঁহারাই কোনস্থলে বৈদ্য, কোনস্থলে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইতেন। বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণ্যের বিশুদ্ধতা এতই অধিক ছিল যে, তাঁহারা মিশ্রব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করাকে পাতিত্যের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। চন্দ্রপ্রভা বলেন :—

"রামসেন স্বগৃহে নিজ দুর্দ্দৈব দোষত:।
শ্যামদাসস্য মিশ্রস্য কন্যাকা কটকস্থিতে"॥

"রামসেন নিজের দুর্দ্দৈব বশতঃ কটকস্থিত শ্যামদাসমিশ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন"। এই বঙ্গীয়সমাজেও শ্রীখণ্ডের অন্তর্গত নিরোল প্রভৃতি গ্রামে বহুমিশ্রব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কথেক যজনব্রাহ্মণের কুক্ষিগত হইয়াছেন, আর কথেক বৈশ্যগণের অন্তঃ প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ভারতবর্ষে যেই সব মিশ্রোপাধিক ব্রাহ্মণ আছেন, তৎ সমস্তই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত এবং সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, রক্ষিত, ধর, কর, নন্দী প্রভৃতি বৈদ্যসন্তানগণ বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যজনব্রাহ্মণ সমাজের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শর্ম্মা পদবিতে ধর্ম্ম কর্ম্মঅনুষ্ঠান করেন ও আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্মকল্পিতব্রাহ্মণ বলিয়া দেবতার ন্যায় সকল জাতির প্রণম্য এবং গয়াদিতীর্থে তীর্থগুরুরূপে বিরাজমান।

ব্রাহ্মণজাতির জন্ম বিবরণের প্রতি অনুধাবন করিলে স্পষ্টরূপে জানা যায়, ব্রাহ্মণগণ, ঊঢ়া, অনূঢ়া, পুনরোঢ়া, মুচি, মেথর, চাড়াল, মুসলমান প্রভৃতি জাতীয় স্ত্রীতে যেই কোন অবস্থায় বীর্য্যাধান করিয়াছেন, বীজমাহাত্ম্যে তজ্জাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। কেবল সগোত্রা সপ্রবরা কন্যাতে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের যে সমস্ত সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা দ্বিজ না হইয়া চণ্ডাল হইয়াছে। যে সব দ্বিজগণ সগোত্রা সপ্রবরা কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা দ্বিজত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিতজাতিতে পরিণত হইয়াছেন।

সগোত্রাকন্যা বিবাহে দ্বিজের পাতিত্ব :—শাস্ত্রকার বলেন :—

সগোত্রাং সপ্রবরাং কন্যাং নোদ্বহেদিতি। সগোত্রা সপ্রবরা কন্যা বিবাহ করিবে না। মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন :—

"কুমারী-সম্ভবস্ত্বেকঃ স গোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজাতশ্চ চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"॥

অপরিণীতার গর্ভজাত, সগোত্রাস্ত্রীর গর্ভজাত এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরস জাত এই ত্রিবিধ সন্তানই চণ্ডাল হইয়া থাকে।

সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ।
তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

সমান গোত্রা ও সমান প্রবরা স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চাণ্ডালত্ব ভজনা করে।

পরিণীয় সগোত্রাস্তু সমানপ্রবরাস্তথা।
তস্যাং কৃত্বা সমুৎসর্গং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥

দ্বিজ সগোত্রা কিম্বা সমান প্রবরা কন্যা বিবাহ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মহর্ষি বোধায়ন বলেন :—"সগোত্রাঞ্চেদমত্যা উপযচ্ছেৎ মাতৃবদেনাং বিভৃয়াৎ"। অজ্ঞাতবশতঃ সগোত্রা কন্যা বিবাহ করিলে, তাহাকে মাতৃসদৃশ জ্ঞান করিয়া ভরণ পোষণ করিবে অর্থাৎ তাহার সহিত স্ত্রী স্বামিত্ব সম্বন্ধ রাখিবেনা। পণ্ডিতপ্রবর রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"আসপ্তমাৎ পঞ্চমাচ্চ বন্ধুভ্যঃ পিতৃমাতৃতঃ।
অবিবাহ্যা সগোত্রা চ সমানপ্রবরা তথা॥
সপ্তমে পঞ্চমে বাপি যেষাং বৈবাহিকী ক্রিয়া।
তে চ সন্তানিনঃ সর্ব্বে পতিতাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

পিতৃপক্ষের সপ্তম, মাতৃপক্ষের পঞ্চম, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু কন্যা এবং সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যা বিবাহের অযোগ্য। সপ্তমে পঞ্চমে বিবাহ করা হইলে তজ্জাত সন্তানগণ পতিত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, কোন দ্বিজসন্তানের সগোত্রা, সপ্রবরা, পিতৃসপিণ্ডা, মাতৃসপিণ্ডা, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধুর কন্যা বিবাহ করি-

বাঁর সাধ্য ছিল না। অজ্ঞতাবশতঃ সগোত্রা সপ্রবরা কন্যা বিবাহ করিলে চান্দ্রায়ণপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিবাহিতা স্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞানে ভরণ পোষণ করিতে হইত; তাহার সহিত দাম্পত্যপ্রণয় রাখিতে পারিত না। প্রত্যেক দ্বিজকে সবর্ণা বিবাহবিষয়ে এই নিয়মবিধির অধীনে থাকিতে হইত। ঐতিহাসিক-তত্ত্বের আলোচনা করিলে জানা যায়, গোস্বামিদাসসেন নামক জনৈক বৈদ্য-সন্তান সগোত্রাকন্যা বিবাহ করিয়া স্ত্রী ও পুত্রের সহিত শূদ্রজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যসমাজে সগোত্রাদি বিবাহ কোন কোন স্থলে হইয়াছে দৃষ্ট হয়। কোন কোন বৈদ্যসন্তান নিজের কুল রক্ষা করিতে যাইয়া কুলক্ষয় করিয়াছেন। অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলে তাহার ত্রিবিধ কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথম কারণ, মহারাজ বল্লালসেনের হীনজাতীয় কন্যা পদ্মিনীর বিবাহ সম্পর্কে তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সহিত যেই বিবাদ হয়, তাহাতে লক্ষ্মণসেনের প্রকোপে বল্লাল সংসর্গী বহুবৈদ্য শূদ্রধর্ম্মী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তজ্জন্য শূদ্রানুযায়ী আসুরবিবাহ ও সগোত্রাবিবাহ তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয় কারণ কোন কোন বৈদ্যসমাজ সঙ্কীর্ণগণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকায়, তাঁহারা যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করার বিস্তৃতক্ষেত্র না পাইয়া আভিজাত্য গৌরব রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সগোত্রা সপ্রবরা কন্যা বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন। তৃতীয় কারণ—বৈদ্যগণ নানাবিধ ঘটনা বিপর্য্যয়ে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে পড়িয়া জাতীয় চিকিৎসা ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছেন। দাসত্ব (চাকুরি) করার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ বৈদ্যসন্তান বেদাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইতে বিরত হইয়া বিজাতীয়ভাষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বৈদ্যসন্তানগণ বেদাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ত্যাগ করাতে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন এবং যজন-ব্রাহ্মণগণের উপর দৈব ও পৈত্র কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করাইবার ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছেন এবং "নমোনমঃ" পাঠপূর্ব্বক "ব্রাহ্মণবচনাৎ সর্ব্বং সাঙ্গং জাতম্" বলিয়া দৈব ও পৈত্র কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করতঃ কৃতার্থ হইতেছেন এবং বিলাসিতার মোহমদিরায় পড়িয়া গড্ডলিকাপ্রবাহের মত কোন কোন বৈদ্যসন্তান আসুরবিবাহের (পণ লইয়া বিবাহের) অনুষ্ঠান করেন। কোন কোন কুলীন (কু-কৌলীন) বৈদ্যসন্তান সগোত্রা, সপ্রবরা, মাতৃসপিণ্ডা, পিতৃসপিণ্ডা, প্রভৃতি কন্যা

বিবাহ করিয়া চাণ্ডাল ধর্ম্মী সন্তান সৃষ্টি করিতেছেন। তাহার ফলে বৈদ্যসমাজে নানা অনাচারী, অত্যাচারী সন্তানের উদ্ভব হইতেছে; তাঁহারা সমাজসৌধকে ধ্বংশ করিয়া পাপসমুদ্রের অতলজলে নিমজ্জিত করিতেছেন।

যজমানের এবংবিধ কার্য্যানুরোধে পুরোহিতগণ আসুরবিবাহ (লামাইয়া বিবাহ) ও সগোত্রাদির কন্যা বিবাহ অশাস্ত্রীয় জানিয়া, একই গোত্রের বিভিন্ন রূপ প্রবর সৃষ্টি করিয়া সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। পুরোহিতগণের মধ্যে যজমানের বর্ণবিনির্ণয় করিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই। অনেকেই "পুরোদৃষ্টা দৃষ্ট্ কর্ম্মসু ধীয়তে আরোপ্যতে যঃ সঃ পুরোহিতঃ" রূপ কর্ত্তব্য চ্যুত হইয়া যজমানের তুষ্টির জন্য শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং বৈদ্যজাতিকে বৈশ্য ও শূদ্রাচারী রাখিয়া দৈব ও পৈত্র কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করাইয়া আসিতেছেন। বৈদ্যসন্তানগণের অনুকরণে অনেক যজনব্রাহ্মণসন্তান বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাষার অনুশীলনে জীবনকে মধুময় করিতেছেন। এমন একদিন ছিল, বিজাতীয়ভাষায় কথা বলিলেও যজনব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইত। বিষ্ণু সংহিতাকার বলেন :—

> নম্লেচ্ছান্ত্যজান ভাষেত বহুযাজিনো গ্রামযাজিনঃ
> ব্রাত্যান্ তদ্যাজিনঃ শূদ্রান্নপুষ্টান্ পতিতসংসর্গান্ অনধীয়ান্
> সন্ধ্যোপাসনভ্রষ্টান্ রাজসেবকান্ দেবলকাংশ্চ চিকিৎসকান্
> পিতৃ-মাতৃ-গুর্ব্বগ্নি-স্বাধ্যায়-ত্যাগিনশ্চেতি এতে ব্রাহ্মণাপসদা ভবন্তি।

যাহারা ম্লেচ্ছভাষা ও অন্ত্যজভাষায় কথা বলে এবং বহুব্যক্তির যাজক, গ্রামযাজক হয়, যাহাদিগের যথাকালে উপনয়ন হয় নাই, তাহাদিগকে ব্রাত্য বলে। এইরূপ ব্রাত্যগণকে এবং যাহারা ব্রাত্যগণের যাজক ও শূদ্রান্নদ্বারা পুষ্ট, পতিত সংসর্গী, দেবল, চিকিৎসক, অনধীয়ান অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যোপাসনা ভ্রষ্ট, রাজসেবক, পিতৃ-মাতৃ-ত্যাগী, গুরুত্যাগী, অগ্নিত্যাগী এবং স্বাধ্যায়ত্যাগী ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ইহারা ব্রাহ্মণাধম এবং পঙক্তিদূষক বলিয়া কথিত হয়াছে। সুতরাং বিচক্ষণব্যক্তি দৈব ও পৈত্রিকাদি কার্য্যে যত্নের সহিত ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। মনু বলিয়াছেন :—

> "চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িনস্তথা।
> বিপনেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃস্যু হব্যকব্যয়োঃ॥

চিকিৎসক, দেবল, মাংসবিক্রয়ী, বাণিজ্যজীবী-যজনব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ত্যাগ করিবে।

যেই জগৎপূজ্য বশিষ্ঠ ও ধৌম্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ পৌরহিত্যকর্ম্মের সমুচ্চ আদর্শ দেখাইয়া বিশ্ববাসীকে বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদিগের আদেশে ভগবান্ রামচন্দ্র নতশিরে আচারবিধির অনুসরণ করিতেন, যাঁহাদিগের পৌরহিত্যকর্ম্মের কীর্ত্তিগাথা যুগযুগান্তেও বিলুপ্ত হইবে না, সেই জগৎ পূজ্য পুরোহিত এখন কোথায়? তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে তাদৃশ শক্তি সম্পন্ন পুরোহিত নাই সত্য, কিন্তু এখনও যজনব্রাহ্মণসমাজে দুই চারিজন পূতাচারী, কৃতবিদ্য ও ক্রিয়ান্বিত পুরোহিত আছেন; তাঁহাদের পদরজস্পর্শে ও বৈদিকমন্ত্রে যজমানের দেহ পবিত্র হইতেছে। তাঁহারাই ব্রাত্য যজমানগণকে উপনীত করিয়া সদাচারী করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের ও তাঁহাদের বংশধরগণের শূদ্রান্ন গ্রহণজনিত পাপস্পর্শের আশঙ্কা তিরোহিত হইতেছে। নিষ্ঠাবান্ পুরোহিতগণের মধ্যে এই সাম্যমৈত্রীর দিনেও যেইরূপ সদাচারের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে তাহা অন্যত্র বিরল। যদিও যজনব্রাহ্মণগণের মধ্যে কচিৎ কেহ আসুর বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়া অব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রেরমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অতি দরিদ্র যজনব্রাহ্মণসন্তানগণ যাহা অনুষ্ঠান করিতে পারেন, বৈদ্যসন্তানগণ তাহা পারিবেন না কেন? যেসব আত্মাভিমানী ও তথাকথিত কুলীন বৈদ্যসন্তানগণ আত্মমর্য্যাদা বা আত্মম্ভরিতা হ্রাস হইবে মনে করিয়া হিন্দুধর্ম্মের ও শাস্ত্রের বহির্ভূত বিবাহাদি করিয়া বা করাইয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইবার প্রয়াসী; তাঁহারা চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণের অন্তর্গত হইবেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা ও দান এই সব লক্ষণ যাঁহাদের রহিয়াছে, তাঁহাদিগকেই কৌলীন্য প্রদান না করিলে, এই মহীয়সী বৈদ্যজাতির গৌরব রক্ষার উপায় নাই।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে গোত্র :— গোত্রার্থের প্রতি অনুধাবন করিলে স্পষ্টরূপে জানা যায়, বৈদ্যগণ সৃষ্টিকাল হইতে মুখ্যব্রাহ্মণ রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন। গোত্রের ব্যাখ্যায় বৈদ্যবিদ্বেষী রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন "বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধং আদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপম্। ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়ো

। রূপাদিষ্টাতিদিষ্টগোত্রং শূদ্রস্তাতিদিষ্টাতিদিষ্টগোত্রম্। ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণামতি-দিষ্টাতিদিষ্টগোত্রপ্রবরং অতএবৈতেষাং পুরোহিতগোত্রপ্রবরম্। তথা চাপি পুরাণম্—

"ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকম্।
তথান্যবর্ণসঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ" ॥

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধআদি-পুরুষব্রাহ্মণ রূপ গোত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাঁহাদের আদিপুরুষ যে নামীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের গোত্র ও তৎ নাম বিশিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতির অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গোত্র তত্তৎ পুরোহিতের গোত্র হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি, চতুর্ব্বর্ণগঠিত আর্য্যসমাজে পঞ্চম কোন বর্ণ নাই। ব্রাহ্মণগণ স্বীয় স্বীয় আদি পুরুষের নামেই গোত্রভাজী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর অপর বর্ণত্রয় পুরোহিতগণের গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। মন্বাদি শাস্ত্রের অনুধাবন করিলে জানা যায়, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালীন, কল্কিষ, অগ্নিবেশ্য, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গল্য, আঁলম্যান, পরাশর, সৌপায়ন, অত্রি, বাসুকী, রোহিত, বৈয়াঘ্রপদ্য, জামদগ্নি, অগস্ত্য, বৃহস্পতি, কাঞ্চন, বিষ্ণু, কাত্যায়ন, আত্রেয়, কাথক, সাংকৃতি, কৌণ্ডিল্য, গর্গ, আঙ্গিরস, অনাবৃকাখ্য, অব্য, জৈমিনি, বৃদ্ধ, মন্ত্রিঃ, কাণ্বায়ন, শুনক। ইহাই হইল ব্রাহ্মণের বিয়াল্লিশ গোত্র। গোত্রবিনির্ণয়ের শেষপাদে লিখিয়াছেন :—

শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়োগোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে ॥
সর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশদ্গোত্রাঃ।

ইহাঁরাই গোত্রকারী মুনি ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎ গোত্রোল্লেখে আত্ম পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, অর্থাৎ দৈব ও পৈত্রিক প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব আদিপুরুষের নামের স্মৃতির স্বরূপ গোত্রের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন দৈব ও পৈত্রিক কর্ম্মাদিতে আদিপুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া অপর কোন জাতি কোনরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন না? কিন্তু বৈদ্যগণ আবহমানকাল তাহা সম্পন্ন করিতেছেন, বিশেষতঃ যজন-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিয়াল্লিশ গোত্রেরই বিধান দৃষ্ট হয় কিন্তু বৈদ্যগণের মধ্যে পঞ্চাশ

গোত্রের ব্যবস্থা রহিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত বিয়াল্লিশগোত্র ভিন্ন ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, মহর্ষি, ধ্রুব, আদ্য, শালঙ্কায়ন প্রভৃতি এই অষ্টবিধগোত্র বৈদ্যগণের অধিক, তাহা যজনব্রাহ্মণগণের মধ্যে নাই। তাহার কারণ বর্ণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যেইসব দেবতা স্বর্লোক হইতে আসিয়া ভূলোকে পুণ্যতমাচিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎ গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের যাজনিকতা কার্য্য ছিল না বিধায়, তদিতর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এই আট প্রকার গোত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। যেই সব ব্রাহ্মণগণ যাজনিক বৃত্তির অনুশীলন করিতেন, তাঁহাদের সন্তানগণও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও বর্ণসঙ্করগণ তাঁহাদের গোত্রে গোত্রবান্ হইয়াছেন। বৈদ্যগণ যজনব্রাহ্মণগণের ন্যায় পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতি রক্ষা করিয়া দৈব ও পৈত্র কার্য্যানুষ্ঠান করেন। বৈদ্যবিদ্বেষিগণ এইরূপ প্রমাণ করিতে পারেন কি? বৈদ্যগণ পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন? যদি বৈদ্যগণ পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে যজনব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, আদ্য, শালঙ্কায়ন প্রভৃতি আট প্রকার গোত্র দৃষ্ট হইত। ইহা হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায়, বৈদ্যগণ দেবতা স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়াদির ন্যায় পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাদের কোন পুরোহিত ছিল না। তাঁহারা পরবর্ত্তী যুগাদিতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পুণ্যতমাচিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলনে নিযুক্ত থাকাতে, তাঁহাদের কোন যজমান ছিল না। তাই তাঁহাদের গোত্র ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে নাই ও থাকিতে পারে না। বিয়াল্লিশগোত্রের অধিক যেমন কোন যজনব্রাহ্মণের অস্তিত্ব থাকা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে তাহা থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহা হইলে "ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকং" বচনের স্বার্থকতা থাকে না। যদি কোনস্থলে প্রচলিত ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, আদ্য, শালঙ্কায়ন প্রভৃতি গোত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তত্তৎ গোত্রীয় বৈদ্যগণ কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বৈদ্যজাতি হইতে চ্যুত হইয়াছেন, অথবা কুলীন বৈদ্যগণের অত্যাচারে সমাজে স্থান না পাইয়া অপর সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বৈদ্যগণ যে দেবতা ছিলেন তাহা "পূর্ব্বে" প্রতিপাদন করিয়াছি। পরবর্ত্তী যুগাদিতে তাঁহারা মুখ্যব্রাহ্মণ রূপে ভারতীয়সমাজে স্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা পূজার্হ জাতি, দেবতা

বলিয়াই সমাজে পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁহারা দেবদুর্লভ সোমপানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বৈদ্যের সোমপানে অধিকার :— রামায়ণে বাল্মীকি বলেন :—

অগৃহ্ণাচ্চ্যবনঃ সোমমশ্বিনো র্দেবয়োস্তদা।
তমিন্দ্রো বারয়ামাস গৃহ্ণানং স তয়োর্গ্রহম্॥
উভাবেতৌ ন সোমার্হৌ নাসত্যাবিতি মে মতিঃ।
ভিষজৌ দিবি দেবানাং কর্ম্মণা তেন নার্হতঃ॥

চ্যবন উবাচ। মহোৎসাহৌ মহাত্মানৌ রূপদ্রবিণবত্তরৌ।
যৌ চক্রতুর্মাং মঘবন্ বৃন্দারকমিবাজরম্॥
ঋতে ত্বাং বিবুধাংশ্চান্যান্ কথং বৈ নার্হতঃ সবম্।
অশ্বিনাবপি দেবেন্দ্র দেবৌ বিদ্ধি পুরন্দর॥ ইত্যাদি বনপর্ব্ব।

যজ্ঞকালে চ্যবন স্বর্বৈদ্যতনয় দেবদ্বয়ের নিমিত্ত সোমগ্রহণ করিতে দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করতঃ কহিলেন, মুনে! আমার বিবেচনায় এই অশ্বিনীকুমারেরা সোমপানের যোগ্যপাত্র নহেন। যেহেতু ইহাঁরা স্বর্গে দেবতাদিগের বৈদ্য হইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। চ্যবন কহিলেন, মঘবন্ ইহাঁরা উভয়ে মহাত্মা, মহোৎসাহিত এবং সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তি সম্পন্ন। বিশেষতঃ ইহাঁরা আমাকে অমরের ন্যায় অজর করিয়াছেন। অতএব কি নিমিত্ত আপনি ও অন্যান্য দেবতারা কেবল সোমপানের যোগ্য ও অশ্বিনীতনয়েরা অযোগ্য হইবেন? হে পুরন্দর দেবেন্দ্র! আপনি অশ্বিনীতনয়দিগকেও দেবতা বলিয়া জানিবেন। ইন্দ্র কহিলেন, ইহাঁরা চিকিৎসোপযোগী ভিষক্ এবং ইহাঁরা ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকমধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব ইহাঁরা কি প্রকারে সোমপানের যোগ্য হইবেন? দেবরাজ বারংবার এইরূপ কহিতে লাগিলেন, কিন্তু চ্যবন তাঁহাকে অনাদর করিয়া অশ্বিনীতনয়দিগের জন্য সোমগ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। তৎকালে বলভিৎ ইন্দ্র ঋষিকে উক্ত দেবদ্বয়ের নিমিত্ত উত্তমসোমগ্রহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, যদি তুমি ইহাদিগের নিমিত্ত সোমগ্রহণ কর, তবে তোমাকে ঘোররূপ উৎকৃষ্ট বজ্র প্রহার করিব। ত্রিদশনাথ ঋষির প্রতি এবম্বিধ বাক্যপ্রয়োগ করিলে, ভার্গব তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করতঃ ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারদিগের নিমিত্ত

যথাবিধি উত্তম সোমগ্রহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ঋষির উপর ঘোররূপ অশনি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, ঋষি তাঁহার বাহুদ্বয় স্তম্ভিত করিলেন। সুমহাতেজা চ্যবন দেবরাজের বাহুদ্বয় স্তম্ভিত করতঃ তাঁহার হিংসায় উদ্যত হইয়া কৃত্যা উৎপন্ন করিবার মানসে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রদ্বারা হোম করিলেন। তৎপর মুনির তপোবলে মদনামে মহাবীর্য্য বৃহদাকার বিশিষ্ট একটী অসুররূপ কৃত্যা উৎপন্ন হইল। সেই বিকটাকার অসুর সংক্রুদ্ধ হইয়া মহাগম্ভীর গর্জ্জনে লোকত্রয় নিনাদিত করতঃ ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিতে ধাবিত হইল। ইন্দ্র ভীষণানন মদাসুরকে কৃতান্তের স্থায় আসিতে দেখিয়া ভয়ার্থহৃদয়ে ঋষিকে বলিলেন, হে ভৃগুনন্দন। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্! আমি সত্য কহিতেছি, অদ্য হইতে বৈদ্য অশ্বিনীকুমারেরা সোমপানের অধিকারী হইবেন। আপনার সঙ্কল্প সত্য হউক। অদ্য হইতে ইহা পরমবিধি হইবে। হে বিপ্রর্ষে আপনার কার্য্য কথনও মিথ্যা হইবে না। মন্ত্রদ্বারা কুশপুত্তলিকার জীবন দান, যাঁহারা গাঁজা-খোরী গল্প বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যজ্ঞে আহুতি দানে দৈত্য উৎপত্তির কাহিনী কে কি বলিবেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

ব্রাহ্মণ্যশক্তি :—ইহা হইতে ব্রাহ্মণ্য তেজ, তপোবল, আর কি হইতে পারে? যেই ব্রহ্মতেজের নিকট দেবরাজ ইন্দ্রও পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদিগের সহিত সোমপানে বাধ্য হইলেন। বৈদ্যগণ যেই বিধির অনুবলে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তাহা সত্যযুগের কথা। সত্যযুগ হইতেই বৈদ্যগণ দেবতার স্থায় পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তৎপর ত্রেতাযুগে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়াও নবোত্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী কৌশিক বিশ্বামিত্রের সহিত কি না বিবাদ করিয়াছিলেন? কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রও সামান্য পাত্র নন, সমস্ত চরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত করিয়া ব্রহ্মার মুখ হইতে ও স্বয়ং বশিষ্ঠের মুখ হইতে ব্রহ্মর্ষি সম্বোধন ও অভ্যর্থনা পাইয়া তবে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহামতি বৈদ্য সুশ্রুত ইহারই পুত্র। তৎপর দ্বাপরে নারায়ণ বৈদ্যের সম্মান রক্ষার্থ অংশতঃ ধন্বন্তরি রূপে অবতীর্ণ হইয়া বহুকষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু নারায়ণের কৃপায় বৈদ্য ধন্বন্তরির পূজার ব্যবস্থা হইয়া রহিল। যেই ব্রহ্মতেজোবলে যজনব্রাহ্মণগণ কালত্রয়ের সমস্ত তত্ত্ব মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রকাশ করিতেন। যেই ব্রহ্মতেজে প্রাণিগণ মুহূর্ত্তে ভস্মে পরিণত হইত। যে ব্রহ্মতেজে অহল্যা পাষাণী হইয়াছিলেন।

আজ সেই ব্রাহ্মণ্যশক্তি কোথায়? আজ সেই সাধনা, সেই সংযম, সেই অহিংসা, সেই আত্মত্যাগ, সেই নিঃস্বার্থতা কোথায়? যেই সত্যবাক্যের জন্য দাসীপুত্র জাবালকে ব্রাহ্মণত্বে অভিষিক্ত করিতে যজনব্রাহ্মণগণ দ্বিধাবোধ করেন নাই, আজ তাঁহারা কোথায়? কান্যকুব্জ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিষয় বৈদিকপরিচয় নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। আর তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধর মেধাতিথি, কুল্লুক প্রভৃতির সংকীর্ণতাব ও শাস্ত্রার্থনাশের তথ্য অনেকেই অবগত আছেন।

কলির ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি সঙ্কুল টীকা ভাষ্যাদি বেদবৎ প্রমাণিত হইল। বৈদ্যরাজত্বের অন্তে, ধর্ম্মশাসনহীন জগতে, বৈদ্যগণকে নিগৃহীত করার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের টীকা টীপ্পনী বেদবৎ প্রচারিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে বহু বেদব্যাসের জন্ম হইল। তাঁহারা শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধে বহুবচনাবলী রচনা করিয়া মহাদি পবিত্র গ্রন্থরাজীর কলেবর কলুষিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তদীয় বংশধরগণ প্রাচীন স্মৃতির বিরুদ্ধে নূতনশ্লোক রচনা করিয়া অজ্ঞসমাজকে প্রতারিত করিলেন। এইরূপ শত শত ব্রাহ্মণাপসদের জন্ম হইবে বলিয়া মহাত্মা বিভীষণ ভগবান্ রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, আমি প্রবঞ্চক হইয়া আসি নাই। যদি আপনার সহিত বঞ্চকতা, কপটতা ও অসত্য আচরণ করিতে আসিয়া থাকি, তবে যেন জন্মান্তরে আমি কলির ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বিভীষণ কলির ব্রাহ্মণ হওয়া মহাপাপের নিদান মনে করিতেছিলেন। এই কলিকালে কোন কোন যজনব্রাহ্মণপণ্ডিত বিভীষণের উক্তির পূর্ণ সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহা না হইলে যজনব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয়বৃত্তি ত্যাগের জন্য অত আকুল হইবেন কেন? ষট্‌কর্ম্মের অনুশীলনকে নীচকর্ম্ম বলিবেন কেন? দাসত্বকর্ম্ম গ্রহণের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে ছুটাছুটী করিবেনই বা কেন? অন্ত্যজজাতির অন্নভোজন করিয়া ও তাঁহাদের দানাদি গ্রহণ করিয়া বিশ্বপূজ্য ব্রাহ্মণকুলে কালিমা লেপন করিবেন কেন? মদ্য, লবণ, লৌহ, দুগ্ধ, জুতা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জাত্যন্তরে পরিণত হইবার কামনা জাগিবে কেন? ম্লেচ্ছভাষা, অন্ত্যজভাষা ও চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহের কামনা হইবেই বা কেন? "যৎপাপংতেষু গচ্ছতি" জানিয়া তাহার আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

কলির ব্রাহ্মণকুলুক ও মেধাতিথির ন্যায় রঘুনন্দন, "নব্যস্মৃতি" সঙ্কলন করিতে যাইয়া কিরূপ চতুরতা, এবং বিদ্বেষিতার অভিনয় করিয়াছেন, তাহা "বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যেই নব্যস্মৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্যবস্থাদি প্রদান করিতেছেন। তাহা বঙ্গদেশ ব্যতীত সুবিশাল ভারতের অন্যত্র প্রচলিত হয় নাই। রঘুনন্দন কিরূপ বুজুরুকী করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা পাঠকগণের অবগতির জন্য তাঁহার সঙ্কলিত শুদ্ধিতত্ত্ব হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

রঘুনন্দনের বুজুরুকী :—রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন, "প্রতিলোম জাতানান্ত শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরণ্ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করাঃ। ইত্যাদিত্য বচনাৎ ব্যবস্থা। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ "শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপা দিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ"॥ অতএব বিষ্ণু পুরাণম্—মহানন্দীসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভব অতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি তেন মহানন্দাদি পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপা বৈশ্যানামপি তথৈব অম্বষ্ঠাদিনা মপীতি জাতিপ্রসঙ্গাদুক্তম্।

ইহার অর্থ হইল প্রতিলোমজাত বর্ণসঙ্করদিগের অশৌচ শূদ্রবৎ হইবে। আদিত্যপুরাণ মতে ইহাই ব্যবস্থা। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগের ও যে শূদ্রত্ব জন্মিয়াছে, ক্ষত্রিয় যে নাই, তাহা মনু বলিয়াছেন। যথা এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। এই হেতু বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে; মহানন্দীর শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র অতিলুব্ধ, মহাপদ্ম, নন্দ ও পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী হইবে। বিষ্ণু-পুরাণের এই বচন হইতে জানা যায়, মহানন্দী পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়জাতি ছিলেন। এইরূপ ক্রিয়ালোপ হেতু বৈশ্যদিগের ও অম্বষ্ঠ প্রভৃতির শূদ্রত্ব জন্মিয়াছে। এই কথা কেবল জাতিপ্রসঙ্গ বশতঃ উক্ত হইল। রঘুনন্দন মনুর এই বচনদ্বারা যেই ব্যবস্থা দিলেন, এইক্ষণ দেখা যাউক সেই বচনে মনু কি বলিয়াছেন :—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কম্বজাঃ জবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ ৪৪।১০ অঃ

পুণ্ড্র, ওড্র; দ্রবিড়, কম্বোজ, জবন, শক, পারদ, তিব্বত, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অদর্শনে এবং ক্রিয়ালোপ হেতু বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্য, অম্বষ্ঠের নাম গন্ধও নাই। মনুর বচনদ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয়। যেই সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজ্যলাভার্থ পুণ্ড্র ওড্রাদি দেশে যাইয়া বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন; তাঁহারাই ব্রাহ্মণের অদর্শনে এবং ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উপরি উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ একত্রে করিতে হয়। প্রথম শ্লোকের লিখিত "ইমাঃ" "এই সকল" পরের শ্লোকের পুণ্ড্র, ওড্র প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে বুঝাইতেছে। রঘুনন্দন পরের শ্লোকটী বাদ দিয়া পূর্ব্ব শ্লোকটী কেবল উদ্ধৃত করিয়া "ইমাঃ" "এই সকল" পৃথিবীর "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়া" বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়া থাকিবেন, পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীনা হইয়াছে। যদি ব্রাহ্মণের অদর্শনে ও ক্রিয়ালোপে ক্ষত্রিয়জাতি নাই এই সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণজাতি ও নাই। ব্রাহ্মণজাতি থাকিলে, ব্রাহ্মণের অদর্শন হয় কিরূপে? পৃথিবীস্থ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কোন না কোন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ দর্শন ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণের দর্শন ঘটিয়া থাকিলে, কোন না কোন ক্ষত্রিয় ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছেন। রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচারিত হইয়াছে যে, প্রায় চারিশত বৎসর হইবে। তাঁহার ব্যবস্থায় এখনও পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্যা হয় নাই। এখনও বহুপ্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশধর বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের পৌরহিত্য করাকে ব্রাহ্মণসন্তানগণ অত্যন্ত গৌরবের কার্য্য মনে করেন। বঙ্গের বাহিরে এখনও বহু হিন্দুরাজ্য অবস্থিত রহিয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজবংশধরগণ ইংরাজরাজার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, তাহা শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন। এই পরাধীনতার যুগে ও তাঁহারা ভারতের গৌরব কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেছেন। রঘুনন্দন কি তাহার তত্ত্ব জানিতেন না? বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাহা মনুর শ্লোকে নাই "এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাৎ বৈশ্যানামপি, তথৈব অম্বষ্ঠানামপীতি জাতিপ্রসঙ্গাদূহ্যম্" এইরূপ ডাহামিথ্যার অবতারণা কি করিয়া করিলেন; তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

রঘুনন্দন মনূক্ত ক্ষত্রিয়গণের স্থলে পৃথিবীস্থ যাবতীয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

অম্বষ্ঠগণের অত্যন্তাভাব বলিয়া অবতারণা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, তিনি স্বগ্রামের বাহিরে কখনও যান নাই এবং সমগ্র ভারতের জ্ঞান থাকা দূরের কথা, বঙ্গদেশের তত্ত্ব ও অবগত ছিলেন না। হয়তঃ কুল্লুক মেধাতিথি প্রভৃতি বৈদ্য বিদ্বেষ্টাগণের টীকা ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া তাঁহার ও বৈদ্যবিদ্বেষবুদ্ধি প্রকটিত হইয়া থাকিবে। এই বঙ্গদেশে তাঁহার স্মৃতি প্রামাণ্য বলিয়া প্রচলিত হইয়া থাকিলেও বঙ্গদেশ হইতে ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের ও অম্বষ্ঠের বিলোপ হয় নাই। বর্দ্ধমানের রাজাকে বাদ দিলেও কুমিল্লা, রংপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি অঞ্চলে এখনও বহু ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়াচারে বিদ্যমান আছেন। ময়মনসিংহের নেত্রকোনা সবডিবিশনে বহু বৈশ্যজাতি এখনও বৈশ্যাচারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তৎপর কথা হইল অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে, বঙ্গীয়বৈদ্যগণের এক নাম অম্বষ্ঠ। বঙ্গীয়বৈদ্য চিকিৎসা বৃত্তিক ছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা অম্বষ্ঠদেশ হইতে আগত বলিয়াই হউক, তাঁহারা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বলিয়া বঙ্গীয়সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। মনু ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণকেও অম্বষ্ঠ আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাদের জন্য চিকিৎসার ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুল্লুকাদি পণ্ডিতগণ ও রাজাগণেশাদি ব্রাহ্মণগণ সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি বৈদ্যসন্তানগণের "অম্বষ্ঠ" উপনাম দেখিয়া মনূক্ত অম্বষ্ঠজাতি বলিয়া হয়তঃ ভ্রম করিয়া থাকিবেন, তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, সালঙ্কায়ন, আদ্য প্রভৃতি বৈদ্যগণ যজনব্রাহ্মণের অতীত ছিলেন, তাঁহারা যদি ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভপ্রভব হইতেন, তাহা হইলে ধন্বন্তরি বৈশ্বানর প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ থাকিতেন এবং তাঁহারা বৈদ্যজাতি বলিয়া প্রখ্যাত না হইয়া অম্বষ্ঠজাতি বলিয়াই পরিচিত হইতেন। তাঁহাদের দলিলদস্তাবেজে জাতিতে অম্বষ্ঠ এইরূপ লিখা থাকিত। কিন্তু ধন্বন্তরি বৈশ্বানর প্রভৃতি বৈদ্যগণ সত্য-যুগ হইতে ভূর্লোকে বিরাজ করিতেছেন, এবং বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বহু ব্রাহ্মণজাতি যে তাঁহাদের বংশধর তাহা হরিবংশ পাঠে জানা যায়। কুল্লুকাদি বৈদ্যবিদ্বেষী পণ্ডিতগণ বৈদ্যজাতিকে মনূক্ত অম্বষ্ঠজাত বলিয়া চালাইতে যাইয়া, যেই বৈদ্য বিদ্বেষিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ফল কিরূপ বিষময় হইয়াছে; তাহা তাঁহাদের বংশধরগণ প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছেন। কুল্লুকাদির ন্যায় রাজাগণেশ ভ্রম করিয়া থাকিলেও সত্যের অপলাপ করেন নাই। তিনি তাঁহার

আদেশপত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন "সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যা তপো জ্ঞানযুক্তাঃ বিদ্বাংসশ্চ আসন্"। ইহা হইতে জানা যায় না কি? বৈদ্যগণ সত্যযুগে ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা পিতৃতুল্য ও বিদ্বান ছিলেন। পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি, ত্রেতাযুগে বর্ণপ্রতিষ্ঠা হইয়া অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং ধন্বন্তরি বৈশ্বানর প্রভৃতি বৈদ্যগণ তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে ভূর্লোকে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহা রাজা গণেশের আদেশ, হইতেও জানা যায়। বৈদ্যজাতির চিকিৎসাবৃত্তির জন্য অম্বষ্ঠউপনাম হইয়া থাকলেও বঙ্গীয়বৈদ্যজাতিকে যজনব্রাহ্মণগণ রঘুনন্দনের ব্যবস্থার অনুবলে শূদ্র করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এইক্ষণ ও বহু দাশপদবি ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরে বিরাজমান। তাঁহারা যজনব্রাহ্মণের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণের মধ্যে রাজা গণেশের আদেশের পর তাঁহার শাসন দণ্ডের ভয়ে বহুবৈদ্য বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাচারী বৈদ্য এখনও রহিয়াছেন। এই সমুদয়কারণে প্রতীত হয় যে এই বঙ্গদেশে যজনব্রাহ্মণগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বঙ্গীয়বৈদ্যগণকে শূদ্রাচারী করিয়া রাখিতে পারেন নাই রঘুনন্দনের বুজরুকার প্রভাব ও বিস্তার হইতে পারে নাই। রঘুনন্দন কেবল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ জাতিকে গুপ্ত হত্যা করার চেষ্টা করিয়া ছিলেন এমন নহে। যজনব্রাহ্মণজাতির গৌরব তদধিক ভাবে হেয় করিয়াছেন। দৈব পৈত্র কার্য্যাদিতে শরীর ধারী ব্রাহ্মণের পূজা না করিয়া দর্ভময় ব্রাহ্মণের পূজা করার ব্যবস্থা করাতে জানা যায়, জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণ এই বাঙ্গালাদেশে নাই। বিশেষতঃ প্রকারান্তরে অম্বষ্ঠজাতির পূজারই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। স্কন্দপুরাণাদিতে উল্লেখ আছে, মহর্ষিগালব, বৈশ্যকন্যা বীরভদ্রার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, 'কুশপুত্তলিকা প্রস্তুত' করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক বীরভদ্রার অঙ্কে স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল, মহর্ষি অমৃতাচার্য্য, তিনি অম্বষ্ঠব্রাহ্মণের অগ্রণী ছিলেন। তিনি চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার দুহিতাগণের গর্ভে শক্তি প্রভৃতি মহর্ষিগণের ঔরসে সেন, দাশ, ধর, কর, নন্দী, রক্ষিত প্রভৃতি বহু বেদবেদান্তজ্ঞ বৈদ্য জন্মে। কুশারবটুকে ব্রাহ্মণরূপে পূজা করার ব্যবস্থা হইতে প্রতীতি হয়। অম্বষ্ঠ অমৃতাচার্য্যেরই পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; অমৃতাচার্য্যের জন্য ভিন্ন কোন ব্রাহ্মণের জন্য যে কুশপুত্তলিকায় হইয়াছে এইরূপ প্রমাণ শাস্ত্রে নাই। কুশার ব্রাহ্মণ দর্শন করিলে; শাস্ত্রজ্ঞ

ইতিহাসজ্ঞ এমন ব্যক্তি কে আছেন, যাঁহার অন্তরে অম্বষ্ঠের অগ্রণী অমৃতাচার্য্যের আখ্যায়িকার বিষয় প্রাণে জাগিবে না? কেবল বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ দৈবও পৈত্রকর্ম্মে কুশার ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করেন তাহা নহে, যজন ব্রাহ্মণগণ ও কুশার ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া থাকেন। ইহা হইতে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ গণের সমধিক গৌরব আর কি হইতে পারে? যেই স্থলে মন্ত্রগুরুর ও আচার্য্য গুরুর কার্য্য করার জন্য ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানগণ নিযুক্ত হইতেছেন! যেই স্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য গুরুকে "অখণ্ড মণ্ডলাকার" রূপে ধ্যান করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। যেই স্থলে বৈশ্যকে বিষ্ণু রূপে পূজা করার বিধি আছে। বৈদ্যনাথরূপে বৈদ্যের যেই স্থলে অর্চ্চনাদি কার্য্য হইতেছে। সেই স্থলে কুশাকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে অর্চ্চনা করার ব্যবস্থা যেমন অম্বষ্ঠবিদ্বেষিতার কার্য্য, তদ্রূপ ইদানীন্তন কালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই এইরূপ উক্তি ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্যবিদ্বেষিতার কার্য্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

চতুর্দ্দশখৃষ্টাব্দে যেমন বঙ্গদেশে যজনব্রাহ্মণ কুলে কালাপাহাড় জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর আরাধ্য দেব দেবীর ও মহামান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ জাতির অধঃপতন ঘটাইবার জন্য এই বঙ্গদেশে ষোড়শ খৃষ্টাব্দে রঘুনন্দনের ও উদ্ভব হইয়াছিল। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে রঘুনন্দন জগদ্বরেণ্য বৈদ্যজাতির বিরুদ্ধে লিখনী ধারণ করিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার সঙ্কলিত কোন গ্রন্থে বৈদ্য শব্দের উল্লেখ নাই। তবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বঙ্গীয় বৈদ্যসন্তানগণকে মনূক্ত অম্বষ্ঠজাতির বংশধর মনে করিয়া নানাবিধ অস্ত্রোপচারে ক্ষত বিক্ষত করিতে কোন অংশে কসুর করেন নাই। কুল্লুক, মেধা তিথির টীকা ভাষ্যাদির অনুবলে এবং রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতির সাহায্যে বঙ্গীয় বৈদ্য-সন্তানগণকে বৈশ্য ও শূদ্রাচারী করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা এখনও সমাজে অবিরাম চলিতেছে। হয়তঃ যজনব্রাহ্মণগণ মনে করিয়াছিলেন, রঘুনন্দনের স্মৃতি বৈদ্য-সন্তানগণের নয়নগোচর হইবে না, তাঁহাদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে; যদৃচ্ছা ক্রমে বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিকে শূদ্র ভাবাপন্ন করিয়া রাখিতে পারিবেন। ফলতঃ তাই ঘটিয়াছিল। কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহাদেরই করায়ত্ত ছিল। ঋষিকল্প মহাপণ্ডিত গঙ্গাধর সর্ব্বপ্রথম রঘুনন্দনের স্মৃতির দোষ প্রদর্শন করেন। তিনি নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া "অন্ধের চক্ষুদান" নামক গ্রন্থসঙ্কলন করতঃ

বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির বর্ণবিনির্ণয় করেন। তৎপর কৃতবিদ্য বৈদ্যসন্তানগণ বহুগ্রন্থ প্রচার করিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি যে দেবতার ও মুখ্যব্রাহ্মণের সন্তান তাহা প্রতিপাদ করেন। এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাতসন্তান নহেন, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলাযায়, ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাতসন্তানগণের নাম যে সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত, ধর, কর, রক্ষিত, নন্দী প্রভৃতি ছিল; এইরূপ প্রমাণ শাস্ত্রীয় কোন গ্রন্থে নাই। কোন্ বৈশ্যকন্যার গর্ভে, কোন্ ব্রাহ্মণের ঔরসে কোন্ অম্বষ্ঠের জন্ম হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন আছে কি? ব্রাহ্মণের অনুলোমা ক্ষত্রিয়া পত্নীতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যাপত্নীতে অম্বষ্ঠ ও শূদ্রাপত্নীতে, পারশবব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে শাস্ত্রাদি পাঠে জানা যায়। কিন্তু সমগ্র ভারতীয় সমাজে অনুসন্ধান করিলে মূর্দ্ধাবসিক্তব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ ও পারশবব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পৃথক দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা, সকলেই যজনব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ মিশ্রব্রাহ্মণ নামে, কেহ শাকদ্বীপীব্রাহ্মণ নামে, কেহ দোবে, ত্রিবেদী, চৌবে নামাকরণে ব্রাহ্মণসমাজে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। চতুর্জ্জাতীয়ব্রাহ্মণ এইক্ষণে একজাতীয় ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইয়াছেন। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে মিশ্রব্রাহ্মণ নহেন, তাহা তাঁহাদের পদবি, আচার, কার্য্য, শিক্ষা ও প্রতিভা দৃষ্টে জানা যায়। যদি তাঁহারা ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভ প্রভব অম্বষ্ঠ (মিশ্রব্রাহ্মণ) হইতেন, তাহা হইলে মিশ্রব্রাহ্মণের সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যগণ সমাজচ্যুত হইতেন না। যদি বঙ্গীয় বৈদ্যগণ চিকিৎসাবৃত্তিক উপাধিগত অম্বষ্ঠ না হইয়া অম্বষ্ঠজাতি হইতেন, তাহা হইলে, বৈদ্যেতর জাতির মধ্যে "অম্বষ্ঠ" সংজ্ঞা দৃষ্ট হইত না। বৈদ্যজাতির চিকিৎসাবৃত্তিক অম্বষ্ঠ উপাধি ছিল বিধায়, চিকিৎসক মাত্রকেই একসময় অম্বষ্ঠ বলা হইত, তাঁহার নিদর্শন মাদ্রাজের নাপিতগণকেও অম্বট্টন বলে এবং বেহারাদিতে কায়স্থসমাজের মধ্যেও কোন কোন স্থলেঅম্বষ্ঠের সত্ত্বা পরিলক্ষিত হয়। চিকিৎসাবৃত্তি হইতেই বৈদ্যেতর জাতির মধ্যে অম্বষ্ঠ উপাধি হওয়ার কারণ বলিতে হইবে। যাঁহারা বৈদ্য জাতির ঐতিহাসিক তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাঁহারাই বৈদ্যসন্তানগণকে মনূক্ত অম্বষ্ঠজাতিতে অবনমিত করিতে চাহেন। বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ জন্মগত ভাবে এক যে নহেন, তাহা "বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে জন্মগতঅম্বষ্ঠ বলিয়া যদি সকলের ধারণা হইত, তাহা হইলে এই বঙ্গীয়সমাজে

কেহ ব্রাহ্মণাচারী, কেহ বৈশ্যাচারী, আবার কেহ কেহ শূদ্রাচারী হইয়া থাকিতেন না। রঘুনন্দের বৃদ্ধকৃকীয় প্রভাব যে বঙ্গদেশে ও বিস্তার হয় নাই, তাহা বঙ্গীয় অপষ্ঠাখ্য বৈদ্যসন্তানগণের আচার বৈষম্যই প্রমাণ। তবে এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে; এই জগদ্বরেণ্য বৈদ্যজাতির আচারগত বৈষম্য হওয়ার এবং পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গীয় বৈদ্যসন্তানগণ সংস্কারভ্রষ্ট হওয়ার কারণ কি? তদুত্তরে বলা যায়, মহারাজবল্লাল ও যুবরাজলক্ষ্মণ সেনের বিবাদ ও রাজাগণেশের আদেশই বঙ্গীয়বৈদ্যগণের উপবীত ও আচার বিভ্রাট ঘটিবার কারণ।

বঙ্গীয়বৈদ্যসন্তানগণের উপবীত ও আচার বিভ্রাট:—বঙ্গীয় বৈদ্যসন্তানগণের উপবীত বিভ্রাট সম্বন্ধে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাবর সান্ন্যাল লিখিয়াছেন:—পূর্ব্বে বৈদ্য ও বৈশ্যজাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান ছিল। বৈদ্যগণ রাজপদ প্রাপ্ত হইলে বৈশ্যজাতির ঈর্ষার উদ্রেক হয় এবং বৈদ্যরাজগণও বৈশ্যজাতিকে অপদস্থ ও হীন করিবার ইচ্ছুক ছিলেন। মহারাজবল্লালের সময়, কুন্দন আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণের স্বর্ণময়ীধেনু মণিদত্ত নামক বৈশ্যের নিকট গচ্ছিত ছিল। মণিদত্ত সুবর্ণলোভে সেই স্বর্ণধেনু আত্মসাৎ করেন। কুন্দন আচার্য্য রাজসদনে অভিযোগ উপস্থিত করিলে, মহারাজবল্লাল মণিদত্তকে অপরাধী সিদ্ধান্ত করেন। মণিদত্তের মাতুল তৎকালীন বৈশ্য সমাজের নেতা, প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী বল্লভানন্দশেঠ, বিচারকালে বল্লালের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন এবং দেশের সমস্তবণিক্‌সম্প্রদায় বল্লভানন্দের অনুগত হইয়া তাহার সহায়তা করিয়াছিল। সেই জন্য বল্লালসেন ক্রোধ পরবশ হইয়া একশ্রেণীর বণিক্‌দিগকে সমাজে পতিত বলিয়া রাজাজ্ঞা প্রচারিত করেন। তদবধি বঙ্গীয় এক শ্রেণীর বৈশ্য হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে অবনমিত হয়। বল্লালের আদেশে বৈশ্যগণ সমাজে নিগৃহীত ও সমাজচ্যুত হইল বলিয়া বল্লভানন্দশেঠের কন্যা বৈদ্যজাতির গৌরব খর্ব্ব করিবার মানসে এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করে। বল্লভানন্দশেঠের কন্যা পদ্মিনী বল্লালকে প্রতিফল দিবার জন্য ছদ্মবেশে বল্লালের প্রমোদকাননে প্রবেশ করিলে, সম্রাট্ মত্ততাবস্থায় তাহাকে বকুলবৃক্ষের ছায়ায় দেখিতে পাইলেন। পদ্মিনীকে পরমাসুন্দরী যুবতী দেখিয়া এবং তাহার হাবভাব কুটিলকটাক্ষে বিমোহিত হইয়া, বল্লাল তাহাকে উপপত্নী করিলেন। সুন্দরী নিজ পরিচয় না দিয়া কেবল মাত্র কহিল, আমিব্রাহ্মণী নহি। সম্রাট্ অল্পদিনের মধ্যেই পদ্মিনীর বশীভূত হইলেন।

তিনি তাহার উচ্ছিষ্ট সুরাপান করিলেন, তাহার বাধ্য হইয়া সন্ধ্যাপূজা ত্যাগ করিলেন এবং স্বীয় উপবীত পদ্মিনীর চরণে সমর্পণ করিলেন। তখন পদ্মিনী আপনাকে হড্ডিকা বলিয়া পরিচয় দিল। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, পদ্মিনী মহারাজকে বলিয়াছিল, আমি ব্রাহ্মণী নহি। বল্লাল ব্রাহ্মণ না হইলে, পদ্মিনী কখনও সুরাপানোন্মত্ত বল্লালকে আমি ব্রাহ্মণী নহি, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। বল্লালেরও সন্ধ্যা পূজা ত্যাগের কথা উঠিত না। বল্লাল ব্রাহ্মণ না হইলে, বৈশ্যকন্যার সংযোগে জাতিনাশের তরঙ্গ উদ্ভব হইত না। অপরিণীতা বৈশ্যকন্যা পদ্মিনী, পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উপযাচিকা হইয়া বল্লালের প্রমোদকাননে উপস্থিত হইত না। মহারাজ ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্যবর্ণের হইলে, পদ্মিনী আমি "ব্রাহ্মণী" নহি না বলিয়া আমি ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা নহি এইরূপই বলিত। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত হইলে, যুবরাজ লক্ষ্মণের প্রকোপে পড়িয়া বল্লালসংসর্গী বৈদ্যগণ ধস্ত বিধ্বস্ত হইতেন না। দুর্গাবরসান্যাল সত্যের অপলাপ করেন নাই।

যুবরাজ লক্ষ্মণ চরিত্রবান ছিলেন, তিনি নিষ্কলঙ্ক পিতার অপবাদ শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাঁহাকে সৎপথে আনয়নের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তৎ সময়ে পিতা পুত্রের মধ্যে যেই পত্র আদান প্রদান হইয়াছিল তাহা এই :—

লক্ষ্মণ—

শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিংব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয় স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিং বাহ্যৎ কথয়ামিতে স্তুতিপদং ত্বং জীবনং দেহিনাং
ত্বং চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ॥

বল্লাল -

তাপোনাপগত তৃষা নচকৃষা ধৌতানধূলীতনোঃ
স্বচ্ছন্দমকারি কন্দ কবলঃ কা নাম কেলীকথা।
দূরোৎক্ষিপ্ত করেণ হস্তকরিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ॥

লক্ষ্মণ—

পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথাং বাপি মহতাং
অতথ্যস্তথ্যো বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।

তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকরনিরস্তাশেষতমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ ॥

বল্লাল—

সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতু র্দোষোঽয়ং ন চ গুণনিধে স্তস্য কিমপি।
স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চন মণিঃ
ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি ॥

উপরি উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়, পিতা ও পুত্রের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। তৎকালে সংস্কৃত চর্চ্চা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যজাতির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। এই সব শ্লোকের রচনা চাতুর্য্যেও জানা যায়, তাঁহারা বৈদ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ভিন্ন সংস্কৃতের অনুশীলন অপর কোন জাতির ছিল না যে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। বল্লাল ও লক্ষ্মণের মধ্যে, যেই পত্র আদান প্রদান হইয়াছিল। তাহা বহুপ্রাচীন গ্রন্থ ঢাকুরেও উল্লেখ হইয়াছে। যথা:—

জলের দৃষ্টান্তে কহে রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হয়ে নীচেতে গমন ॥

বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় পণ্ডিত রামজীবন লিখিয়াছেন:—

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন জান।
পিতা পুত্র জন্মে ছিল বিরোধ কারণ ॥
দেখি মন্দ আচরণ বল্লালে কহিল।
ভাল মন্দ ব্যবহার আজি না রহিল ॥
পিতা পুত্রে বিসম্বাদ উচিত না হয়।
বিশেষতঃ রাজা তুমি নাহিক আশ্রয় ॥
দেশত্যাগ যুক্তি মাত্র উপায় কেবল।
তাহা ভিন্ন অন্য যেবা সবই নিষ্ফল ॥
এই বলি ভিন্ন দেশে তখনি সে গেল।
পূর্ব্বমত ব্যবহার সে দেশে করিল ॥
কিছুদিন এই ভাবে থাকে দুইজন।
পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ ॥

লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে॥
লক্ষ্মণ আজ্ঞাতে বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥

উপরি উক্ত বচনাবলী হইতে জানা যায়, বঙ্গীয় সেন রাজগণের ও দাশ, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি বৈদ্যগণের চিকিৎসাবৃত্তি ছিল বলিয়া অম্বষ্ঠ উপনাম হইয়াছিল। তাঁহারা বৈদ্যজাতি না হইয়া জন্মগত অম্বষ্ঠজাতি হইলে, বৈদ্য শব্দ ব্যবহার না হইয়া অম্বষ্ঠ শব্দই ব্যবহৃত হইত। গ্রন্থকারগণ বৈদ্য শব্দ ব্যবহার করিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন; বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের বৈশ্যা পত্নীর গর্ভপ্রভব অম্বষ্ঠজাতি নহেন।

মহারাজলক্ষ্মণের প্রকোপে পড়িয়া যেমন বল্লালীথাক বৈদ্যগণ, পৈতা ত্যাগ করিয়া শূদ্রাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও কায়স্থগণের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া প্রায় লক্ষ্মণীথাক বৈদ্যগণ বৈশ্যাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির জাতীয়তা নাশের মূল বল্লাল। বল্লাল যদি পদ্মিনীর প্রেমে না মজিতেন, তাহাহইলে কখনও লক্ষ্মণের প্রকোপে পড়িয়া বিশ্ববন্দ্য বৈদ্যজাতি শূদ্রাচারী হইতেন না। বল্লাল যদি বঙ্গীয় কায়স্থগণকে অতিক্রম করিয়া কান্যকুব্জাগত শূদ্রগণকে কৌলীন্য প্রদান না করিতেন; তাহা হইলে বঙ্গীয় কায়স্থগণ কখনও বৈদ্যজাতির বিরুদ্ধে উত্থিত হইতেন না। বল্লাল যদি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে অতিক্রম করিয়া কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণকে কৌলীন্যে অভিষিক্ত না করিতেন; তাহা হইলে মহা গরিয়সী বৈদ্য-জাতিকে বৈশ্যশ্রেণীতে অবনমিত করার কামনা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের প্রাণে জাগরিত হইত না। বল্লাল যদি প্রাচীন কালীয় সমাজসৌধকে ভগ্ন করিয়া নূতন ভাবে কুলাকুল নির্ণয় না করিতেন; তাহা হইলে বৈদ্যজাতির সংখ্যা পঞ্চদশ লক্ষের ও অধিক হইত। বল্লাল যদি ব্রাহ্মণজাতির সম্মান রক্ষার্থে বল্লভানন্দশেঠকে নিগৃহীত না করিতেন; তাহা হইলে পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, পদ্মিনী কখনও এইরূপ ন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইত না। পদ্মিনী বৈদ্যজাতিকে অপদস্থ করার চেষ্টা না করিলে, জগদ্বরেণ্য বৈদ্যজাতির বংশধরগণ ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেন না। বল্লাল যাঁহাদিগকে কৌলীন্য প্রদান করিয়া সমাজের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বংশধরগণ বৈদ্যজাতির প্রভাব, প্রতিপত্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য দেখিয়া বৈদ্যরাজার কৃত উপকার; হিংসানলে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্যজাতির ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন। যেই বল্লাল ব্রাহ্মণকুন্দনাচার্য্যের স্বর্ণধেনুর মোকর্দ্দমা, বৈশ্য মণিদত্তের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিয়া ব্রাহ্মণজাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, যেই বল্লাল ব্রাহ্মণের অতীত বৈদ্যজাতির বংশধর হইয়াও ব্রাহ্মণের প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই বল্লালের বংশধরগণকে হেয় করিয়া আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণগণ যেই ভাবের মিথ্যা এক আবেদন পত্র রাজাগণেশের নিকট পেষ করিয়াছিলেন, তাহা কলির কালমাহাত্ম্যেই ঘটিয়াছিল। কাল, তোমাকে কোটী কোটী প্রণিপাত করিতেছি। কলিকাল! তোমার প্রকৃত মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণজাতিদ্বারা প্রকটিত করিয়াছিলে! ধন্য তোমাকে! ধন্য তোমার মহিমাকে!!

ব্রাহ্মণগণের আবেদনপত্র:—১৪১৫ খৃষ্টাব্দে যজনব্রাহ্মণ রাজাগণেশ দিনাজপুরের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সমগ্রবঙ্গের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলে পর, বৈশ্য ও কায়স্থগণের সাহচর্য্যে রাজসদনে যজনব্রাহ্মণগণ যেই আবেদনপত্র পেষ করিয়াছিলেন, তাহা এই:—

> ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদবেদাঙ্গাদি ধর্ম্মশাস্ত্রনধীততয়া যজনাদি ষটকর্ম্মসু চৈষাং অধিকারা তিষ্ঠন্তি। চতুর্ব্বেদোক্ত ক্রিয়াসু পুণ্যতমা চিকিৎসা এতেষাং বৃত্তিঃ ষ ষট্‌কর্ম্ম। যদুক্তং অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতমিতি। যচ্চ বিহিতানাং ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রজাতীনাং কন্যায়াং জাতঃ পুত্রঃ পিতৃবৎ জননমরণাশৌচ মাচরেয়ু। যথোক্তং ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং যে স্বেস্বে মৃতসূতকে। তেষান্তু পৈত্রিকং শৌচং বিভক্তানাঞ্চ মাতৃকমিতি। তদপি অধুনা ন সমীচীনং যতঃ এতে পিতৃসংসর্গ ত্যাগিনঃ আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্ মাতৃকুলাশৌচভাগিনঃ ষট্‌কর্ম্ম সন্ত্যজ্য চিকিৎসাবৃত্ত্যৈব জীবিষ্যন্তি, তথা পোষ্যবর্গ পরিপোষণায় অথ বৈশ্যবৃত্তিং করিষ্যন্তি। ইতি আবেদনপত্রম্।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া বেদ বেদাঙ্গাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করায় যজনাদি ষট্‌কর্ম্মে ইহাঁদিগের অধিকার আছে। চতুর্ব্বেদোক্ত ক্রিয়ার মধ্যে পুণ্যতমা চিকিৎসা ইহাঁদিগের প্রধানতমবৃত্তি এবং সেই ষট্‌কর্ম্মও অন্যতম বৃত্তি। যে হেতু উক্ত হইয়াছে, অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসাই বৃত্তি। যে হেতু ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয়া কন্যাতে উৎপন্ন পুত্র, পিতার ন্যায় জনন ও মরণাশৌচ গ্রহণ করিবেন। যথা উক্ত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে স্বায় স্বীয় জনন ও মরণাশৌচে, তাঁহারা তাঁহাদিগের পিতৃ সম্বন্ধীয় অশৌচ গ্রহণ করিবেন, মাতৃ সম্বন্ধীয় অশৌচ গ্রহণ করিবেন না। তাহা এক্ষন আর যুক্তি-যুক্ত নহে। যে হেতু ইহাঁরা পিতৃ সংসর্গত্যাগী ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন, সেই হেতু ইহাঁরা মাতৃকুল বিহিত অশৌচ গ্রহণ করিবেন এবং যজন্যাদি ষট্‌-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল চিকিৎসাবৃত্তিদ্বারা জীবনযাপন করিবেন ও পোষ্যবর্গ পরিপোষণের জন্য বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, ইহাই আবেদন-পত্র। এই আবেদনপত্রের উত্তরে রাজা গণেশ আদেশ করিলেন :—

রাজাগণেশের আদেশ পত্র :—

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যা তপোজ্ঞানযুক্তাঃ বিদ্বাংসশ্চ আসন্। সম্প্রতি এতে শক্তিহীনাঃ আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্। অতঃ শ্রীমন্মহারাজাধি রাজগণেশচন্দ্র নৃপতে ব্রহ্মণ্য বিপ্রগণমনুরোধাৎ অদ্যপ্রভৃতি অম্বষ্ঠা বৈশ্যাচারিণো ভবিষ্যন্তি, মূলা ব্রাহ্মণাঃ অম্বষ্ঠৈঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরেয়ুঃ। যে চ ব্রাহ্মণাঃ অমীভিঃ সহ ভোজনাদিকং করিষ্যন্তি তে পতিতা ভবিষ্যন্তি। ইতি আদেশপত্রম্।
কোলব্রুক্ ক্রচাল অব বেঙ্গল।

সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগেতে বৈদ্যগণ তপঃ প্রভাব সম্পন্ন এবং বিদ্যাবন্ত অর্থাৎ দেবতা ছিলেন। অধুনা ইহাঁরা প্রভাব রহিত ও সদাচারভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই হেতু ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ গণেশচন্দ্র নৃপতির আদেশক্রমে অদ্যাবধি অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যাচারী হইবেন। মূল ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠ-গণের সহিত আর ভোজনাদি করিবেন না। যে সকল ব্রাহ্মণ ইহাঁদের সহিত আহারাদি করিবেন, তাঁহারা পতিত হইবেন। ইহাই হইল আদেশ।

বৈদ্যজাতির সহিত ব্রাহ্মণজাতির অঙ্গাঙ্গী ভাব :—এই আবেদন পত্র ও আদেশপত্র পাঠে জানা যায়, পনরশত খৃষ্টাব্দেও বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ-গণের সহিত আহার, বিহার, আচার, ব্যবহার ও যৌনসম্বন্ধে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্মিলিত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, বৈদ্যগণ এক সময়ে ব্রাহ্মণগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া বেদ বেদাঙ্গাদি সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র

অধ্যয়ন পূর্ব্বক যজনাদি ষট্‌কর্ম্মে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়বার উপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করতঃ চতুর্ব্বেদোক্ত পুণ্যতমা চিকিৎসাবৃত্তিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই আবেদনপত্রে তাঁহারা লিখিয়াছিলেন "যজনাদি ষট্‌কর্ম্মসু চৈষাং অধিকারা স্তিষ্ঠন্তি। চতুর্ব্বেদোক্ত ক্রিয়াসু পুণ্যতমাচিকিৎসা এতেষাং বৃত্তিঃ॥ সমস্তবৃত্তির মধ্যে চিকিৎসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বৃত্তি না হইলে, কখনও পুণ্যতমাবৃত্তি লিখিতেন না। চিকিৎসাবৃত্তিতে ব্রাহ্মণগণের অধিকার থাকিলে কখনও "এতেষাং বৃত্তিঃ" ইহাঁদিগের অর্থাৎ বৈদ্যদিগের বৃত্তি এইরূপ উক্তি করিতেন না। তৎপর তাঁহারা চতুরতা করিয়া লিখিলেন, "অম্বষ্ঠক চিকিৎসিতম্" যদি অম্বষ্ঠ না লিখিয়া বৈদ্য লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও "পিতৃবৎ জননমরণাশৌচমাচরেয়ুঃ" এইরূপ উক্তি করিতে পারিতেন না এবং "বিভক্তানাঞ্চ মাতৃকম্" লিখিয়া মাতৃজাতীয়া আচার ও অশৌচাদি গ্রহণ করাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে পারিতেন না। তাঁহাদের আবেদনপত্রের উক্তিগুলির এবং রচনাকৌশলের প্রতি নিবিষ্টচিত্তে দেখিলে জানা যায়, তাঁহারা বৈদ্যসন্তানগণকে নিগৃহীত করিতে যেই আবেদন পত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে একেবারে মিথ্যার অবতারণা করিতে পারেন নাই। যজনাদি ষট্‌কর্ম্মতে যে বৈদ্যগণের অধিকার ছিল, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই পুণ্যতমাবৃত্তিই যে তাঁহাদের প্রধানতম বৃত্তি, ষট্‌কর্ম্ম যে গৌণবৃত্তি অর্থাৎ আপদ্‌কালীয়বৃত্তিছিল, এই বৃত্তির নির্দ্দেশ হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায়, বৈদ্যগণ দেব প্রভব ছিলেন, ব্রাহ্মণগণের অতীতজাতি ছিলেন।

তৎপর যখন বৈদ্যসন্তানগণ পুণ্যতমা চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপৎকালীয় যাজনাদি বৃত্তির অনুশীলন করিয়া ব্রাহ্মণজাতির সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণজাতি রূপে পরিণত হইলেন, ব্রাহ্মণজাতির সহিত আহার, বিহার ও যৌন সম্বন্ধাদি করিলেন, তখন সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণগণ-বৈদ্য-সন্তানগণের কর্ম্মগত উপাধি যে অম্বষ্ঠ ছিল, তাহা গোপন করিয়া জন্মগত অম্বষ্ঠজাতি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেন। তাই তাঁহাদের আবেদনপত্রে "ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রজাতীনাং কন্যায়াং জাতঃ পুত্রঃ পিতৃবৎ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রজাতীয়া কন্যাতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ সদৃশ বলিয়া লিখিয়াছেন। এইখানেও সাবধানতা লইতে পারেন নাই। কন্যা লিখাতে তাহা ঊঢ়া কি অনূঢ়া কিছুই জানা যায় না। ইহা মিথ্যার

আবরণে ঢাকিবার চেষ্টা কিনা, তাই অগ্রপশ্চাৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আবেদনপত্র লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজাগণেশ ব্রাহ্মণ হইলেও রাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন; তখনকার সময়ে বিচারাসনকে ধর্ম্মাসন বলা হইত। বর্ত্তমানে বিচারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ না থাকিলেও বিচারালয়কে ধর্ম্মাধিকরণ বলা হয়। তাই রাজাগণেশ সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ করিতে পারেন নাই, আদেশে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন" "সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যা তপোজ্ঞানযুক্তা বিদ্বাংসশ্চ আসন্"। এইখানে তিনি অম্বষ্ঠ না বলিয়া বৈদ্যই বলিয়াছেন এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগেও বৈদ্যগণ পিতৃস্বরূপ ছিলেন, তপঃ জ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্বান্ ছিলেন; বিদ্বান্ বলিলে যে বৈদ্য-জাতিকে অববোধ করে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেই জাতি-বিভাগের পূর্ব্বে অর্থাৎ সত্যযুগে পিতৃতুল্য ও বিদ্বান্ ছিলেন, সেই জাতি কোন বর্ণের ছিলেন? তাহা সুধিসমাজ বিচার করিবেন। যদি রাজাগণেশ বৈদ্য-গণকে জন্মগত অম্বষ্ঠ বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে আদেশপত্রে "সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যাঃ" এইরূপ লিখিতেন না। তৎপর যে অম্বষ্ঠ পদ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বৈদ্যজাতির সম্মানসূচক উপাধি জ্ঞানেই লিখিয়াছেন গণেশের রাজত্ব কালে অর্থাৎ পাঁচশতবৎসর পূর্ব্বেও যে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ মূল ব্রাহ্মণগণের সহিত অঙ্গাঙ্গীরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শৌচাশৌচের কোন ব্যতিক্রম ছিল না, এবং যৌন সম্বন্ধাদিরও কোন বাধা ছিল না, তাহা "মূলাঃ ব্রাহ্মণাঃ" বলাতে স্পষ্টরূপে প্রতীতি হইতেছে। নতু মূলাঃ ব্রাহ্মণাঃ অম্বষ্ঠৈঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরেয়ুঃ" এইরূপ পাঠ লিখায় কোন স্বার্থকতা থাকে না। ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে যে রাজাগণেশ ন্যায়, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা "বিপ্রাণামনুরোধাৎ" এই বাক্য হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায়। ব্রাহ্মণগণের আবেদন ন্যায়সঙ্গত মনে করিলে, কখনও "বিপ্রাণামনু রোধাৎ" পাঠ লিখিতেন না। লক্ষ্মণের প্রকোপে পড়িয়া যেমন শত সহস্র বৈদ্য শূদ্রাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণজাতির প্রকোপে পড়িয়া শত সহস্র বৈদ্য বৈশ্যাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার ফলে সহস্র সহস্র বৈদ্যসন্তান ব্রাহ্মণজাতির অঙ্গপুষ্ট করিয়া বিশাল ব্রাহ্মণ-জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতির সহিত যেই সমস্ত বৈদ্যসন্তান-গণের যৌন সম্বন্ধাদি ছিল, তাঁহারা নিজের জাতীয়গৌরব ভুলিয়া নিজকে

ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন। সুদূরদর্শী ব্রাহ্মণগণ অগত্যা বৈদ্যসন্তানগণকে তাঁহাদের সমাজে ভুক্ত করিয়া তাঁহারা গৌরবমণ্ডিত হইলেন এবং সমাজশৌর্যকে সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। তাই বঙ্গদেশের কয়েক সহস্র ব্রাহ্মণ হইতে ৫।৬ শত বৎসরের মধ্যে ত্রয়োদশ লক্ষেরও অধিক ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হইতেছে। মেগাস্থিনিসের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে তিনি এই বঙ্গদেশে সপ্তবিধ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বনবাসী ফলমূলাহারী, অপর শ্রেণী গৃহবাসী বৈদ্য বলিয়া লিখিয়াছেন। মেগাস্থিনিসের ভারত-ভ্রমণ কালেও যে বৈদ্যগণ বঙ্গীয়সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত হইতেন; তাহা অবিশ্বাস করিতে পারেন কি? আর যেই সমস্ত বৈদ্য, লক্ষ্মণের প্রকোপে পড়িয়া শূদ্রাচারী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কুলীন বৈদ্যগণের অত্যাচারে বঙ্গীয় কায়স্থজাতির দেহ পুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকেও বিদ্বান্ জাতি করিয়া তুলিয়াছেন, তাই আজ কায়স্থের সংখ্যা দ্বাদশলক্ষেরও অধিক দেখিতেছি। নতু বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির সংখ্যা অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চদশলক্ষ দৃষ্ট হইত। দুই রাজশক্তির দাপটে পড়িয়া যে, বৈদ্যজাতির সংখ্যা অসম্ভাবিত রূপে কমিয়া গিয়াছে, তাহা মহামনীষিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তাহার বিস্তারিত ইতিবৃত্ত "বৈদ্যপরিচয়ে" অধ্যাহার করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণের আবেদনপত্রে যে চিকিৎসাবৃত্তিকে পুণ্যাত্মা বলা হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ তাহা প্রথমতঃ দেবগণের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দক্ষ, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, দিবোদাস প্রভৃতি দেবতাগণের বৈদ্যসংজ্ঞা ছিল, তাহা অরাপহরণ মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে জানা যায়।

ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইতে বৈদ্যবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা :—মনু বলেন :—

"ইদন্তু বৃত্তিবৈকল্যাত্ত্যজতো ধর্ম্মনৈপুণম্।

বিট্‌পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনম্॥ ৮৫।১০ অঃ

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিজ নিজ বৃত্তির অসম্ভাবনা ঘটিলে এবং ধর্ম্মনিষ্ঠায় ব্যাঘাত হইলে, নিষিদ্ধবস্তু পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক বৈশ্যের বিক্রেতব্য বস্তু বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

"জীবেদেতেন রাজন্যঃ সর্ব্বেণাপ্যনয়ং গতঃ।

ন ত্বেবং জ্যায়সীং বৃত্তিমভিমন্যেত কর্হিচিৎ॥ ৯৫।১০ অঃ

ব্রাহ্মণগণের আপদ্‌কালে যেইরূপ জীবিকা উক্ত হইল, ক্ষত্রিয় বিপন্ন হইলেও তদনুরূপ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, কিন্তু কখনও ব্রাহ্মণের বৃত্তি যাজন অধ্যাপন, ও প্রতিগ্রহ অবলম্বন করিতে পারিবেন না।

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।

তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ ॥ ৯৬।১০ অঃ

যদি কোন অধমজাতীয়লোক উৎকৃষ্টজাতীয়লোকের বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা রাজার কর্ত্তব্য। ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রণালী নির্দ্দেশে বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বান্ পরিত্যজেদর্থান্ স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ।

যথা তথা ধ্যাপয়ংস্তু সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা ॥" ১৭।৪

বেদ অভ্যাসের বিরোধী উপার্জ্জনাদি যে সকল বিষয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে। বেদ অভ্যাসের অবিরোধে যে কোন উপায় দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা করিবে। যে হেতু ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করিলেই কৃতকৃত্য হয়েন। ব্রাহ্মণের আপৎকালীয় বৃত্তির উল্লেখে মনু বলেন :—

"অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।

জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ স হ্যস্য প্রত্যানন্তরঃ ॥ ৮১।

উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেন্তবেৎ।

কৃষি গোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাং ॥ ৮২

বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।

হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥" ৮৩।১০

যদি ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মে জীবিকা না করিতে পারে, তবে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা করিবেন। কারণ এই ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের আসন্ন ধর্ম্ম হয়। ৮১। স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণের জীবিকা না চলিলে, কৃষি, গোরক্ষণাদি বৈশ্যবৃত্তি অনুষ্ঠান করিবেন। ৮২। বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা হইলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহাঁরা হলকুদ্দালাদি দ্বারা ভূমিস্থ জন্তুর হিংসোপেত এবং বলিবর্দ্দাদির অধীন কৃষিকার্য্য যত্ন সহকারে ত্যাগ করিবেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, ব্রাহ্মণগণ আপৎকালে নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা করিতে

পারিতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি নিম্নজাতীয় ব্যক্তিগণ কখনও উচ্চজাতীয় যাজনাদি বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিতেন না। মনু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:—

"এয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।

অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥" ৭৭।১০ অঃ

অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটী কর্ম্ম বৃত্ত্যর্থে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ অধ্যাপনাদি বৃত্তিত্রয় অবলম্বন করিবে না। যেমন ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণের পক্ষেও বৈদ্যবৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বৈদ্যবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ:—আয়ুর্ব্বেদ অনুশীলন করিলে জানা যায়, প্রথমতঃ ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিয়া সকল কর্ম্মের পারদর্শী ও অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রজাপতি দক্ষকে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। দক্ষ স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে শিক্ষা দেন:—

"অথদক্ষঃ ক্রিয়াদক্ষঃ স্বর্বৈদ্যৌ বেদমায়ুষঃ।

বেদয়ামাস বিদ্বাংসৌ সূর্য্যাংশৌ সুরসত্তমৌ॥" ভাবপ্রকাশঃ

অনন্তর ক্রিয়াকুশল প্রজাপতি দক্ষ সূর্য্যাংশসম্ভূত বিদ্বান্ ও দেবশ্রেষ্ঠ স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই বচন দ্বারা স্পষ্টই জানা যায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবশ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্ বলিয়াই বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হওয়াতেই তাঁহারা চিকিৎসা-বৃত্তিতে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহারা মহাদেব কর্ত্তৃক ব্রহ্মার শিরশ্ছিন্ন হইলে, ছিন্নমস্তক তৎক্ষণাৎ সংযোগ করিয়া যজ্ঞাংশের ভাগী হইয়াছিলেন এবং সুরাসুর সংগ্রামে দেবগণ ক্ষতবিক্ষত হইলে, একদিনের মধ্যে তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভরোগ, সূর্য্যের দন্ত-রোগ, ভগদেবের চক্ষুরোগ, চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ, মহর্ষি চ্যবনের জরাব্যাধি এবং

"এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভি ভিষজাং বরৌ।

বভূবতু ভৃশং পূজ্যাবিন্দ্রাদীনাং দিবৌকসাম্॥ ভাবপ্রকাশ।

এবম্বিধ বহুবিধ কার্য্যের অর্থাৎ নানা প্রকার চিকিৎসাকর্ম্মের অদ্ভুত শক্তিবত্তা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দের মধ্যে তাঁহারা নিরতিশয় পূজনীয় হইয়াছিলেন। যদি স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসাবৃত্তিক হওয়াতে অমরগণের মধ্যে সমধিক পূজনীয় হইতে পারেন, তবে স্বর্গাগত ধন্বন্তরি

প্রভৃতি বৈদ্যগণের বংশধরগণ ও মহর্ষিগণের সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি সন্তানগণ, বিদ্যাবত্তায়, জ্ঞানবত্তায়, বৈদ্য, দ্বিজ, অম্বষ্ঠ, প্রাণাচার্য্য প্রভৃতি সমুচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসাবৃত্তিক হওয়াতে, তাঁহারা যে মানবগণের মধ্যে সর্ব্বাধিক পূজনীয় ছিলেন; তাহা এই জ্ঞানানুশীলনের যুগে কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। দেবশ্রেষ্ঠ বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট ইন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগুণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন :—

তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।
পদৈরল্পৈর্ম্মতিং বুদ্ধা বিপুলাং পরমর্ষয়ে॥
হেতুলিঙ্গৌষধজ্ঞানং স্বস্থাতুরপরায়ণম্।
ত্রিসূত্রং শাশ্বতং পুণ্যং বুবুধে যং পিতামহঃ॥
সোঽনন্তপারং ত্রিস্কন্ধমায়ুর্ব্বেদং মহামতিঃ।
যথাবদচিরাৎ সর্ব্বং বুবুধে তন্মনা মুনিঃ
ঋষিভ্যোঽনধিকং তত্র নাশংসানবশেষয়ম্॥ চরক :—

ভগবান্ ইন্দ্র মহর্ষি ভরদ্বাজের মহতী বুদ্ধিশক্তি জানিয়া তাঁহাকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা প্রথমে যে ত্রিসূত্র, নিত্য ও পুণ্য আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভাবন করেন, মহামতি ভরদ্বাজ তন্মনা হইয়া সেই ত্রিস্কন্ধ, অনন্ত, আয়ুর্ব্বেদে অল্প সময়ের মধ্যেই সম্যক্ রূপে জ্ঞানলাভ করিয়া অপরাপর ঋষিদিগকে যথার্থ রূপে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজাদি মহর্ষিগণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া মানবের স্বাস্থ্যসাধন সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বৃত্ত্যর্থ চিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলন করেন নাই। বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে এমন কোন প্রমাণ নাই, মহর্ষিগণ বা তাঁহাদের অধস্তন ব্রাহ্মণবংশধরগণ বৃত্ত্যর্থে আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসার অনুশীলন করিয়াছেন। শাশ্বত, নিত্য, পুণ্য, আয়ুস্কর ও যশস্কর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবৃত্তিতে অধিকার বৈদ্যগণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি চিকিৎসাবৃত্তি যজনব্রাহ্মণগণের বৃত্তি হইত; তাহা হইলে যজনব্রাহ্মণগণকে ষট্‌কর্ম্মা ত্রয়বৃত্তিক না বলিয়া সপ্তকর্ম্মা চতুর্ব্বৃত্তিক বলা হইত। পক্ষান্তরে এই চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উচ্চবৃত্তি না হইয়া নীচবৃত্তি হইলে, নিশ্চয়ই আপৎকালীয় বৃত্তির মধ্যে পরিগণিত হইত এবং

নীচবৃত্তি হইলে শাশ্বত, নিত্যা, পুণ্যতমা প্রভৃতি সমুচ্চ গৌরবে চিকিৎসাবৃত্তি কখনও গৌরবান্বিতা হইত না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠবৃত্তি বলিয়াই সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ বৈদ্যগণের বৃত্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল এবং যজনব্রাহ্মণগণের পক্ষে উচ্চ-বৃত্তি বলিয়া পাতিত্যের কারণ হইয়াছিল।

বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বনে যজন-ব্রাহ্মণের পাতিত্য :—প্রাচীনতম-শাস্ত্র কর্ম্মলোচন বলেন :—

"স্বকর্ম্মাণি পরিত্যজ্য অর্থ লোভেন যো দ্বিজঃ।
চিকিৎসাং কুরুতে হ্যাশু পাতিত্যং সোঽধিগচ্ছতি ॥"

অত্র দ্বিজপদং যাজনবৃত্তিক ব্রাহ্মণপরমিতি বোদ্ধব্যম্। যে দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) স্বীয় যাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অর্থলোভে চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করে। সে শীঘ্রই পতিত হয়। স্মৃতি বলেন :—

"চিতাঞ্চ চিতিকাষ্ঠঞ্চ যুপং চণ্ডালমেবচ।
ব্রাহ্মণং ভিষজং স্পৃষ্ট্বা সচেলঃ জলমাবিশেৎ" ॥

চিতা, চিতাকাষ্ঠ, যুপ (হাড়িকাষ্ঠ) চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণচিকিৎসক স্পর্শ মাত্রেই পরিধেয় বস্ত্রাদির সহিত জলে প্রবেশ করিবে। অর্থাৎ স্নান করিবে। মহর্ষি অত্রি বলেন :—

জ্যোতির্ব্বিদো হ্যথর্ব্বাণঃ কীর পৌরাণপাঠকাঃ।
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়া ন কদাচন। ৩৭৬
শ্রাদ্ধঞ্চ পিতরং ঘোরং দানঞ্চৈব তু নিষ্ফলম্।
যজ্ঞে চ ফলহানিঃ স্যাত্তস্মাত্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ। ৩৭৭
আবিক শ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ।
চতুর্ব্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥

জ্যোতির্ব্বিৎ, আয়ুর্ব্বেদী, শুকবৎ পুরাণপাঠক, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে এবং মহাদানে কদাপি বরণ করিবে না। ইহাদিগকে বরণ করিলে পিতৃশ্রাদ্ধ অশুভ জনক, দান ও যজ্ঞ নিষ্ফল হয়। অজাজীবী, চিত্রকর, চিকিৎসাব্যবসায়ী, নক্ষত্রপাঠক এই চতুর্ব্বিধ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহেন। মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন :—

অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা।
আদ্যো রাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী ॥

তৃতীয়ো বৈদ্যজীবী চ চতুর্থো গ্রামযাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ ॥
নোপাসী চ দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥

তত্ত্ববেদী ঋষিগণ ষট্‌বিধ অব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, প্রথমতঃ রাজসেবক, দ্বিতীয় ক্রয়বিক্রয়ী, তৃতীয় বৈদ্যজীবী, চতুর্থ গ্রামযাজক, পঞ্চম ভূতাপসারক (ওঝা) ষষ্ঠ সন্ধ্যোপাসনাভ্রষ্ট, এই ছয়জন অব্রাহ্মণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন :—

বিপ্রো দৈবজ্ঞজীবী বৈদ্যজীবী চিকিৎসকঃ।
লাক্ষালোহাদি ব্যাপারী রসাদিবিক্রয়ী চ যঃ ॥
স যাতি নাগবেষ্টঞ্চ নাগৈর্বেষ্টিতমেব চ।
বসেৎ স্বলোমমানাব্দং তত্রৈব নাগদংশিতঃ ॥
অত্র বিপ্রপদং যাজনবৃত্তিক ব্রাহ্মণ পরমিতি।

... ...ণ দৈবজ্ঞ, বৈদ্য ও চিকিৎসকের বৃত্তি দ্বারা জীবিকা করেন, যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লবণ, লৌহ, দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি বিক্রয় করেন, সে ব্রাহ্মণ দেহান্তে নাগবেষ্ট নামক নরকে গমন করেন। তথায় স্বীয়লোম পরিমিত বর্ষকাল নাগবেষ্টিত ও নাগদংশিত হইয়া বাস করেন। মহর্ষি নারদ বলেন :—

অন্য জাতিকৃতঃ পাকোঽস্পৃশ্যঃ সর্ব্বজাতিভিঃ।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিযোজয়েৎ ॥
মোহাদ্দ্বিজাতিবর্ণাদ্যৈঃ পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছূদ্রো জাতীহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ ॥

ঔষধ বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোনও জাতি কর্ত্তৃক পাচিত হইলে, তাহা সকল জাতিরই অস্পৃশ্য হয়। ভ্রমবশতঃ দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণের) দ্বারা পাচিত ঔষধ সেবন করিলে শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় এবং দ্বিজাতিগণ সেবন করিলে জাতিভ্রষ্ট হন। অতএব বৈদ্যজাতীয় দ্বারা ঔষধ পাক করাইবে। মহামান্য বেদ বলেন :—

তৌ দেবা অব্রুবন্ অপূতৌ বৈ ইমৌ মনুষ্য চরৌ
ভিষজৌ ব্রাহ্মণাবিতি, তস্মাৎ ব্রাহ্মণেন ভেষজং
ন কার্য্যং অপূতোহ্যেষঃ অমেধ্যোঃ যো ভিষক্ ।৬।৪।৯।১

দেবতারা তাঁহাদিগের দুইজনকে বলিলেন, মর্ত্ত্যলোকে মানবগণের মধ্যে ভিষক ও তৎবৃত্তিক এই দুই ব্রাহ্মণ অতি অপবিত্র। সেই হে মানবগণ ব্রাহ্মণতু

দ্বারা কখনই চিকিৎসাকার্য্য করাইবে না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া ভিষকের কার্য্য করে সে অশুচী ও অমেধ্য। তাই ভগবান মনু লিখিয়াছেন :—

যে স্তেন পতিতা ক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ।
তান্ হব্যকব্যয়োর্বিপ্রান্ নর্হাম্মনুরব্রবীৎ ॥ ১৫০।৩
জটিলাঞ্চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবন্তথা।
যাজয়ন্তি চ যে পূগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ। ১৫১।৩
চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জাঃস্যুর্হব্যকব্যয়োঃ ॥ ১৫২।৩

যাহারা চৌর্য্যবৃত্তি করে, যে মহাপাতকী, যে নপুংসক, যে পরলোক নাই এইরূপ বিশ্বাস করে, এই সকল ব্রাহ্মণ দৈব ও পৈত্র কার্য্যে অগ্রাহ্য। মনু এই কথা বলিয়াছেন। জটিল, মুণ্ডিতমুণ্ডব্রহ্মচারী, বেদাধ্যয়নশূন্য, চর্ম্ম-রোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ এবং বহুযাজনশীল, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। চিকিৎসক, দেবল, মাংসবিক্রেতা, বাণিজ্যকারী, ইহাদিগকে হব্যকব্যে পরিত্যাগ করিবে। ১৫২।

উপরিউক্ত বচনাবলী হইতে জানা যায়, চিকিৎসাবৃত্তিতে ব্রাহ্মণদিগের অধিকার ছিল না। যেই সব ব্রাহ্মণ বিধিবিহিত কর্ম্মত্যাগ করিয়া চিকিৎসাদি নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেন; তাই ব্রাহ্মণ চিকিৎসক-গণ শ্রাদ্ধকার্য্যে বৃত হইতে পারিতেন না। কিন্তু বৈদ্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ (বৈদ্যগণ) স্বভাব বিদ্বান এবং সর্ব্ববেদবিৎ বলিয়া শ্রাদ্ধকার্য্যে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে ভোজন করিতে পারিতেন।

বৈদ্যগণই শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ :—মনু বলেন :—

শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্ ॥
একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ।
পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি ১২৯।৩

শ্রাদ্ধকর্ত্তা দেবপিতৃ উদ্দেশ্যে অন্নাদি শ্রোত্রিয় (বেদধ্যায়ী) ব্রাহ্মণকেই প্রদান করিবেন। কেননা বেদাধ্যয়ন শুদ্ধাচারণাদি দ্বারা পূজনীয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে মহাফল জন্মে। কি দৈবকর্ম্মে কি পিতৃকর্ম্মে উভয়ই কার্য্যে এক একজন বেদ-

তত্ত্বজ্ঞকে ভোজন করাইলে যে বিশিষ্ট ফল লাভ হয়, বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বিদ্বান্ বলিলে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ বৈদ্য উপাধি ধারী ব্রাহ্মণকে বুঝায়, তাই মনু কোনস্থলে বিদ্বান্ কোনস্থলে বিদ্বাংস বলিয়া বেদ-বিদ্যা সমাপ্তকারী বৈদ্য ব্রাহ্মণকে অববোধ করাইয়াছেন:—

জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ।
ন হি হস্তাবসৃগ্দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুধ্যতঃ॥ ১৩২।৩
যথেরিণে বীজমুপ্ত্বা ন বপ্তা লভতে ফলম্।
তথানৃচে হবির্দ্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলম্॥ ১৪২।৩

দেব পিতৃ উদ্দেশ্য হব্য কব্য সকল জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই দেওয়া উচিত, মূর্খলোককে দেওয়া বিধেয় নহে। যেহেতু রক্তাক্ত হস্তদ্বারা ক্ষালিত হইলে কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু নির্ম্মলজল দ্বারা ক্ষালিত হইলে পরিষ্কৃত হয়। অর্থাৎ মূর্খ ভোজনে পাপ নষ্ট হয় না, কিন্তু বিদ্বান ভোজনে পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন কৃষক লবণ ভূমিতে বীজ বপন করিয়া কোন ফললাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রাদ্ধদাতা অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে হব্যাদি দান করিলে পরলোকে কোন ফল প্রাপ্ত হয় না।

ভগবান্ মনু এইরূপ বহুবচন দ্বারা শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি বিদ্বান্‌কে অর্থাৎ বেদবিদ্যা সমাপ্তকারী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেবতাদিগের ভোজনের ব্যবস্থাই দিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন "বিদ্বাংসো হি দেবাঃ" বিদ্বানেরাই দেবতা। পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে, ধন্বন্তরি প্রভৃতি দেবতাগণ স্বর্লোক হইতে ভূর্লোকে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ ও শক্তি, ভরদ্বাজ, কৌশিক, কাশ্যপ প্রভৃতি মহর্ষিগণের সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত, প্রভৃতি সন্তানগণ যে বেদবিদ্যাসমাপ্তিসূচক বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও এই গ্রন্থে অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাই শ্রাদ্ধ কার্য্যে সর্ব্ববেদবিৎ মহর্ষিগণের সন্তান বৈদ্য, ত্রিজ প্রভৃতি উপাধিধারী সেন, দাশাদি ব্রাহ্মণগণকেই ভোজন করাইবার ব্যবস্থা মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ তারস্বরে করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্য, ত্রিজ প্রভৃতি উপনাম প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে বরণ করিবেন না এইরূপ বিধান কোন শাস্ত্রে নাই। যে যজন ব্রাহ্মণসন্তান দ্বিজ বা বিপ্র উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের জন্যই শ্রাদ্ধ কর্ম্মে

ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণের অভাবে বেদত্রয়, বেদান্ত ও বৈদিক অধ্যয়নশীল বিপ্রপদভাক্ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকার্য্যে বরণ করার ব্যবস্থা ও ছিল। বর্ত্তমানযুগে যেমন বেদজ্ঞান হীন ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করার ব্যবস্থা দেখা যায়, তখনকার দিনে তাহা ছিল না। বর্ত্তমানে যেমন শ্রাদ্ধকর্ত্তাগণ শ্রাদ্ধকার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া ধনগর্ব্বের পরিচয়ার্থ বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া নাম কিনার প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন তাহা ছিল না, শ্রাদ্ধকার্য্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাঃ মনু বলেন :—

সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।

একস্তান্ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্ব্বানর্হতি ধর্ম্মতঃ॥ ১৩১।৩

যে শ্রাদ্ধে বেদানভিজ্ঞ সহস্র সহস্র অর্থাৎ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, সেই শ্রাদ্ধে একজন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইলে ধর্ম্মোৎপাদন বিষয়ে তদধিকতর ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা নির্দ্দেশে মনু বলেন :—

দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।

ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে ১২৫।৩

দৈবশ্রাদ্ধে দুই, পিতৃপিতামহাদির শ্রাদ্ধে তিন ব্রাহ্মণ, অথবা দেবপক্ষে এক ও পিত্রাদি পক্ষে এক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার ক্ষমতা থাকিলেও তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না।

এই সমুদয় বচনাবলী দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, বৈদ্যগণের কার্য্য ও দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর ছিল। যাঁহারা প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া বেদত্রয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মিমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, স্মৃতি, অর্থশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি এবং সমস্ত বেদাঙ্গে জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহারা বিপ্র উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। তৎপর সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থানাবস্থায় পুনঃ উপনীত হইয়া যথাবিধি বেদ-বিদ্যা সমাপন করিলে পর, বৈদ্য, দ্বিজ, বিদ্বান প্রভৃতি সমুচ্চ সম্মান সূচক উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। ধন্বন্তরি প্রভৃতি অশেষ শাস্ত্রবিৎ মহর্ষিগণ হইতে যে, বহুমানবের সৃষ্টি হইয়াছে, হরিবংশের উনত্রিংশওমীয়, মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২০১ শ্লোক, ঋগ্বেদের চতুর্থমণ্ডলের তৃতীয় ঋকস্থ ২৬ সূত্র এবং সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদিক গ্রন্থ হইতে বহুপ্রমাণ "বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু ৭ অ ৯৬ শ্লোকে,

অধিক ব্রাহ্মণ ভোজনের দোষোল্লেখে মনু ব লয়াছেন :—

"সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ।

পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্॥" ১২৬।৩

"ব্রাহ্মণের বাহুল্য হইলে তাঁহাদিগের পূজা হয় না, উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করান হয় না, উপযুক্ত কালের অতিক্রম হয়, দ্রব্য সকল বিশুদ্ধ হয় না, গুণান্বিত ব্রাহ্মণ লাভ হয় না। এই পাঁচ প্রকার ব্যাঘাত হয় বলিয়া ব্রাহ্মণের বাহুল্য করিবে না।"

"যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষমন্ত্রবিৎ।

তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তশূলর্ষ্ট্যয়োগুড়ান্॥" ১৩৩।৩

"মন্ত্রজ্ঞানহীন (বেদজ্ঞানহীন) ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রদত্ত অন্নের যে কয়েকটী গ্রাস-ভোজন করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তা মৃত হইয়া ততঃগুলি প্রজ্বলিত শূলর্ষ্ট্যাখ্য লৌহপিণ্ড ভোজন করেন।" ভগবান্ মনু তৎপর ১৫৩ শ্লোক হইতে ১৬৬ শ্লোক পর্য্যন্ত নিন্দিত ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন, অর্থাৎ জটিল, মুণ্ডিতমুণ্ড, ব্রহ্মচারী, বেদাধ্যয়নশূন্য, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রিয়াপরায়ণ এবং বহু যাজনশীল, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। গ্রামালোকের বা রাজার বেতনভুক্, ভৃত্য, গুরুর বিরুদ্ধাচারী, চিকিৎসক, দেবল, মাংসবিক্রেতা, নৃত্য গীত দ্বারা জীবিকাকারী, কুশীদগ্রাহী, ক্ষয়রোগী, বেপারী, নটবৃত্তিক, যে বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে, যিনি শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার করেন, পিতা, মাতা ও গুরুত্যাগী, পতিত সংসর্গী, মিথ্যুক, মিথ্যাবাক্য শিক্ষাদাতা, গৃহদাহী, কুণ্ড ও গোলকের অন্নভোজী, তোষামদকারী, ইক্ষু, দুগ্ধ দধি, মদ্য, লবণ, লৌহ প্রভৃতি বিক্রয়ী, মদ্যপায়ী, নক্ষত্রজীবী, পক্ষী-পোষক, যিনি জীবিকার জন্য রাটী নির্ম্মাণ করেন, যিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন, যিনি দৌত্যকর্ম্ম করেন, হিংসুক, শূদ্রজীবী, আচারবর্জ্জিত, যিনি ধর্ম্মকর্ম্মে নিরুৎসাহ, কৃষিকার্য্যকারী, শ্লীপদী, যিনি ধন গ্রহণ করিয়া প্রেতকার্য্য করেন, অক্ষরজীবী, শাকুনিক, পতিত, পতিতসংসর্গী, ম্লেচ্ছজীবী, ম্লেচ্ছভাষী প্রভৃতি ব্রাহ্মণকে পৈত্রকর্ম্মে পরিত্যাগ করিবে। মনু ১৬৭ শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।

এই সকল গর্হিত আচারী অপাঙ্‌ক্তেয়, অধম ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না, এই সমুদয় ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে, শ্রাদ্ধফলের ও

শ্রাদ্ধকর্তার কিরূপ দোষ বর্ত্তিবে, তাহা ১৭০ শ্লোক হইতে ১৮১ শ্লোকে বিবৃত করিয়া ১৮২ শ্লোকে বলিলেন :—

"ইতরেষু ত্বপাঙ্‌ক্ত্যেষু যথোদ্দিষ্টেষ্বসাধুষু।
মেদোঽসৃঙ্‌মাংসমজ্জাস্থি বদন্ত্যন্নং মনীষিণঃ ॥" ১৮২।৩ অঃ।

অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ভোজন করান হয়, তাহা জন্মান্তরে শ্রাদ্ধকর্তার ভোজনের জন্য মেদ, রক্ত, মাংস, মজ্জা, ও অস্থি স্বরূপ হয়, অর্থাৎ শ্রাদ্ধকর্তা তত্তদভোজীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

শ্রাদ্ধীয়ব্রাহ্মণ ভোজনের আলোচনায় জানা গেল, পিতৃপক্ষে একজন, দৈবপক্ষে তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করানই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। একত্রে চারিজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ঘটিলে, দৈবপক্ষে একজন, পিতৃপক্ষে একজন, বেদমন্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণই ভোজন করাইবে। অধিকব্রাহ্মণ লাভের সম্ভাবনা থাকিলে এবং অধিকব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার শক্তি থাকিলেও অধিক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। অমন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে শ্রাদ্ধকর্তার প্রদত্ত অন্নের যতগুলি গ্রাস, সেই ভোজন করিবেন, শ্রাদ্ধকর্তা মৃত হইয়া ততঃগুলি প্রজ্বলিত শূলর্ষ্ট্যাথ্য লৌহপিণ্ড ভোজন করিবেন এবং নিষিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ভোজন করান হয়, তাহা শ্রাদ্ধকর্তার জন্মান্তরে ভোজনের জন্য মেদ, রক্ত, পূজ, মাংস, বসা, মজ্জা ও অস্থি স্বরূপ হয়, অর্থাৎ শ্রাদ্ধকর্তাকে তত্তৎ ভোজীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

বৈষ্ণবন্ধুগণ! একবার স্থিরচিত্তে মনুর শাসনবাক্যের প্রতি অনুধাবন করুন! একবার আপনাদের দুঃখার্জ্জিত প্রভূতধনের অপব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করুন! শ্রাদ্ধকর্তা পিতৃকার্য্যের সুফল প্রাপ্তির আশায়. হয়তঃ ধর্ম্মার্থ বা লোক প্রীত্যর্থ অথবা খ্যাতি লাভার্থ পরীক্ষা না করিয়া, বিচার না করিয়া নামধারী, সূত্রধারী ব্রাহ্মণ মাত্রকে ভোজন করাইলেন এবং দক্ষিণাদি প্রদান করিয়া মস্ত একটা নাম ক্রয় করিলেন, তাহাতে ফল হইল যে, যাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করাইল, তাহা তিনি প্রাপ্ত হইলেন না; শ্রাদ্ধকার্য্য কেবল পণ্ড হইল তাহা নহে, শ্রাদ্ধকর্তা নিরয়গামী হইবেন এবং তথায় প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ড ভোজন করিবেন। তাহাতেও নিস্তার নাই, তৎপর মেদ, রক্ত, পূজ, মাংস ও অস্থি ভোজীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তত্তৎভোজী হইবেন, এইত হইল আমাদের আড়ম্বরপূর্ণ শ্রাদ্ধ

কন্যার ফল। শাস্ত্রকারগণ তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন "মন্বার্থ বিপরীতা য সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে" মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্ত নহে।। মন্বাদিশাস্ত্রকারগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন—বিদ্বানকে অর্থাৎ বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, কখনও অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পিতৃকার্য্যে ভোজন করাইবে না। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, পুরাকালে বেদবিদ্যাসমাপ্তকারী ত্রিজ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থাই ছিল, তদভাবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইত।• মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসঃ" মহাভারতের উদ্‌যোগপর্ব্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" লিখিত হইয়াছে। এই সমুদয় শ্লোকের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট হওয়া যায়, বৈদ্যউপাধিধারী ব্রাহ্মণগণই মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রহ্মা, ঋষি, পিতৃলোক ও দেবতা পর্য্যায়স্থ বৈদ্যগণ হইতে ভূর্লোকস্থ মানবীগণের গর্ভে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে বিধায়, বৈদ্যগণ সর্ব্বতাত, তাতবৈদ্য, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি পিতৃবাচক উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইয়া ছিলেন। মহর্ষি চরক চিকিৎসাস্থানের ৮১ শ্লোকে "তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ" বলিয়া বৈদ্যগণের স্থান ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের উপরে সংস্থাপিত করিয়াছেন। অশ্বিনী-কুমার, ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর প্রভৃতির পূজা, স্তোত্র, ও হোম প্রভৃতির ব্যবস্থা ঋগ্বেদের প্রথমমণ্ডলের দ্বাত্রিংশসূক্তের ১—৪ প্রভৃতি বহুঋকে ও মহাভারতের তৃতীয় অধ্যায়ের ৮৪।৮৭ শ্লোকে ধন্বন্তরির উদ্দেশ্যে নিত্যহোমের ব্যবস্থা জলন্ত অক্ষরে বিবৃত থাকায়, বৈদ্যদিগের ঋষিত্ব, পিতৃলোকত্ব ও দেবত্ব সূচিত হইতেছে। বর্ত্তমানযুগেও শির, নাভি ও পদগয়ায় যেই সমস্ত ব্রাহ্মণ তীর্থগুরু রূপে পূজিত হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই বৈদ্যব্রাহ্মণ। তাহা তাঁহাদের গোত্র ও পদবির প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যাইবে। গয়ায় যাঁহারা পিতৃকর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাঁহারা তীর্থগুরুকে ভোজন করাইয়া কৃতার্থকৃত হন, ব্রাহ্মণাদি সকলেই তাঁহাদের নিকট হইতে সুফল লাভের প্রত্যাশায় দক্ষিণা প্রদান করেন। ইহা হইতে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ অধিক আর কি হইতে পারে?

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে উপাধি ঃ - এমন একদিন ছিল, মহর্ষিগণকেও বৈদ্য উপাধিদ্বারা সম্মানিত করা হইত। সূর্য্যবংশের কুলগুরু ও পুরোহিত

মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে, মহর্ষি বাল্মীকি বৈদ্য সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া মহর্ষিগণের মধ্যে যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। যথা :—

"ততঃ প্রকৃতিমান বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।

বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ॥" মহাভারত।

"তদনন্তর তাঁহাদের পিতৃপুরোহিত "বৈদ্য" (সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ) বশিষ্ঠ তদবস্থাপন্ন ভরতকে উঠাইয়া বলিলেন" ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়, বৈদ্যগণই সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। বৈদ্য বলিলে, তিনি যে সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি, এইরূপ জ্ঞান তখনকার দিনে সকলেরই ছিল। অম্বষ্ঠগণের বর্ণনির্ণয় নিয়া যাঁহারা বাদ প্রতিবাদ করার প্রয়াসী, তাঁহাদের সংস্কার্থ ঋগ্বেদ হইতে বশিষ্ঠদেবের উৎপত্তির প্রমাণ এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ঋগ্বেদ বলেন :—"উতাসি মৈত্রাবরুণো বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যা ব্রহ্মণমনসোঽধিজাতঃ" ১১।১৩ সূ। হে ব্রহ্মণ বশিষ্ঠ! তুমি মিত্রাবরুণের ঔরসে ও স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশীর গর্ভজাত। এইখানে মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি বশিষ্ঠকে ব্রহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ না হইলে অযোধ্যারাজ্যের কুলপুরোহিত হইতে পারিতেন না এবং তাঁহার বংশধরগণকে ব্রাহ্মণ রূপে ভারতীয় সমাজে দেখিতে পাইতাম না। যেই শঙ্করাচার্য্যকে শঙ্করো স্ব শিবো বা বলিয়া ভগবানের অবতার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যকে ও চোলদেশীয়, প্রধান ব্রাহ্মণ শিষ্য "ভিষক্তম্" অর্থাৎ বৈদ্য বলিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন যথা "ভিষক্তমত্বাং ভিষজাং শৃণোমীত্যাকস্য যোঽভূত্বদি তাবতারঃ" আপনি অবতাররূপে উদিত হইয়াছেন। তাই আপনাকে ভিষক্‌গণের (বৈদ্যগণের) মধ্যে ভিষক্ শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি। অর্থাৎ ভিষক্ বিদ্বান্ জাতি, আপনি তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনার ন্যায় বিদ্বান কেহই নাই। ইহা হইতে বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে? বৈদ্য উপাধি যে বেদবিদ্যার সমাপ্তি সূচক ছিল এবং তাহা যে ঋষি, দেবতা ও পিতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের ছিল, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ইহা হইল অতীতযুগের কথা, বর্ত্তমানযুগেও মিশ্র, ঠাকুর, গোস্বামী, বাচস্পতি, চূড়ামণি, সরস্বতী, শিরোমণি, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যারত্ন ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতি উপাধিধারী বৈদ্যের অভাব ছিল না, এখনও অভাব নাই। এই সমুদয় উপাধি হইতে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়। এমন একদিন ছিল, পুরোহিতগণকেও আয়ুর্ব্বেদে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইত।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে আয়ুর্ব্বেদ :—পুরোহিতের লক্ষণের উল্লেখে কামান্দকশাস্ত্র বলেন :—

"ত্রয্যাঞ্চ দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ।
অথর্ব্ববিহিতং কুর্য্যান্নিত্যং শান্তিকপৌষ্টিকম্॥"

এইস্থলে শান্তিক, পৌষ্টিক বলাতে মন্ত্রাদি ও ঔষধাদি দ্বারা গ্রহপীড়া বা রোগের শান্তি ও ভৈষজ্য প্রয়োগ দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন, এই উভয়বিধ চিকিৎসাকার্য্য পুরোহিতের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। বৈদ্যকশাস্ত্রের বালরোগাধিকারে বলা হইয়াছে :—"বলিশান্তীষ্টকর্ম্মাণিকাম্যানি গ্রহশান্তয়ে। মন্ত্রশ্চায়ং প্রয়োক্তব্যস্তত্রাদৌ সার্ব্বকালিকঃ ওঁ নমো ভগবতে, ইত্যাদি।" এই সমুদয় বচন হইতেও জ্ঞাত হওয়া যায় যে "বৈদ্য" উপাধি ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ছিলেন, তাই বশিষ্ঠ ও ধৌম্য প্রভৃতি মহর্ষি পুরোহিতগণকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিদ্যাসমাপ্তিসূচক, অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন পরিসমাপ্তি সূচক "বৈদ্য" উপাধি প্রাপ্ত হইলে ও তাহারা বৃত্ত্যর্থ যে চিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং বৈদ্য মহাকবি কালিদাস সূর্য্যবংশের সুদক্ষিণার গর্ভস্থ বালকের পুষ্টির জন্য অপর বৈদ্য আনয়নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন :—"কুমারভৃত্যাকুশলৈরনুষ্ঠিতে, ভিষগ্ভিরাপ্তৈ রথগর্ভভর্ম্মণি" ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদ (অথর্ব্ববেদ) অধ্যয়ন করিয়া বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হওয়াতে, তাঁহারা নিন্দিত ব্রাহ্মণ ছিলেন না; বরং ব্রাহ্মণকুলের অগ্রণী ছিলেন। অথর্ব্ববেদ যে সর্ব্ববেদের মধ্যে প্রধান, তাহা মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে :—"স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববেদ প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ" ব্রহ্মা, সর্ব্ববেদের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ নামে যাহা গ্রথিত, তাহা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে উপদেশ করিয়াছিলেন। সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে "বেদাহমৃতাঃ" বেদ সকলই অমৃত অর্থাৎ দেবতার যোগ্য ও মৃত্যু নিবারক। মহর্ষি চরক বলেন :—"আয়ুর্ব্বেদোহমৃতানাং শ্রেষ্ঠঃ" আয়ুর্ব্বেদ অমৃত সকলের (বেদসকলের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বেদসমূহের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ শ্রেষ্ঠ হইল কেন? তদুত্তরে বলা হইয়াছে :—

"তস্মায়ুঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাংমতঃ।
বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োর্হিতঃ॥

যেহেতু আয়ুর্ব্বেদ ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল জনক হয়, সেই হেতু বেদবিদ্ অর্থাৎ বৈদ্যগণের প্রিয় ও পবিত্রতম আয়ুর্ব্বেদ আমি বলিতেছি। মহর্ষি সুশ্রুত বলেন:—"চিকিৎসিতং পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি শুশ্রুম:" চিকিৎসাকার্য্য ভিন্ন পুণ্যতম কার্য্য আর কিছুই নাই। স্থানান্তরে বলিয়াছেন;—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
চিকিৎসিতাদ্ধিতত্তরং নাস্তি লোকে হি দেহিনাম্॥"

যেহেতু আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, বিষয়ভোগ ও মুক্তির কারণ হয়, সেই হেতু রোগ প্রতিকার অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর দেহীর পক্ষে পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। ফলতঃ প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ এই উপকারিত্ব ও পুণ্যতমত্ব হেতুতে আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠতা, ইহা হইতে আর কি হইতে পারে? আয়ুর্ব্বেদ বেদশ্রেষ্ঠ বলিয়াই সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নের পর পুনঃ উপনীত হইয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। যাঁহারা বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাপরিসমাপ্তি করিতেন, তাঁহারা বৈদ্য, ত্রিজ, অম্বষ্ঠ, ভিষক্ প্রভৃতি সমুচ্চ গৌরব সূচক উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা যে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা উদার প্রকৃতির মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে গ্রহাচার্য্য;—ব্রাহ্মণের পরিণীতা বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে যেই সব অম্বষ্ঠাখ্য ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারাও সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন ও আছেন। তাহা মম্বাদি শাস্ত্রকারগণ, মহাভারতাদি প্রণেতা মহর্ষিগণ মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাঁহারাও চিকিৎসাবৃত্তিক ছিলেন। সেই সমস্ত অম্বষ্ঠব্রাহ্মণের বংশধরগণ, যজনব্রাহ্মণগণের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমাজে অনুলোম বিবাহের যখন ব্যবস্থা ছিল, তখন অম্বষ্ঠের অনুলোমাপত্নীগণের গর্ভে বহু জাতির সৃষ্টি হইয়াছে দৃষ্ট হয়। পরশুরামসংহিতোক্ত জাতিমালায় গ্রহাচার্য্য গন্ধবণিকের উৎপত্ত্বি সম্বন্ধে লিখিত আছে:—

"অম্বষ্ঠাদ্‌গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভে সমুদ্ভবঃ।
নক্ষত্র তিথিযোগাদি গ্রহনির্ণয় কারকঃ॥"

অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভে যে জাতি উৎপন্ন হয়, তাঁহাদিগকে গণক বলে, নক্ষত্র, তিথি, যোগ ও গ্রহ প্রভৃতির নির্ণয় করাই তাঁহাদের বৃত্তি।

গণকের অপর নাম গ্রহাচার্য্য বা গ্রহবিপ্র। তাঁহারা ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত ছিলেন, তাঁহারা কি কারণে ব্রাহ্মণজাতির বহির্ভূত জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা "বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। গন্ধবণিক্ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন :—

"অম্বষ্ঠাদ্রাজপুত্রো যে গান্ধিকোহভবেদ্বণিক্।
লিখনং গন্ধদানঞ্চ তস্য বৃত্তিমকল্পয়ৎ॥"

অম্বষ্ঠ হইতে রাজপুত্রকন্যাতে গন্ধবণিকজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। লিখন ও গন্ধদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করাই ইহাদিগের বৃত্তি। বৈদ্যবিদ্বেষী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বিশ্বকোষের ২৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

অম্বষ্ঠাৎ রাজপুত্র্যাঞ্চ জায়তে গান্ধিকো বণিক্।
গন্ধচন্দনধূপাদি ক্রয় বিক্রয় কারকঃ॥

অম্বষ্ঠের ঔরসে রাজপুত্র মহিলার গর্ভে গন্ধবণিকের জন্ম। গন্ধ, চন্দন ও ধূপাদির ক্রয় বিক্রয় ইঁহাদিগের জীবিকা। ইঁহারাও দ্বিজজাতি ছিলেন, তাঁহাদের উপবীত ছিল। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকে স্বর্ণকার ও সুবর্ণ বণিক্জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ তস্যাম্বষ্ঠসমুদ্ভবৌ"।

স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক্ অম্বষ্ঠের ঔরসে ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন। বৃদ্ধআপস্তম্বসংহিতার একাদশ অধ্যায় ১৮ শ্লোকে আছে :

মাহিষ্যাং তথাম্বষ্ঠাৎ তাম্বুলী সমজায়তঃ।

অম্বষ্ঠের ঔরসে মাহিষ্যকন্যার গর্ভে তাম্বুলীজাতির জন্ম হয়। জাতিশব্দ গ্রন্থে আছে :—

"মাহিষ্য কন্যকাসুস্থ অম্বষ্ঠাৎ যং প্রসূয়তে।
স তাম্বুলীতি বিখ্যাতঃ তাম্বুল ক্রয়বিক্রয়ী"॥

অম্বষ্ঠ হইতে মাহিষ্যকন্যার গর্ভে যে পুত্র হইয়াছে, তাঁহারা তাম্বুলাদি ক্রয় বিক্রয়কারী তাম্বুলী বলিয়া বিখ্যাত। তথায় কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখা আছে :—

অম্বষ্ঠাচ্ছূদ্রকন্যায়াং কায়স্থো মসীজীবকঃ।

অম্বষ্ঠ হইতে শূদ্রকন্যাতে মসীজীবী কায়স্থ জন্মিয়াছে। অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের গোত্র ও পদবি এই গন্ধবণিক্, তাম্বুলী, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক এবং

কোন কোন কায়স্থগণের গোত্র ও পদবিতে পরিদৃষ্ট হয়। ইঁহারা অম্বষ্ঠাখ্য ব্রাহ্মণগণের অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান বিধায়, উপবীত ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় সুযোগ বুঝিয়া সর্ব্বগ্রাসী বজন ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদিগের দ্বিজোচিত উপনয়নসংস্কার রহিত করেন। তদবধি গ্রহবিপ্র ব্যতীত অম্বষ্ঠের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাত গণকত্রয়, তাম্বূলী ও কায়স্থগণ সংস্কারবিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাহার উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, গন্ধবণিক চন্দ্রধর বা চাঁদসওদাগরের উপবীত ছিল। তিনি স্বহস্তে দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতেন। মনসাদেবীর অর্চ্চনা করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, চন্দ্রধরের সহিত মনসাদেবীর বিবাদ হয়, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু ও তাঁহার বিশ্বকোষে বৈশ্য ও সাহাশব্দে লিখিয়াছেন, ইঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া রাজশক্তির সাহায্যে ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদিগকে পতিত করিয়াছেন, ইঁহারা বৈষ্ণব ও কৃষ্ণভক্ত।

এই সমুদয় প্রমাণাবলী হইতে প্রতীতি হয়, অম্বষ্ঠগণের অনুলোমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণও দ্বিজ ছিলেন এবং দ্বিজোচিত সংস্কার তাঁহাদের ছিল। তাহার নিদর্শন গণকগণ এখনও উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়া গ্রহবিপ্র পদবিতে পরিচিত হইতেছেন। অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণ না হইলে, তাঁহাদের অনুলোমা পত্নীজাত সন্তানগণ বিপ্রপদবি প্রাপ্ত হন কিরূপে? শাস্ত্রকার-ঋষিগণ ও ঐতিহাসিক গ্রন্থপ্রণেতা মহর্ষিগণ তারস্বরে বলিয়াছেন অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণ। যেইস্থলে ব্রাহ্মণের অনুলোমা বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণ, সেই স্থলে দেবকন্যাগণের গর্ভে মহর্ষিগণের ঔরসে জাত সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি সন্তানগণকে যাঁহারা অব্রাহ্মণ বলেন, তাঁহারা যে কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্গীয়বৈদ্যগণ জগৎপূজ্য দেবতা ও পিতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণ-গণের বংশধর হইয়াও যেমন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ও বজনব্রাহ্মণগণের প্রকোপে পড়িয়া বৈশ্য, শূদ্রাচারের অধীন হইয়া কাল যাপন করিতেছিলেন, তদ্রূপ অম্বষ্ঠব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীজাত সন্তান, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, সুবর্ণ বণিক, তাম্বূলী ও কায়স্থগণও বজনব্রাহ্মণের কূটনীতিতে পড়িয়া শূদ্রাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছেন এমন নহে, কোন কোন স্থলে জলাচারেরও বহির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন।

বৈদ্যবৃত্তি ধর্ম্মোপার্জ্জনের সহায় :— শাস্ত্রকার বলেন :—

"কপিলা কোটীদানাদ্ধি যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্।
ফলং তৎ কোটীগুণিতমেকাতুরচিকিৎসয়া॥"

কোটী কপিলা দান করিলে যে ফল লাভ হয়, একটী মাত্র রোগীকে আরোগ্য করিতে পারিলে তাহার কোটীগুণ ফল হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন :—

"কচিদর্থঃ কচিন্মৈত্রী কচিদ্ধর্ম্মঃ কচিদ্যশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ কচিচ্চেতি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥"

কোনস্থলে অর্থ, কোনস্থলে মিত্র, কোনস্থলে ধর্ম্ম, কোনস্থলে যশঃ, কোনস্থলে কর্ম্মাভ্যাস হয়, চিকিৎসা কোনস্থলেই নিষ্ফলা নহে। মহর্ষি চরক বলেন :—

"নাত্মার্থং নাপি কামার্থমথভূতদয়াং প্রতি।
বর্ত্ততে য শ্চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতি বর্ত্ততে॥
কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসাপণ্যবিক্রয়ম্।
তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে॥"

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত বা কোন কাম্যবস্তু লাভের জন্ত চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করা উচিত নহে। যে কেবল মাত্র মানবজাতির হিতার্থে ব্যাধি প্রশমিত করে, সে সকলকে অতিক্রম করে। যে পণ্যদ্রব্যের স্তায় চিকিৎসা বিক্রয় করে, সে কাঞ্চনরাশি ত্যাগ করিয়া ভস্মরাশির ভজনা করে। ভাবপ্রকাশ বলেন :— "নৈব কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসা পুণ্যবিক্রয়ম্" বৈদ্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া চিকিৎসা রূপ পুণ্য বিক্রয় করিবে না। অন্তত্র ভাবপ্রকাশ বলেন :—

"চিকিৎসিতং শরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ।
স যৎ করোতি সুকৃতং তৎ সর্ব্বং ভিষগশ্নুতে॥"

যে দুর্ম্মতি বৈদ্যের চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া বৈদ্যকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক চিকিৎসিত শরীর মুক্ত করে না, সে যেই সমস্ত সুকৃতির অনুষ্ঠান করিবে, তৎ সমস্তই বৈদ্য প্রাপ্ত হইবেন। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন :—

"ভিষগপ্যাতুরান্ সর্ব্বান্ স্বসুতানেব যত্নবান্।
অবাধেভ্যো হি সংরক্ষেদিচ্ছন্ধর্ম্মমনুত্তমম্॥"

বৈদ্য সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম কামনা করিয়া রোগিগণকে স্বীয় সন্তানের স্তায়

সংরক্ষণ করিবেন।

এই সমুদয় বচনাবলীর প্রতি নিবিষ্টচিত্তে দৃষ্টি করিলে জানা যায়, বৈদ্য-বৃত্তিই একমাত্র ধর্ম্মোপার্জ্জনের সহজ পন্থা ছিল। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমম্" ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ মহাফলের মূল আরোগ্য, সেই আরোগ্য প্রদানে বৈদ্যের যে চতুর্ব্বর্গফলের অধিক ফল লাভ হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এইসব কারণে বৈদ্যগণ যাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে চিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলনে জীবিকা করিতেন। পরবর্ত্তী যুগাদিতে যাঁহারা চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া যাজনাদি বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তীর্থগুরু রূপে সংস্থিত হইলেন; তাঁহারা যজনব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে প্রখ্যাত হইয়া থাকিলেও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীর নাম স্মৃতিচিহ্ন রূপে অদ্যাবধি ধারণ করিতেছেন। যেই সব প্রতিবাদক বলেন, বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইরূপ কোন প্রমাণ বেদে নাই। তাঁহাদের ভ্রম নিরসনের জন্য ঋগ্বেদ হইতে দুইটী মাত্র প্রমাণ এইস্থলে অধ্যাহার করিলাম।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে ঋগ্বেদ ঃ—

"যত্রৌষধীঃ শমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্ রক্ষোহামীব চাতনঃ॥" ১০ম ৯৭ সূক্ত

রাজগণ যেই রূপ রক্ষোর শর প্রয়োগ করেন, সেই রূপ যেই ব্রাহ্মণ রোগনাশক ঔষধির প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে ভিষক্ বলা যায়। এই স্থলে ঋগ্বেদ ভিষক্‌কে (বৈদ্যকে) ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। বৈদ্যগণ মুখ্য ব্রাহ্মণ না হইলে, মহামান্য ঋগ্বেদ কখনও ভিষক্‌কে ব্রাহ্মণ বলিতেন না। পুনঃ বলিতেছেন ঃ—

"মা বো রিষৎ খনিতা যস্মৈ চাহং খনামি বঃ
দ্বিপাচ্চতুষ্পাদস্মাকং সর্ব্বমস্তনাতুরম্।
ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি॥"

হে ঔষধি সকল! আমি তোমাদিগকে মূলের নিমিত্ত খনন করিতেছি বলিয়া তোমরা আমার হানি করিওনা, পরন্তু এইস্থলে আমার উদ্দিষ্ট প্রাণী দ্বিপাদ, চতুষ্পাদ হউক, যেন নিরোগ হয়। ঔষধিরা আপনাদিগের রাজা সোমের সহিত কথার বিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন; হে রাজন্! এই ব্রাহ্মণ যাহার নিমিত্ত মূলগ্রহণ করিতেছেন, তাহাকে আপনি রোগ মুক্ত করুন।

মহামান্ত ঋগ্বেদ যেই বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, মহামান্ত অথর্ব্ববেদ যেই বৈদ্যকে মুক্তকণ্ঠে ব্রাহ্মণ স্বীকার করিয়াছেন, মন্বাদি সংহিতাকার মহর্ষিগণ যেই বৈদ্যকে সমুচ্চকণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, রামায়ণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণেতা ঋষিগণ যেই বৈদ্যকে "তাত বৈদ্য" "সর্ব্বতাত" প্রভৃতি পিতৃবাচক উপাধিতে ভূষিত করিতে সঙ্কুচিত হন্ নাই, পুরাণাদি গ্রন্থকর্ত্তাগণ যেই বৈদ্যকে বিশ্ববন্দ্য' দেবজাতি বলিয়া, যজন ব্রাহ্মণেরও অতীত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেই সংস্কৃত অভিধান বৈদ্যজাতিকে বিদ্বান্-জাতি বলিয়াছেন, মহর্ষি অগ্নিবেশ, সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষিগণ যেই বৈদ্যজাতিকে দেবপ্রভব বলিয়াছেন, সেই জগৎপূজ্য বৈদ্যজাতিকে যাঁহারা অব্রাহ্মণ বলিতে চাহেন, তাঁহারা কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে উৎকলকারিকা :—

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ।
মৌদ্গল্যো দাশশর্ম্মা চ গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ॥
ধন্বন্তরিঃ সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ।
শাণ্ডিল্যশ্চ চন্দ্রশর্ম্মা অম্বষ্ঠা ব্রাহ্মণা ইমে॥"

পণ্ডিত স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৩৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা চ গৌতমঃ,
আত্রেয়ো রথশর্ম্মা চ নন্দিশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ।
কৌশিকো দাশশর্ম্মা চ সেনশর্ম্মা চ মুদ্গলঃ॥

এই সব উৎকলকারিকা হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায়, বৈদ্যগণের (অম্বষ্ঠগণের) শর্ম্মা উপাধি ছিল। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই নিজ নিজ আদিপুরুষের নামের সহিত শর্ম্মা পদবি সংযোগ করিয়া আত্ম পরিচয় দিতেছেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে শ্রীখণ্ডসমাজ :—

চট্টলস্থ বরমাগ্রামের বৈশ্বানরগোত্র সেনবংশের কুষ্ঠিপত্রের শিরোভাগের লিখিত শ্লোক দৃষ্টে জানা যায়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শর্ম্মা লিখিতেন :—

"রাঢ়ায়াং পশ্চিমে দেশে কুলচন্দ্র সমুদ্ভবঃ।
বৈশ্বানরস্ত গোত্রস্ত সেনরাঘবশর্ম্মণঃ॥
চট্টলে গচ্ছতি সত্যে রাঘবস্তিষ্ঠতি বরকে।
যশো রাঢ়ে সমুদিত্য সেনাটাবুপাতিষ্ঠতি॥"

পশ্চিম জনপদস্থিত রাঢ়নগরীতে বৈশ্বানরগোত্রীয় রাঘব সেনশর্ম্মার শ্রেষ্ঠ কুলীন বংশসম্ভূত "সত্যরাম" চট্টলে গমন করেন। "রাম" বঙ্গদেশে থাকেন. এবং "যশোরাম" রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সেনাটী গ্রামে বসতি করিতেছেন। এই বচনের দ্বারা প্রতীতি হয়, তৎকালে শ্রীখণ্ডসমাজের বৈদ্যগণ নামান্তে শর্ম্মা পদবী লিখিতেন, বর্ত্তমানেও শ্রীখণ্ডসমাজের বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকেই দীক্ষাগুরুর কার্য্য করেন। তাঁহাদের বহু ব্রাহ্মণশিষ্য এই বৈদ্য বিদ্বেষিতার যুগেও রহিয়াছেন। জনশ্রুতিতে জানা যায়, কাসিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ও শ্রীখণ্ডসমাজের বৈদ্যব্রাহ্মণের শিষ্য। শ্রীখণ্ড, ভাজনঘাট, বুধপুরা প্রভৃতি গ্রামের বৈদ্যগণের সদাচারাদির প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিলে অনেক বৈদ্য বিদ্বেষ্টার বিদ্বেষবুদ্ধি তিরোহিত হইবে!

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে যোগীন্দ্রনাথ :— প্রাচ্য প্রতীচ্য জ্ঞানসম্পন্ন বহু ঐতিহাসিকগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "রামপ্রসাদ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :— মহর্ষি গালব বৈশ্যকন্যা বীরভদ্রার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রবতী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন বৈশ্যকন্যা বলিলেন প্রভু! আমার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু ঋষি বাক্যত লঙ্ঘন হইবার নহে। তখন সমস্ত ঋষিগণ একটী কুশপুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রাণসঞ্চার করতঃ তাঁহার ক্রোড়ে প্রদান করিলেন এবং বীরভদ্রাকে বলিলেন মা! তুমি আর বিবাহ করিওনা, এই পুত্রকে লইয়া পিতৃকুলে অবস্থান কর। বীরভদ্রা অবনতমস্তকে তাই স্বীকার করিলেন। ঋষিগণের বেদমন্ত্রে জন্ম বলিয়া ইনি ব্রাহ্মণ হইলেন এবং অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। চিকিৎসা তাঁহার বৃত্তির মধ্যে নির্দ্ধারিত হইল। ব্রাহ্মণের ন্যায় শাস্ত্রাদি পঠন, পাঠন, দশবিধসংস্কার, উপবীত ধারণ, ঔষধপ্রস্তুত সময়ে যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতি সমস্তই করিতে পারিবেন, কেবল সাধারণ পূজাদি কার্য্যে তাঁহাদের অধিকার থাকিবেনা এবং বিবাহ আহার ও বিহার চলিবেনা। বৈদ্য ও ব্রাহ্মণে এইটুকু মাত্র প্রভেদ। নতুবা তাঁহারা অপরাপর সমস্ত শাস্ত্রীয়কার্য্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমান অধিকারী। গ্রন্থকার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বৈদ্যজাতির উৎপত্তি এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত আহার, যৌন সম্বন্ধ ও পূজাদি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বৈদ্যজাতির বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে লিখিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের মতানৈক্য থাকিলেও

তাঁহার উদারতার ও সত্যকথনের জন্ত তাঁহাকে সপ্রণাম অসংখ্য ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি যেই রূপ সরলপ্রাণে বলিয়াছেন- "বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ"! সমস্ত শাস্ত্রীয়কার্য্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈদ্যগণ সমান অধিকারী !! এইরূপ সরলপ্রাণে যদি বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বৈদ্যজাতিকে ব্রাহ্মণ প্রতিপাদন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গৌরব আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইত।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে রঘুনাথ শিরোমণিঃ:—

বাকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বাস্তব্য শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাশশর্ম্মা প্রণীত "সন্ধিবোধম্" নামক পুস্তক সম্বন্ধে যেই অভিমত দিয়াছেন:—

"বিষ্ণুপুর নিবাসিনা ধন্বন্তরিপ্রতিম বৈদ্যবংশাবতংস শ্রীহৃষিকেশ দাশশর্ম্মণঃ পিত্রানুকারিণা তত্তৃতীয় পুত্রেণ শ্রীভোলানাথ দাশশর্ম্মণা সঙ্কলিতঃ সন্ধিবোধ নামায়ং গ্রন্থঃ সন্ধিৎসুনাং সুকুমারমতীনামপি বালানামনায়াসেন সন্ধিবোধোপযোগী ভবিষ্যতি। ১৪ই আষাঢ় ১৩২১সাং

শিরোমণ্যুপাধিক শ্রীরঘুনাথ শর্ম্মণঃ।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে রাখালচন্দ্র ন্যায়রত্ন:—

বিষ্ণুপুরবাস্তব্য নানাদেশ বিখ্যাত চিকিৎসাদি শাস্ত্রকুশলস্য শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ দাশশর্ম্মণ স্তত্তৃতীয়পুত্রেণ শ্রীমতা ভোলানাথ দাশশর্ম্মণা বাল্যেবয়সি বিরচিতমিদং সন্ধিবোধং দৃষ্ট্বা বয়মতীব সন্তুষ্টা ভবামঃ। ১৩২০সাল ৯ই ভাদ্র।

ন্যায়তর্কতীর্থোপাধিক শ্রীরাখালচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সরলা দেবী:—

ললনা কুল গৌরব স্বনাম ধন্যা বিদুষী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছেন "বাঙ্গালার বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা ঠিকই। কেননা লাহোর অঞ্চলে আমার শশুর মহাশয়দিগের সাতটী শাখা বিদ্যমান তন্মধ্যে একটী শাখা "বৈদ্য" নামে পরিচিত। ১৩১১ বাংলা ১৪ই আষাঢ় [মন্দারমালা] শ্রীযুক্ত রামভূজ দত্তশর্ম্মা চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। দত্তপদবি বৈদ্যব্রাহ্মণের ভিন্ন যজনব্রাহ্মণের হইতে পারে কিনা সুধীগণ বিচার করিবেন। তাঁহাদের দৈবপৈত্র কর্ম্মাদি দেবশর্ম্মোল্লেখে হইয়া থাকে

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে রামগতি ন্যায়রত্ন:—

বঙ্গের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লক্ষ্মণসেনের তাম্র-

শাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া "সাহিত্যবিষয়ক" গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কথঞ্চিৎ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল :—"জগদ্ধরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, নারায়ণধরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, নরসিংহধরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গ্যগোত্রায় অঙ্গিরোবৃহস্পতিশিনিগর্গভরদ্বাজ প্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে শস্ত্যাশাবিক শ্রীকৃষ্ণধরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেহহনি বিধিবদুদক পূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্য আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ ৩২৭ পৃঃ। ইহা হইতে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের উপকরণ আর কি হইতে পারে? এই তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনকে দেবশর্ম্মা বলা হইয়াছে।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় :—

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বনামধন্য অক্ষয়কুমারমৈত্রেয় মহাশয় তাম্রশাসন হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :— মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ চন্দ্রদেবঃ কুশলী শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তান্তঃপাতি নান্তমণ্ডলে নেহকাষ্ঠি পাঠকভূমৌ। ৪০২ তাম্রো যথোপরি লিখিতা ভূমিরিয়ম্ সমস্তরাজভোগকর হিরণ্য প্রত্যায় সহিত শথল্য [শাণ্ডিল্য] স্বো গোত্রায় ত্র্যুষি প্রবরায় মকরগুপ্ত প্রপৌত্রায় বরাহগুপ্ত পৌত্রায় সুমঙ্গলগুপ্ত পুত্রায় শান্তিবারিক শ্রীপিতবাসোগুপ্তশর্ম্মণে বিধিবদুদকপূর্ব্বকং তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তা অস্মাভিঃ ৪০৪ পৃঃ তাম্র অনুবাদ :—

মহারাজাধিরাজ মকরগুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গলগুপ্তের পুত্র, শান্তিবারিক পীতবাসগুপ্তশর্ম্মাকে যথাবিধি উদক স্পর্শ পূর্ব্বক পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতি নান্তমণ্ডলস্থিত নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাঠক পরিমিত ভূমিদান করিয়াছিলেন। ২২৬ পৃঃ

উপরি উক্ত তাম্রফলকের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, পীতবাসগুপ্তশর্ম্মা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ্যের অন্তর্গত নেহকাষ্ঠি (নৈহাটি) গ্রামের একপাঠক (পাখী) ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন। যজনব্রাহ্মণগণের গুপ্তশর্ম্মা পাঠ হয় না।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :—

প্রবাসীপত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে লিখিয়াছেন:—

পূর্ব্বে যখন সমাজে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল; তখন ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারিত। আর সেই সকল স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণই পিতৃজাতি পাইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইত। সুতরাং বৈদ্যগণ জাতিতে এখন ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেও আদিতে তাঁহারা ব্রাহ্মণই ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাঁহাদের বেদ পঠন, পাঠনে অধিকার বর্ত্তিয়াছিল এবং নাম হইয়াছিল বৈদ্য। অর্থাৎ বেদবিৎ, বেদপারগ, বিদ্বান ও পণ্ডিত। বৈদ্যেরা এইজন্যই ব্রাহ্মণত্ব বাচক শর্ম্মা পদবি ব্যবহার করিতেন। এইরূপে সুদীর্ঘপ্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গীয়বৈদ্য মহারাজগণ যে বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মৈথিলেশ্বর :—কলিকাতার খ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহাশয়কে দ্বারভাঙ্গার মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়নে যেই নিমন্ত্রণ পত্র দিয়াছেন তাহা এই। :—স্বস্তি

তর্কে গৌতমতা জগৎসুবিদিতা বেদাননে শেষতা
ব্রহ্মণ্যে জমদগ্নিতা স্মৃতিবিধৌ শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যাত্মতা।
মিমাংসাসু মুরারিতা চ বচনে বাগীশতা কেশতা,
মর্য্যাদাসু রতিসতা রুচিচয়ে যানাংশ্চা বিশ্রাম্যতি।
তান্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেনশর্ম্মণো
মহাশয়ান্মা নিমন্ত্রয়তি বাবু ব্রজনন্দন সিংহঃ।
চৈত্রে চন্দ্রমরীচিচর্চ্চিত দলে দিগ্বল্লিতাবাস্থিথৌ।
বারে হেমকরে মমাত্মজনুষো মৌঞ্জীনিবন্ধোত্ত্বঃ।
সম্ভাবী কৃপয়া তমত্রিয়মহৈল স্তুয়োলিন্যোহত্রাগতৈঃ
কীর্ত্তিব্রাতজলাভপূর্ণ শশভৃজ্যোতিতাশৈঃ বয়ম্।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনন্দন সিংহ দ্বারভাঙ্গার মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের ভ্রাতা। ইঁহারই পুত্রের উপনয়নে কবিরাজ মহাশয়ের নিমন্ত্রণ। চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈদ্য গণনাথকে অকপটে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে মৈথিলেশ্বর দ্বিধাবোধ করেন নাই। যে মৈথিলেশ্বর ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলীর সভাপতি, যেই সভায় বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত, সেই সভায় মিথিলার প্রাচীন ব্রাহ্মণ রাজবংশের বংশধর শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সিংহ বাহাদুরের নিমন্ত্রণ পত্রে বৈদ্য

"গণনাথকে শর্ম্মণো মহাশয়াস্তা নিবেদয়তি" বাক্যপ্রয়োগ দেখিয়া এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ সংজ্ঞা হারাইবেন নাত ? ইহা হইতে বৈদ্যমহোদয়গণের শর্ম্মা পদবি ধারণের জুজুভয় তিরোহিত হইবে তঃ।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে পণ্ডিতসমাজ :— অশেষশাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত মহোদয়গণ বঙ্গীয়বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিয়া যেই ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই :—

মন্বাদিশাস্ত্রোদ্ধৃত বচনান্যালোচ্যৈতৎ প্রতীয়তে
ব্রাহ্মণেন সংস্কৃতায়া বৈশ্যা ভার্য্যায়ামুৎপাদিতাঃ পুত্রা
অম্বষ্ঠা ব্রাহ্মণবর্ণাঃ কৃতোপনয়নসংস্কারাশ্চেদ্ ব্রাহ্মণত্বেন
প্রতিপাদিতাঃ শর্ম্মান্তনামোচ্চারণেন পরিচিতা
দ্বিজপত্ন্যস্তু দেব্যন্তাশ্চ ভবন্ত্যেবেতি বিদাংমতমিতি ॥

পরৈকোড়ানিবাসিনাং স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্। বাগুদণ্ডীনিবাসিনাং তর্করত্নোপাধিক শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মণাম্। ধলঘাট নিবাসিনাং শ্রীগিরীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণানাম্। চক্রশালা নিবাসিনাং তর্কালঙ্কারোপাধিক শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মণাম্। কাঞ্চনা নিবাসিনাং বিদ্যালঙ্কারোপাধিক শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্। ধর্ম্মপুর নিবাসিনাং বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাম্। নোয়াখালীর অন্তর্গত ভুলুয়া নিবাসিনাং শ্রীজগবন্ধু শর্ম্মণাম্। শ্রীচন্দ্রমোহন শর্ম্মণাম্। ত্রিপুরান্তর্গত গুণসাগর নিবাসিনাং শ্রীহরিমোহন বিদ্যারত্নাণাম্। কাশীরাইশ নিবাসিনাং শ্রীরাম কানাই বিদ্যাভূষণানাম্। পাটনীকোটা নিবাসিনাং শ্রীরজনীকান্ত স্মৃতিভাগীশানাম্ সারোয়াতলী নিবাসিনাং শ্রীকমলাকান্ত ন্যায়ভূষণানাম্। নয়াপাড়া নিবাসিনাং শ্রীউমাচরণ তর্করত্নাণাং। নয়াপাড়ানিবাসিনাং অন্নদাচরণ ন্যায়রত্নাণাং। বরিশালান্তর্গত বানরীপাড়ানিবাসিনাং শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মণাম্। কোয়েপাড়া নিবাসিনাং শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নাণাং। জোয়ারা নিবাসিনাং শ্রীনীলকমল তর্করত্নাণাম্। পরৈকোড়া নিবাসিনাং শ্রীকালীশঙ্কর স্মৃতিপঞ্চাননাম্। কাগতীয়া নিবাসিনাং শ্রীনীলকমল স্মৃতিরত্নাণাম্। সুচিয়া নিবাসিনাং শ্রীঅপর্ণাচরণ স্মৃতিরত্নাণাম্। ত্রিপুরান্তর্গত ছিলমপুর নিবাসিনাং শ্রীঈশানচন্দ্র বিদ্যাভূষণানাম্।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে বল্লাল :— মহারাজ বল্লালসেন কৃত "দানসাগরে সেনবংশের যেই রূপ পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে সেন রাজগণকে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্তবর্ণ ধারণা করাও পাপ। পাঠকগণের সংশয় ভঞ্জনের জন্য তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে যাদবেশ্বর তর্করত্ন :—

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "অর্চ্চনাতে" "বোপদেব" শীর্ষক যেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন :—কল্যাণভাজন শ্রীমান্ পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মুগ্ধবোধকার-বোপদেবকে বৈদ্যজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রীতিভাজন স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর তাহার তীব্রপ্রতিবাদ করিয়া বোপদেবকে দক্ষিণাপথবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপাদনের সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দেউস্কর মহাশয়ের প্রধান যুক্তি, অদ্যাপি মহারাষ্ট্রে বোপদেবের বংশধরগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে প্রচলিত। মুগ্ধবোধব্যাকরণের পরিশেষে বোপদেব আত্ম-পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :—

> "বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্‌কেশবনন্দনঃ।
> মুগ্ধবোধং চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্।"

পণ্ডিত ধনেশ্বরের ছাত্র, ভিষক্ (বৈদ্য) কেশবের পুত্র, বেদপদের আশ্রয় বিপ্র বোপদেব এই মুগ্ধবোধ রচনা করিয়াছিলেন। ভিষক্ পদটী কেশবের ও বিশেষণ হইতে পারে, বেদপদাস্পদম্ পদটী বোপদেবের বিশেষণ হইতে পারে।

এই উদ্ধৃত শ্লোকটী দেখিলে সকলেরই সন্দেহ হইবে যে, তিনি বৈদ্য হইলেন কি করিয়া "বেদপদাস্পদ" ও "বিপ্র" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন? সকলেরই অবগতি আছে যে, ব্রাহ্মণেরই বেদবিদ্যা অধিকৃত ও বিপ্র শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। আবার বেদপদাস্পদ ও বিপ্র শব্দ দেখিয়াই বা কি করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়? তিনি নিজের বা পিতার "ভিষক্" পরিচয় দিয়াছেন। ভিষক্ চিকিৎসকের নামান্তর। বৈদ্যজাতিকে অম্বষ্ঠ ও বলা হয়, "অম্বষ্ঠানাং, চিকিৎসিতম্" শাস্ত্রে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট। চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ যে অম্বষ্ঠের অধিকৃত ও আয়ত্ত, সে সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণ চিকিৎসায় গর্হিত। ভগবান্ মনু তুল্যরূপে চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে অপাংক্তেয় করিবার জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন ও ব্রাহ্মণ চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে নয়, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও মনুর ব্যবস্থা বেদবৎ আদৃত, পূজিত ও আচরণীয় হইয়া আসিতেছে। এই অনাচারের দিনেও কেহ শাস্ত্রগর্হিত অনাচারের সমর্থন করিতে পারে না।

আর যে সময়ে শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল, শাস্ত্রের বিধি নিষেধগুলি কঠোরতার সহিত সমাজে পালিত হইত, শাস্ত্রজ্ঞ বোপদেব ব্রাহ্মণ হইয়া, সেই সময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রতিসিদ্ধ শাস্ত্রগর্হিত তাৎকালিক সমাজের অতিনিন্দিত কার্য্য করিবেন কেন? স্বাধীনদেশে বাস করিয়া অন্নাভাবের তাড়নায় ভূবৃহস্পতি ও ভূনাগেন্দ্র বোপদেবের যে, এইরূপ কুৎসিত জীবিকা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহা সম্ভব পর হইতে পারে না। আবার তিনি সেইরূপ জীবিকা অনুষ্ঠানে লজ্জিত না হইয়া, দুন্দুভিনিনাদে তাহা জগতে শুধু তৎকালের জন্য নয়, অনন্তকালের জন্য অক্ষয় রূপে বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। সেই সঙ্গে পূজনীয় পিতৃদেবের, পূজনীয় গুরুদেবেরও সেই দুরপনেয় কলঙ্ক কথাকে রাষ্ট্র করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে আমরা একান্ত অসমর্থ। বোপদেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জ্যোতিঃ স্ফুরণ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। আমি বোপদেবকে ব্রাহ্মণসমাজের অন্তর্গত করিয়া ব্রাহ্মণসমাজের গৌরব ঘোষণায় অসমর্থ হইতেছি। সত্যের অনুরোধে নিরতিশয় দুঃখের সহিত বলিতেছি তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

বোপদেবের একমাত্র "মুগ্ধবোধব্যাকরণ" রচিত নহে। তিনি এক জীবনে যতগুলি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে এতগুলি পুস্তকের রচয়িতা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। মুগ্ধবোধব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম, কাব্যকামধেনু, ত্রিংশৎশ্লোকী, অশৌচসংগ্রহ, ধাতুবোধ, ধাতুপাঠ, পরমহংসপ্রিয়া, পরশুরামপ্রতাপটীকা (শ্রাদ্ধকাণ্ড) শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা, ভাগবতপুরাণ দ্বাদশ-স্কন্ধানুক্রম, মহিম্নস্তবের টীকা, মুক্তাফল, রামব্যাকরণ, শতশ্লোকী, চন্দ্রকলা, শার্ঙ্গধরসংহিতা, গূঢ়ার্থদীপিকা, সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ, হরলীলা, হৃদয়দীপ নিঘণ্টু, বোপদেব শতক, শীঘ্রবোধব্যাকরণ; এই সমস্ত পুস্তকগুলি বোপদেবের রচিত। এতগুলি পুস্তক লিখিয়া বোপদেব তাৎকালিক বিদ্বৎসমাজে ভূবৃহস্পতি ও ভূনাগেন্দ্র নামে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

যেই শতশ্লোকীর বলে মহাত্মা ভাণ্ডারকর বোপদেবকে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া অবধারণ করিতেছেন, সেই শ্লোকটীর আলোচনা করা আবশ্যক। শ্লোকটী এই :—

দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা
স্থানংবেদপদং সদগ্রজগণাগ্রণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ।
তত্রাসীদ্ধু ধনেশ কেশববিদো বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ!
চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিতি শ্রীবোপদেব কবিঃ॥

বঙ্গদেশের মধ্যে বরদাতট মহাশ্রেষ্ঠস্থান, এইজন্য তাহার মহাস্থান এই নামটী সার্থক হইয়াছে। সেইস্থানে (তত্র) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ (অগ্রজ) গণের আদরণীয় বেদপদ সহস্র দ্বিজ বাস করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে (অমীষু) বৈদ্য ধনেশ পণ্ডিত ও কেশব পণ্ডিত ক্রমে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদিগের শিষ্য ও পুত্র (ধনেশের শিষ্য ও কেশবের পুত্র) শ্রীবোপদেব এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকে ব্রাহ্মণ (অগ্রজগণ) ও দ্বিজের পৃথক্ কীর্ত্তন করাতে এই শ্লোকোক্ত "দ্বিজ" ব্রাহ্মণ নহেন, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। আবার তাঁহাদিগের মধ্যে বলাতে নিকটবর্ত্তী দ্বিজ পদেরই প্রাপ্তি হইতেছে। অগ্রজ (ব্রাহ্মণ) পদ দ্বিজপদ দ্বারা ব্যবহিত, বিশেষতঃ বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া একান্ত গুণীভূত। সুতরাং কোন প্রকারেই "অমীষু" এই পদ দ্বারা "অগ্রজ" (ব্রাহ্মণ) পদের উপস্থিতি হইতে পারে না। আমরা এই কারণে পূর্ব্বোক্ত বোপদেবকে বৈদ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছি। এই স্থলে আরও বক্তব্য যে, বাঙ্গালী-ভিন্ন ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসী নিজের নামের পূর্ব্বে কদাপি "শ্রী" শব্দের কীর্ত্তন করে না; এই জন্যও আমরা বোপদেবকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিতে বাধ্য। তর্করত্ন মহাশয় সুদীর্ঘ বহু গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া ভূবৃহস্পতি বোপদেবকে সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অতুলকৃষ্ণমুখোপাধ্যায়ঃ—

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ মিরাটশাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩২৩ সনের তৃতীয়বর্ষের দশম সংখ্যার "মন্দারমালায়" যেই সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার সারাংশ এই ঃ—

বোপদেবের গোস্বামী উপাধি সম্বন্ধে "কবিকল্পদ্রুম ধাতুপাঠে" উল্লিখিত হইয়াছে "ইত্যাচার্য্য চক্রচূড়ামণি শ্রীবোপদেব গোস্বামিবিরচিতঃ কবিকল্পদ্রুমো নাম ধাতুপাঠঃ সমাপ্তঃ।" মুগ্ধবোধব্যাকরণে লিখিত হইয়াছে ; "আচার্য্য চক্রচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবোপদেব গোস্বামিকৃতং" গোস্বামী উপাধি ব্রাহ্মণ বৈদ্যগণের নিরূঢ় সম্পত্তি, ইহাতেও স্পষ্ট প্রতীতি হয়, বৈদ্যগণ একতর ব্রাহ্মণ। বৈদ্যেরা যে ব্রাহ্মণের অন্তর্গত তাহা হিন্দুশাস্ত্রের বচনাদি হইতে আমরা বহুস্থলে দেখিতে পাই। বাঙ্গালার বৈদ্যগণ বঙ্গসমাজে বাস্তবিক মুখ্য ব্রাহ্মণের ঠিক নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগের সামাজিক ক্রিয়া কলাপও প্রায় মুখ্যব্রাহ্মণদিগের সদৃশ। হিন্দুসমাজে চারিবর্ণ ভিন্ন পঞ্চমবর্ণের

অস্তিত্ব নাই। অধিকন্তু, শাস্ত্রীয়বচন অনুসারে বাঙ্গালার বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে যে লিখিয়াছেন, বোপদেব, ব্রাহ্মণ নহেন, "জাতিতে বৈদ্য ছিলেন"। কারণ অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ বঙ্গসমাজে জাতিবৈদ্য বলিয়া পরিচিত। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের কুত্রাপি "বৈদ্য" নামে সংস্কৃতের পঠন পাঠনায় অধিকারী অপর কোন উচ্চজাতির সত্বা পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ স্থলে মনে হয়, তর্করত্ন মহাশয় বোপদেব পৃথক্‌ব্রাহ্মণ ছিলেন না; তিনি বৈদ্যব্রাহ্মণ (অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ) ছিলেন, তাহা প্রতিপাদনের জন্যই জাতিতে বৈদ্য ছিলেন লিখিয়াছেন।

বোপদেবের জন্মভূমি বঙ্গদেশে ছিল। বোপদেব যৎকালে বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধবিপ্লবে ও তান্ত্রিকতায় পূর্ণ ছিল। বোপদেব গোস্বামী বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী থাকায় এবং বৈষ্ণবগ্রন্থাদি প্রণয়ন করায় স্বদেশে তাঁহার অনেক শত্রু হইয়া উঠে। উক্ত কারণে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রদেশে গিয়া বাস করেন। তৎসঙ্গে তাহার অনেক জ্ঞাতি বান্ধবগণও তথায় গমন করিয়াছিলেন। এ বিষয় মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক "চন্দ্রপ্রভা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রমশঃ বোপদেবের বংশধরগণ উক্তপ্রদেশে বসবাস নিবন্ধন যে, তদ্দেশবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এজন্য স্বর্গীয় পণ্ডিত সখারামগণেশ দেউস্কর বোপদেবকে তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। বোপদেব ঘটনাচক্রে বঙ্গজননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আজ তাঁহার বংশধরেরা মহারাষ্ট্রীয়ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের এবং পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় সখারামগণেশ দেউস্কর মহাশয়ের ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অভিমত হইতে স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, বঙ্গীয়বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কেবল চিকিৎসাবৃত্তিক ছিলেন বলিয়াই উপাধি বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ হইয়া ছিল। যজনব্রাহ্মণগণ হইতে পৃথক রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বলা হইত।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে বল্লাল :— মহারাজ বল্লালসেন দানসাগরে সেনবংশের যেই রূপ পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে সেনরাজগণকে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যরূপ ধারণা করাও পাপ। পাঠকগণের সংশয় ভঞ্জনের জন্য তাহার একটী শ্লোক এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"ইন্দোর্বিশেষবংশ্যো শ্রুতিনিয়মগুরুঃ ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা;
সদ্বৃত্ত-স্বচ্ছ-রত্নোজ্জ্বলপুরুষগণোচ্ছিন্নসন্তানধারা
বংশো মুক্তাসরশ্রীর্নিরুপমধবলেন্দুর্বভূব সেনবংশঃ।"

যে সেনবংশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাৎকালিক হিন্দুগণ বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন, যে বংশে ক্ষত্রিয়চরিত্রের ন্যায় আচরণে (অর্থাৎ যুদ্ধবিষয়ে) অচলের ন্যায় অটল ছিলেন, কলিকাল দোষে পতনোন্মুখ সদাচারের বিস্তৃতি সাধনে যে সেনবংশ চরমসীমায় উন্নীত হইয়াছিলেন, যে সেনবংশ চন্দ্রকান্তমণির মালা ছিলেন, কেননা. সেনবংশ সদ্বৃত্ত, সচ্চরিত্র মুক্তা ও সদ্বৃত্ত সুগোল, সেনবংশ স্বচ্ছ-নির্ম্মল, মুক্তাও সচ্ছ-নস্থল; সেনবংশ উজ্জ্বল-বিখ্যাত, মুক্তাও উজ্জ্বল দীপ্তিযুক্ত, সুতরাং সেনবংশ চন্দ্রকান্ত রত্নসদৃশ পুরুষগণ দ্বারা সন্তান-সন্ততিক্রমে অবিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রথিত হইয়া মুক্তামালার শ্রীধারণ করিয়া, পৃথিবীর রমণীয় আভরণ রূপে বিরাজিত, সেই সেন-বংশ জগতের অদ্বিতীয় উপকারী ভগবান্ চন্দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।"

দানসাগরের এই শ্লোক সেনবংশকে "শ্রুতিনিয়মগুরু" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সেনবংশ তাৎকালিক হিন্দুসমাজের বেদোক্ত কার্য্য কলাপের গুরু বা আদর্শ ছিলেন। সমগ্র হিন্দুগণ যে সেনবংশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন; সেই সেনবংশ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন বর্ণ হইতে পারে না।

বারেন্দ্র-কুলজী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

বরেন্দ্রে তু অমা, সার্দ্ধত্রিশতান্যগ্রজন্মনাং।
রাঢ়ায়াঞ্চ দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধাত্তোধি শতানি চ॥
বরেন্দ্রবাসিবিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশত দ্বিজাঃ।
বরেন্দ্রে রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচার পরায়ণাঃ॥
দ্বিশতাধিক পঞ্চাশদ্বারেন্দ্রানাং দ্বিজন্মনাং।
পঞ্চাশন্মধ্যে ষষ্টি ভোটে ষষ্টিরত্নকে।
চত্বারিংশচ্ছৎকলে চ মৌড়ঙ্গেহপি তথাষ্টকাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা॥

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ".ধৃত বারেন্দ্র-কুলজী: বচন। গৌড়ে ব্রাহ্মণে ৮৮পৃষ্ঠা।

মহারাজ বল্লালসেন যখন "রাঢ়ী" ও "বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ করেন, তখন

বারেন্দ্রে ৩৫০জন ব্রাহ্মণ এবং রাঢ়ে ৭৫০জন ব্রাহ্মণ গণনাতে প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজ বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সদাচার পরায়ণ একশত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্র-দেশে রাখিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ২৫০জন ব্রাহ্মণের মধ্যে মগধদেশে ৫০জন, ভোটদেশে ৬০জন, রভঙ্গদেশে ৬০জন, উৎকল ও মোড়ঙ্গদেশে সমসংখ্যায় ৪০জন ৪০জন ব্রাহ্মণকে মহাত্মা নৃপতি বল্লালসেন প্রেরণ করেন।

সদাচারপরায়ণ একশতব্রাহ্মণ বরেন্দ্রদেশে রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝাযায়, অপর ব্রাহ্মণগণ সদাচার বর্জ্জন করায় বল্লালসেন কর্ত্তৃক ভিন্নদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি যে ঘটককারিকা সংগৃহীত করিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায়:—

> বল্লাল যবে করে রাঢ়ীবারেন্দ্র অংশ।
> রাঢ়ী বারেন্দ্র পায় এগারশত বংশ॥
> রাঢ় সাতশ সাড়ে, বারেন্দ্র চারি উন।
> বারেন্দ্র সাড়ে তিনশ, সাড়ে সাতশ রাঢ়ীগণ॥
> রাঢ়ীমধ্যে কতক আদানে অগ্রদানী।
> বারেন্দ্র পাতকী রাজদণ্ডে নির্ব্বাসনী॥
> মহাপাতকীর নাম নিতে আছে মানা।
> সংখ্যা-মাত্র লিখা আছে কুলজ্ঞে জানা।
> ভোটে যায় ষষ্টিজন, মগধেতে তাই।
> উৎকলে পঞ্চাশত রভঙ্গে (আসামে) তত পাই।
> মধী মোরঙ্গ দেশে ত্রিশ মাত্র যাঁয়।
> নির্ব্বাসনের এই রীতি ভাটে কয়।"

সম্বন্ধনির্ণয় তৃতীয় সংস্করণ বিশেষ কাণ্ড ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

এই কারিকা দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, বরেন্দ্রদেশের আড়াইশত ব্রাহ্মণ মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কারিকায় লিখিত বিবরণে জানা যায়, রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দান গ্রহণ দোষে "অগ্রদানী" ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল এবং বারেন্দ্র পাতকীগণ রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাসিতগণের নাম উল্লেখ না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"মহাপাতকীর নাম নিতে আছে মানা।
সংখ্যামাত্র লিখা আছে কুলজে জানা॥"

বিষ্ণুসংহিতার ৫ম অধ্যায়েও ব্রাহ্মণের দণ্ড সম্বন্ধে লিখা আছে:—নাশারীরো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ।২ স্বদেশাৎ ব্রাহ্মণং কৃতাঙ্কং বিবাসয়েৎ ৩। ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ড নাই, চিহ্নিত করিয়া স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। এই সমুদয় হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীতি হয়, মহারাজ বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ না হইলে কখনও ব্রাহ্মণসমাজের আচারগত দোষাদির বিচার করিবার অধিকার তাঁহার থাকিত না, সামাজিক বিচার সমাজপতিগণই করেন, তিনি কেবল মহারাজ ছিলেন তাহা নহে, তিনি ব্রাহ্মণসমাজের সমাজপতিও ছিলেন, তাই কোন কোন ব্রাহ্মণকে অগ্রদানী বলিয়া সমাজচ্যুত করিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিলেন, আবার কোন কোন ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করায় বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদ্যবিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। বৈদ্যরাজত্বের অন্তে, ধর্ম্মশাসনহীন জগতে সেই বারেন্দ্রব্রাহ্মণ সন্তান মেধাতিথি ও কুল্লুক, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের নির্ব্বাসনদণ্ডের পরিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যই, মহামান্য মনুসংহিতার মূলের সম্পূর্ণ বিপরীত টীকা ও ভাষ্য করিয়া পবিত্র মনুসংহিতার কলেবর, পাপপঙ্কিলে লিপ্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে একাদশজন বিখ্যাত পণ্ডিতের টীকা রহিয়াছে, সেইসব টীকায় বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বের বিরুদ্ধে কোনরূপ কটাক্ষ নাই। মেধাতিথি ও কুল্লুকের টীকা ও ভাষ্যের দোষ উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় ৺গঙ্গাধর কবিরাজ "প্রমাদভঞ্জনী" নামক মনুসংহিতার টীকা করিয়াছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ শঙ্খ, হারিত, বিষ্ণু, অত্রি প্রভৃতি শাস্ত্রকারমহর্ষিগণ বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব বিলোপ করার জন্য কোন প্রমাণ বিধিবদ্ধ করেন নাই এবং রামায়ণের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ রামানুজ, মহাভারতের টীকাকার বিখ্যাত নাগার্জ্জুন বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াগিয়াছেন। মেধাতিথি ও কুল্লুক উভয়ে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা বৈদ্যজাতিকে খর্ব্ব করার জন্য মনুসংহিতার যেই সমুদয় শ্লোকের টীকা ও ভাষ্য পাণ্ডিত্যের পরিপন্থী করিয়াছেন, তাহার আলোচনা "বৈদ্যপরিচয়ে" করা হইয়াছে। উপরি উক্ত বচনাবলী হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, মহারাজ বল্লালসেনের সময় সমগ্র রাঢ় ও বারেন্দ্রে সর্ব্বসাকল্যে

এগারশত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা হইতে আড়াইশত ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্যে আসামে, বিহারে, মাগধাদিদেশে নির্ব্বাসিত হন। অবশিষ্ট যাহা ছিলেন, তাহা হইতে বর্ত্তমানে ত্রয়োদশলক্ষের অধিক ব্রাহ্মণ এই বঙ্গদেশে কোথায় হইতে আসিলেন, তাহা পাঠকগণ চিন্তা করুন। মহারাজ আদিশূর ধন্বন্তরীগোত্র বৈদ্য ছিলেন এবং মহারাজ বল্লালসেন বৈশ্বানরগোত্র বৈদ্য ছিলেন। প্রস্তরফলক, তাম্রশাসন ও ঘটককারিকাদি পাঠে জানা যায়, সেনরাজগণ বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে প্রস্তরফলক :—রাজসাহী জিলার গোদাগারী থানার অন্তর্গত দেওপাড়াগ্রামের নিকট বারিন্দা নামক স্থানে যে প্রস্তরফলক পাওয়া যায়, তাহাতে সামন্তসেনের যেই পরিচয় রহিয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের ব্রাহ্মণ বর্ণত্বই সূচিত হয়। সুবিস্তৃত শ্লোকের সমস্ত অংশ অধ্যাহার না করিয়া কেবল মাত্র ৫ম শ্লোকটী এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"তস্মিন্ সেনান্বায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন-ব্রহ্মবাদী,
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণা মজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধি জলোল্লাস শীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষপ্সরোভি র্দশরথ তনয়স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ॥"

"সেই সেনবংশে মহারাজ সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিপক্ষদিগের শত শত উত্তম যোদ্ধৃপুরুষের বিনাশসাধন করেন। তজ্জন্য তিনি ক্ষত্রিয়দিগের শিরোভূষা স্বরূপ ছিলেন এবং তিনি পরম ব্রহ্মবাদী ছিলেন, তাই তিনি ব্রাহ্মণদিগের শিরোভূষা বলিয়া গণ্য হইতেন। সাগরতরঙ্গ কণাপবিধৌত সেতুপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক অপ্সরাগণ দশরথ তনয় (রামচন্দ্রের) প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন যুদ্ধগাথা গান করিত।"

এই প্রস্তরফলকে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" শব্দের উল্লেখ দেখিয়া কোন কোন প্রতিবাদক সেন রাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিবার প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞতা বহি নহে। সেন রাজগণকে, কোন স্থলে "অম্বষ্ঠকুল সম্ভূত" কোন স্থলে "বৈদ্যকুল সম্ভূত" লিখিয়া কবিগণ বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই স্থলের "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" দেখিয়া প্রতিবাদকের দল কোন্ সাহসে সেন রাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিতে চাহেন জানিনা। ব্রহ্ম অর্থে ব্রাহ্মণই বুঝায়। ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলাতে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াইব" ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের

ন্তায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বিশিষ্ট হন মাত্র। যেমন দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও ব্রাহ্মণ ছিলেন; তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিলে, কিম্বা প্রজাপালন, রাজ্যশাসন করিয়া রাজা, মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হইত। তাঁহারা ক্ষত্রিয়জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতেন না, ব্রাহ্মণই থাকিতেন। মহর্ষি অত্রি দশবিধ ব্রাহ্মণের লক্ষণে বলিয়াছেন:—যিনি সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, নিত্য দেবতাপূজা, অতিথিসেবা, এবং বৈশ্বদেব করেন, তাঁহাকে "দেবব্রাহ্মণ" বলে। শাক, পত্র, ফল, মূলভোজী, বনবাসী এবং নিত্য-শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ "মুনি" বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যিনি প্রত্যহ বেদান্তপাঠী সর্ব্বসঙ্গত্যাগী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য জ্ঞানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ "দ্বিজ" নামে অভিহিত। যিনি সমরস্থলে সর্ব্বসমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধন্বীদিগকে অস্ত্রদ্বারা আহত ও পরাজিত[১] করেন, সেই ব্রাহ্মণের "ক্ষত্র" সংজ্ঞা। কৃষিকার্য্যেরত, গোপ্রতিপালক এবং বাণিজ্য তৎপর ব্রাহ্মণ "বৈশ্য" বলিয়া উক্ত। যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ "শূদ্র" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। চৌর, তস্কর, সূচক, (কুপরামর্শদাতা) দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য-মাংস লোভী ব্রাহ্মণ "নিষাদ" বলিয়া কথিত। যে ব্রাহ্মণ বেদ এবং পরমাত্মা তত্ত্ব কিছুই জানে না, অথচ কেবল যজ্ঞোপবীত বলে ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ "পশু" বলিয়া খ্যাত। যে নিঃশঙ্কভাবে কূপ, তড়াগ, সরোবর, এবং আরাম (সাধারণভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে, সেই ব্রাহ্মণ "ম্লেচ্ছ" বলিয়া কথিত হয়। ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ "চাণ্ডাল" বলিয়া গণ্য।

---

(১) সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে। ৩৬৫
শাকে-পত্রে-ফলে-মূলে বনবাসে সদারতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে। ৩৬৬
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে। ৩৬৭
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে। ৩৬৮
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।

মহর্ষি অত্রির বচনানুসারে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম করিলে তাঁহাকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলে। কর্ম্মের তারতম্যানুসারে বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, নিষাদ ও চণ্ডালাদি রূপ ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা করা হইয়াছে, তত্তৎ কর্ম্মের পাতিত্য দোষে ব্রাহ্মণ তত্তৎ জাতিতে পরিণত হইতেন না, যেমন ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবৈশ্য, ব্রহ্মশূদ্র, ব্রহ্মনিষাদাদি সংজ্ঞা ধারণ করিয়া অপ-কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেন মাত্র। শূদ্র সংজ্ঞাধারী ব্রাহ্মণগণের দাস যাহারা ছিল, তাহারা ব্রহ্মদাস নামে এখনও সমাজে পরিচিত রহিয়াছে। যদি মহর্ষি অত্রির বিধানুযায়ী ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মের পাতিত্য হেতুতে জাত্যন্তরে পরিণত হওয়ার বিধান হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে প্রকৃত ব্রাহ্মণ সহস্রের মধ্যে দুই চারি জন থাকিবে কি না তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ হীন কর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণাপসদ বলিয়াছেন। সুতরাং প্রস্তরফলকের "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" শব্দদ্বারা যাঁহারা সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপরি উক্ত প্রস্তরফলকে সামন্তসেনের বিশেষণে যে ব্রহ্মবাদী শব্দ আছে, তাহাতেও সেনরাজগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহই ব্রহ্মবাদী হইতে পারেন না। অম্বষ্ঠবিদ্বেষী রঘুনন্দন ভবিষ্যপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন :—

বাচকং ব্রাহ্মণং বিদ্যান্নান্যবর্ণজমাদরাৎ।
শ্রুত্বান্যবর্ণজাদ্রাজন্ বাচকান্নরকং ব্রজেৎ ॥"

একমাত্র ব্রাহ্মণকেই ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্তা জানিবে, অন্যবর্ণ ধর্ম্মবক্তা হইতে

বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥ ৩৬৯
লাক্ষালবণসংমিশ্র-কুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ ৩৭০
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদালুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥ ৩৭১
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ ৩৭২
বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ ৩৭৩
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥ ৩৭৪

পারিবে না, হে রাজন্ অম্বষ্ঠ হইতে ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করিলে, সেই ধর্মবক্তা নিরয়গামী হইয়া থাকেন। ইহাতে প্রকৃষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হয়, সেনরাজগণ ব্রাহ্মণই ছিলেন। ব্রহ্মপ্রতিপাদক স্মৃত্যাদি ধর্মশাস্ত্রবিদ্ না হইলে, কখনই তিনি "ব্রহ্মবাদী" আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন না। মহারাজ লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত তাম্রশাসনের প্রতি দৃষ্টি করিলেও প্রতীতি হয়, সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে তাম্রশাসন :— পাবনাজেলার মাধাই নগরের জঙ্গলের মধ্যে প্রাপ্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত যেই তাম্রশাসন পাবনার উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ দেবশর্ম্মা কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে তাহা এই :— "সুহ্ম নামক দেশে অম্বষ্ঠ সংজ্ঞক ব্রাহ্মণবংশে শ্রীধল্লসেন নামক নৃপতিগণের ভূষণ স্বরূপ, পঞ্চানন সদৃশ পূজ্য, একরাজা ছিলেন, যাঁহার শরীর ও অঙ্গুলি সকল সুন্দরও শ্বেতপদ্মের বর্ণ বিশিষ্ঠ ছিল। যাঁহার গভীরধ্বনি সমুদ্রের অপর পারে এবং সুযশঃ অতিথি রূপে দুগ্ধ সমুদ্রেরঅপরতীরে উপনীত হইত। যিনি নানারত্নে বিভূষিত, মহামহাক্ষত্রিয় যোদ্ধৃগণে বেষ্টিত ও আয়ুর্ব্বেদ বেত্তাগণের একান্ত সহায় ছিলেন এবং যিনি যজুর্ব্বেদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

এইস্থলে ধল্লসেনকে অম্বষ্ঠ সংজ্ঞক ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণ না হইলে কখনও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইত না। তিনি যে বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন, অম্বষ্ঠ উপাধি ও আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণের একান্ত সহায় এবং যজুর্ব্বেদের উদ্ধার কর্ত্তা বলাতে; তাহা সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তৎপর লিখিত হইয়াছে :—

বল্লালসেন সুশীল ও ব্রাহ্মণষট্‌কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি পৃথিবীর মধ্যে বীর, জ্ঞানবান্ ও ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়বলাভিষিক্ত হইয়া, ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্মকবচ আরাধনা করিতেন।" তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণীর ও মহোপম "আচার বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ এবং দান প্রভৃতি নবগুণসম্পন্ন কুলাচারের আদি নিয়ন্তা।" বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনও বীর ও উৎসাহ"। "তিনি ব্রহ্মধর্ম্মান্বিত, ক্ষমা ও লক্ষ্মীযুক্ত এবং অশেষ প্রজ্ঞাবান্।" তিনি পরমসুধীর, ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্মকবচ ও ব্রহ্ম গায়ত্রী আরাধনা করেন। তিনি স্বধর্ম্মপূর্ব্বক বৈদ্য, তিনি চন্দ্রস্বরূপ। তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রযুক্ত এবং সকল প্রকার মঙ্গলের হেতু। তিনি ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সাধু। তিনি নির্লিপ্তবুদ্ধি, একমাত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের সহিতই তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ। তিনি ধর্ম্ম, ব্রহ্ম, প্রভৃতি বিদিত।

গৌড়েশ্বর যশঃসিন্ধু লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একমাত্র চক্রবর্ত্তী স্বরূপ। লক্ষ্মণসেন পণ্ডিত ও সুধীশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অধ্যক্ষ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ধৈর্য্যশীল; পুণ্যবান্ সংলোকের দ্বারা বিবর্দ্ধিত, অর্ণব সদৃশ, অম্বষ্ঠসংজ্ঞক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের অভিষেক ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় শরীর, বলাদিযুক্ত, কর্ম্মলব্ধ, মহাপ্রাজ্ঞ, বৈদ্যগণের ও ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণগণের এবং ধীর-কবি জয়দেব যোয়িকাদি ধীর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের সহিত বিখ্যাত ব্রহ্মের তুল্য, ত্রৈলোক্য বিমুক্তকারক-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতির হিংসকের প্রতিহিংসক; যজ্ঞাদি দ্বারা প্রজাগণের মঙ্গলকারক, যশের রেখা স্বরূপ, লক্ষ্মণাবতী নাম্নী নগরীর নির্ম্মাতা ও তাহাতে নানাবিধ ধনরত্নের আবিষ্কার কর্ত্তা। ধর্ম্ম, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির গৌরব বর্দ্ধনকারী, পৃথিবীতে অর্জ্জুন তুল্য, অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা, মেঘের ন্যায় শীঘ্রকর্ম্মা, অমৃতভাষী, বিক্রমদক্ষ, ক্ষীরসমুদ্রতীরবিজয়ী, সুবঙ্গদেশের মণি, সুবঙ্গের অধিপতি, বীরতেজোবিশিষ্ট, বীরশ্রেষ্ঠ, সুন্দর সুবুদ্ধিযুক্ত শ্রীলক্ষ্মণসেন দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণ। শ্রীকৃষ্ণ ওঁ স্বস্তি স্মরণ করতঃ সূর্য্যদেবের পূজা পূর্ব্বক বিষ্ণুকে পূজা করিলেন। ওঁ হ্রীং ব্রহ্মকে নমস্কার। উপরিতন অর্থাৎ এই তাম্রশাসনের শীর্ষস্থ বিশ্বমূর্ত্তি, ত্রিমূর্ত্তি বিষ্ণু, যিনি সহস্রমস্তক সহস্রচক্ষু, সহস্রবাহু, সহস্রপদবিশিষ্ট, যিনি আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি সর্ব্বত্র শাস্তি, সাক্ষী, ও শাস্তা রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই এই দান সম্বন্ধে শাস্তি, সাক্ষী, ও শাস্তাস্বরূপ। সুকর্ম্মা, ব্রহ্মশক্তিযুক্ত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈদ্য-বৃত্তিদ্বারা বৈদ্যবর্ণ। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের, ও ব্রহ্মদেশের ঈশ্বর, স্বমিত্র ও বুদ্ধবিদ্‌গণের আশ্রয়, স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মযুক্ত, ব্রাহ্ম, সন্ন্যাস, ধর্ম্ম ও ঔষধ বিশিষ্ট ও ব্রাহ্মণগণের সহিত বর্ত্তমান ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মীযুক্ত, যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্রের তুল্য, অশেষবিজয়লক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ ও কুলীনবন্ধুগণের ও স্বধর্ম্ম, দেবতা, বেদজ্ঞগণের আশ্রয়, এই লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণ। (১) এই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত অংশগুলি সমস্তই সেনবংশের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদক, মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে, দেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, তাঁহারা রাজা ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী বলা হইয়াছে। কোন শাস্ত্রকারই সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয় বলেন নাই।

---

(১) আয়ুর্ব্বেদপ্রতিবোধন ব্রাহ্মণোসবোর যুধানোমুরৈঃ।
শ্রীবল্লসেনৈকো ভুবনোমৃগস্ত ব পূজাস্ত পঞ্চাননঃ॥
বজ্রাজুন পুণ্ডরীকমবষ্ঠ ব্রাহ্মণধারাবজ্রমুখারস্তহকধারীবরোক্তিমন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সেনরাজগণ :— মহারাজ শালবানের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের নাম ও সময় নির্দ্ধারণ করার উপযুক্ত উপকরণ এই পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। মহাপ্রতাপবান বৈদ্য মহারাজ আদিশূরকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করার জন্য যাঁহারা প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রম ছেদনার্থ শালবান হইতে সেনরাজগণের কথঞ্চিৎ পরিচয় এইস্থানে অবতারণ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। বহুপ্রাচীন গ্রন্থকার চতুর্ভুজ বলেন :—

বঙ্গে শ্রীশালবান্ নাম ভূপো বিখ্যাত বিক্রমঃ।
শালাব্দো নির্ম্মিতো যস্ত সর্ব্বলোকাবগোচরঃ॥
বৈদ্যবংশসমুদ্ভূতঃ স চ ভূপঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্যাজ্ঞয়া সর্ব্ববর্ম্মা চকার শব্দশাসনম্॥
ব্যাকরণ-কলাপাখ্যং মূলসূত্রং বিচক্ষণঃ।
শালবর্দ্দৌহিত্র বংশে জাতঃ শত্রুবিমর্দ্দনঃ॥

আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
সবৈদ্যকুলসম্ভূতঃ আসমুদ্রকরগ্রহঃ॥

বঙ্গদেশে শালবান্ নামে একজন পরাক্রমশালী শ্রীসম্পন্ন রাজা ছিলেন। তিনি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন, ও সর্ব্বলোক বিদিত শালাব্দের প্রবর্ত্তয়িতা ছিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাতে সর্ব্ববর্ম্মা শব্দশাসন কলাপব্যাকরণের মূলসূত্র রচনা করেন। ইহাঁরই দৌহিত্রবংশে শত্রুবিমর্দ্দন, প্রতাপান্বিত মহারাজ আদিশূর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আসমুদ্রকরগ্রাহী গৌড়দেশের রাজা ছিলেন এবং বংশে উচ্চতম বৈদ্য ছিলেন।

ক্ষীরাব্ধিকুলজন্মকারী কুলমণিঃ সুবর্ণাধিপো বীরবিং শতো বীরভেজস্বী সুনরঃ সুবুদ্ধি নন্দন দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণকং শ্রীকৃষ্ণং সুনুতা পূজার্চ্চিতে সবিতুঃ পূজনপূর্ব্বকং বিসৃত্য শক্তি শ্রী বিষ্ণুং ওঁ হ্রীং ব্রহ্মণে নমঃ। বিষ্ণুর্বিষ্ণু বিশ্বমূর্ত্তি ত্রিমূর্ত্তি উপরিস্থনঃ। সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষো সহস্রপাৎ স ভূমি সান্নিধিং শান্তি শাতা। সুকর্ম্মা ব্রহ্মশক্তি বিতত্ত্ব ব্রাহ্মণো বৈদ্যবর্ণো বৈদ্যবৃত্ত্যা ক্ষত্রিয় ব্রহ্মবৃত্তি ধর্ম্মসাক্ষী ব্রহ্মেশ্বরঃ যমিত্র ব্রহ্মবিদ্যাং আশ্রয়ঃ স্বধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ো ধর্ম্মজ্ঞো ব্রাহ্মণৈ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস যশোধবে ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীযুক্তঃ ধর্ম্মরাজ রাম-রাঘব তুল্যো অশেষ বিজয়লক্ষ্মী ব্রাহ্মণানাং কুলীনবন্ধু নিবাসঃ সর্ব্বধর্ম্মভেদ বিপ্রাণাঞ্চ লক্ষণো ব্রাহ্মণঃ।

এই তাম্রশাসনের বাক্যাবলী অত্যন্ত দীর্ঘ, তাই প্রথমের কয়েক ও শেষ অংশটুকু অধ্যাহার করিলাম। যাঁহারা সম্পূর্ণ অংশ পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা বিদ্যারত্ন প্রণীত বল্লালমোহমুদ্গর নামক গ্রন্থের ২৮৩পৃঃ হইতে ২৮৬ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।

এই বচন হইতে জানা যায়, মহারাজ শালবানের দৌহিত্রবংশে মহারাজ আদিশূর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। শালবানের দৌহিত্রের নাম কি ছিল তাহা জ্ঞাত হওয়ার উপায় নাই, তবে ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনায় জানা যায়, বঙ্গের প্রথম বৈদ্যমহারাজ বীরসেন ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই অধস্তনবংশে মহারাজ আদিশূরের (শ্রীমৎ লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের) জন্ম হয়। উপরি উক্ত শ্লোকে মহারাজ শালবানকে ও মহারাজ আদিশূরকে বৈদ্যকুল সম্ভূত বলা হইয়াছে। দেবীবর ঘটকের কারিকা হইতে জানা যায়, আদিশূর রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় ও বরেন্দ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। যথা

> অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
> রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ॥
> এতেষাং হি নৃপশ্চৈব সর্ব্বভূমিশ্বরো যথা।
> অমাত্যৈ র্ব্বান্ধবৈশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ।
>
> এতৈঃ সহ মহীপালো একদা স নিজালয়ে
> উপবিষ্টো দ্বিজান্ প্রষ্টুং ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ॥ ইত্যাদি।

যৎকালে অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত, সর্ব্বভূমীশ্বর, ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ, নৃপশ্রেষ্ঠ, আদিশূর রাঢ়, গৌড় ও বরেন্দ্রদেশের রাজা ছিলেন, তৎকালে একদা অমাত্য, বন্ধু, মন্ত্রী, ও দ্বিজদিগের সহিত নিজগৃহে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে চতুর্ভুজ বলেন :—

> আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরপ্রতাপবান্।
> সবৈদ্যকুলসম্ভূত আসমুদ্রকরগ্রহঃ॥ অম্বষ্ঠকুলপঞ্জী।

মহারাজ আদিশূর গৌড়ে রাজা ছিলেন, তিনি অতিপ্রতাপবান ও ও আসমুদ্রকরগ্রাহী অধিরাজ। তিনি উচ্চ শ্রেণীর বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় আছে।

> "অম্বষ্ঠানাং কুলেহসৌ প্রথম নরপতিঃ শৌর্য্যবীর্য্যাদিযুক্তঃ।
> তন্নামাদিশূরো বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তোবভূবঃ॥
> লহিত্রাৎ পশ্চিমে বিক্রমপুরনগরে রামপালস্ত নাম্নি।
> চক্রে রাঢ়াদিদেশাধিপতি নরপতেঃ রাজধানী প্রধানা॥"

অম্বষ্ঠব্রাহ্মণবংশে প্রধান প্রতাপশালী, বিমলবুদ্ধিমান ও খ্যাতিসম্পন্ন এক নরপতি ছিলেন, তাঁহার নাম আদিশূর ছিল। লহিত্রাৎ পশ্চিমে অর্থাৎ ঢাকার দক্ষিণে, বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালনগরে রাঢ় প্রভৃতি দেশাধিপতি

মহারাজ আদিশূরের প্রধান রাজধানী ছিল, আদিশূর ধন্বন্তরিগোত্রীয় এবং বল্লাল বৈশ্বানরগোত্রীয় ছিলেন, যথাচাহ দেবীবর ঃ—

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরনৃপেশ্বরঃ।
ধন্বন্তরিসেনখ্যাতো বিখ্যাতোধরণীতলে ॥
বৈশ্বানরকুলোদ্ভূতো বল্লাল খ্যাতিমীরিবান্। ইত্যাদি

অম্বষ্ঠকুলেজাত মহারাজ আদিশূর ধন্বন্তরি গোত্রসেন বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। মহারাজ বল্লাল বৈশ্বানরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে শালবানের দৌহিত্রবংশে আদিশূরের জন্ম, সেই মহারাজ শালবান সম্বন্ধে বিপ্রকুলকল্পলতায় লিখিয়াছেন ঃ—

"আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গরাজ্যাধিরাজ সঃ স্বধর্ম্মপ্রতিপালকঃ ॥

শালবান নামে একমহাবীর্য্যশালী বৈদ্যরাজা ছিলেন। তিনি বঙ্গের একছত্রী নরপতি রূপে স্বধর্ম্মের প্রতিপালক ছিলেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, সেনরাজগণ বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদিগকে কোন স্থলে "অম্বষ্ঠকুল সম্ভূতঃ" কোন স্থলে "সবৈদ্যকুল সম্ভূতঃ" কোনস্থলে "আসীৎ বৈদ্য মহাবীর্য্যঃ" কোন স্থলে "বৈদ্যবংশ সমুদ্ভূতঃ" বিশেষণে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মহারাজ আদিশূরকে ধন্বন্তরিগোত্র এবং মহারাজ বল্লালসেনকে বৈশ্বানরগোত্র বলা হইয়াছে। ধন্বন্তরি, বৈশ্বানরগোত্র কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ ও শূদ্রগণের ছিল না, নাই ও থাকিতে পারে না, তাহা অবিসংবাদিত সত্য। বৈদ্য মহারাজগণ যে ব্রাহ্মণের অতীত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সমাজশাসন হইতে প্রতিপন্ন হয়। প্রাচীনতমকালের ঋষি, মহর্ষিগণের ন্যায় মহারাজ আদিশূরই অন্ত্যজজাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে আদিশূর ঃ—মহারাজ আদিশূরই বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধপ্রভাব বিদূরিত করেন। তিনি কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বৈদিকব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশে বৈদিকধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। নিবেদনে যে সপ্তশতি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সপ্তশতি ব্রাহ্মণ মহারাজ আদিশূর দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল। সপ্তশতি ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রসঙ্গে গৌরবংশাবলীতে যেই প্রমাণ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার অনুবাদ

এইস্থলে অধ্যাহার করিলাম।

"আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতিকে পাঁচজন বেদজ্ঞব্রাহ্মণ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া একপত্র লিখিয়াছেন, পত্রবাহক দূত(ভট্ট) কান্যকুব্জরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলীপুটে রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক পত্র প্রদান করিলে, রাজা পত্রপাঠ করিয়া বলিলেন, তোমাদের রাজা মূর্খ, তোমাদের রাজা কি জানেন না? তীর্থ যাত্রা ভিন্ন ব্রাহ্মণ বঙ্গাদি দেশে গমন করিলে পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হয়। বঙ্গদেশে কোন ব্রাহ্মণ যাইবে না।

মহারাজ আদিশূর দূতমুখে স্বীয় নিন্দাবাদ ও প্রার্থনা অগ্রাহ্য করার সংবাদ শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বীরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সেনাপতি বীরবাহুকে আদেশ করিলেন। আদেশ পাইয়া মহাবীর বীরবাহু চতুরঙ্গ বলের সহিত কান্যকুব্জে গমন করিলেন ও দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন, অবশেষে বীরবাহু হত হইলেন। মহারাজ আদিশূর বীরবাহু হত হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং এক অক্ষৌহিণী সেনাসহ মহাবলী হেড়ম্বাধিপতিকে যুদ্ধার্থে পাঠাইলেন। কূটযুদ্ধবিশারদ কূটধর্ম্মজ্ঞ, কৌশলী হেড়ম্বাধিপতি, কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন, কান্যকুব্জরাজ গো ও বিপ্রের প্রতিপালক এবং মহাযোদ্ধা। কূটনীতি অবলম্বন ভিন্ন জয়ের আশা নাই ভাবিয়া, তিনি বঙ্গদেশীয় অস্পৃশ্য হীনবংশোদ্ভব সাতশত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া ও তাহাদিগকে গোপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া ব্যূহরচনা পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বীরসিংহের সেনাপতি অদ্ভুতব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং গো ব্রাহ্মণ বধের আশঙ্কায় যুদ্ধস্থান পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজাকে সংবাদ দিলেন। কনৌজরাজ এই অদ্ভুত সংবাদ পাইয়া ধর্ম্মরক্ষার্থ মহারাজ আদিশূরের সহিত সন্ধি করিলেন এবং যথাসময়ে পঞ্চব্রাহ্মণ পাঠাইবেন বলিয়া এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিলেন।

হেড়ম্বাধিপতি সেই অঙ্গীকারপত্র লইয়া মহারাজ আদিশূরের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং কনৌজাধিপতির অঙ্গীকারপত্র মহারাজকে অর্পণ পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। মহারাজ অদ্ভুতবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং কূটনীতিবিশারদ মহাচক্রী বীর হেড়ম্বাধিপতিকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই সাতশত সৈন্যগণকে বর দিতেছি যে ইহারা আজ হইতে আমার আদেশে সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ হইবে, ও ইহারা ইহজগতে

সপ্তশতীব্রাহ্মণ বলিয়া প্রখ্যাত হইবে।

পাঠক মহোদয়গণ চিন্তা করুন, এই "গৌরবংশাবলী" ব্রাহ্মণপণ্ডিত কর্তৃক সংস্কৃতভাষায় রচিত। ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। যাঁহারা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাঁহারা "গৌরবংশাবলী" নামক গ্রন্থ পাঠ করুন। সাতশত অস্পৃশ্য হীনজাতিকে বঙ্গদেশে যিনি ব্রাহ্মণ করিতে সক্ষম, সেই মহারাজ আদিশূর যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা শাস্ত্র জ্ঞানহীন ব্যক্তিও বুঝেন। ব্রাহ্মণ না হইলে বরপ্রদান করেন কিরূপে? ব্রাহ্মণ না হইলে অস্পৃশ্যজাতিকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নমিত করেন কিরূপে? ইহা হইতে মহারাজ আদিশূরের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হওয়ার পক্ষে উপকরণ আর কি হইতে পারে?

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে, পঞ্চব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তাহার সময়ের উল্লেখ করিয়া "কৃষ্ণচন্দ্রচরিতে" লিখিত হইয়াছে, আদিশূরো নবনবত্যধিক নবশতীশতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণান্ আনয়ামাস" আদিশূর যজ্ঞার্থে কান্যকুব্জ হইতে ৯৯৯ শকে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

বৈদ্যেরব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে পাশ্চাত্য পণ্ডিত :—পাশ্চাত্য পণ্ডিত মার্শম্যান, সেথব্রিজ, হাণ্টার প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বহুগবেষণা করিয়া তাঁহাদের কৃত গ্রন্থরাজীতে সেনরাজগণকে বৈদ্যবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেনরাজগণকে বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা নহে, পাঁচশত বৎসরের পূর্ব্বে কুলপঞ্জী-রচয়িতা রামকান্ত কবিকণ্ঠহার, রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের মেলবন্ধনকারী দেবীবর ঘটক, কায়স্থজাতির কুলপঞ্জিকার রামানন্দশর্ম্মা প্রভৃতি প্রাচ্যপণ্ডিতগণও সেনরাজগণকে অবষ্ঠোপাধিক বৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। ইহা হইতে সেনরাজগণের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে হলায়ুধজী :—সুবিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক গ্রন্থে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নামান্তে "দেব" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি বল 'শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য' শাস্ত্রে এবং দেব ব্রাহ্মণের নামান্তে পদবি রূপে গ্রহণ করার ব্যবস্থা দিয়াছেন। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, বৈদ্যগণ দেবপ্রভব, তাঁহারা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই কোন কোন স্থলে সেনরাজগণের নামান্তে দেবের ব্রাহ্মণ সূচক "দেব" পদবি ব্যবহৃত হইয়াছে। পণ্ডিত হলায়ুধজী মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বিশেষণে "দেব" শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

যেমন চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি। কেবল তাহা নহে, তাম্রশাসনী ও "শ্রীলক্ষ্মণসেনদেবশর্ম্মাব্রাহ্মণঃ" বলিয়া লক্ষ্মণসেন যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে সব ব্রাহ্মণগণ বেদহীন ছিলেন, তাঁহারা কেবল শর্ম্মাই লিখিতেন যথা বিষ্ণুশর্ম্মা, চিরঞ্জীবশর্ম্মা প্রভৃতি। কেবল হলায়ুধভট্ট মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে দেব বলিয়াছেন তাহা নহে, "সময়প্রকাশ" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও "বল্লালসেনদেব" লিখা রহিয়াছে। এই সব গ্রন্থ ব্রাহ্মণকুল সম্ভূত পণ্ডিতগণেরই লিখনী প্রসূত। ইহা হইতে বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

যদিও কোন কোন গ্রন্থে সেনরাজগণকে "ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাশ্রয়" ক্ষত্রিয়চারিত্রচর্য্যা ও "রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহাতেও সেনরাজগণের ব্রাহ্মণত্বই সূচিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আশ্রয়, ক্ষত্রিয় আচরণের ন্যায় আচরণশীল বলাতে স্পষ্টই জ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন না, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলে কখনও আশ্রয় শব্দের উল্লেখ হইত না, ক্ষত্রিয়বাচক শব্দই যোজনা হইত। ব্রাহ্মণ হইয়া রাজ বা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আচরণশীল ছিলেন বলিয়াই, আশ্রয়শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহা হইতেও সেনরাজগণ যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মম্মথভট্ট :— কাব্যপ্রকাশ প্রণেতা ব্রাহ্মণ মম্মথভট্ট, গীতা প্রভৃতির ভাষ্যকার অভিনবগুপ্তের শিষ্য, তিনি কাব্যপ্রকাশে লিখিয়াছেন :— "উভয়াভাবস্বরূপস্তু চ উভয়াত্মকত্বমপি পূর্ব্ববৎ লোকগুরুতায়েব নমস্যন্তি। নতু বিরোধ বিধৌ শ্রীমদাচার্য্যাভিনবগুপ্তপাদাঃ" চতুর্থ উল্লাস। এই মম্মথভট্ট নৈষধকাব্য প্রণেতা মহাকবি শ্রীহর্ষের মাতুল। তিনি অনন্তকালের জন্য যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জলদ-গম্ভীরনাদে ঘোষণা করিলেন, শ্রীমদাচার্য্য অভিনবগুপ্ত আমার "আরাধ্যপাদ" বঙ্গীয়বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ না হইলে মম্মথভট্টের ন্যায় মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণকবি কখনও বৈদ্য অভিনবগুপ্তকে "আরাধ্যপাদ" লিখিতেন না। ইহা হইতে বঙ্গীয় বৈদ্যগণের কেবল ব্রাহ্মণত্বের নহে. অধ্যাপকত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে জানিনা।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে শর্ম্মা :—শর্ম্মন্ সুখম্, (শৃ+মন্ যে) প্রত্যয়ে শর্ম্মা সাধিত হয়। দিব ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া দেবশব্দ সিদ্ধ হয়। দিব-স্বর্গে দীব্য ক্রীড়ায়াং দিব্যতি সম্ভ্রান্তীকৃতীতি দেবঃ।

সুখেন দীব্যু ক্রীড়ায়াং দীব্যতি সৎক্রীড়তীতি অর্থে দেবশর্ম্মা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যিনি সুখের সহিত, আনন্দের সহিত, সৎক্রিয়ায় অর্থাৎ শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি প্রভৃতি সদাচারে রত থাকেন ; তিনি দেবশর্ম্মা লিখিবার অধিকারী। ব্রাহ্মণগণেরই শম দমাদি সৎক্রিয়াছিল, তাই ব্রাহ্মণগণ নামান্তে দেবশর্ম্মা লিখিতেন। শাস্ত্রকার বলেন :—

"শর্ম্মান্তংব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্র সংযুতম্।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"

ব্রাহ্মণশর্ম্মা, ক্ষত্রিয়বর্ম্মা, বৈশ্যগুপ্ত এবং শূদ্র দাস পদবি নামান্তে ব্যবহার করিবেন। মনু বলেন :—

"শর্ম্মবদ্‌ব্রাহ্মণস্যস্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥"

ব্রাহ্মণের শর্ম্মার্থ, ক্ষত্রিয়ের রক্ষার্থ, ত্রাতা ও বর্ম্মা বৈশ্যের পুষ্ট্যর্থ গুপ্ত ভূতি ও দত্ত ইত্যাদি, শূদ্রের প্রৈষ্যার্থ অর্থাৎ নিন্দিত দাস পদবিই ব্যবহার করাই বিধি সঙ্গত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ।
ধনান্তঞ্চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তঞ্চান্ত্যজন্মনঃ॥

ব্রাহ্মণের অন্তে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের অন্তে বর্ম্মা বৈশ্যের অন্তে ধনবাচক শব্দ এবং শূদ্রের অন্তে দাস পদবি ধারণ করাই বিধি। যম বলেন :—

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দ্দত্তস্য বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥".

শর্ম্মা বা দেব ব্রাহ্মণের নামান্তে, ক্ষত্রিয়ের নামান্তে বর্ম্মা ও ত্রাতা, বৈশ্যের নামান্তে ভূতি ও দত্ত এবং শূদ্রের নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করাই বিহিত।

এই সমুদয় প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, ব্রাহ্মণের নামান্তে শর্ম্মা বা দেব, ক্ষত্রিয়ের নামান্তে বর্ম্মা, ত্রাতা, ভূভুজ। বৈশ্যের নামান্তে গুপ্ত, দত্ত, ভূতি প্রভৃতি এবং শূদ্রের নামান্তে কেবল দাস পদবি ব্যবহার করা বিধি। কিন্তু শাস্ত্রের বিধানমতে ব্রাহ্মণ দেবশর্ম্মা, ক্ষত্রিয় দেববর্ম্মা, বৈশ্য গুপ্ত, শূদ্রগণ দাস পদবি ধারণ করিবে মহর্ষি বিষ্ণু বলেন :—

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মাবর্ম্মাদিসংযুতম॥"

দেবাৎ পূর্ব্বং নরাখ্যং নরনাম তচ্চ বিশিষ্টং শর্ম্মসংযুতম্। এতচ্চ বিপ্র পরম্ শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য ইতি যমবচনাৎ অত্র চকারেণ দেবশর্ম্মণঃ সমুচ্চয়ঃ।

বালকের জন্ম হইলে পিতা দশমদিবসে দেবপূর্ব্ব শর্ম্মা ও দেবপূর্ব্ব বর্ম্মা সংযোগে নামাকরণ করিবে। যম বচনে "দেবশ্চ" চকার থাকায় নির্ণীত হইল যে, ব্রাহ্মণের নামের অন্তে দেবশর্ম্মা এবং ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে দেববর্ম্মা পাঠ হইবে। মহর্ষি বিষ্ণু আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন :—

"শর্ম্মন্নর্ঘ্যাদিকে কার্য্যং শর্ম্মা তর্পণকর্ম্মণি।
শর্ম্মণোঽক্ষয্য কালে চ পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্॥"

ব্রাহ্মণ অর্ঘ্যাদি কার্য্যে তর্পণকর্ম্মে এবং পিণ্ড প্রদানে শর্ম্মা পদবি উল্লেখে যে সমস্ত দান করেন, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। তৎপর বলিলেন :— "শর্ম্মন্নিত্যনেন গোত্রসম্বন্ধ নামানি পিতৃণাং পরিকল্পয়েদিত্যেকবাক্যতয়া শর্ম্মান্তং নাম প্রতীয়তে।" গোত্র ও নামের সহিত শর্ম্মা উল্লেখে নিত্য নৈমিত্তিক পিতৃ সম্বন্ধীয়কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

এই সমুদয় বচনাবলী হইতে প্রতীতি হয় যে, সকল প্রকার ব্রাহ্মণের পক্ষে শর্ম্ম পদবি সংযোগে দৈব পৈত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করাই শাস্ত্রের বিধান। তাই ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ দেবশর্ম্মা উল্লেখে যাবতীয় দৈব পৈত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, কোন ব্রাহ্মণই শর্ম্মাপদবি ত্যাগ করিয়া দৈব পৈত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। যাঁহারা সৎক্রিয়া শম দমাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দেবত্যাগ করিয়া কেবল শর্ম্মাপদবি গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা বিষ্ণুশর্ম্মা, চিরঞ্জীবশর্ম্মা প্রভৃতি। মহারাজ বল্লালাদির নামান্তে যে দেব শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণজ্ঞাপক পদবি নহে। তাহা রাজার দেবত্ব সূচক ও সম্মানার্থ ব্যবহৃত হইয়াছিল। যথা পিতৃদেব, গুরুদেব, রামকৃষ্ণদেব, বুদ্ধদেব প্রভৃতি। শর্ম্মা ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দেব পদবি নামান্তে সংযোগ করিয়া দৈব পৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রে নাই এবং লৌকিক ব্যবহারও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত বলিলে যেমন একত্রে দুইজন আদিপুরুষের নাম সংযোগ হওয়াতে বৈদ্যবিদ্বেষিগণ "অজ্ঞাত জারজা বৈদ্যাঃ" বলে, সেনদেব, দাসদেব বলিলেও তদ্রূপ নিন্দার ভাজন হইতে হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত যেমন এক এক জন আদিপুরুষের নাম, সেইরূপ "দেব" একজন আদিপুরুষের নাম। দুইজন পিতার নাম একত্রে উল্লেখ করিয়া আত্মপরিচয়

দিলে বা দৈব পৈত্র ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে যে, নিজের গর্ভধারিণীকে ভিক্ষারিণী করা হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবেনা।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সখারাম দেউস্কর :— ভারতের সুপরিচিত বিদ্বৎসমাজের আদরণীয় প্রাচ্যপ্রতীচ্য জ্ঞানসম্পন্ন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সখারাম দেউস্কর মহাশয় স্পষ্টই বলিয়াছেন, বোপদেবের বংশধরগণ আমাদের মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণাচারে ব্রাহ্মণগণের সহিত রীতিমত কন্যা আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানি। (ধন্বন্তরি পত্রিকা) ইহা হইতে বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে জানি না।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে দাশ :— তালব্য শ কারান্ত দাশ পদবি ব্রাহ্মণত্ববাচক। পাণিনি বলেন :— দাশ গোঘ্নৌ সম্প্রদানে ৭৩।৭৪ দাশ গোঘ্নৌ সম্প্রদানে কারকে চ নিপাত্যতে। দাশন্তি অস্মৈ ইতি দাশঃ। পুংসি ঘন্ কারকে চ ৯৫০। কারকে বাচ্যে পুংলিঙ্গে ঘন্ ভবতি। তালব্যান্তে দাশৃদানে দাশন্তি অস্মৈ দাশো বিপ্র ইতি ভুরনন্দী। দাশৃদানে এই দান ধাতু তালব্য শকারান্ত, ইহার উত্তর সম্প্রদান কারকে ঘন্প্রত্যয় করিয়া অথবা পচাদিত্ব উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া "দাশ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। দাস ভৃত্যঃ কৈবর্ত্তোবা, দাশ ঋত্বিজ তালব্যঃ। ভৃত্যেদাস্যাঃ ইতি মহেশচন্দ্র শর্ম্মা। দাশৃ দানে অত্রাপি সম্প্রদানে অচ্। দাশ ঋত্বিক্ ইতি সিদ্ধান্তবাগীশঃ। তালব্য শকারান্ত দাশ শব্দ যে ব্রাহ্মণ অববোধ করে; তাহা পাণিনি দাশন্তি অস্মৈ ইতি দাশ বলিয়া যাঁহারা দান গ্রহণ করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণের কথাই বলিয়াছেন, অর্থাৎ ঋত্বিক (পুরোহিত) ব্রাহ্মণ। ভুরনন্দী ও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া দাশ শব্দ দান গ্রহণকারী বিপ্রকেই বুঝাইয়াছেন। পণ্ডিত মহেন্দ্রশর্ম্মা, বলেন দন্ত্য সকারান্ত দাস শব্দ, ভৃত্য অথবা কৈবর্ত্তকে অববোধ করে, তালব্য-শকারান্ত দাশশব্দ ঋত্বিক, দন্ত্যসকারান্ত দাসশব্দ ভৃত্য। পণ্ডিত সিদ্ধান্তবাগীশ ও দাশ শব্দে ঋত্বিক অর্থাৎ যাজক ব্রাহ্মণকেই বুঝাইয়াছেন। তালব্যশকারান্ত দাশ-শব্দ যে ব্রাহ্মণত্ববাচক এবং দন্ত্যসকারান্ত দাসশব্দ ভৃত্যবোধক, তাহা সমস্ত আভিধানিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। তাই মেদিনীপুরের দাশোপাধিক ব্রাহ্মণগণ দাশ তালব্যশকারান্তে লিখিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়াই সমাজে পরিচিত। যাঁহারা বৈদ্যগণকে অব্রাহ্মণ বলেন, তাঁহারা মেদিনীপুরের দাশ পদবি যুক্ত ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টি করুন? তাহা হইলে

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ এক দাশ পদবি দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। দাশ পদবি যে কোন বজন ব্রাহ্মণের নাই ও হইতে পারে না, তাহা অভ্রান্ত সত্য। *

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সত্যপ্রকাশ বিদ্যারত্ন :— বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :— আমি কয়েক বৎসরকাল শাস্ত্রালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের সন্তান। তাঁহারা মিশ্রব্রাহ্মণ বা মনূক্ত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ নহেন। অতীত যুগের মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব নামক যে সকল মিশ্রব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা বজন ব্রাহ্মণসমাজে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মিছির ব্রাহ্মণই তাহার নিদর্শন। যদিও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি প্রদেশে ধরশর্ম্মা, করশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইতেছে এবং গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে দাশশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা প্রভৃতি পদবি বিশিষ্ট যে সব ব্রাহ্মণ তীর্থগুরু রূপে দেখিতে পাই, তাঁহারা এখন আর অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম-প্রকাশ করেন না। কাশীর ভূমিহর ব্রাহ্মণগণ মথুরা প্রভৃতির সেনবী ব্রাহ্মণগণ কাটোয়ারের অমৃতসেনী ব্রাহ্মণগণ তাঁহারা এখন আর বৈদ্যব্রাহ্মণ বলেন না, তাঁহারা মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই আত্মপরিচয় প্রদান করেন। উৎকলকারিকাদিতে ধরশর্ম্মা করশর্ম্মাগণ যে "অম্বষ্ঠা ব্রাহ্মণা ইমে" বলিয়া অত্যন্ত গৌরব সূচক অম্বষ্ঠ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা এইক্ষণ পুথি পাতিতেই নিবদ্ধ। মহর্ষিগণের সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতি সন্তানগণ অশেষ বিদ্যাবত্তায়, জ্ঞানবত্তায় জন্ত বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসার অনুশীলন করাতে তাঁহারা ত্রিজ ও অম্বষ্ঠ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহা অভ্রান্ত সত্য। ভারতের অপরাপর প্রদেশীয় বৈদ্যগণ জাতীয় চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করাতে, তাঁহারা বৈদ্য বা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম-প্রকাশ না করিয়া কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়াই থাকেন। বৈদ্যগণ যে একদিন সমস্ত প্রাণীর পিতৃস্বরূপ পূজার্হ জাতি ছিলেন, তাহা ঠাকুরদিদীর রূপ কথার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণ এখনও জাতীয়বৃত্তি আয়ুর্ব্বেদিকচিকিৎসার অনুশীলন করেন। তজ্জন্ত বঙ্গদেশে বৈদ্যগণ বৈদ্যজাতি বলিয়াই প্রখ্যাত। একদিন এই বঙ্গীয় বৈদ্যগণ বজন ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা মহারাজ আদিশূরের ও মহারাজ বল্লালসেনের প্রভাব প্রতিপত্তি হইতে জানা যায়। মহারাজ

আদিশূর ব্রাহ্মণ কুলের মুকুটমণি ছিলেন, তাহা না হইলে, সাতশত অন্ত্যজ জাতিকে মুখ্যব্রাহ্মণে পরিণত করিতে পারিতেন না এবং মহারাজ বল্লালও সারে তিনশত বারেন্দ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণকে অনাচারী হেতুতে, বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন না। মহারাজ বল্লাল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ না হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের কুলমর্য্যাদা নিরূপণ করিবেন কিরূপে? মহারাজ বল্লালসেনের সহিত তৎপুত্র যুবরাজ লক্ষ্মণসেনের বিবাদের সূচনা হইতেই বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির জাতীয়গৌরব ম্লান হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু তত্তৎ কালে ও বঙ্গীয় বৈদ্যগণ নামান্তে শর্ম্মা পদবি লিখিতেন, তাহা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও যে, বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ব্রাহ্মণ সদৃশ তাঁহারা দশাহাশৌচ গ্রহণ করিতেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ব্রাহ্মণগণের আবেদনপত্র এবং মহারাজ গণেশের আদেশ-পত্রই অন্যতম প্রমাণ। মহারাজ লক্ষ্মণসেন যেমন রাজশক্তির প্রভাবে বল্লালী থাক বৈদ্যগণকে শূদ্রাচারী হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহারাজ গণেশ ও রাজশক্তির প্রভাবে লক্ষ্মণী থাক বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে বৈশ্যাচারী হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দুই রাজশক্তির প্রভাবে সহস্র সহস্র বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজে আত্মগোপন করিয়াছেন। বহুবৈদ্য বঙ্গদেশ হইতে মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহারা তত্তৎ দেশীয় ব্রাহ্মণসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছেন।

এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভারতের অপরাপর প্রদেশীয় বৈদ্যগণ যখন ব্রাহ্মণাচারে ব্রাহ্মণের ন্যায় দেবশর্ম্মা পাঠে দৈব পৈত্রকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন; তখন বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ সদৃশ উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণাচার প্রতিপালন করিলেও তাঁহারা দাশশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা ও গুপ্তশর্ম্মা প্রভৃতি পদবি গ্রহণ করিবেন কেন? তদুত্তরে বলা যায়, সেনরাজগণের রাজত্বকালে ও তৎপূর্ব্বে যে, দেবশর্ম্মা পাঠ হইত তাহা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রস্তর ফলক হইতে সংগৃহীত প্রমাণাবলী দ্বারা জানা যায়। রাজা গণেশের রাজত্বকাল হইতে বৈদ্যগণ বৈশ্য ও শূদ্রাচারী হওয়াতে এবং সৎক্রিয়া ত্যাগ করাতে, তাঁহারা দেব পদবি গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছেন। দেব পদবি আচার ভ্রষ্ট, কর্ম্মভ্রষ্ট, সৎক্রিয়াভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের জন্য নহে। ব্রাহ্মণ ও

বৈদ্যগণের সংক্রিয়া ছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণগণকে ভূদেব, বৈদ্যগণকে সেনদেব, দাশদেব বলা হইত। যাঁহারা ব্রাহ্মণাধর্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক সংক্রিয়ান্বিত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে দেবশর্ম্মা পদবি উল্লেখে দৈব পৈত্রকর্ম্ম করার কোন বাধা নাই। তবে সাধারণতঃ বঙ্গীয় বৈদ্যগণের পক্ষে স্বীয় স্বীয় আদিপুরুষের নামের সহিত বর্ণজ্ঞাপক শর্ম্মা পদবি সংযোগ করিয়া দৈব পৈত্রকর্ম্ম সম্পাদন করাই যুক্তিযুক্ত।

এইস্থলে পুনঃ প্রশ্ন হইতে পারে যে, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজে বহু ব্রাহ্মণ আচারভ্রষ্ট, কর্ম্মভ্রষ্ট ও সংক্রিয়াভ্রষ্ট হইয়া এতই নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন ও করিতেছেন, যাহা এখন পর্য্যন্ত কোন বৈদ্যসন্তান করেন নাই। এমতাবস্থায় যদি তাঁহারা দেবশর্ম্মা পাঠে দৈব পৈত্রকর্ম্ম করিতে পারেন, তাহা হইলে যে সব বৈদ্য ব্রাহ্মণসদৃশ উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিতে ছেন; তাঁহারা দেবশর্ম্মা পদবি ধারণ করিতে পারিবেন না কেন? তদুত্তরে বলা যায়, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আচার-ভ্রষ্ট, কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া থাকিলেও তাঁহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে উপনয়সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন; তাঁহাদের দায়াদগণের মধ্যে কেহ না কেহ সংক্রিয়ান্বিত আছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা বৈদ্যদের মন্ত্রগুরু, আচার্য্যগুরু, ঋত্বিকাদির কার্য্য করেন, ভবিষ্যতেও করিবেন। তাঁহাদের সহিত বৈদ্যদের পার্থক্য রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ দেবশর্ম্মা, বৈদ্যগণ সেনশর্ম্মা দাশশর্ম্মা পদবি উল্লেখ করাই সঙ্গত।

বর্ত্তমানে যেইভাবে পদবি পরিবর্ত্তনের লুকোচুরী আরম্ভ হইয়াছে, যেইভাবে অন্ত্যজজাতির মধ্যেও সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত পদবির সমাবেশ হইতেছে, তদবস্থায় বৈদ্যগণ কেবল সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি আদিপুরুষের নাম মাত্র পদবি রূপে গ্রহণ করিলে, তাঁহারা ছত্রিশজাতির মধ্যে কোন্ জাতির অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে তাঁহারা যে জগৎপূজ্য বিদ্বান্‌জাতির বংশধর তাহাও সূচিত হয় না। অপর জাতির কুহকে পড়িয়া আত্মপ্রতারণা করা সঙ্গত নহে। আত্মপ্রতারণা মহা-পাপ, তাহার পরিণাম রৌরব নরক ভোগ। বৈদ্য যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, মহারাজ বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতে প্রতিপন্ন হয়।

বাসস্থানের পৃথকত্বনিবন্ধন কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ যেমন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ও বাসস্থানের প্রভেদ বশতঃ রাঢ়ীয় বঙ্গজ প্রভৃতি পরিভাষায় বিষয়ীভূত। বস্তুতঃ

বঙ্গীয়বৈদ্য মাত্রই এক নিদানসমুত্থ অভিন্ন পদার্থ। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের মধ্যে আহার, আচার, আদান, প্রদানের কোন পার্থক্য ছিল না। রাঢ়ে, বঙ্গে আদান প্রদান অব্যাহত ভাবেই প্রচলিত ছিল। মহারাজ বল্লালের সহিত যুবরাজ লক্ষ্মণ বিবাদ করিয়া রাঢ়ে উপনিবেশ স্থাপন করার পর হইতেই, রাঢ়ে বঙ্গে যৌন সম্বন্ধাদি বন্ধ হইয়া যায় এবং বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজ রাঢ়ীয়বৈদ্য সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চকুট, রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে একই, ইঁহাদের মধ্যে যে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল, তাঁহার প্রমাণের অভাব নাই। ভরতমল্লিক চন্দ্রপ্রভায় বলিয়াছেন :—

"রাঢ়ীয়া ভিষজো যে যে প্রায়স্তে বঙ্গজা অপি।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন॥"

"যাঁহারা রাঢ়ীয়বৈদ্য প্রায়শঃ তাঁহারাই বঙ্গে যাইয়া বঙ্গজ নামের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। নন্দী প্রভৃতি কতকগুলি বৈদ্যসন্তান মহারাষ্ট্রে যাইয়া বাস করেন।

সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, দেব, ধর, কর, নন্দী, সোম, রাজ, চন্দ্র, রক্ষিত ও কুণ্ড এই তের ঘর বৈদ্য রাঢ়, বারেন্দ্র ও বঙ্গে বিদ্যমান। ইঁহারা রাঢ় হইতে বঙ্গ, বারেন্দ্র, প্রভৃতি নানাস্থানে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। তবে ইন্দ্র, আদিত্য, সোম ও রাজ বৈদ্যগণ তত প্রসিদ্ধ নহেন। চন্দ্রপ্রভার ৯ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ হইয়াছে :—

"অষ্টৌসেনাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেষপি বসন্ত্যমী।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধতয়োঽপি চ॥
কেচিৎ জাত্যা পরিখ্যাতা দৃষ্টাদেশান্তরেষ্বপি॥"

সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, কর, ধর, নন্দী ও রক্ষিত এই আটঘর বৈদ্য রাঢ় ও বঙ্গে উভয় স্থানেই বিদ্যমান। নন্দী প্রভৃতি কতকগুলি বৈদ্যসন্তান মহারাষ্ট্রে যাইয়া উপাধি ত্যাগ করিয়া "সেনবী" ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইতেছেন। পরলোকগত মহাত্মা গোখেল এই শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বঙ্গীয় বৈদ্যগণের মধ্যে বর্ত্তমানে চারিশ্রেণীর বৈদ্যজাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। একশ্রেণীর বৈদ্য আছেন, তাঁহারা রাজা গণেশের আদেশকাল হইতে বৈশ্যবৎ উপনীত হইয়া সৈশ্যাচারী হইয়া আছেন। অপর একশ্রেণীর বৈদ্য আছেন, তাঁহারা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময় হইতে শূদ্রের ন্যায় নামান্তে দাস দাসী পাঠ করিয়া দৈবপৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়া শূদ্রের সাজাত্য ভজনা করেন। তাঁহারা এই মিলনের

যুগে উপবীত গ্রহণ করাকেও মিলনের পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন। এই শ্রেণীর বৈদ্যগণ শিশ্নোদরের সেবা করা ব্যতীত অপর কোন কার্য্য আছে বলিয়া মনে করেন না।" তাঁহারা চির আচরিত কোন প্রথার কোন প্রকার অতি সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য একটুক অঙ্গস্পন্দন করিতেও তীব্রবেদনা অনুভব করেন। ইঁহারা কোন প্রচলিত প্রথার দোষ হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাহা পরিহার করার জন্য কোন প্রকার যত্ন চেষ্টা প্রায়ই করিতে চায়েন না। তাঁহারা বলেন :—

"ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধেকার্য্যে সমং ফলং।
যদি কার্য্যে বিপত্তিঃ স্যাৎ মুখরস্তত্র হন্যতে॥"

"যাহা দশজনের আচরিত কার্য্য, তাহার কোন সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে কেহই অগ্রণী হওয়া উচিত নহে। এইরূপ কার্য্যের বিশেষত্ব কিছুই নাই। কার্য্য সিদ্ধিতে সম্প্রদায়ের সকলেরই সমান প্রশংসা, কিন্তু কার্য্যধ্বংসে উদ্যোগীরাই বিনষ্ট হন।" এই রূপ উপদেশবাক্য এই রূপ স্বার্থপর ন্যায়বাদ বাস্তবিকই আলস্যপরায়ণ তন্দ্রাতুর ব্যক্তির প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তথাকথিত বুদ্ধিমানের ন্যায় উপদেশ অনুসরণ করিয়াই বৈদ্যেরা দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছেন। সমাজের অলস্তকুপ্রথা প্রত্যক্ষ করিয়াও যদি তাঁহারা জড়ের ন্যায় নীরব থাকেন, সামান্য একটী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে সৎসাহস প্রদর্শন না করেন, তবে মনে করিব এই শ্রেণীর বৈদ্যজাতির শরীরে বৈদ্যের রক্ত নাই। অপর একশ্রেণীর বৈদ্য আছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ সদৃশ উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণবৎ দশাশৌচ প্রতিপালন পূর্ব্বক বৈদ্যের প্রকৃত জাতীয়তা রক্ষা করিতেছেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মেদিনীপুরের দাশ পদবি ব্রাহ্মণগণ, বাকুড়ার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ দাশশর্ম্মা প্রভৃতি বৈদ্যগণ, গুপ্তিপাড়া, বালি, ভাজনঘাট, শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামের বৈদ্যগণ, ঢাকার অন্তর্গত বানরীগ্রামের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা, কলমাগ্রামের শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাশশর্ম্মা, ভরাকৈর গ্রামের স্বর্গত যজ্ঞেশ্বর সেনশর্ম্মা, বাহেরকগ্রামের শ্রীযুক্ত হরিদয়াল গুপ্তশর্ম্মা বি, এ, শিক্ষক, ফরিদপুরজেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়াগ্রামের শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা এল, এম, এস, ডাক্তার, প্রমুখ বহুবৈদ্য সন্তান শর্ম্মা পদবি উল্লেখে দৈব্যপৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করেন, এবং দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। চট্টগ্রামের অন্তর্গত ধলঘাটগ্রামের বিখ্যাত ধন্বন্তরি সেনবংশের,

মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় দাশ (ওয়াদ্দার) বংশের এবং ভরদ্বাজগোত্রের দাশ (দস্তিদার) বংশের, ভরদ্বাজগোত্রের দাশ চৌধুরীবংশের এবং কোয়েপাড়া গ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয়দাশবংশের ধন্বন্তরিগোত্রীয় সেনবংশের এবং ভরদ্বাজগোত্রের দাশ (কানুনগোয়) বংশের, নন্নাপাড়াগ্রামের মৌদ্‌গল্য গোত্রের সেনবংশের এবং বরমাগ্রামের বৈশ্বানরগোত্রের সেনবংশের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ সদৃশ উপবীত গ্রহণ করিয়া দশাহাশৌচ গ্রহণ করার পক্ষপাতী হইয়াছেন।

"একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে চট্টগ্রামের মুখপত্র ১৩৩০ সালের ১৭ই শ্রাবণের জ্যোতিঃ লিখিয়াছেন:—গত সোমবার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার অগ্রজ স্বর্গগত ৺ত্রিপুরাচরণ সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন, সন্ধ্যার পরও বহুসম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণ তাঁহার ফিরিঙ্গিবাজারস্থ ভবনে লুচি মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছেন। বৈদ্যজাতির একাদশাহে শ্রাদ্ধ বোধ হয় এই প্রথম।"

তাহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় ২৯শে শ্রাবণের জ্যোতিঃতে লিখিয়াছেন -- বৈদ্যজাতির একাদশাহে শ্রাদ্ধকার্য্য এই প্রথম বলিয়া যে জ্যোতিঃ সম্পাদক অনুমান করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। বৈদ্য-জাতির কোন মুখপত্র না থাকায় কোথায় কি হইতেছে তাহা জানিবার সুবিধা নাই। বৈদ্যভ্রাতৃগণের অবগতির জন্য, আমার জ্ঞাতসারে যে সব বৈদ্যগণ শর্ম্মা পাঠে দৈব পৈত্র কার্য্য করিয়াছেন এবং দশাহাশৌচ গ্রহণে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করিলাম।

রাঢ়ীয়সমাজে যাঁহারা গুরুতা ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বাপর দশাহাশৌচ প্রতিপালনে এবং শর্ম্মাপদবি যোগে দৈবও পৈত্রকার্য্য করিয়া থাকেন। বিগত ৮ই এপ্রিল, কলিকাতার বৈদ্যবান্ধব সমিতির অষ্টমবার্ষিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী কবিরাজ মহাশয়, নিজ পরিবারে পিতামহের সময় হইতে দশাহ অশৌচ প্রতিপালনে এবং শর্ম্মা পদবি সংযোগে দৈব ও পৈত্রকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

"ধন্বন্তরি" নামক যে মাসিকপত্রিকা কলিকাতার বিদ্বৎসভা, হইতে প্রকাশিত হইত আজ দুইবৎসর হয় তাহা বন্ধ হইয়াছে, তাহার তৃতীয় ৪র্থ বর্ষে অর্থাৎ ১৩২৪।১৩২৫ শালে১।২।৪।১১শ সংখ্যায় এবং ১৩২৫।১৩২৬ শালের ১।৮।৯ম সংখ্যায় হাওড়াজেলার রামকৃষ্ণপুর, বালি, হুগলিজেলার শাহাগঞ্জ, নদীয়া

জেলার ভাজনঘাট প্রভৃতি স্থানে দশাহ অশৌচ গ্রহণে শর্ম্মাপদবি উল্লেখে দৈব, পৈত্রকার্য্য বহুকাল হইতে সম্পন্ন হইতেছে।

চট্টল বৈদ্যসম্মিলনীর অনুষ্ঠানপত্রাদি বঙ্গের বিভিন্ন বৈদ্যসামাজিকগণের নিকট বিতরিত হইলে, যে সমস্ত সহানুভূতিসূচক পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে হালিসহর, গুপ্তিপাড়া, বৈদ্যবাটী, গৌবিড়া বিক্রমপুর ও যশোহর-সমাজের অনেক বৈদ্যসন্তান দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। কলিকাতার বৈদ্যসমাজ হইতে অনেকেই পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, দশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ করার জন্য ব্রাহ্মণগণ বাধক হইলে, তাঁহাদের পুরোহিত দ্বারা শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সম্পাদন করাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

প্রায় দশবৎসরের অধিককাল অতীত হইল, বিক্রমপুর কলমাগ্রামবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাশশর্ম্মা মহাশয়, তদীয় জ্ঞাতি বিক্রমপুরের স্বনাম প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত তারাকান্ত দাশশর্ম্মা ভৌমিক মহাশয়ের সহানুভূতিতে স্বীয় পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন, উক্ত পরিবারে অনেকেই দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করেন অবগত আছি।

প্রায় দশবৎসর যাবৎ আমি-আমার কতিপয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বন্ধুর সহিত দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, ময়মনসিংহসহরে থাকিতে যে সমস্ত ঋত্বিকগণ আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহপূর্ণ পত্র একাধিকবার চট্টল বৈদ্যসম্মিলনীর অধিবেশনে পাঠ করিয়াছি। উক্ত যোগেশবাবু এইরূপ বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

অপর একশ্রেণীর বৈদ্য রহিয়াছেন, তাঁহারা নিজকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় মনে করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থের প্রেরণায় ও জুজুভয়ে ভীত হইয়া বর্ণজ্ঞাপকপদবি ত্যাগ করতঃ কেবল আদি পুরুষের নাম যথা :— সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত, প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া দৈব ও পৈত্রকার্য্য অনুষ্ঠান করেন এবং পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিয়া খচ্চরাচারের প্রহসন করেন। শাস্ত্রের-বিধান ব্রাহ্মণ শর্ম্মা, ক্ষত্রিয় বর্ম্মা, বৈশ্য গুপ্ত, ভূতি প্রভৃতি এবং শূদ্র দাস পদবি উল্লেখে দৈব, পৈত্রকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। ব্রাহ্মণ একদিন হইতে দশদিন ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহ হইতে পঞ্চদশাহ, বৈশ্য পঞ্চদশাহ হইতে বিংশতি দিবস ও শূদ্র একমাস অশৌচ গ্রহণ করিবে। চিকিৎসক, বিদ্বান্ ও বেদজ্ঞ বলিয়া বৈদ্যগণের অশৌচ একদিন হইতে তিনদিন মাত্র ছিল; অম্বষ্ঠবিদ্বেষী রঘুনন্দন তাঁহার

সঙ্কলিত শুদ্ধিতত্ত্বের মলমাসশৌচপ্রকরণে চিকিৎসক বৈদ্যগণের অশৌচ সদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈদ্যগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠচিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজমন্ত্রি কার্য্যে এবং রাজশাসন প্রজাপালনরূপ ক্ষত্রিয়াচারে আত্মনিয়োগ করাতে, তাঁহারাও নামধারী ব্রাহ্মণগণের ন্যায় দশদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতে ছিলেন। মহারাজ বল্লালের সহিত, যুবরাজ লক্ষ্মণের বিবাদ হইতে ও ব্রাহ্মরাজ-গণেশের আদেশের পর হইতে, বঙ্গীয়বৈদ্যগণের মধ্যে কেহ মাসাশৌচ, কেহ পক্ষাশৌচ ও কেহ দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। মেদিনীপুরের দাশশর্ম্মা ব্রাহ্মণগণ এবং যে সব বৈদ্য ব্রাহ্মণজাতিতে, আত্মগোপন করিয়াছেন তাঁহারা দশাহাশৌচ প্রতিপালন করেন। যে সব বৈদ্যসন্তান ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়া বর্ণজ্ঞাপক পদবি শর্ম্মা সংযোগ না করিয়া কেবল, সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি আদিপুরুষের নাম উল্লেখে দৈব, পৈত্রকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহারা চতুর্ব্বর্ণগঠিত আর্য্যসমাজে কোন্ বর্ণের অন্তর্গত হইলেন, তাহা বোধ হয় স্বয়ং বেদকর্ত্তা ব্রহ্মাও বলিতে পারিবেন না। সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতি পদবি কায়স্থ, শূদ্র, বনিক্, বারুই, এবং বহু অন্ত্যজজাতির মধ্যেও রহিয়াছে, হিন্দুর ছত্রিশজাতির মধ্যে এমন কোন জাতি নাই যে, বর্ণজ্ঞাপক পদবি বাদ দিয়া দৈব, পৈত্রকর্ম্ম করেন। বর্ণজ্ঞাপক পদবি সংযোগ ব্যতীত দৈব, পৈত্রকর্ম্ম করিলে যে, আরব্ধকর্ম্মফল পণ্ড হয়, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। এইসব বৈদ্যসন্তানগণ যদি নিজকে বহিঃস্থ শ্রী বা অনার্য্যজাতি বলিয়া জ্ঞাপন করায় প্রয়াসী হন, তাহা হইবে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণ দৈব, পৈত্রকার্য্য সুসম্পাদনের সময় "দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায়" বলেন, দেবশর্ম্মাই ব্রাহ্মণগণের একমাত্র পদবি, তাঁহারা সেই দেবশর্ম্মাপদবির সহিত ব্রাহ্মণায় কেন বলিয়া থাকেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, সমাজে চতুর্জ্জাতীয় ব্রাহ্মণের যে সত্তা ছিল, তন্মধ্যে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব নামক অপর তিনশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহারা যে পৃথক্ তাহা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যেই দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় বলিয়া আসিতেছেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন পাঠ করিলেও জানা যায়, "শ্রীলক্ষ্মণসেনদেবশর্ম্মাসুব্রাহ্মণঃ" এইরূপ লিখা রহিয়াছে। ইহা হইতে দৃঢ়তা সহকারে প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালসময়ে বৈদ্যগণ সেনশর্ম্মণে দাশশর্ম্মণে বা সেনদেবশর্ম্মণে সুব্রাহ্মণায় বলিতেন, "সুব্রাহ্মণ" পদ থাকায় স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

অনার্য্যজাতি ভিন্ন, আর্য্যজাতির মধ্যে এমন কোন জাতি নাই, বর্ণজ্ঞাপক পদবির সংযোগ ব্যতীত দৈবপৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। এই শেষোক্তশ্রেণীর বৈদ্যগণ কোন্ স্বার্থের প্রলোভনে পড়িয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ন্যায় বিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন জানি না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন :— তাঁহারা ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে সঞ্জাত অম্বষ্ঠ বিধায়, তাঁহারা মাতৃকুলানুরূপ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মাতৃকুলাশৌচ অর্থাৎ মাতামহ কুলের অনুরূপ বৈশ্যজাতীয় অশৌচ গ্রহণ করার যোগ্য। বড়ই আক্ষেপের কথা যে, যেই জাতি জ্ঞানবত্তায়, বিদ্যাবত্তায় দ্বিজ, অম্বষ্ঠ, প্রাণাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জাতি কি বৈশ্যবর্ণীয় ছিলেন? তাহা কখনও হইতে পারে না। শ্রুতি বলেন :—"আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ" আত্মাই পুত্ররূপে জাত হয়। ব্যাসদেব বলেন :—"এবমেব মহারাজ! যেন জাতঃ স এব সঃ" হে মহারাজ যে যৎ কর্ত্তৃক জন্মে, সে তাহাই। মনু বলেন :— "মাতাভস্ত্রাপিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ। মাতা চর্ম্মাধার মাত্র, পুত্র পিতারই, যে যৎকর্ত্তৃক উৎপন্ন, সে তৎস্বরূপ। মনু পুনঃ বলিতেছেন :— যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধং" যে স্ত্রী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে, তদনুরূপ পুত্রই সে প্রসব করে। "পতি র্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভোভূত্বেহজায়তে" পতি ভার্য্যাগর্ভে প্রবেশ করিয়া ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করে। মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন :— "ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণোভবেৎ" ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত পুত্রগণ সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। এতাদৃশ বহু প্রমাণ রহিয়াছে ভারতবর্ষে এমন কোন জাতি নাই, যাঁহারা ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়া বৈশ্যাচার প্রতিপালন করে। রাজা গণেশের পর হইতে বঙ্গীয় কথেক বৈদ্য বৈশ্যাচারঅর্থাৎ পক্ষা-শৌচ গ্রহণ করাতে এবং নামান্তে গুপ্তপদবি ধারণ করাতে; বৈদ্যবিদ্বেষ্টৃগণ সমুচ্চস্বরে বলিতেন, "অম্বষ্ঠা জারজা বৈদ্যাঃ" অর্থাৎ অম্বষ্ঠ সংজ্ঞক বৈদ্যগণ জারজ; তাঁহারা জারজ না হইলে ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া মাতৃকুলাশৌচ গ্রহণ করিবেন কেন? মূর্দ্ধাবসিক্ত ও পারশব ব্রাণহ্মগণ ক্ষত্রিয়া ও শূদ্রা মাতৃক হইয়া তাঁহারাত ক্ষত্রিয় ও শূদ্রাচার গ্রহণ করেন নাই? ব্রাহ্মণের অমন্ত্রক বিবাহিতা শূদ্রার গর্ভজাত সন্তানগণ যদি মুখ্যব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণাচারে চলিতে পারেন এবং ব্রাহ্মণের অনূঢ়া, পরোঢ়া, বিধবা; বরুজাতীয়া ও ভয়ার মেয়ের সন্তানগণ যদি ব্রাহ্মণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণাচারে দশাহাশৌচ গ্রহণ করিতে পারেন? তবে ব্রাহ্মণের যথাশাস্ত্র পরিণীতা দ্বিজকন্যা বৈশ্যার গর্ভজাতসন্তান অম্বষ্ঠগণ কোন্ শাস্ত্রের

বলে অব্রাহ্মণ হইবেন, এবং ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিতে পারিবেন না জানি না। বৈদ্যগণ দ্বিজব্রাহ্মণ, পিতৃস্থানীয় ও পূজার্হজাতি। বঙ্গীয় বৈদ্যসন্তানগণের মধ্যে বৈদ্যের ঔরস জাত বলিয়া যাঁহাদের সন্দেহ রহিয়াছে, তাঁহারা বৈশ্য ও শূদ্রাচারের অধীন হইয়া থাকিলে সমাজের কোন ক্ষতি হয় না।
আর যাঁহারা নিজকে বৈদ্যসন্তান মনে করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করতঃ বৈশ্যাচারী হইবেন, তাঁহাদের জন্য বৈদ্য বিদ্বেষ্টগণ সমুচ্চস্বরে বলিবেন :—

অম্বষ্ঠা জারজা জ্ঞেয়াঃ অম্বষ্ঠা বর্ণসঙ্করাঃ।
অম্বষ্ঠাঃ খচ্চরাচারাঃ অম্বষ্ঠা ব্যভিচারকাঃ॥

বঙ্গদেশে এখনও বহুবৈদ্য রহিয়াছেন, এই জাতীয়জাগরণের দিনেও তাঁহারা গড্ডলিকাপ্রবাহের মত সংস্কারভ্রষ্ট, আচারভ্রষ্ট, অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণের পথানুসরণ করিয়া চলিবার প্রয়াসী, তাঁহারা বলেন "মহাজনো যেন গতাঃ স পন্থা" তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই, তাঁহাদের যে সব দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণ জ্ঞানবত্তায়, বিত্তাবত্তায় সংস্কারে, সদাচারে, বৈদ্য, দ্বিজ, অম্বষ্ঠ, প্রাণাচার্য্য ও মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া জগৎ-পূজ্যজাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রকৃতমহাজন, না সংস্কার ভ্রষ্ট, আচার ভ্রষ্ট, সৎকর্ম্ম ভ্রষ্ট পূর্ব্বপুরুষগণ প্রকৃত মহাজন। ভারতের হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং পারস্য-সাগরের উপকুল হইতে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত, এক একটী জাতি জাতীয়জীবন গঠনের জন্য যেই রূপ বদ্ধপরিকর হইতেছে এবং সম্মুখে যেই ভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার মহাসুযোগ উপস্থিত হইতেছে, এই অবস্থায় সমগ্রভারতীয় ব্রাহ্মণগণের (বৈদ্যগণের) সহিত মিলিত হইয়া এক মহাজাতির শুভপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে, এই জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে বঙ্গীয়বৈদ্যজাতি ভারতীয়বৈদ্যজাতির, অনুকরণে ব্রাহ্মণ সদৃশ উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণাচারে প্রতিষ্ঠিত, হইলে, কালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশীয় বৈদ্যগণের ন্যায় এই বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ও ব্রাহ্মণজাতি রূপে প্রখ্যাত হইয়া ব্রাহ্মণজাতির সংখ্যাবৃদ্ধি করতঃ রাষ্ট্রীয়সদনে একমহাজাতি বলিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকারে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে পারিবেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মহামহোপাধ্যায় গণনাথসেন—

বিডনষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা কবিরঞ্জন মহাশয় লিখিয়াছেন :—আপনার প্রেরিত "অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ" একখানি শ্রীযুক্ত

জ্যোতিষ চন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়কে দিয়াছি, তিনি বলেন, শান্তিপুরে সম্প্রতি শর্ম্মাপাঠে দুইটী বৈদ্যের বিবাহ হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহাশয়কে এককপি "অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ" একখানি নিবেদন পত্র দিয়াছিলাম। তিনি পুস্তকখানি সমস্ত পড়িয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে এই রূপ আন্দোলন হইয়াছে, জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন আমাদের এইখানে পূর্ব্বাপর হইতে যে স্ত্রীলোকগণ "দেবী" পদবী লিখেন, তাহা এই পুস্তকে উল্লেখ নাই। আরও বলিলেন যে, তিনি বরাবরই দশাহ অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পিতামহের সময় হইতে তাঁহাদের পরিবারে দশাহ অশৌচ গৃহীত হইয়া আসিতেছে এবং শর্ম্মা পাঠেই দৈবপৈত্র কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ৮।১১।২২

১৪।৪।২৩ তারিখের পত্রে উক্ত কবিরঞ্জন মহাশয় পুনঃ লিখিয়াছেন, গত রবিবার "বৈদ্যবান্ধব সমিতির" অষ্টমবার্ষিক সম্মিলন হইয়াগেল। কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন, তাঁহার অভিভাষণে যাহাদের নামের শেষে গুপ্তপদবি রহিয়াছে; তাহা রহিত করিয়া শর্ম্মাপদবি লিখিতে এবং দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার পিতামহের সময় হইতেই তাঁহাদের দৈব ও পৈত্রকর্ম্ম শর্ম্মাপাঠে সম্পন্ন হইয়া হইয়া থাকে এবং দশাহ অশৌচ গৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া সভাস্থলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, অনেক স্থলে ব্রাহ্মণের সমান দক্ষিণা ও আনিয়াছেন বলিলেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনঃ—

ইউনিভারসিটি কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেনশর্ম্মা রায়বাহাদুর মহাশয় লিখিয়াছেন :—বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা তৎ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এই জাতির অনাচার বিদূরিত হইয়া যাহাতে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণোচিত আচার গ্রহণ করেন তৎ সম্বন্ধে উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। বৈদ্যপরিবারে দশাহ অশৌচ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে শ্যামলাল মুন্সী :—

সেনহাটীবাসী পণ্ডিত শ্যামলাল সেনশর্ম্মা মুন্সী মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত "অম্বষ্ঠতত্ত্ব-কৌমুদী" গ্রন্থে বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন, বৈদ্যজাতির অশৌচ দশাহ হইবে। লোপবীত বৈদ্যগণের মধ্যে যাহারা পক্ষশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের কার্য্য নিশ্চয়ই হানি হইতেছে।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে বৃদ্ধহারিত : বৃদ্ধহারিত বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহাদের গৌরব পর পর হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় সম্মানিত, ক্ষত্রিয় হইতে বৈদ্য সম্মানিত, বৈদ্য হইতে মূর্দ্ধাবসিক্ত সম্মানিত, মূর্দ্ধাবসিক্ত হইতে ব্রাহ্মণ সম্মানিত। এইস্থলে যেই বৈদ্যের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা মনূক্ত ব্রাহ্মণের অনুলোমা বৈশ্যাপত্নীজাত সন্তান। তাঁহাকেও "অম্বষ্ঠঞ্চ চিকিৎসিতম্" বলিয়া চিকিৎসাবৃত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি বৃদ্ধহারিত চিকিৎসক অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য অম্বষ্ঠ এক মনে করিয়াই মূর্দ্ধাবসিক্তের নিম্নস্তরে বৈদ্যের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকিলেও বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণবর্ণত্বই প্রতিপন্ন হয়। এই বচনটী কায়স্থরাজা স্বর্গত রাধাকান্তদেব বাহাদুর লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে, বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দ্বারা যেই "শব্দকল্পদ্রুম" নামক সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলিত করিয়াছেন, যাহা বহুকাল পরে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কায়স্থকুলাগ্রণী স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গবাসী প্রেসে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন দ্বারা সংশোধিত হইয়া ছাপা হইয়াছে। সেই শব্দকল্পদ্রুমো-ধৃত বৃদ্ধহারিতের এই একটি বচনই বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের পক্ষে যথেষ্ট বলা যাইতে পারে। চতুর্ব্বর্ণগঠিত আর্য্যসমাজে ক্ষত্রিয়ের ঊর্দ্ধে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন বর্ণ নাই। বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণবর্ণীয় না হইলে কখনও ক্ষত্রিয়ের ঊর্দ্ধে স্থান নির্দ্দেশ হইত না। যে সব তথাকথিত ব্রাহ্মণ বৈদ্যজাতিকে বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা মহর্ষি বৃদ্ধহারিতের এই বচনটীর আদ্যশ্রাদ্ধ কি করিয়া করিবেন জানি না।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে হরেন্দ্রকুমার মৈত্রেয় :— চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব সদর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে অনেকেই জানেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। তিনি সরলপ্রাণে বলিয়াছেন :— "আমরা জানিয়া আসিতেছি, বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত। আমাদের দেশে বৈদ্য-গণকে "বদ্যি-ব্রাহ্মণ" বলে। আমার খুড়তভ্রাতার উপনয়নে, নুঁকিয়তের

টাকা নেওয়ার ভার আমার উপর ছিল। অব্রাহ্মণ হইতে লৌকিকতের টাকা নেওয়ার নিয়ম আমাদের নাই। আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ও নিমন্ত্রিত ছিলেন। উপনয়নের লৌকিকতাস্বরূপ তিনি আমাকে একখানি গিনি দেন। আমি গিনিখানি টেবিলের উপর রাখাতে, কবিরাজ মহাশয় আমাকে বলিলেন, তুমি কি আমাদিগকে অব্রাহ্মণ মনে করিতেছ? আমাদের ব্রাহ্মণত্বে যদি তোমার সন্দেহ হয়, তুমি তোমার পিতৃদেব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বাড়ীর মধ্যে যাইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কবিরাজ উপেন্দ্র বাবু ত ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহার নিকট হইতে লৌকিকতার টাকা নেওয়া যায় কিরূপে? পিতৃদেব বলিলেন, বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ বলিতে দ্বিধা মনে করেন না।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে ডল্লনাচার্য্য:—সুশ্রুতের টীকাকার পণ্ডিত ডল্লনাচার্য্যকে সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। তাঁহার অপর নাম ছিল ডল্লন মিশ্র। সুশ্রুতের টীকার প্রারম্ভে আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন:—"সমস্ত জনপদতিলককল্পে শ্রীভাদানকদেশে নগরীবর মথুরাসমীপে অঙ্কোলা নাম বৈদ্যস্থানমস্তি। যত্র সৌরবংশজা ব্রাহ্মণাঃ সমস্তভূমিপতিমান্যা অশ্বিনীকুমার সমানাঃ পার্ব্বণচন্দ্ররুচিযশঃ প্রসাধিত দিঙমণ্ডলা বৈদ্যাশ্চ অভূবন্। তদন্বয়ে গোবিন্দনামা চিকিৎসক শিরোমণি রভূৎ। ততস্তৎ পুত্রো ভিষক্‌শিরোমুকুটমণিঃ জয়পালঃ সমজনী তত্তৎ নয়শ্চ সমস্তশাস্ত্রার্থ তত্বজ্ঞোভরতপালঃ সঞ্জাতঃ। তৎপুত্রঃ স্বকুলনভস্থলচন্দ্রমা বিবেকবৃহস্পতিঃ শ্রীসহনপালদেবঃ নৃপতিবল্লভঃ শ্রীডল্লনঃ সমভূৎ—ইত্যাদি" ডল্লনাচার্য্যের আত্মপরিচয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে সুস্পষ্ট জানা যায়, তিনি নিজকে "সৌরবংশজা ব্রাহ্মণাঃ" বলিয়া বৈদ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ প্রতিপাদন করিয়াছেন, তৎপর বলিলেন "সমস্তভূমিপতিমান্যাঃ" ইহাতেও তাঁহার বৈদ্য-ব্রাহ্মণত্বই সূচিত হইতেছে। পূর্ব্বে বৃদ্ধহারিতের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি, বৈদ্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সম্মানিত। তাই তিনি লিখিলেন, সমস্ত রাজার মাননীয়। যজনব্রাহ্মণগণ চিরকালই রাজার মাননীয় আছেন। তৎপর লিখিলেন "অশ্বিনীকুমার সমানাঃ" তিনি ব্যাস, বশিষ্ঠ,

বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির সহিত নিজকে তুলিত না করিয়া স্বজাতি স্ববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের সহিত তুলনা করিয়া নিজকে বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রমাণিত করিলেন। বঙ্গদেশে "যেমন অধুনা যজনব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন. মথুরা প্রভৃতি স্থানে ডল্লনাচার্য্যের সময়ে যজনব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা-বৃত্তিক হওয়া দূরে থাকুক, বর্ত্তমান কালেও তথাকার ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। এই ডল্লনাচার্য্যের আত্মপরিচয় হইতেও জানা যায়, বঙ্গের বাহিরেও বৈদ্যস্থান ছিল এবং বৈদ্যব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত। ইহা হইতে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে বিকানীর:—বিকানীর একটী হিন্দুপ্রধান রাজ্য। তথাকার বৈদ্যগণ নামান্তে শর্ম্মা পদবি ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি, সেন, দাশাদির ন্যায় "চন্দ্র" একজন আদি বৈদ্যের নাম। মহারাষ্ট্রদেশীয় মহর্ষি নামক ব্রাহ্মণ, অমৃতাচার্য্যের পঞ্চমকন্যা সুতৃষ্ণাকে বিবাহ করেন, তাঁহাদের "চন্দ্র" নামক সন্তান জন্মে, তাঁহার অধস্তন বংশধরগণ নামান্তে চন্দ্র পদবি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাঁহারা বৈদ্যজাতি নাই বলেন, তাঁহাদের সংস্কারার্থ বিকানীরের অন্তর্গত রতন নগরের একটী বৈদ্যব্রাহ্মণবংশের তালিকা উদ্ধৃত করিলাম। যথা:—ধর্ম্মদাসজী চন্দ্রশর্ম্মা, তৎপুত্র চৈলরামজী চন্দ্রশর্ম্মা, তৎপুত্র ধীরমলজী চন্দ্রশর্ম্মা, তৎপুত্র শ্রীলালজী চন্দ্রশর্ম্মা, তৎপুত্র শ্রীঘনশ্যাম চন্দ্রশর্ম্মা বিদ্যাসাগর এই ঘনশ্যাম চন্দ্রশর্ম্মা বিদ্যাসাগর স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র। তিনি ১৭৯ নং হ্যারিসন রোডে ঔষধালয় স্থাপন করিয়া চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। ইহা হইতে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের ও শর্ম্মা পদবি ধারণের অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মাধবাচার্য্য:—বৈদ্যবংশাবতংস সদাশিব কবিরাজ চৈতন্যমহাপ্রভুর পরমসহায় ছিলেন সদাশিবের পুত্রর নাম পুরুষোত্তম। তিনি বৈষ্ণব বন্দনাগ্রন্থের রচয়িতা, চিকিৎসাবৃত্তিক ছিলেন,

তাঁহার বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে চারিজন ব্রাহ্মণ শিষ্যই সমধিক খ্যাতনামা হইয়াছিলেন :—

"তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যা শ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
শ্রীমুখোমাধবাচার্য্য যাদবাচার্য্যপণ্ডিতঃ॥
দৈবকীনন্দনদাসঃ প্রখ্যাতো গৌরমণ্ডলে।
যেনৈব রচিতা পুণ্যা শ্রীমদ্ বৈষ্ণববন্দনা॥" চৈতন্যচরিত।

সেই পুরুষোত্তম কবিরাজের অতিপ্রিয় চারিজন ব্রাহ্মণশিষ্য ছিলেন। শ্রীমুখ, মাধবাচার্য্য, পণ্ডিত যাদবাচার্য্য ও দৈবকীনন্দনদাস. ইঁহারা গৌররাজ্যে অতীব প্রধান লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সেই মাধবাচার্য্যের পাণ্ডিত্যের স্ফুরণ সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুশীলনকারী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ না হইলে শাস্ত্রাদির অধ্যাপনার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব হইত। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের অধ্যাপক ব্রাহ্মণই ছিলেন। ইহা হইতে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অধ্যাপনা :—অধ্যাপনার অধিকার সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন :—

"অধীয়ীরণ্ ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রুয়াৎ ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥" ১।১০ অঃ।

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধ্যাপনা করিতে পারিবেন না।" এই শাসনানুসারে ভারতে এখনও সংস্কৃতের অধ্যাপনায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রতিসিদ্ধ রহিয়াছেন। কিন্তু বৈদ্যগণ সংস্কৃতভাষার জনক স্বরূপ ছিলেন ও আছেন। অধ্যাপনা বৈদ্যজাতির চিরাচরিতকর্ম্ম, তাহার দৃষ্টান্ত বহুস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই বৈদ্য-বিদ্বেষের যুগেও বৈদ্য অধ্যাপকগণের নিকট বহু ব্রাহ্মণ যে সংস্কৃতশাস্ত্রঅধ্যয়ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। চট্টগ্রামের "বৈদ্যদলনী সভার" সভ্য ব্রাহ্মণ-কবিরাজ কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ বৈদ্যরত্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শিষ্য। যদি বৈদ্য যোগেন্দ্রনাথ

অব্রাহ্মণ হন, তবে ব্রাহ্মণ-সভায় সভ্য কবিরাজটীর স্থান কোথায় হইবে, সুধীগণ মনুর শাসনবাক্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নির্ণয় করিবেন। যেইস্থলে বহু কৃতবিদ্য মহামান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদ্যমান, সেইস্থলে কবিরাজ, উকিল, মোক্তার ও সম্পাদক মহাশয়গণ ব্রাহ্মণসভায় কার্য্যকারক হন, সেই ব্রাহ্মণসভায় গুরুত্বের বহর কতদূর, তাহা বিজ্ঞগুণী নির্দ্দেশ করিবেন। আর যেই সভায় শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতগণ—ম্লেচ্ছভাষী, ম্লেচ্ছসেবী, বৈশ্যাচারী ও চাকুরিজীবী ব্রাহ্মণগণের অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত হন, শাস্ত্রাদির মর্য্যাদা সংরক্ষণে উদাসীন থাকেন, সে সমস্ত পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যাভিমান কতদূর হইতে পারে, তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন। বঙ্গীয়সমাজে যে সব ব্রাহ্মণ কবিরাজ রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈদ্য-অধ্যাপকগণের শিষ্য। বৈদ্য-অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণবর্ণীয় না হইলে, ব্রাহ্মণ শিষ্যগণকে যে অব্রাহ্মণ হইতে হয়, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাহা চিন্তা করিয়াছেন কি না জানি না। ব্রাহ্মণ কবিরাজগণের সহিত আহারাদি এবং যৌন সম্বন্ধাদি করাতে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কোন্‌বর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। এক অধ্যাপনা কার্য্য হইতে বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে পণ্ডিতসভা :—কলিকাতা মহানগরীতে পঞ্জিকাসংস্কার করে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলীর যেই মহাসভা হয়, সেই সভায় সংস্কৃতকলেজের প্রধান অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বঙ্গের গণ্যমান্য বহুব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং সুসঙ্গের প্রাচীন ব্রাহ্মণরাজবংশের স্বর্গত মহারাজ কুমুদকৃষ্ণ সিংহবাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। সেই বিরাট ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত গাজরগাঁও নিবাসী গণিতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সভার কার্য্য সম্পাদন করেন। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের বংশধর এইরূপ অনুভূতি না থাকিলে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, বৈদ্য রাজকুমার সেন মহাশয়কে কখনও সভাপতিত্বে বরণ করিতেন না। ইহা হইতে বৈদ্যের জ্ঞানবত্তার, বিদ্যাবত্তার ও ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে জানি না।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে জয়ানন্দ :—বৈষ্ণবকবি জয়ানন্দ চক্রবর্তী কৃত নদীয়াখণ্ডে লিখিত আছে :—

"দেউল দেহারাভাঙ্গে অশ্বত্থবে কাটে।
ত্রিশূলে চড়াই তারে নবদ্বীপের হাটে॥
"বৈদ্যব্রাহ্মণ" যত নবদ্বীপে বসে।
নানা মহোৎসব করে মনের হরষে॥"

এই কবিতাটী ব্রাহ্মণপণ্ডিত জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত। তিনি তখনকার সমাজের বৈদ্যগণের প্রতিভা ও ব্রাহ্মণ্য দেখিয়াই লিখিয়াছেন। "বৈদ্যব্রাহ্মণ" কথাটীর প্রকৃত অর্থ কি? তাহা সুধীসমাজই বুঝেন। যদি "বৈদ্যব্রাহ্মণ"কে কর্ম্মধারয় সমাস করা যায়, তাহা হইলে বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণই প্রতিপন্ন হয়। যদি দ্বন্দ্ব সমাস করা যায়, তাহা হইলে বৈদ্য পদবি অগ্রে থাকায় বৈদ্যের শ্রেষ্ঠত্বই সূচিত হয়। ইহা হইতে প্রতীতি হয়, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ, জ্ঞানবত্তায়, বিদ্যাবত্তায় সমাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে আয়ুর্ব্বেদ সভা :—কলিকাতার ব্রাহ্মণ-কবিরাজগণ মিলিত হইয়া "ব্রাহ্মণ আয়ুর্ব্বেদ সভা" নামাকরণে এক আয়ুর্ব্বেদ সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহার বার্ষিক অধিবেশনে বৈদ্যকুলভূষণ স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী এম, এ, মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করা হয়। সেই সভায় বহু মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। "ব্রাহ্মণ আয়ুর্ব্বেদ সভার" উদ্যোক্তা ব্রাহ্মণকবিরাজগণ বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন এবং বৈদ্যগণই এ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া বৈদ্যগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং অশেষ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনশর্ম্মাকে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ; তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে দুর্গাদাস লাহিড়ী :—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় পৃথিবীর ইতিহাস এবং বেদাদির বহু ব্যাখ্যাপুস্তক প্রণয়ন করিয়া সাহিত্যজগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার "পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয়

খণ্ড "ভারতবর্ষে" ভারতের দেশ, জাতি, ধর্ম্ম এবং বর্ণমালা ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। লাহিড়ী মহাশয় বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কুলুকাদির দায়াদ। ইতিহাস রচনায় প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কুসরণ করিয়াছেন। দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে স্বর্গত ডাক্তার রাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত ও জীবন্ত বিশ্বকোষই তাহার পথ প্রদর্শক। সুতরাং তাঁহার ভারতবর্ষে ভারতের যুগচতুষ্টয়ের আলোচনা থাকিলেও জীব বিশেষের রামনাম পরিহারের ন্যায় বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির নাম সর্ব্বথা সতর্কতার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছে। এমন কি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যাঁহাদের দ্বারা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৌলীন্য-সম্পদে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জাতিতত্ত্ব নিরূপণে স্বাধীন মত প্রচার না করিয়া পাশ্চাত্য কতিপয় পণ্ডিতগণের অনিশ্চিত উক্তির অবতারণা করিয়াছেন। বঙ্গীয় সেনরাজগণের ও তাঁহাদের দায়াদ বান্ধবগণের স্থিতি, পরিণতি সম্বন্ধেও তিনি নির্ব্বাক। শুধু তাহা নহে, তাঁহার গ্রন্থে ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনপদের অল্পবিস্তর আলোচনা থাকিলেও বৈদ্যগন্ধী অম্বষ্ঠ প্রদেশের নাম প্রসঙ্গত দুই একস্থানে উল্লেখ ভিন্ন, তাহার স্থিতি, পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন বাক্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। নাগবংশকে স্থানান্তরে দেবপ্রভব এবং বর্দ্ধনদিগকে ব্রাহ্মণ স্বীকার করিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী গুপ্তবংশীয়, দেববংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। ইহাই হইল ৫৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী ইতিহাসের স্থূল বর্ণনা। এই সুবৃহৎ ইতিহাসের মধ্যে তিনস্থলে প্রসঙ্গত তিনি "বৈদ্য" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

লাহিড়ী মহাশয়, বঙ্গীয় বৈদ্যপ্রসঙ্গ বাদ দিলেও ভারতীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর শ্রেণীবিভাগ ব্যপদেশে কনোজীয় এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদ্য-ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইতিহাসের ৩৪৫।৩৪৬ পৃষ্ঠায় কান্যকুব্জ, সরযুপুরী ও সনধ্যায় ভেদে ব্রাহ্মণগণকে তিন শ্রেণী করিয়াছেন। সনাধ্যায় ব্রাহ্মণগণ মথুরার দক্ষিণ পশ্চিম ও কনোজের উত্তর পূর্ব্ব দেশবাসী, তাঁহাদের ২৬টী উপাধি, সেই উপাধিসমূহের মধ্যে কনোজীয় ব্রাহ্মণগণের ১০টী উপাধি, সনধ্যায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ব্যবহৃত হয় যথা: পরাশর, গোস্বামী, ত্রিপাঠি, চৌধুরী, চৈনপুরী, "বৈদ্য" প্রভৃতি। এই ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই যজুর্ব্বেদীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীতি হয়, আর্য্যাবর্ত্তের অধুনা কনোজীয় নামে পরিচিত শাখায় যজুর্ব্বেদীয় বৈদ্যসংজ্ঞক ব্রাহ্মণগণ এখনও

বৰ্ত্তমান আছেন। চৌধুরী উপাধি যে সব ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিদুষী সরলা দেবীর বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে যে উক্তি স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তাহারই পরিপোষক। সরলাদেবীর স্বামী স্বর্গীয় রামভূজ দত্ত-চৌধুরী মহাশয় এই সনাধ্যায় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের শাখায় বৈদ্য-গণের অস্তিত্ব দেখিয়াই সরলা দেবী বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় চৌধুরী, বৈদ্য প্রভৃতি উপাধির সহিত যদি উক্তশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মূলপদবি ও গোত্রের উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে স্পষ্ট জানা যাইত, বঙ্গীয় বৈদ্যগণের পদবি ও গোত্রের সহিত তাঁহাদের গোত্র পদবির সামঞ্জস্য রহিয়াছে। পূর্ব্বে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে "মহাবলবান্ অম্বষ্ঠগণ আসিয়া এই বঙ্গদেশে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।" যথা :—"আর্য্যাবর্ত্তাৎ সমাগম্য বঙ্গদেশে মহাবলাঃ" ইত্যাদি।

বৈদ্যগণের অপর এক শাখা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছেন বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্যদান করে। লাহিড়ী মহাশয় পঞ্চদ্রাবিড় অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যবাসী ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের বর্ণনায় "দেশস্থ" শ্রেণীর মধ্যে গৃহস্থ এবং ভিক্ষুক দুই শ্রেণী বিভাগ করিয়া এক শ্রেণীতে বৈদিক, শাস্ত্রী, যোশী, বৈদ্য (চিকিৎসক) প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উক্ত শ্রেণীতে পাঠবৰ্দ্ধন, সেনাবী বা সারস্বত প্রভৃতি বহুশ্রেণী ব্রাহ্মণের সত্তা দেখাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, দেশশাসন কার্য্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর সেনবী বা সেন পদবি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বঙ্গের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া-ছিলেন, তাহা ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রবাসীপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সেনরাজগণের সহিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের যে আদান প্রদান ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

লাহিড়ী মহাশয় উৎকলীয় ব্রাহ্মণগণের বর্ণনায় দুইশ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, এক দাক্ষিণাত্য অপর জাজপুরী, দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণকে বৈদিক এবং কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন এবং মিশ্র, পাণ্ডে, ধর, কর, নন্দী, দাশ-পদবি ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে, বঙ্গীয় সেন, দাশ, ধর, কর, নন্দী প্রভৃতি যে একই মূলোত্থ এবং একই দায়াদ তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। "করশর্ম্মা

ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ” প্রভৃতি যেই উৎকলকারিকা পূর্ব্বে অধ্যাহার করিয়াছি তাহাতেও প্রমাণিত হয়, এই ধর, কর, দাশ, নন্দিগণ অম্বষ্ঠসংজ্ঞক ব্রাহ্মণ। উৎকলের ব্রাহ্মণগণের সহিত বঙ্গীয় বৈদ্যগণের যে যৌন সম্বন্ধ হইত, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি।

লাহিড়ী মহাশয় মৈথিলিক ব্রাহ্মণের আলোচনায় ভূমিহর নামক একশ্রেণী ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—“পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইলে যে সকল ব্রাহ্মণ সেই ক্ষত্রিয়গণের ভূসম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণের অধ্যাপন, যাজন, প্রতিগ্রহাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যশাসনাদি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা ভূমিহর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন।” এই ব্রাহ্মণগণের রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করার সূত্র আলোচনা করিলে জানা যাইত যে, বৈদ্যত্ব হেতুতেই এই ব্রাহ্মণগণ ভগবান্ মনুর শাসনানুসারে দেশ অরাজক হইলে রাজা হইয়াছিলেন। সেই সূত্রেই ভূমিহর ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম অঞ্চলের এবং বঙ্গদেশের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধে চন্দ্রসেন, সমুদ্রসেন নামক যে দুই রাজা বঙ্গদেশ হইতে যোগ দেওয়ার উল্লেখ মহাভারতে দৃষ্ট হয়, তাঁহারা যে বৈদ্যরাজা ছিলেন; তাহা ঐতিহাসিক গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের বসতি নিবন্ধন যেই প্রদেশের নাম অম্বষ্ঠ হইয়াছিল, তাহার স্থান নির্ণয়ে কেহ অপোগস্থান অর্থাৎ আফগানিস্থান, কেহ বা পঞ্চালপ্রদেশ নির্দ্দেশ করেন। সেই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই কালক্রমে অম্বষ্ঠপ্রদেশ হইতে সিন্ধুনদীর ও সরস্বতীনদীর তীরে বসতি করাতে, তাঁহাদের নাম সারস্বত ও সৈন্ধব ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ মহাত্মা দুর্জ্জয়দাশ উল্লেখ করিয়া বৈদ্যগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা :—

“অম্বষ্ঠা দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সারস্বতাশ্চ সৈন্ধবাঃ।
সিন্ধুতীর সমাশ্রিতাঃ সৈন্ধবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥”

লাহিড়ী মহাশয় কনোজশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সনাধ্যায় শাখায় যে বৈদ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ঐ সনাধ্যায় ব্রাহ্মণগণকে সৈন্ধবশ্রেণীর ব্রাহ্মণই বলা হইত। তাঁহারা কনোজশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হওয়ার কারণ, ভৃগুসংহিতার উক্তিই সমর্থিত হয়। যথা :—

“সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জাঃ মাথুরং মাগধং বিনা।”

মাথুর ও মাগধ দেশীয় ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণকে কনোজ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।

লাহিড়ী মহাশয় কনোজ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যেমন বৈদ্যব্রাহ্মণের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্রূপ সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও মৎস্য, মাংসভোজী যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়া সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই যে বৈদ্যব্রাহ্মণ আছেন, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সেনবী বা সেনপদবি ব্রাহ্মণগণকে সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

যাঁহারা বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণ্যে ও বঙ্গদেশ ভিন্ন অপরাপর প্রদেশে বৈদ্য নাই মনে করেন, তাঁহারা লাহিড়ী মহাশয়ের এই উক্তির প্রতিবাদ কি করিয়া করিবেন জানি না।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মদনমোহন মালব্য :—প্রাচ্য প্রতীচ্য অশেষজ্ঞানশালী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় ১৩৩০ শালের কাশীধামে যেই হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হয়, সেই মহাসভায় সভাপতি রূপে তিনি বলিয়াছেন :—"এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মে পরবর্ত্তীকালে কতকগুলি দোষ ঢুকিয়াছে। কিন্তু প্রথমে এইসব দোষ ছিলনা। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কার্য্যভেদ দেখাইয়া বলেন যে, চতুর্ব্বর্ণের ভেদ সংসারের কাজ চারি ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার মত। প্রথম ভাইকে বিদ্যার্জ্জন করিতে বলা হইল, দ্বিতীয় ভাইকে সমাজ রক্ষা করিতে বলা হইল, তৃতীয় ভাইকে ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম করিয়া সমাজের অভাব পূরণ করিবার ভার দেওয়া হইল, আর চতুর্থকে সেবা করিতে বলা হইল। একবর্ণ অপর বর্ণ হইতে উচ্চ কি নীচ, তাহা ইহা হইতে সূচিত হয় না। (আনন্দ বাজার)

প্রাচ্য প্রতীচ্য জ্ঞানবিৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় মহাসভাক্ষেত্রে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন :—অতীতযুগে যাঁহারা বিদ্যার্জ্জন করিতেন, বিদ্যাই একমাত্র সাধনার ছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। সৃষ্টিকাল হইতে যেই জাতি বিদ্যার্জ্জন করিয়া অশেষ জ্ঞানবত্তার বিদ্যাবত্তার নিদর্শন বৈদ্য ও দ্বিজ প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, চতুর্ব্বেদবিচারজ্ঞ বলিয়া যেই জাতি প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, পুরাকাল হইতে যেই জাতি মহামহোপাধ্যায় উপাধি অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, সে জাতি যে ব্রাহ্মণ, তাহা মালব্য মহাশয়ের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। এক বিদ্যার্জ্জনের প্রভাব হইতেই বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হয়।

পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি, চতুর্ব্বর্ণ গঠিত আর্য্যসমাজে পঞ্চম কোন বর্ণ নাই। আর্য্যসমাজে বহুজাতির সত্তা বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কোন না কোন বর্ণের অন্তর্গত। বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি, কর্ম্ম ও বৃত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে। এইক্ষণ অশৌচ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অশৌচ :—অশৌচ গ্রহণকে বর্ণলক্ষণ বা বর্ণপরিচায়ক বলিয়া কোন শাস্ত্রকার বলেন নাই। অশৌচের ব্যবস্থা গুণ, কর্ম্ম ও জন্ম মৃত্যুর বিবিধ অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন রূপ হইয়া একই বর্ণ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের একদিন হইতে দশদিন, ক্ষত্রিয়ের একদিন হইতে পঞ্চদশদিন, বৈশ্যের একদিন হইতে বিংশদিবস, এবং শূদ্রের একদিন হইতে ত্রিংশদিবস পর্য্যন্ত অশৌচের বিধান রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। মহর্ষি অত্রি বলেন :—

"একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যাহাৎ কেবলবেদস্তু নিগুর্ণো দশভির্দিনৈঃ॥ ৮৩
ব্রতিনঃ শাস্ত্রপূতস্য আহিতাগ্নেস্তথৈবচ।
রাজ্ঞস্তু সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি ব্রাহ্মণঃ॥ ৮৪
ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥ ৮৫

যে ব্রাহ্মণ সাগ্নিক ও বেদাধ্যয়নশীল তাঁহার অশৌচ একদিন, যে ব্রাহ্মণ সাগ্নিক নহেন, অথচ বেদাধ্যয়নশীল তাঁহার অশৌচ তিনদিন, যাহার বেদ ও অগ্নি কিছুই নাই, ব্রাহ্মণত্ব হীন নামধারী সেই নিগুর্ণ ব্রাহ্মণের অশৌচ দশদিন হয়। যিনি ব্রত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারেন নাই, যিনি বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু সমাপ্তবিদ্য হন নাই, যিনি আহিত। অগ্নিতে প্রত্যহ হোম করিয়া থাকেন, সেই আহিতাগ্নিক এবং যে প্রত্যহ রাজ-কার্য্য করেন, এইরূপ রাজা এবং রাজকার্য্যের নিমিত্ত রাজা যে রাজকর্ম্মচারীর অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করেন, এই সকল লোকের অশৌচ হয়না। যেমন নিগুর্ণ ব্রাহ্মণের দশদিন, তদ্রূপ নিগুর্ণ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশদিন, নিগুর্ণ বৈশ্যের পঞ্চদশদিন এবং নিগুর্ণ শূদ্রের একমাস অশৌচ হয়। মহর্ষি পরাশর বলেন :—

"দিনত্রয়েণ শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ প্রেতসূতকে।
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহকৈঃ।
শূদ্রঃ শুধ্যন্তি মাসেন পরাশরবচো যথা॥ ২

জাতে বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥ ৩
একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ॥ ৪
জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রস্য দশাহং সূতকং ভবেৎ॥ ৫।৩ অঃ

সপিণ্ডমরণ জন্য অগ্নিহিত অথচ বেদযুক্ত ব্রাহ্মণের তিনদিন, তাদৃশ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশদিন, বৈশ্যের পঞ্চদশদিন এবং শূদ্রের একমাস অশৌচ হয়। সপিণ্ডের জন্ম হইলে ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশদিন, বৈশ্যের পঞ্চদশদিন, শূদ্রের একমাস অশৌচ হয়। অগ্নি ও বেদযুক্ত বিপ্রের একদিন, কেবল বেদাধ্যায়ীর তিনদিন, উভয়হীনের দশদিন অশৌচ হয়। জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্ট, সন্ধ্যা ও বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মহীন নামধারী ব্রাহ্মণের দশদিন অশৌচ হয়।

এই সমস্ত বচনাবলী হইতে সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়, সাগ্নিক ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের অশৌচ একদিন ছিল, যে সব ব্রাহ্মণ অগ্নি ত্যাগ করিয়া কেবল বেদাধ্যয়নে রত হইলেন, তাঁহাদের অশৌচ তিনদিন ছিল। বেদবিদ্যা পরিসমাপ্ত করিয়া যাঁহারা বৈদ্য উপাধি প্রাপ্তে চিকিৎসাবৃত্তিক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সদ্য অশৌচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহাত্মা রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বের সদ্যশৌচ প্রকরণে কুর্ম্মপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা :—

"কারবঃ শিল্পিনো বৈদ্যা দাসা দাস্তস্তথৈবচ।
দাতারো নিয়মী চৈব ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মচারিণৌ॥
সত্রিণো ব্রতিনস্তাবৎ সদ্যঃ শৌচং উদাহৃতাঃ॥

সূপকার, শিল্পি, বৈদ্য, দাস, দাস্য, দাতা, নিয়মী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মচারী, ছত্রে অন্নদানকারী ও ব্রতীদিগের সদ্য অশৌচ কথিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

"ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥ ২২।৩ অঃ

"ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশৌচ দ্বাদশদিন, বৈশ্যের পঞ্চদশদিন, শূদ্রের একমাস এবং পাকযজ্ঞ দ্বিজশুশ্রূষাদি কর্ম্মে নিরত শূদ্রের অশৌচ মাসার্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চদশদিন!" মহর্ষি উশনা বলেন :—

শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূপতিঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি॥ ৩৪

ক্ষত্রবিটশূদ্রদায়াদা যে স্যুর্বিপ্রস্য সেবকাঃ।
তেষামশেষং বিপ্রস্য দশাহাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥ ৩৫
রাজন্যবৈশ্যাবপ্যেবং হীনবর্ণাসু যোনিষু।
ষড়রাত্রং বা ত্রিরাত্রং বাপ্যেকরাত্রক্রমেণ হি॥ ৩৬

ব্রাহ্মণ দশাহে শুদ্ধ হয়। ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে, শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবংশীয় যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অশেষ অর্থাৎ একমাত্র সেবক, তাহাদিগের ব্রাহ্মণ সদৃশ দশাহে শুদ্ধি। হীনবর্ণ শূদ্রজাতির মধ্যে যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সেবা করে, তাহারা ও উক্ত রূপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় সেবক হইলে দ্বাদশ দিনের পর এবং বৈশ্যসেবক হইলে পঞ্চদশ দিনের পর শুচি হইবে। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলেন :—

"ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ পঞ্চদশেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ বিংশতিরাত্রেণ শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি।"

ব্রাহ্মণ দশরাত্র, ক্ষত্রিয় পঞ্চদশরাত্র, বৈশ্য বিংশতিরাত্র, শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়।

এই পর্য্যন্ত অশৌচবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানা গেল, ব্রাহ্মণগণ একদিন হইতে দশদিন, ক্ষত্রিয়গণ দশদিন হইতে পঞ্চদশদিন, বৈশ্যগণ দশদিন হইতে বিংশতিদিন, এবং শূদ্রগণ দশদিন হইতে একমাস অশৌচ গ্রহণ করিবে। যে সব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র একমাত্র ব্রাহ্মণের সেবক, তাঁহাদের অশৌচ ব্রাহ্মণ সদৃশ এক, তিন ও দশদিন। অর্থাৎ তাঁহারা স্বজাত্যুক্ত অশৌচ গ্রহণ করিবে না। কোন শাস্ত্রকারগণই ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীজাত সন্তান-মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ, পারশব নামক ব্রাহ্মণজাতির জন্য অশৌচকালের পৃথক্ বিধান করেন নাই। ভগবান্ মনু, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দ্বিজত্রয়ের, অনুলোমবিবাহের বিধান করিয়া তত্তৎ জাত সন্তান-গণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারাও মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, পারশব, মাহিষ্য, করণ প্রভৃতি জাতির জন্য অশৌচের কোন রূপ পৃথক্ বিধান করেন নাই। তাঁহারা "যেন জাতঃ স এব সঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণের অনুলোমা-পত্নীর গর্ভজাতসন্তানগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাতসন্তান, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাতসন্তান বৈশ্য বলিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত কোনবর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। বরং স্মৃতিকারক ঋষিগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণের সেবক, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যেই হউক না কেন, ব্রাহ্মণের সেবক

হইলেই তাঁহাদের স্বজাত্যুক্ত অশৌচ না হইয়া ব্রাহ্মণ সদৃশ অশৌচ হইবে। ভগবান্ মনু অশৌচের কোন রূপ তারতম্য না করিয়া বলেন :—

শুধ্যেদ্ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃপঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৮৩।৫ অঃ

উপনীত সপিণ্ড মরণে ব্রাহ্মণগণ দশদিবসে শুদ্ধ হন, ক্ষত্রিয়গণ দ্বাদশ-দিবসে, বৈশ্যগণ পঞ্চদশদিনে ও শূদ্রগণ একমাসে শুদ্ধ হয়। মনু বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে অশৌচের কোন রূপ তারতম্য করিলেন না, তিনি কেবলমাত্র চারিবর্ণ নির্দ্ধারণ করিয়া চারিবর্ণের অশৌচই বিধান করিয়াছেন। মনু অনুলোম প্রতিলোম জাতির উদ্ভব, তাঁহাদের কার্য্য এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেই রূপ বিধান করিয়াছেন, অপর কোন সংহিতাকার ঋষি তাহা করেন নাই। বিশেষতঃ মনু তৎপর শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন :—

"ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ।
ন চ তৎকর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥ ৮৪।৫ অঃ।

ভরত শিরোমণি অনুবাদ করিয়াছেন, অশৌচকাল বৃদ্ধি করিবে না অর্থাৎ যে অশৌচ তিনদিনে যায়, তাহা দশাহ গ্রহণ করিবে না। শ্রৌত-স্মার্ত্ত ও অগ্নিহোত্রের ব্যাঘাত করিবে না, যেহেতু তাদৃশ অশৌচ গ্রহণ করিলে হোমাদি যাবতীয় বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হয়। যদি পুত্রাদি কোন সপিণ্ড প্রতিনিধি হইয়া হোমাদি করে, তাহাতে তাহারা অশুচি হইবে না।

মনুর বচনদ্বারা স্পষ্টই জানা যায়, অশৌচকাল সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, কোন অবস্থায়ও অশৌচকাল বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। তাই ক্ষত্রিয়রাজ ভরত ক্ষত্রিয়ের আচারানুরূপ দ্বাদশাহ অশৌচ গ্রহণ না করিয়া দশাহ অশৌচ গ্রহণ পূর্ব্বক, একাদশাহে শুচি হইয়াছিলেন যে, তাহা মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিয়াছেন :—

ততো দশাহেঽতীতে কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ।
দ্বাদশেঽহনি সংপ্রাপ্তে শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥৭৭ সর্গ।

অনন্তর দশদিন অতীত হইলে একাদশদিবসে রাজপুত্র ভরত স্বর্গীয় পিতার প্রেতত্ব মুক্তির নিমিত্ত তদ্দিবসীয় কর্ত্তব্য সমুদয় অনুষ্ঠান করিয়া শুচি হইয়াছিলেন এবং দ্বাদশদিবসে পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন।

ক্ষত্রিয়রাজ ভরত দশদিন অশৌচ গ্রহণ করিলেন, একাদশাহে শুচি হইলেন এবং দ্বাদশাহে পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাই-

লেন। তিনি দ্বাদশদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন নাই বলিয়া, তাঁহার কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব তাঁহার বাড়ী ত্যাগ করিয়া যান নাই এবং অপরাপর মহর্ষিগণও শ্রাদ্ধের দানাদি গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়রাজ ভরতের বাড়ীতে আহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অশৌচ যে বর্ণপরিচায়ক নহে, অশৌচদ্বারা যে জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, অশ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয় না, অশৌচ গুণভেদে, কর্ম্মভেদে যে তারতম্য হয়, এমন কি ব্রাহ্মণের সেবক শূদ্রগণের অশৌচ যে ব্রাহ্মণের গুণ কর্ম্মানুসারে এক, তিন ও দশদিন হয়, ব্রহ্মচারী, ব্রতী, নিয়মী, বৈদ্য, চিকিৎসক প্রভৃতির অশৌচ যে সদ্য হইয়া থাকে, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ ও নির্গুণ ব্রাহ্মণের যে অশৌচ যথাক্রমে একদিন, তিনদিন দশদিন হয়, রাজা, রাজকর্ম্মচারিগণ অশৌচ গ্রহণ ইচ্ছা না করিলে যে তাঁহাদের অশৌচ হয় না; তাহার প্রমাণাবলী পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি। বিভিন্ন জাতিতেও এক রূপ অশৌচের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণেরন্যায়, যোগী, মুচি, কাওরা, চণ্ডাল, অগ্রদানী, দৈবাচার্য্য, ভাট, মুড়ুইপোড়া প্রভৃতি বহুজাতিতে এবং সাহা, শুঁড়ি, ধোপা, মৎস্যজীবী, নমঃশূদ্রাদির ব্রাহ্মণগণও দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং চাক্‌মাজাতি সপ্তাহ অশৌচ গ্রহণ করে, এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুজাতি বলিয়া প্রখ্যাত হইতে পারেন নাই। মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের অনুশাসন মতে ক্ষত্রিয়ের পঞ্চদশদিন এবং বৈশ্যের বিংশতিদিন অশৌচ হয়।

এই পর্য্যন্ত কোন ক্ষত্রিয় যে, পঞ্চদশদিন এবং কোন বৈশ্য যে, বিংশতিদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখা যায় না। ভগবান্ মনুর বিধান মতে ব্রাহ্মণগণ দশদিন, ক্ষত্রিয়গণ দ্বাদশদিন, বৈশ্যগণ পঞ্চদশদিন এবং শূদ্রগণ একমাস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবক বলিয়া দশদিন অশৌচ গ্রহণ করেন না। কোন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ৩ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন না। "শাস্ত্রকারগণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি; তাহা প্রশস্ত অর্থাৎ গ্রহণীয়া নহে। মনু কোন স্থলেই বলেন নাই যে, বৈদ্যজাতির অশৌচ ব্রাহ্মণের অনুরূপ হইবে না। কোন ভট্টাচার্য্যমহাশয়, ভগবান্ মনুর বচন উদ্ধৃত করিয়া যদি প্রতিপাদন করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের অশৌচও তত্তৎ মাতৃকুলানুরূপ হইবে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই রূপ কোন শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে এবং

তাঁহারা শ্রেণীবিভাগ রূপে বিভিন্ন রূপ অর্থাৎ তত্তৎ মাতৃকুলানুরূপ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় বৈদ্যগণও অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহা সমগ্র ভারতে নাই, যাহা কোন সংহিতায় নাই, তাহা যে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ এই জাতীয় জাগরণের দিনে গ্রহণ করিবেন এবং ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের কদর্থে ভুলিয়া জাতীয়গৌরব উদ্ধারকল্পে জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকিবেন তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারেনা।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে শাস্ত্রের কদর্থ—কোন কোন ভট্টাচার্য্যমহাশয় মহর্ষি অত্রির বচন উল্লেখ করিয়া বলেন, ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণের অশৌচ মাতামহের কুলানুরূপ হইবে। বচনটী এই :—

মৃতসূতকে দাসীনাং পত্নীনাঞ্চানুলোমিনাম্
স্বামিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং মৃতেস্বামিনি যৌনিকম্ ॥ ৮৯
একত্র সংস্কৃতানাস্ত মাতৃণামেকভোজিনাম্।
স্বামিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং বিভক্তানাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯১

মহামহোপাধ্যায় পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন, জন্ম মরণে হীনবর্ণাদাসী ও অনুলোমাপত্নীদিগের স্বামির তুল্য অশৌচ হইবে। সপত্নীপুত্রের জন্ম বা মৃত্যু হইলে একদা পরিণীতা একান্নবর্ত্তী অসবর্ণা মাতৃগণের স্বামির সমান (স্বামির বর্ণানুসারে) অশৌচ হইবে। কিন্তু সকলে বিভক্ত হইলে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিণীতা হইলে স্ব স্ব বর্ণানুসারে অশৌচ হইবে।

উপরিউক্ত শ্লোকে দাসীদিগের এবং অনুলোমাপত্নীদিগের অশৌচের বিধান করা হইয়াছে। শ্লোকের কোন স্থলে বলেন নাই যে, ব্রাহ্মণের অনুলোমা-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণের অশৌচ মাতৃকুলানুসারে হইবে। বীর্য্যের প্রাধান্যের বিষয় পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। "মাতাভস্ত্রা পিতুঃপুত্রঃ যেনজাতঃ স এবসঃ"

যেই বৈদ্যজাতি জ্ঞানবত্তায় বিদ্যাবত্তায় বৈদ্য, "ত্রিজ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণকে অজ্ঞ মনে করিয়া মিথ্যার সাহায্যে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া কিরূপ প্ররোচিত করিতেছেন, তাহা মহর্ষি উশানার বচনের প্রতি দৃষ্টি করিলে জানা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের যাহারা সেবক, তাহাদের অশৌচ তত্তৎপ্রভুর অনুরূপ হইবে। যেইস্থলে ব্রাহ্মণের দাসগণের অশৌচ কিম্বা ব্রাহ্মণের দাসীগণের অশৌচ তত্তৎ ব্রাহ্মণের স্বামীতুল্য হইবার ব্যবস্থা, যেইস্থলে অনুলোমা অমন্ত্র বিবাহিতা ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পারশব নামক ব্রাহ্মণজাতির অশৌচ ব্রাহ্মণের সমতুল্য, যেইস্থলে পারশব ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণসমাজের কুক্ষিগত হইয়া ব্রাহ্মণ

সদৃশ দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন। সেই স্থলে সমন্ত্রবিবাহিতা দ্বিজকন্যা অনুলোমাপত্নীগণের গর্ভজাত ব্রাহ্মণের ঔরস পুত্রগণের অশৌচ দশাহ হইতে পারে না, যাঁহারা বলেন; তাঁহারা যে করুণার পাত্র তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বৈদ্যজাতির অশৌচ সম্বন্ধে কোন রূপ তর্ক হইতে পারে না। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাত মনুক্ত অম্বষ্ঠ নহেন, তাঁহারা দেবতা ও মহর্ষিগণের ঔরসে দেবকন্যার কন্যাগণের অর্থাৎ ব্রহ্মমন্ত্রে জাতব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে সঞ্জাত বিধায় তাঁহাদের অশৌচ সদ্য, একাহ, তিনদিন ছিল। তাঁহারা চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্মিলিত হওয়াতে, দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের মধ্যেও কোন কোন বৈদ্য ব্রাহ্মণাচারে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণ সদৃশ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের অশৌচ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ সদৃশ দশাহ হইবে। বৈদ্যগণ যে দেবপ্রভব তাহা তাঁহাদের গোত্র হইতে ও জানা যায়। ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, শালঙ্কায়ন, আত্রেয় প্রভৃতি গোত্র ব্রাহ্মণের নাই। যে সব গোত্র ব্রাহ্মণের নাই, সেই সব গোত্রের বৈদ্য-ব্রাহ্মণের সন্তান হন কিরূপে? দেবপ্রভব বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণজাতির সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে ভারতের অন্যত্র মিশিয়া যাওয়াতে এবং ব্রাহ্মণাচারে দৈব-পৈত্র কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন বিধায়, উপনীত বঙ্গীয় বৈদ্যগণ দশাহ অশৌচ গ্রহণ করার পক্ষপাতী হইয়াছেন। বৈদ্যগণ বিদ্যাবত্তায়, জ্ঞানবত্তায়, ও প্রতিষ্ঠায় এখন পর্য্যন্ত অন্যান্যজাতির সংখ্যায় অনুপাতে শীর্ষ স্থানেই রহিয়াছেন, তদবস্থায়ও কোন কোন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "মদনমিশ্রকৃত ভট্টকৃত সামবেদীয় কর্ম্মকাণ্ড সেই দিনকার হারলতায় বর্ণসন্নিপাত অশৌচ প্রকরণের যেই শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলেন, বৈদ্যগণের অশৌচ পঞ্চদশদিন হইবে, সেই বচনটী এই:—

ব্রাহ্মণমরণে ব্রাহ্মণপরিণীতা ব্রাহ্মণী প্রসবমরণয়ো তৎপুত্র মরণে চ ব্রাহ্মণ পরিণীতানাং ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাশূদ্রাণাং তাসাং পুত্রানাঞ্চ দশরাত্রমশৌচম্। যথা আপস্তম্বঃ—

"ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতিনাং যেঽপিস্যুর্ব্বিপ্রসূতকে
তেষান্তু পৈত্রিকং শৌচং বিভক্তানান্তু মাতৃকম্"॥

ব্রাহ্মণপরিণীতানাং ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাশূদ্রাণাং পুত্রাঃ পিত্রাসহৈকত্র বসন্তঃ স্বীয় স্বীয় মাতুঃ প্রসবমরণয়োঃ পিতৃ সম্বন্ধীয় দশাহমেবাশৌচং কুর্য্যুঃ। পিত্রাসহকৃত বিভাগন্তু তয়োরেব নিমিত্তয়োঃ স্বীয় স্বীয় মাতৃজাত্যুক্তমশৌচং কুর্ব্বীরণ। যথা বিভাগেঽশৌচং তথৈব পিতৃমরণেঽপীত্যাহ জাবালঃ।

"নানাজাতিষু পাবকাং পৈত্রিকং জীবেতঃ পিতুঃ।
অতীতে মাতৃকং বিন্দ্যাৎ পাবকামুভয়োরপি"॥

"ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে ব্রাহ্মণের পরিণীতা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা পত্নীদের ও তাঁহাদিগের পুত্রগণের দশরাত্র অশৌচ হইবে। যেহেতু আপস্তম্ব বলিয়াছেন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রজাতীয়সন্তানগণের জন্ম মরণে পিতৃসম্বন্ধীয় অশৌচ হইবে। আর বিভক্তদিগের মাতৃকুলাশৌচ অর্থাৎ অনুলোমজাত সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা স্বীয় স্বীয় পিতা হইতে ভিন্ন হইয়া মাতামহকুলে যাইয়া বাস করেন এবং মাতামহকুলানুযায়ী সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অশৌচ মাতামহের কুলানুরূপ হইবে। মহর্ষি জাবাল বলেন:—ব্রাহ্মণের নানাজাতীয়া পত্নীতে জাত সন্তানগণের পবিত্রতা পিতার অনুরূপ। পিতার অবর্ত্তমানে মাতৃকুলাশৌচ হইবে। এই শ্লোকের কোন স্থলেই দৃষ্ট হয় না যে, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ সদৃশ সংস্কার গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের বৈশ্য সদৃশ অশৌচ হইবে। বিশ্বপূজ্য বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রকারই পক্ষাশৌচের কথা বলেন নাই, বরং তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বৈদ্যজাতি যে অতি প্রাচীনজাতি, তাহা অথর্ব্ববেদ পাঠেও জানা যায়। অথর্ব্ববেদে "চারণবৈদ্য" বলিয়া বৈদ্যগণকে ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ী বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, যজুর্ব্বেদ, সমস্ত সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারতের প্রমাণ ও ভারতবর্ষের সমস্ত বিশিষ্টব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অভিমত উল্লেখ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি, বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ছিলেন, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বৃত্তিই তাঁহাদের বৃত্তি ছিল; যাঁহারা বেদকে অপৌরষেয় এবং বেদ সত্যকাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে মনে করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে বৈদ্যজাতির সত্তা জাতিবিভাগের পূর্ব্বেও ছিল, তাহা বেদবাক্যই প্রমাণ, কেবল ভূর্লোকে বৈদ্যজাতির বসতি ছিল ও আছে, এই রূপ ধারণা করাও পাপ। স্বর্লোকে অশ্বিনীকুমার, দিবোদাস, সুরপতি ইন্দ্র প্রভৃতি বহুদেবতা যে বৈদ্য ছিলেন, তাহার প্রমাণ "বৈদ্য-পরিচয়" নামক গ্রন্থে অধ্যাহার করিয়াছি। সুরপতি ইন্দ্র হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ভরদ্বাজই সর্ব্বপ্রথম আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া ভূর্লোকে প্রচার করিয়াছিলেন, বিশ্বপূজিত ধন্বন্তরি যে তাহার শিষ্য ছিলেন, তাহা আয়ুর্ব্বেদ পাঠে জানা যায়। সত্যকাল হইতে যেই বৈদ্যজাতি দেবতা স্বরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্ত্রকারই লিখিতে পারেন না। যেই কুল্লুক, মেধাতিথি সেইদিনকার রঘুনন্দন, অম্বষ্ঠজাতির বিরুদ্ধে লিখনী চালনা করিয়াও কোন স্থলে প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মণের অনুলোমা

বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাতসন্তান অম্বষ্ঠের অশৌচ পনরদিন হইবে, যদি অনুলোম জাত সন্তানগণের অশৌচ মাতৃকুলানুরূপ হয়, তাহা হইলে মূর্দ্ধাবসিক্তের ও পারশব ব্রাহ্মণগণের অশৌচও দ্বাদশদিন ও একমাস হইত, এবং ভারতবর্ষে এমন বিশুদ্ধব্রাহ্মণ কে আছেন যে, তাঁহাদের অশৌচ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সদৃশ দশদিন হইবে। যে জাতির মধ্যে মুসলমানকন্যার আমদানী হইয়াছে, সে জাতি কোন সাহসে অতি প্রাচীন বৈদ্যজাতির বংশধরগণের অশৌচ বৈশ্যবৎ হইবে বলেন জানিনা। বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি যে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বসতি করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের বান্ধবগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, যুগযুগান্তরের পর বঙ্গদেশে দুই রাজার প্রকোপে পড়িয়া বৈদ্যসন্তানগণ দশাহ অশৌচ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন্। যদি বৈদ্যগণকে মনুক্ত অম্বষ্ঠও ধরা যায়, তাহা হইলেও যে বঙ্গীয় বৈদ্যগণের আদিপিতা হইতে তাঁহারা ভিন্ন হইয়া মাতামহের কুলে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ভারতের অপরাপর প্রদেশে পক্ষাশৌচী একটী ব্রাহ্মণ জাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হইত। এই সামান্য জ্ঞানটুকু যাহাদের নাই, তাঁহারা কোন্ সাহসে বৈদ্যজাতির বংশধর বলিতে চাহেন জানি না। যদি বিশুদ্ধশোনিতের কোন জাতি ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন তাহার প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে বৈদ্যজাতির উল্লেখই সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে; যেহেতু ব্রাহ্মণজাতির জন্মবিবরণ পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাহারা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণজাতির অশৌচ পনর দিন প্রতিপাদন করিতে চাহেন, তাঁহারা একবার নিবিষ্টমনে চিন্তা করিবেন, ব্রাহ্মণের ঔরষে মেয়ের গর্ভজাত সন্তানগণ এবং ব্রাহ্মণের অনূঢ়া পরোঢ়া, বিধবা ও বন্যজাতীয়া স্ত্রীগণের গর্ভজাত সন্তানগণ সমাজের কোন স্তরে আছেন, তাঁহাদের অশৌচ কতদিন গৃহীত হইতেছে, অম্বষ্ঠব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত গ্রহবিপ্রগণ কতদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন; তাহা দেখিয়াও যে সব তথাকথিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, বৈদ্যগণের অশৌচ দশাহ হইবে বলেন, তাঁহাদিগকে ভগবানের কোন্ অবতার বলা যাইতে পারে? সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

শাস্ত্রালোচনাদ্বারা কোন্ পণ্ডিত প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে, সেন, দাশ, দত্ত গুপ্ত প্রভৃতি বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান। যে সব

বৈদ্যসন্তান এই জাতিনাশের, কর্ম্মনাশের, যুগেও তীর্থগুরু রূপে, আচার্য্য-রূপে, মন্ত্রগুরু রূপে, অধ্যাপক রূপে, প্রতিপালক রূপে, শাসক রূপে, পিতৃস্থানীয় চিকিৎসক রূপে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম রূপ ত্রিবর্গসম্পত্তি প্রদান করিতেছেন, যেই বৈদ্যজাতি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই যুগ চতুষ্টয়ে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ রূপে একদিন, চিকিৎসক রূপে সপ্ত, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রূপে তিন দিন এবং যজনব্রাহ্মণ রূপে দশদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতে ছিলেন, আজ বঙ্গীয়ব্রাহ্মণগণের কূটনীতিতে সেই জগৎপূজ্য বৈদ্যজাতির বংশধরগণকে মাসাশোচী ও পক্ষাশোচী হইয়া, থাকিবার উপদেশ, এই জ্ঞানানুশীলনের ও জাতীয়জাগরণের দিনে প্রদান করা কিরূপ ধৃষ্টতার কার্য্য, তাহা মহামান্যপণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বৈদ্যগণের দায়াদগণ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে এখন ও যে ব্রাহ্মণাচারে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, তথাকার দ শ পদবি বৈদ্যসন্তানগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াও জাতীয়পদবি "দাশ" ত্যাগ করেন নাই এবং চট্টগ্রামসমাজের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এখনও যে "ধর" পদবি ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, এবং অনেক ব্রাহ্মণের দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বেও যে যজু র্ব্বেদ মতে কার্য্য হইত এবং আমাদবারা শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান হইত, তাহার প্রমা-ণের অভাব নাই। এই সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়াও যে সব ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের ইচ্ছানুরূপ অযথাব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ সরলবিশ্বাসী বৈদ্য-গণের প্রাণে অধর্ম্মের বীজবপন করিবেন এবং ধর্ম্মহানির, ক্রিয়ালোপের ও অশুভ হওয়ার আশঙ্কা জন্মাইয়া উপনয়সংস্কার গ্রহণের এবং দশাহ অশৌচ পালনের প্রতিবাধক হইবেন, তাঁহারা যে কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। আর যে সব ভট্টাচার্য্য বলেন অনিরুদ্ধভট্ট আপস্তম্বের বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, তাঁহারা কখনও আপস্তম্বসংহিতা দেখেন নাই। আপস্তম্বসংহিতায় এইরূপ কোন বচন নাই।

বঙ্গীয় বৈদ্যগণের সতর্কতা :—এই অশৌচ বিধির আলোচনা হইতে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান জন্মিয়াছে, তজ্জন্য আমরা ভট্টাচার্য্যগণের নিকট কৃতজ্ঞ। হিন্দু সমাজে তথাকথিত এমন অনেক ভট্টাচার্য্য আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রীয়প্রমাণের ইচ্ছানুযায়ী কুব্যাখ্যা করিয়া বৈদ্যগণকে তাঁহাদের রুচিকর ও স্বার্থপূর্ণ-ভাবে প্ররোচিত করেন। বৈদ্যগণকে জাতীয়সংস্কার গ্রহণে বাধা জন্মাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে বৈশ্য ও শূদ্রাচারী করিয়া রাখিতে চাহেন। এমন

একদিন ছিল, একমাত্র সত্যই ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় প্রদান করিত। মহর্ষি গৌতম দাসীপুত্র সত্যকামকে বলিয়াছিলেন :—"নৈতৎ অব্রাহ্মণো বিবক্তু মর্হতি স্বমেহি তামহম্ উপনেষ্যে"। হে সত্যকাম, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ এত সরলভাবে মাতৃজারের কথা বলিতে পারেনা, নিশ্চিতই তোমাকে ব্রাহ্মণ জন্ম দিয়াছেন, তুমি এস আমি তোমাকে উপনীত করিয়া আশ্রমে গ্রহণ করিব। সেই দিন হইতে সত্যকাম জাবাল নামে অভিহিত হইলেন। তৎপর আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মহর্ষিজাবাল নামে পরিচিত হইলেন, তাঁহারই বংশে ভারত বিখ্যাত ব্রহ্মর্ষি জাবালি জন্ম গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণে বলা হইয়াছে :—

"ক্ষমাদয়াচ বিজ্ঞানং সত্যঞ্চৈব দমঃশমঃ।
অধ্যাত্ম নিত্যতা জ্ঞানমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥"

ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞান, সত্য, দম (বাহেন্দ্রিয়নিগ্রহ) শম অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ, অধ্যাত্ম নিত্যতাজ্ঞান যাঁহার আছে, তিনি ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমানযুগে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কর্ম্মনাশার স্রোতজলে অবগাহন করিয়া সত্যকামের মাতার বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, পর্ণকুটীরবাসী বৈদ্য এই জীবনসংগ্রামের দিনেও অদাসজীবনে আভিজাত্য গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহা কেবল তাঁহাদের দেবপ্রভবত্ব ও বিশুদ্ধব্রাহ্মণত্বের হেতুমাত্র।

একশ্রেণীর ভট্টাচার্য্য আছেন, তাঁহারা বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় স্বীকার করেন এবং শর্ম্মাপদবি উল্লেখে দৈব পৈত্র কর্ম্ম করাইতেও পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু বৈদ্যগণ দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিলে স্বজাতির গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে মনে করেন। তাঁহারা শাস্ত্রীয়প্রমাণের অলিক ব্যাখ্যা করিয়া বৈদ্যগণকে বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতে বলেন, ব্রাহ্মণাচারে উপনীত বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবর্ণোচিত শর্ম্মাপদবী উল্লেখে দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বৈশ্যাচার মতে পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিলে অম্বষ্ঠবিদ্বেষী কুল্লুক "অন্তর প্রভাবানাঞ্চ" পদের টীকা করিতে যাইয়া যেমন "অম্বষ্ঠ করণ ক্ষত্তৃ প্রভৃতিনাং তেষাং বিজাতীয় মৈথুন সম্ভবত্বেন খরতুরগীয় সম্পর্কাৎ জাত্যাশ্বতরবৎ জাত্যান্তরত্বাৎ" লিখিয়া অম্বষ্ঠ জাতিকে খচ্চর বানাইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন; তদ্রূপ ঐ শ্রেণীর ভট্টাচার্য্যগণও বৈদ্যজাতিকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া পক্ষাশৌচী করিতে পারিলে, কুল্লুকের উক্তির যথার্থতা প্রতিপাদন করিয়া বিশ্ববন্দ্য বৈদ্যজাতিকে খচ্চর শ্রেণীতে পরিণত করিতে পারিবেন মনে করেন।

অপর শ্রেণীর ভট্টাচার্য্য আছেন, তাঁহারা রঘুনন্দনের "শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলেন, এই ঘোর কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অপর কোন জাতি নাই। তাঁহারা কেবল পূর্ব্ব উত্তরবঙ্গীয় বৈদ্যগণের দশাহ অশৌচের বাধক এমন নহেন, তাঁহারা বৈদ্যজাতির উপনয়নসংস্কারের ও সম্পূর্ণ বিরোধী। দাস, দাসী পাঠ করাইয়া শূদ্রাধম করিয়া রাখার প্রয়াসী। তাঁহারা কি জানেন না, বৈদ্যজাতি শূদ্র হইলে তাঁহারাও যে শূদ্র হইবেন শাস্ত্রের বিধান :—

"অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।

বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্॥" অঙ্গিরা।

ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধ, বৈশ্যের অন্ন অন্নমাত্র এবং শূদ্রের অন্ন নিশ্চিতই রক্ত। আপস্তম্ব বলেন :—

শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যঃ কশ্চিন্ম্রিয়তে দ্বিজঃ।

সভবেৎ শূকরো গ্রাম্যোমৃতঃ শ্বা বাথ জায়তে॥" ১১।৮ অঃ

শূদ্রান্ন উদরস্থ সত্বে যে ব্রাহ্মণ মরে সে জন্মান্তরে গ্রাম্য শূকর অথবা কুক্কুর হয়। মহর্ষি বৃদ্ধহারিত বলেন :—

"শূদ্রান্নরসপুষ্টাঙ্গো হ্যধীয়ানোঽপি নিত্যশঃ।

জুহ্বাপি যজিত্বাপি গতিমূর্দ্ধাং ন বিন্দতি॥"

যাঁহার শরীর শূদ্রান্নরসে পুষ্ট, সে নিত্য অধ্যয়ন শীল হইলেও নিত্যহোম এবং যাগ করিলেও উর্দ্ধগতি লাভ করেন। আপস্তম্ব পুনঃ বলিতেছেন :—

"শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।

যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রং প্রবর্ত্ততে॥"

শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া সহবাসে যে সব পুত্রাদি জন্মাইবে, যাহার অন্ন তাহার ঐ সকল সন্তান জানিবে। কারণ অন্ন হইতে শুক্রের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই অন্ন অর্থে কেবল তণ্ডুল সিদ্ধকৃত অন্নকে বুঝায় না। আহারীয় বস্তু মাত্রকেই বুঝায়। তণ্ডুল, ফল, নূন, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি, ও তরি তরকারী প্রভৃতি যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্যই অন্নের পর্য্যায় ভুক্ত। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যদি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দানীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে এবং অন্ন ভোজন করিয়া শাস্ত্রোক্ত গতি লাভ করিতে ও পুত্রগণকে শাস্ত্রোক্তগতি লাভ করাইতে কখনও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ এত আনন্দ প্রকাশ করিতেন না।

বৈদ্যের ষষ্ঠীমাতৃকাপূজা, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজার্চ্চনা, দীক্ষা, প্রভৃতি কার্য্যে হোম করিতে হয়, বঙ্গদেশে এমন নৈষ্ঠিকব্রাহ্মণ কে আছেন, যিনি দক্ষিণার্থ বৈদ্যগণের নিমিত্ত হোম করেন না। মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন :—

"দক্ষিণার্থং তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥"

যদি কোন বিপ্র দক্ষিণার্থ শূদ্রের নিমিত্ত হোম করেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবেন। আর সেই শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে।

বৈদ্যগণকে শূদ্র বলিয়া যদি যজন ব্রাহ্মণগণের বিশ্বাস থাকিত, কখনও তাঁহারা বৈদ্যগণের পূজার্চ্চনা, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি করাইয়া শূদ্রত্ব লাভের জন্য এত ব্যগ্র হইতেন না। চট্টগ্রামের অন্তর্গত সুচিয়াগ্রামে কাশ্যপ ও ভরদ্বাজ বংশীয় দুইটী বিশিষ্ট ও অতিসম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণজাতি বাস করেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ অশূদ্র প্রতিগ্রাহী ছিলেন। কাশ্যপ বংশের জয়রাম ভট্টাচার্য্যের নাম চট্টগ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন। জয়রাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাধক ছিলেন, তাঁহার দিব্বীর পাড়স্থ সাধকের পীঠস্থানে নিয়ত পূজা অর্চনা হইয়া থাকে। তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে কাহারও যজমান বা শিষ্য ছিলনা এবং শূদ্র প্রতিগ্রাহী ছিলেন না, এইরূপ ও নাই বলা যাইতে পারে। এইরূপ মহাপুরুষের বংশধরগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যে, বঙ্গবাসী বৈশ্বানরসেনবংশীয় বৈদ্যগণের পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে স্বর্ণদান গ্রহণ করিয়া স্বর্ণদানী পুরোহিত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর, ভরদ্বাজবংশের রুদ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য আচারনিষ্ঠায়, জ্ঞাননিষ্ঠায় চট্টল ব্রাহ্মণ গণের মধ্যে অনেকেরই দীক্ষাগুরু ছিলেন ও তাঁহার বংশধরগণ এখনও দীক্ষাগুরুর কার্য্যই করেন। তাঁহারাও সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষগণকে মন্ত্র শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন শূদ্র শিষ্য নাই। এমতাবস্থায় তাঁহারা বৈশ্বানরগোত্রীয় সেনবংশধরকে শূদ্র জানিতেন, না ব্রাহ্মণবর্ণীয় জানিতেন, তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন, যে হেতু রঘুনন্দনের শিষ্য প্রশিষ্যগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অপর কোন জাতি নাই।

অপর একশ্রেণীর বিশ্ববন্দ্য, সত্যনিষ্ঠ, সদাচারপূতব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা, সত্যের সম্মান রক্ষার্থ বঙ্গীয় অনুপনীত বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণবর্ণোচিত উপবীত দিয়া ব্রাহ্মণাচারে দৈব পৈত্র কর্ম্ম সম্পাদনে একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ করাইয়া থাকেন। আমরা সেই দেবতুল্য ব্রাহ্মণগণের

চরণে কোটী কোটী সভক্তি প্রণাম করিতেছি তাঁহাদের সংযমনিষ্ঠার ও পুণ্য প্রভায় আজিও হিন্দুধর্ম্ম জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন "সত্যং বদ ধর্ম্মং চর" এই মহাবাক্যের গৌরব রক্ষা করা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাঁহারা জানেন "ব্রাহ্মণস্য দেহোহয়ং ক্ষুদ্র কামায় নেষ্যতে।" যতদিন ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র কামনার বশে থাকিবেন না, ততঃদিন নিঃস্বার্থ, অত্যুদার চেতাঃ ব্রাহ্মণকে সকলেই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করিয়া চলিবে।

বৈদ্যবন্ধুগণ! বৈদ্যজাতি হীন নহেন, বৈদ্য অশেষ শক্তিশালী মহীয়সী জাতি। বৈদ্য মানবগণের প্রাণদাতা, প্রাণাচার্য্য, পিতৃস্থানীয় ও পূজার্হ জাতি। এই জ্ঞান বৈদ্যগণের প্রাণে জাগ্রত না হইলে, বৈদ্যজাতি নবশাকের স্থলে হয়তঃ কালে দশমশাকের সৃষ্টি করিবেন। নবশাকের মধ্যেও বৈদ্যের স্থান হইবে না। জাতীয় আচারের প্রতি, কুলধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ়নিষ্ঠা রাখিয়া জাতীয়সংস্কার এবং জাতীয় আচার গ্রহণ করা প্রত্যেক বৈদ্যসন্তানের কর্ত্তব্য। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন:—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি নসুখং ন পরাং গতিম্॥

কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রই প্রমাণ; শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিলে কৃতকার্য্যের কোন ফলোদয় হয় না"। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিরাও স্বীয় স্বীয় আচার প্রতিপালন করিতেছেন, জগতের সুসভ্য জাতীর মধ্যে কেহই জাতীয় আচার ত্যাগ করেন নাই।

বৈদ্য সজ্জনগণ! একবার আপনাদের আদিপুরুষগণের সদাচারের প্রতি লক্ষ্য করুন! ইতিহাসের প্রতি, প্রত্নতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি করুন!! আপনাদের আদিপুরুষমহারাজগণের সদাচারের ও ব্রাহ্মণ্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করুন!! স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের গবেষণা করুন! ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় অশেষ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা পত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন! ঐতিহাসিক তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণের ও সমাজপতি বৈদ্যগণের অভিমতের অনুধাবন করুন! বুঝিতে পারিবেন, আপনাদের জাতীয় আচার কিরূপ ছিল? আপনাদের আদি পূর্ব্বপুরুষগণ কোন বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন, আপনাদের দায়াদগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কোন বর্ণের অন্তর্গত আছেন, তাঁহারা কিরূপ আচার প্রতিপালন করেন?

তাহার তত্ত্ব লইয়াছেন কি? অব্যবহিত পূর্ব্ব পুরুষগণ জাতীয় আচার, কুল ধর্ম্ম কি কারণে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি। সেই জাতীয় আচার ও কুল ধর্ম্ম ত্যাগ করাতে আপনাদের কিরূপ অধোগতি হইয়াছে, তাহা চিন্তা করুন!!

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে সদাচার :—সদাচার সম্বন্ধে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন:—

আচারেণ বিহীনস্য কুলীনস্য কুলংকুতঃ।
অনাচারবতাং কিং স্যাদকুলানাং ধনৈঃ কুলম্॥
তস্মাদাচার এবাদৌ সর্ব্বেষাং কুল লক্ষণম্।
আচারেণ বিহীনানাং কিং ধনেন কুলেন বা।
আচারাদ্যৈঃ সমাযুক্তাঃ কুলীনা অপি বৈদ্যকাঃ॥
শোভন্তে কাঞ্চনৈর্ব্বদ্ধাঃ করিণাং দশনাইব॥ চন্দ্রপ্রভা।

বৈদ্য ভ্রাতৃগণ! পরমুখাপেক্ষী হইয়া জাতীয়বর্ণানুরূপ আচার ও পদবি গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না, পূর্ব্বপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ শীর্ষে ধারণ করিয়া জাতীয়গৌরব উদ্ধার করুন, কোন শাস্ত্রকার বৈদ্যজাতিকে শূদ্র ও বৈশ্যোচিত দাস, দাসী বা গুপ্ত, গুপ্তা পাঠ করার ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই। পূর্ব্ব উত্তর বঙ্গের বৈদ্যগণ ব্যতীত, ভারতের অন্যত্র বৈদ্যগণ শর্ম্মা ও দেবী পাঠে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দৈব ও পৈত্র ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়াও পুরোহিতগণ আত্মবিস্মৃতবৈদ্যগণকে দাস, দাসী বা গুপ্ত, গুপ্তা পাঠ করিতে এবং মাসাশৌচ বা পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিতে ব্যবস্থা দিয়া বৈদ্যসমাজের গুপ্ত হত্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও পুরোহিতগণ এবং তথা-কথিত পণ্ডিতগণ বাহিরে নানাবিধ সম্মানলাভের প্রলোভন দেখাইয়া, নানাপ্রকার অর্থহানির ক্রিয়ালোপের ও পারিবারিক অমঙ্গল হওয়ার মিথ্যাবিভীষিকা দেখাইয়া বৈদ্যগণকে দশাহ অশৌচ গ্রহণে বিরত হইতে এবং স্বজাতি ও স্বধর্ম্মদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিতেছেন। বৈদ্যগণকে বৈশ্য ও শূদ্র বানাইয়া তাঁহাদের কুলে কলঙ্ক লেপন পূর্ব্বক তাঁহাদের কুলধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে, তাঁহাদের আচরিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদি ধ্বংস করিতে এবং ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব নিষ্কণ্টক করিতে, রঘুনন্দনের শিষ্য প্রশিষ্যগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এইসব মহাত্মাগণের বুজরুকী হইতে বৈদ্যজাতিকে রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক বৈদ্যগণকে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে।

ভগবান মনু আচার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।

আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ॥ ১০৯। ১অঃ

আচারহীন ব্রাহ্মণ বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েন না। কিন্তু যদি তিনি সদাচার সম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েন। তাই দশাহ অশৌচ রূপ ব্রাহ্মণাচার প্রত্যেক বৈদ্যগণকে পালন করিতে হইবে।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে এলাহাবাদের ব্রাহ্মণ সমাজ :—

এলাহাবাদের সর্ব্বজন আদৃত ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিসাধন সরকার মহাশয় ১০।৮।২৩ তারিখে লিখিয়াছেন। আপনার ভ্রাতার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে বৈদিক-মতে যথারীতি ব্রাহ্মণাচারে ৺ত্রিপুরাচরণ সেনশর্ম্মা উল্লেখে সম্পন্ন করাইয়াছি। ভোজ্য, শয্যা, ছত্র, পাদুকা, থালা, বাটি, গ্লাস, জলপাত্র প্রভৃতি যথাশাস্ত্র উৎসর্গ করাইয়া সাত্বিক ব্রাহ্মণকে দান করান হইয়াছে ও যে সকল ব্রাহ্মণ আপনার ভ্রাতার শ্রাদ্ধ করাইয়াছেন, তাঁহারা এইখানে মৎস্যাশী বাঙ্গালীর কার্য্য করেন না, বা কোন মৎস্যাশীর বাটিতে জলগ্রহণ করেন না। এইরূপ ৭টি ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইয়াছে। আপনার ভ্রাতার দেহ গুজরাটী ব্রাহ্মণ অভ্যাসী দ্বারা বহন করাইয়া ত্রিবেণীঘাটে নিয়া দাহ করান হইয়াছে। দাহান্তে অস্থি ত্রিবেণীসঙ্গমে দেওয়া হইয়াছে। শ্রাদ্ধের পর কয়েকজন ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গালকে ভোজন করাইয়া দিয়াছি ইত্যাদি। যিনি এই পত্র লিখিয়াছেন, তিনি একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সহৃদয় কায়স্থ, তিনি আমার দাদার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও আদ্যশ্রাদ্ধ যেই রূপ উদারতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার সহিত সম্পন্ন করাইয়াছেন এবং আমার দাদার অসহায়া দ্বিতীয়াপত্নীকে তাঁহার আবাসে আশ্রয় প্রদান করিয়া যেই রূপ মহানুভবতার কার্য্য করিয়াছেন, আমি তজ্জন্য আজীবন তাঁহার নিকট ঋণী রহিলাম। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ, বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চিরকাল জানেন, তথাকার বৈদ্যগণের নামান্তে শর্ম্মা, মিশ্র, শুকুল, পাঁড়ে, ত্রিবেদী, দোবে, চৌবে পদবি রহিয়াছে। তাহা তথাকার বৈদ্যসম্মিলনীর সভ্যগণের নামের তালিকা পাঠে ও জানা যাইবে। যদি তথাকার ব্রাহ্মণগণ—বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিকে তত্রস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির দায়াদ বলিয়া না জানিতেন, বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা না থাকিত, তাহা হইলে অজ্ঞাত কুলশীল চট্টগ্রামবাসী জনৈক বৈদ্যকে ব্রাহ্মণগণ কখনও কাঁধে করিয়া ত্রিবেণীঘাটে নিয়া দাহ করিতেন না এবং একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ করাইয়া দানীয়দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন না,

বৈদ্যের আবাসে আহার করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলেই যেমন আচারভ্রষ্ট, স্বকর্ম্মভ্রষ্ট, স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণতার চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, এই একাকারের যুগেও তথাকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদির মধ্যে আচার নিষ্ঠ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বকর্ম্মনিষ্ঠ বহুব্যক্তি রহিয়াছেন। তাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ধর্ম্মসাধনের মূল বলিয়াই জানেন। যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে বৈদ্যজাতি নাই বলেন; তাঁহাদের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য অমৃতবাজার, ও ইণ্ডিয়া ডেলি নিউজ নামক সংবাদপত্র হইতে কতিপয় বৈদ্যের নাম এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ :—

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বৈদ্যজাতির বসতি যে রহিয়াছে, তাহা বিদুষী সরলাদেবীর, পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের, পণ্ডিত ডল্লনাচার্য্যের উক্তি হইতে ও জানা যায়। তদ্ভিন্ন গয়ার, মথুরায়, কাশীর, উৎকলের তীর্থগুরুগণের পদবির ও তাঁহাদের গোত্রাদির বিবরণ হইতেও প্রতীতি হয়। ১৯২৩ ইংরেজীর ১১ই অক্টোবরের ইণ্ডিয়াডেলিনিউজ সংবাদপত্রে লাহোরনিবাসী কবিবিনোদ বৈদ্যভূষণ পণ্ডিত ঠাকুর দত্তশর্ম্মা "বৈদ্য" "অমৃতাধার" নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। ঠাকুরদত্তশর্ম্মা দ্বারা তাঁহার বৈদ্যজাতিত্ব সূচিত হইলেও তদ্দেশের প্রথামতে তাঁহারা জাতীয় উপাধি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ১৯২৩ ইংরেজীর ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের "অমৃতবাজার" সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের "বৈদ্যসম্মিলন" হইতে যাঁহারা রোগিগণকে সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন. তাঁহাদের নাম পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কানপুর—চিকিৎসক চূড়ামণি পণ্ডিত রামেশ্বরজী মিশ্র বৈদ্যরাজ। বৈদ্য পণ্ডিত কিশোরীদত্তজী শাস্ত্রী। এলাহাবাদ –আয়ুর্ব্বেদপঞ্চানন পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ প্রসাদজী শুকুল বৈদ্য। পণ্ডিত শিবরামজী পাড়ে বৈদ্যরাজ। বেনারস কবিরাজ শ্রীউমাচরণজী মহাচার্য্য কবিরত্ন। লক্ষ্ণৌ—আয়ুর্ব্বেদভূষণ পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণজী মিশ্র বৈদ্যশাস্ত্রী। পণ্ডিত সাহিত্যাচার্য্য শালগ্রামজী শাস্ত্রী রাজবৈদ্য। আয়ুর্ব্বেদবিশারদ পণ্ডিত শ্রীপ্রতাপসিং শর্ম্মা। হরিদ্বার—পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্রজী বৈদ্যশাস্ত্রী। বৈরৈচ—আয়ুর্ব্বেদবিশারদ পণ্ডিত ভগবান দিনজী মিশ্র বৈদ্যরাজ। হরদৈ—বৈদ্যভূষণ পণ্ডিত মূলচ শর্ম্মা আর্য্যবৈদ্য। আয়ুর্ব্বেদার্য্য পণ্ডিত মধুসূদন দত্তজী দীক্ষিত বৈদ্যরাজ। বস্তী—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পণ্ডিত চন্দ্রশেখর দত্তশর্ম্মা বৈদ্যরাজ। বালিয়া—পণ্ডিত

ব্রহ্মশর্ম্মা বৈদ্য। আজমগড়—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পণ্ডিত মঙ্গলা প্রসাদজী পাঠক বৈদ্য। আলিগড়—চিকিৎসকচূড়ামণি পণ্ডিত রামচন্দ্রজী বৈদ্যশাস্ত্রী। মৈনপুরী—আয়ুর্ব্বেদবিশারদ পণ্ডিত রামমিশ্র শর্ম্মা বৈদ্য। ইটোয়া—চিকিৎসকচূড়ামণি পণ্ডিত বনদেব প্রসাদজী বৈদ্যরাজ। ফরোক্কাবাদ—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পণ্ডিত গঙ্গাসহায় বৈদ্যরাজ। এটাসাকির—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পণ্ডিত রাম দত্তশর্ম্মা। মিরাট—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পণ্ডিত রামসহায় বৈদ্যশাস্ত্রী। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী পণ্ডিত কৃষ্ণলালজী বৈদ্য। সীতাপুর—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্র দত্তশর্ম্মা মিশ্র। গোয়ালিয়র—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পণ্ডিত রামেশ্বরজী শুকুল শাস্ত্রী। উলাউ—পণ্ডিত যজ্ঞদত্তজী পাণ্ডে রাজবৈদ্য।

উপরি উক্ত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাব্যবসায়ীগণের মধ্যে বেনারসজেলার কবিরাজ শ্রীউমাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের নামের আদ্যে বা পরে বৈদ্যবর্ণ জ্ঞাপক কোন পদবি দৃষ্ট হয় না এবং ব্রাহ্মণবর্ণাত্মকও কোন পদবি নাই। ইহা হইতে প্রতীতি হয় যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৈদ্যব্রাহ্মণ ব্যতীত, যজন ব্রাহ্মণগণের চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করার নিয়ম নাই। একদিন এই বঙ্গ দেশেও বৈদ্যজাতি ব্যতীত, অপর কোন জাতির পক্ষে আয়ুর্ব্বৈদিকচিকিৎসা অবলম্বন করার সাধ্য ছিল না। ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাবৃত্তিক হইলে, পতিত হইতেন। ব্রাহ্মণচিকিৎসকগণের ঔষধ যাহারা সেবন করিত, তাহারাও পতিত হইত। তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি। বোধ হয়, সেইজন্য সর্ব্বজন বিদিত কবিরাজ ব্রাহ্মণপণ্ডিত উমাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, যজনব্রাহ্মণ জ্ঞাপক চক্রবর্ত্তী পদবি নামের সহিত সংযোগ করেন নাই এবং নিজে যজনব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া নামের পূর্ব্বে বা পরে বৈদ্যশব্দও সংযোগ করেন নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যজনব্রাহ্মণগণ এই কর্ম্মনাশের যুগেও বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। তাই বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণত্ব বোধক শর্ম্মা, শুকুল, পাঁড়ে প্রভৃতি পদবি সংযোগ করিয়া জাতীয়গৌরব রক্ষার্থ সকলেই বৈদ্যভূষণ, বৈদ্যরাজ বৈদ্য বা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য উল্লেখ করিয়া বৈদ্যজাতির বিশেষত্ব যে ছিল, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে বৈদ্য নাই এইরূপ অহেতুকী ধারণা পোষণ করেন, ইহাতে তাঁহাদের ভ্রান্তি নিরশন হইবে সন্দেহ নাই।

অশৌচ সম্বন্ধে বৃহস্পতির অভিমতঃ—বৃহস্পতি বলেন—

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যংহি মনোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থবিপরীতাতু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে ॥"

বৈদ্যমহোদয়গণ ! একবার চক্ষু উন্মীলন করুন, মনু বেদের অর্থ গ্রহণ করিয়া "স্মৃতি" করাতে অপরাপর স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতির বিপরীত যেই স্মৃতি, তাহা প্রশস্ত নহে অর্থাৎ তাহা গ্রাহ্য নহে। মনু চতুর্ব্বিধ বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়া চতুর্ব্বিধ অশৌচেরই ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদির অনুলোমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াও কোন স্থলেই তাঁহাদের জন্য ভিন্ন অশৌচের ব্যবস্থা করেন নাই। যেই স্থলে ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নী ক্ষত্রিয়া, শূদ্রা, অনূঢ়া পরোঢ়া, বিধবা, বন্যজাতীয়া ও ভয়ারমেয়ের গর্ভজাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণাচারে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, তদবস্থায় ব্রাহ্মণের যথাশাস্ত্র পরিণীতা দ্বিজকন্যা বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ দশাহ অশৌচের অধিকারী হইতে পারিবেন না কেন ? ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া যে সব বৈদ্য কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, তাঁহারা যেন বৈদ্যসন্তান বলিয়া আত্মপ্রতারণা না করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বৈদ্যব্রাহ্মণ-গণের বর্ণ ও আচারের বিষয় জানিয়াও যে সব বৈদ্য গড্ডলিকাপ্রবাহের মত মাথানীচু করিয়া বৈদ্যবিদ্বেষ্টৃগণের পদানত হইয়া থাকিবার প্রয়াসী, তাঁহারা যেন জগৎপূজ্য বৈদ্যজাতির বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় না দেন, তাঁহারা দলিল, দস্তাবেজে জাতে বৈদ্য না লিখিয়া অম্বষ্ঠাপসদজাতি বলিয়া লিখেন। উৎকল, বিহার, মাদ্রাজ, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তি, কান্যকুব্জ, মথুরা মহারাষ্ট্র প্রভৃতির বৈদ্যব্রাহ্মণের দশাহাশৌচের প্রতিপালনের দৃষ্টান্ত বাদ দিলেও বঙ্গের অন্তর্গত মেদিনীপুরের, বাঁকুড়ার ও হাওড়া প্রভৃতি জেলার বৈদ্যগণের দশাহ অশৌচ প্রতিপালনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কি পূর্ব্ব উত্তর বঙ্গের বৈদ্যগণ করিতে পারেন না ? পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজগণ যে দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিতেন, তাহা ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য দান করিতেছে। তাহা দেখিয়াও যে সব বৈদ্য অন্ধের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া থাকিবেন, তাঁহারা কোন্ প্রমাণের অনুবলে বৈদ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিবেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

দশাহ অশৌচ সম্বন্ধে বৈদ্য পণ্ডিতগণের অভিমত :—মনুস্মৃতি, ব্রাহ্মণ-জাতির ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, শ্রীরামপুরকলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"উপনীতবৈদ্য-গণের দশাহ অশৌচ পালন করাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। যদিও অশৌচের দিন-সংখ্যা বর্ণনির্ণয়ের প্রমাণ নহে, তথাপি বর্ত্তমানকালে ভারতের সর্ব্বইত্র

ব্রাহ্মণগণের দশাহ অশৌচ প্রচলিত থাকায়, উপনীতবৈদ্যগণের দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। অন্যথা বিসদৃশ হইবে। দৈবকর্ম্মে, পিতৃকর্ম্মে সোপবীত বৈদ্যব্রাহ্মণগণের শর্ম্মান্ত নাম উচ্চারণ করাই শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ব্রাহ্মণবৎ ব্যবহারই সঙ্গত। সমন্ত্রক ক্রিয়াদিতে অব্রাহ্মণ সদৃশ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে সেই ক্রিয়া পণ্ড হয়।

বল্লালমোহমুদ্গার, জাতিতত্ত্ববারিধি, মানবের আদিজন্মভূমি প্রভৃতি বহুগ্রন্থপ্রণেতা অশেষশাস্ত্রপারদর্শী বেদজ্ঞপণ্ডিত স্বর্গীয় ৺উমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতেন, যে সব বৈদ্যসন্তান আর্য্যশাস্ত্রের ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন; নিজকে জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণের বংশধর জানিয়া আচারবান্ হইতেছেন এবং তৎ বর্ণোচিত উপবীত গ্রহণ করতঃ শর্ম্মাপদবি সংযোগে দৈব ও পৈত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে তাঁহারাই প্রকৃতবৈদ্য, তাঁহাদের স্থান, সর্ব্বোচ্চে, তাহা প্রত্যেক বৈদ্যকেই স্বীকার করিতে হইবে।

লোয়ারচিৎপুররোড কলিকাতা হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন শর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন:—অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্বে কিংবা জন্মপূতভায় কোন সন্দেহ না থাকিলেও বৈদ্যজাতি যখন অম্বষ্ঠ নহেন, তখন ঊঢ়া, অনূঢ়া, বৈশ্যজা পুত্র নিয়া বিচার বিতর্কের কোন প্রয়োজন নাই। যেই রূপে বৈদিকব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা লাভ হইয়াছে, বৈদ্যব্রাহ্মণের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা ঠিক তদনুরূপ। ইহার প্রমাণ স্বরূপ, উৎকলের, গয়ার, মথুরার, মহারাষ্ট্রের, রাজমাহিন্দ্রির, কনোজের, কাটোয়ারের, পঞ্জাবের বঙ্গের অন্তর্গত মেদিনীপুরের ও আসাম প্রভৃতির বৈদ্যব্রাহ্মণগণের নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারা আত্ম পরিচয়ে অম্বষ্ঠ বলেন না, কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। আসামের বেজবড়ুয়ার বাঙ্গালা অনুবাদ করিলে বৈদ্যব্রাহ্মণই বুঝায়। ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় সমস্ত বৈদ্যগণকে শর্ম্মাপদবি সংযোগে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। উপনীত বৈদ্যগণ দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে বর্ণ প্রতিপাদক শর্ম্মাপদবি উল্লেখ না করিলে সেই ক্রিয়া পণ্ড হইয়া যাইবে। বৈদ্যদের দশাহ অশৌচ প্রতিপালনই শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থা। ইতি:—

হাওড়া রামকৃষ্ণপুর হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দাশশর্ম্মা স্মৃতিবাগীশ কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, গত কয়েকবৎসর হইতে আমি বৈদ্যব্রাহ্মণ বালকদিগের উপনয়ন উপলক্ষে হোতা বা আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতেছি।

তন্মধ্যে গত বৈশাখমাসে রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায় কবিরাজমহাশয়ের পুত্রের উপনয়ন উল্লেখ যোগ্য। আমরা বহুকাল হইতে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি।

১৩২৮ শাল ৪ঠা আষাঢ় ৩১ নং ডিকসন্ রোড্ কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কালীপদ দাশশর্ম্মা ঘটকবিশারদ্ মহাশয় লিখিয়াছেন, যে সব বৈদ্যসন্তান উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বর্ণ প্রতিপাদক পদবি শর্ম্মা উল্লেখে দৈব পৈত্র কর্ম্মানুষ্ঠান এবং দশাহ অশৌচ গ্রহণ করাই উচিত। আমাদের পরিবারে দশাহ অশৌচ বহুকাল হইতে গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যগণের অভিমত :—১৩২৯ শালের ২৫শে পৌষ তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন :—"মাননীয় কবিরাজ মহাশয়! আপনার সংকলিত "অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আপনাদের প্রাণে জাত্যাত্মক জ্ঞানের অনুভূতি আসিয়াছে জানিয়া আমরা কি রূপ আনন্দিত হইয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত, দ্বিজব্রাহ্মণ। ইহা বহু কৃতবিদ্যপণ্ডিত কর্ত্তৃক দৃঢ়তার সহিত প্রমাণিত হইয়াছে। যখন বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত, তখন অশৌচ দিন ও উক্তবর্ণের অনুরূপ দশদিন হইবে। আমরা বহুদিন হইতে দশাহ অশৌচ প্রতিপালন ও শর্ম্মা পদবি সংযোগে দৈব ও পৈত্রকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছি। আপনারাও তাই করিবেন, সংজ্ঞা এক হইয়া অশৌচ সংখ্যার ব্যভিচার হইলে মিলন পথের বিরোধী হইবে।

এইখানে আপনাদিগকে জানাইয়া রাখা আবশ্যক যে, আপনাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, দশাহ অশৌচ প্রতিপালনের বাধক হইলে, আমাদিগকে জানাইবেন, আমরা আমাদের পুরোহিত দ্বারা আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আবশ্যক হইলে তাঁহারা তথায় যাইয়া কার্য্য করাইতে ও স্বীকৃত আছেন।

নিবেদক। শ্রীজ্যোতিঃ প্রকাশ সেনশর্ম্মা ৩৪ নং রামকমল সেনের লৈন কলিকাতা, শ্রীনগেন্দ্র নাথ গুপ্তশর্ম্মা বৈদ্যপাড়া হালিসহর। শ্রীসতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা গুপ্তিপাড়া, শ্রীললিতকুমার সেনশর্ম্মা ৪৪এ আমহর্ষ্টরোড় কলিকাতা, শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দাশশর্ম্মারায় ৪৫ নং মসজিদবাড়ীষ্ট্রীট্ কলিকাতা, শ্রীভূজেন্দ্র ভূষণ সেন শর্ম্মা ৩৮ নং সরকারলেন, শ্রীনীহারকুমার সেনশর্ম্মা ৯ নং মুরারীধংলেন কলিকাতা।

রাঢ়ীয়বৈদ্যগণের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা :—হাওড়াজেলার অন্তর্গত বালিনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতার মৃত্যুতে জ্ঞাতিবর্গ সকলেই দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। ৩য়বর্ষ ৪র্থসংখ্যা ধন্বন্তরি

১৩২৪ বাংলার ১৭ই কার্ত্তিক হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর গ্রাম নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দাশশর্ম্মারায় মহাশয় তাঁহার পিতৃব্য স্বর্গীয় রাজেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মারায় মহাশয়ের মৃত্যুতে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

ভাজনঘাটনিবাসী স্বর্গত ডাক্তার ৺কান্তিচন্দ্র সেনশর্ম্মা গোরক্ষপুরের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সেনশর্ম্মা, হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরের সিদ্ধেশ্বরীতলায় প্রকাশ্য স্থানে, পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণাচারে সপিণ্ডীকরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়াছেন।

হাওড়া জেলার বিশিষ্ট বৈদ্যগণ লিখিয়াছেন :—আমরা অত্যন্ত আনন্দ সহকারে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের এই স্থানের বৈদ্যগণের মধ্যে দৈব পৈত্র কার্য্যাদি যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণাচারে নিষ্পন্ন হইতেছে। কয়েকটি আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। রামকৃষ্ণপুর হইতে যাজক ব্রাহ্মণ গণ আসিয়া কার্য্য করাইয়াছেন।

নিবেদক। কবিরত্নোপাধিক শ্রীচন্দ্রশেখর দাশশর্ম্মারায় কবিরাজ হাওড়া। কবিরাজ শ্রীপতিচরণ দাশশর্ম্মারায় প্রাণাচার্য্য রামকৃষ্ণপুর। কবিরাজ শ্রীহীরালাল দাশশর্ম্মা হাওড়া, শ্রীঅমরনাথ সেনশর্ম্মা শিবপুর। কবিরাজ শ্রীমন্মথনাথ সেনশর্ম্মা পঞ্চাননতলা। শ্রীহারানন্দ সেনশর্ম্মা হাওড়া

১৩।৭।২১তারিখে হাওড়া রামকৃষ্ণপুর হইতে শ্রীযুক্ত রাজকিশোর দাশশর্ম্মারায় লিখিয়াছেন :—বিগত ৮ই কার্ত্তিক বিজয়াদশমী দিবস আমার পিতৃব্য রামেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। খুল্লতাতমহাশয় পুত্রহীন থাকায়, আমার জ্যেষ্ঠসহোদর কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দাশশর্ম্মা আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত শ্রাদ্ধে এইস্থানের ব্রাহ্মণপণ্ডিত সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিক্রমপুর সমাজস্থ বৈদ্যগণের অভিমত :—

বৈদ্যসম্মিলনীর একনিষ্ঠসাধক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয়ের নিকট ঢাকা প্রভৃতি জেলা হইতে বৈদ্যগণ—বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব

প্রতিপাদন করিয়া যে সমুদয় পত্রাদি লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি এই —

ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশশর্ম্মারায় মহাশয় লিখিয়াছেন:— হৈ চৈ না করিয়া যে যেখানে পারেন শর্ম্মাপদবি ব্যবহার করুন, দশাহাশৌচ গ্রহণ করুন, বৈদ্যজাতি যে একতরব্রাহ্মণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ গৌরব্রাহ্মণ নামে খ্যাত ছিলেন। বল্লালের কুবিবাহ হইতে এদেশে বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা গৌরদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব বাহাল রাখিতে পারিয়াছেন। ১৩ই ফাল্গুন ১৩২৬ শাল।

বিক্রমপুর "অম্বষ্ঠসম্মিলনীর সম্পাদক গণিতশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনশর্ম্মা এম এ মহাশয় লিখিয়াছেন:—

বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে একতর ব্রাহ্মণ তাহাতে আমার কিঞ্চিৎমাত্রও সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ কেন যে, পনরদিন অশৌচ গ্রহণ করিতেন এবং স্ব স্ব পদবির সহিত গুপ্তপদবি যোগ করিতেন, তাহার রহস্য আমি এখনও ভেদ করিতে পারি নাই। ১২২৭ শাল ২১শে ফাল্গুন।

বানরিগ্রামনিবাসী পেন্সনপ্রাপ্তডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাশশর্ম্মা মহাশয় ১৩২৮ শালের ১৩ই ভাদ্র তারিখে লিখিয়াছেন:—

আমি পাটনা, ভাগলপুর ডিভিশনের অনেক স্থানে কার্য্য করিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিয়া তত্তদ্দেশীয় বড় বড় পণ্ডিতের নিকট জানিয়াছি যে, বৈদ্য-জাতি একতর ব্রাহ্মণ। বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে।

সেনভূম সমাজের অন্তর্গত ফরিদপুর খান্দারপাড়া গ্রামের উকিল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাশশর্ম্মা মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন:—

আমাদের এই আন্দোলন নূতন নহে, প্রায় ত্রিশবৎসর হয়, আমাদের বাড়ীতে সাবেক কর্ত্তারা এই বিষয় লইয়া বিশেষরূপে আন্দোলন করিয়া-ছিলেন। কুলীন বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকেই এখন পর্য্যন্ত শর্ম্মা পদবি লিখিয়া আসিতেছেন। বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণের বংশধর, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৬।২।২১ ইং

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতি সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত হামছাদি গ্রামে বৈদ্যপণ্ডিত স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয়কে ১৩২৮ সালের ১৫ই আষাঢ় যেইপত্র লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ :—

বর্ত্তমানে নানা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিকে হীনকরার প্রয়াসী হইয়াছেন, তদ্দর্শনে গত দশবৎসর যাবৎ আমি এই দেশের বৈদ্যগণকে উপনীত করাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। ভগবানের কৃপায় ৪ চারি বৎসর হইল অত্রত্য দক্ষিণ শোনারগাঁয়ের হামছাদি, সন্ধাদি, খন্দসারদি, হারিয়া, কৃষ্ণপুরা, গোবিন্দপুর, আমনপুর গ্রামস্থ সমস্ত বৈদ্যপরিবারে ২১৩ জন করিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছে। যাঁহারা উপবীতের বাকী আছেন, তাঁহারা যত সত্বর সম্ভব উপবীত গ্রহণ করিবেন।

চট্টগ্রামের বৈদ্যজাতিকে যখন জাতীয়জাগরণ কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিয়াছেন, তখন আশা করা যায়, বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির জাতীয়জীবন গঠিত হইয়া উঠিবে। পুরাকালে চট্টলে মহারাজ সুরথ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মেধস মুনির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাত্মা মেধস কর্ত্তৃক মহামায়ার স্বরূপ অবগত হইয়া মহামায়াকে অর্চ্চনা করিয়া হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই চট্টলের বৈদ্যগণের প্রাণে যখন ব্রাহ্মণ্যশক্তি জাগ্রত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই জানিবেন, ইহা স্বপ্নবৎ অলীক নহে। আমার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, চট্টলবাসি বৈদ্যসন্তানগণ হইতে সমস্ত বাঙ্গালার বৈদ্যগণ দ্বিজত্ব অতিক্রম করিয়া ত্রিজন্মে উপনীত হইতে পারিবেন।

ঢাকার সর্ব্বজন পরিচিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেনশর্ম্মা কবিভূষণ মহাশয় উয়ারি হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয়কে লিখিয়াছেন, "তমিরাচ্ছন্ন পতনোন্মুখ বৈদ্যজাতির এই দুঃসময়ে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরাজ মহাশয় তাঁহার জৈষ্ঠভ্রাতার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন, এইজন্য পূর্ব্ববঙ্গ বৈদ্যসন্তান মাত্রই কৃতজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়ে, শ্রীখণ্ড, ওড়াজনঘাট প্রভৃতি স্থানে ইহা অবশ্য নূতন নহে। বিক্রমপুরেও কয়েকটা কার্য্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা এত জাঁকাল হয় নাই। ভগবান্ আপনাদের হৃদয়ে বৈদ্যজাতির উন্নতিকল্পে প্রভূত শক্তি অভিসিঞ্চিত করুন—ইহাই নিয়ত প্রার্থনা।

বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রণেতা নোয়াখালীর উকিল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা বি, এ মহাশয় ১৯।১১।২২ তারিখে যোগেশ বাবুকে লিখিয়াছেন :— আমি বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বের সমর্থক এবং প্রচারক। বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব ও দশাহ অশৌচ সম্বন্ধে আমি যে অভিমত প্রচার করিয়াছি, তাহা আপনাদের অনুষ্ঠানের সহায়ক। ধৈর্য্য সহকারে আমার গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন, বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের পক্ষে প্রকৃত ব্যবস্থা আমার গ্রন্থে রহিয়াছে।

দক্ষিণ বিক্রমপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় ১৩২৭ শালের ৯ই ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্রকে লিখিয়াছেন,—আমার ইচ্ছা যে যদি চট্টগ্রামবাসী বৈদ্যগণ কায়স্থের সহিত কন্যা আদান প্রদান না করেন এবং যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে বৈদ্যব্রাহ্মণের গণ্ডী অতিক্ষীণ ও দিন দিন আরও ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় সমস্ত বঙ্গীয়বৈদ্য সম্মিলিত হইতে না পারিলে, এই জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য। সমগ্র বঙ্গীয় সমাজকে এক করিতে হইলে ব্রাহ্মণাচারে সকলকে উপনীত হইয়া একই আচার বিশিষ্ট হইতে হইবে।

অম্বষ্ঠ-সম্মিলনীর সভ্যগণের অভিমত ও কার্য্য :—বিক্রমপুর অম্বষ্ঠ-সম্মিলনী সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন মহাশয় বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ কি বৈশ্যাচার গ্রহণ করিবে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিয়া বলেন,—ধীমান ও সুপণ্ডিত গোবিন্দ বাবু একখানি পুস্তক রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে বৈদ্যজাতি বৈশ্য হইতে পারে না—বৈদ্য ব্রাহ্মণ।

বৈদ্যজাতি বৈশ্য কি ব্রাহ্মণ এতৎসম্বন্ধে নানাস্থানে আলোচনা হইয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে—বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ! কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণাচার গৃহীত হইতেছে।

উপনয়ন গ্রহণ ও অশৌচ পালন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারাকান্ত দাশচৌধুরী (কলমা), শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন (সোনারং), শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত (মধ্যপাড়া), শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র গুপ্তশাস্ত্রী (কোমারপুর), শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত (কুরমিরা), শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন (গাড়ুরগা) তাঁহারা সকলেই সারগর্ভ যেই সব বক্তৃতা করেন, তাহার সারাংশ এই :—

শিক্ষার আরম্ভ, উপনয়নের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের জন্য শিক্ষা, পূর্ব্বকালে গুরুগৃহে উপনীত হইয়াই শিক্ষাক্ষেত্রে যাইতেন। গায়ত্রীর ধ্যান করিয়াও অনেকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

ইংরেজ ও ফরাসীর যেমন প্রত্যেকের জাতীয় চিহ্ন ছিল। আমাদেরও ছিল, কিন্তু তাহা উঠিয়া গিয়াছিল, আবার হইয়াছে, আমাদের হইবে না কেন? এক এক জাতির অশৌচ সমান ভাবে পালন করা উচিত, ব্যতিক্রম হইলে আর নিয়ম থাকে না ও মিলনের পরিপন্থী হয়। সাহেবদেরও অশৌচকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্যক্তিগত ও সমাজের শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যই নিয়ম।

১৩২৪ শালের ধন্বন্তরি পত্রিকাতে সম্পাদক লিখিয়াছেন:—হিন্দুস্থান ও দক্ষিণাপথের মিশ্রব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত এবং ব্যবহৃত নহেন কি? তবে ঐসকল দেশ হইতে সমাগত বিশুদ্ধব্রাহ্মণগণ এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত, গৃহীত ও ব্যবহৃত হইবেন না কেন? এই দেশের প্রাচীন প্রাচীনেরা এখনও বাঙ্গালার বৈদ্যগণকে "বদ্যি-বামুন" বলিয়া থাকেন। কোন বাটীতে নানা জাতির ভোজন হইলে, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের ভোজন আগে হইত এবং এখনও হইয়া থাকে, এই ব্রাহ্মণ ভোজনের পর কায়স্থ ও নবশাখ প্রভৃতি সৎশূদ্রগণের ভোজন হইত এবং হইতেছে। কোন সভায় মাল্যচন্দনের ব্যবস্থা হইলেও ব্রাহ্মণের পর বৈদ্যেরা পাইতেন, তৎপর কায়স্থাদি জাতিরা যথাসম্ভব প্রাপ্ত হইতেন। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতেও এ নিয়ম চিরকাল অব্যাহত ভাবে চলিতেছিল, তাহা তাঁহারা মিউনিসিপাল গৃহের সভাতে নিজমুখে ও প্রসন্নমনে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, দক্ষিণাপথ ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে সারস্বত প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের এখনও বৈদ্য উপাধি রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসাবৃত্তিকও বটেন এবং লাহোরের দত্তশর্ম্মা ও দক্ষিণাপথের বৈদ্যোপাধিক ব্রাহ্মণেরা যদি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়েন, তবে বাঙ্গালার বৈদ্যেরা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইবে না কেন? যেমন বাঙ্গালায় বহু বৈদ্যসন্তান লিপিবৃত্তি অবলম্বনে জাত হারাইয়া কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন তদ্রূপ মহারাষ্ট্রাদিতেও বহু বৈদ্যোপাধিক কায়স্থ অর্থাৎ বৈদ্যসন্তানগণ লিপিবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কায়স্থ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন মাত্র।

সংস্কারভ্রষ্টবৈদ্যগণের পুনঃ সংস্কার গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত ঃ—

যে শাস্ত্রসিদ্ধ সংস্কারা জন্মনা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা সুচিরকাল পতিত-সাবিত্রীকা ব্রাত্যতামুপাগতাঃ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় উপনয়নাদিকং কুর্য্যুঃ সামাজিকং চাচারঞ্চ গৃহ্ণীয়ুস্তর্হিতে তথা শাস্ত্রতঃ কর্ত্তুং পারয়ন্তি নবেতি প্রশ্নে।

জন্মাবধি শাস্ত্রানুসারে সংস্কার সম্পন্ন হইয়া যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বহুকাল পর্য্যন্ত সাবিত্রী হীন হইয়া ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে ; শাস্ত্রানুমোদিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া যদি উপনয়নাদি এবং সামাজিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা সেরূপ শাস্ত্রানুসারে করিতে পারে কিনা, ইহাই হইল প্রশ্ন। সর্ব্বথা কর্ত্তুং পারয়ন্তীত্যুত্তরম্। সর্ব্বদা তাহা করিতে পারে।

ভারতবর্ষীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা ঃ—

১। তথাচাপস্তম্বধর্ম্মসূত্রং যস্য তু প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতাস্তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েত্তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চরেদথোপনয়নমিতি।

২। অথ প্রপিতামহাদিপদেন, প্রপিতামহমারভ্যোর্দ্ধ্ব পুরুষাঃ সংগৃহীতা পরিজিঘৃক্ষ্যন্তে অধস্তন পুরুষস্য পূর্ব্বমেবাভিহিতত্বাৎ। অতএব তু ধর্ম্মশাস্ত্র নিবন্ধ কৃতামপি মান্যতমেহতি প্রাচীনে মদনরত্নে যস্য প্রপিতামহাদেরুপনয়নং নাস্তি ইত্যভিধায় তথার্ব্বাচামপি পুরুষাণামুপনয়নাভাব ইতি কষ্টত এব প্রপিতামহাদি শব্দস্যোর্দ্ধ্বপুরুষ পরিগ্রাহকত্বমভিহিতম্। অতএব যস্য বেদশ্চ বেদিশ্চ বিচ্ছিদ্যতে ত্রিপুরুষম্। স বৈ দুর্ব্রাহ্মণোনাম যশ্চবৈ বৃষলিপতিরিত্যত্র ত্রিপুরুষং যাবদবিচ্ছিন্ন বেদ বেদিকস্যাসোমপীথিনঃ সোমপানানধিকারাৎযগমেঽপি বিচ্ছিন্ন সোমপীথ সন্ধানার্থ কৈন্দ্র্যাগ্ন্যপশুযাগাত্মক প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায়া নবগতে যদযাবদবিচ্ছিন্ন সোমপীথি বংশপ্রভবা অপি সোমপানে নিরাবাধমধি কুর্ব্বন্তি।

এবমেব "ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকানামপত্য সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ তেষাং সংস্কারেপ্সুঃ ব্রাত্যস্তোমনেষ্ট্বা, কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তীতি বচনা" দিতি কাত্যায়নবচনবোধিত ব্রাত্যস্তোমাপস্তম্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্তয়োরণ্যতরস্য যথাযথমনুষ্ঠানেন প্রপিতামহমারভ্যোর্দ্ধ্ব পুরুষাণামুপনয়নাধিকারঃ স্পষ্টং সিধ্যতি।

অস্তিচায়মর্থ আপস্তম্বকাত্যায়নাভ্যামভিহিতঃ শ্রুত্যক্ষরৈরপ্যনু প্রাণিতঃ। তথাপি তাণ্ড্যব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্থখণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে অথৈস শমনীচা মেঢ্রাণাং স্তো মো যে জ্যেষ্ঠাঃসন্তো ব্রাত্যাঃ প্রবসেয়ুস্ত স্তেন যজেরন্নিতি।

এবঞ্চ শ্রুত্যক্ষরাণু প্রাণিতস্যাপস্তম্ব কাত্যায়নাভ্যামুপ বৃংহতস্য মদন

রন্থানি নিবন্ধকারৈঃ সুব্যাখ্যাতত্বৈবংবিধ ব্রাত্যসংস্কারস্য ন কিঞ্চিত্তত্বদধিক মস্তীতি সুধিয়ঃ পরামৃশন্তি। ইতি বৈশাখ কৃষ্ণ চতুর্থ্যাং শনৌ বৈক্রমাব্দে ১৯৫৯।

ব্যবস্থাপত্রের অনুবাদ ঃ— ১। এ সম্বন্ধে আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে, যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতির উপনয়ন অনুস্মৃত হয় না, তাহারা শ্মশান সংস্তুত; তাহাদিগের অভ্যাগমন ও তাহাদিগের সহিত ভোজন ও বিবাহ বর্জ্জন করিবে; কিন্তু তাহারা ইচ্ছুক হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। অতঃপর উপনীত হইবে।

২। প্রপিতামহাদি পদে সূত্রকার কর্ত্তৃক প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত উর্দ্ধপুরুষ গ্রহণেচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। যেহেতু অধস্তন পুরুষগণের উল্লেখ পূর্ব্বেই হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র নিবন্ধকারগণের মান্যতম অতিপ্রাচীন মদনরত্ন যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন হয় নাই। —এই বলিয়া "তদনুসারে অধস্তন পুরুষগণেরও উপনয়নাভাব" ইহাতে কষ্ট কল্পনায় প্রপিতামহাদি শব্দের• উর্দ্ধপুরুষ পরিগ্রাহকত্ব অভিহিত হইয়াছে। অতএব যাহার ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত বেদ ও বেদি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং যে বৃষলীর ভর্ত্তা সে দুর্ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত, এই স্থলে বেদ বেদিহীন অসোমপা য়ীর সোমপানে অনধিকার অবগতি হইলেও বিচ্ছিন্ন সোমপানের সন্ধানার্থ ঐন্দ্র্য, আগ্ন্য, পশুযাগাত্মক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান অবগত হওয়ায় যাবতীয় বিচ্ছিন্ন সোমপায়িবংশোৎপন্ন ব্যক্তিগণও অবাধে সোমপানে অধিকারী হইতে পারে। এই ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত যাহারা পতিত সাবিত্রীক হইয়াছে, তাহাদের অপত্যের সংস্কার বা অধ্যয়ন বর্জ্জনীয়। তাহারা অর্থাৎ উক্ত প্রাচীন ব্রাত্যগণ সংস্কারেচ্ছুক হইলে ব্রাত্যস্তোম দ্বারা যাগ করিয়া (অর্থাৎ ব্রাত্য-স্তোম প্রায়শ্চিত্ত করিয়া) পরে যথেচ্ছ বেদাধ্যয়ন করিবে এবং ব্যবহার্য্য হইবে। এই বচন হেতু এই কাত্যায়ন বোধিত ব্রাত্যস্তোম বা আপস্তম্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত উভয়ের মধ্যে যে কোন একটীর যথাযথ অনুষ্ঠান দ্বারা প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধতন সমস্ত পুরুষগণের উপনয়নাধিকার স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। কাত্যায়ন এবং আপস্তম্ব কর্ত্তৃক এই অর্থ অভিহিত এবং ইহা বেদাক্ষর দ্বারা অনুপ্রাণিত আছে। তথাপি তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের সপ্তদশাধ্যায়ের চতুর্থ-খণ্ডে প্রথমব্রাহ্মণে লিখিত আছে—"অনন্তর বার্দ্ধক্যগ্রস্থ হীনবীর্য্যাদিগের সম্বন্ধে স্তোম উল্লিখিত হইতেছে। যাহারা বৃদ্ধতম হইয়া ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত অবস্থায় বাস করিতেছে, তাহারাও এই ব্রাত্যস্তোম দ্বারা সংস্কার করিবে।" এই রূপে

বেদাক্ষরে অনুপ্রাণিত, আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন কর্ত্তৃক অভিহিত এবং মদন রত্নাদি-নিবন্ধকার কর্ত্তৃক সুব্যাখ্যাত এই রূপ ব্রাত্যসংস্কারের কিছুই বাধক নাই। ইহাই সুধীগণের পরামর্শ॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি কাশী। মহামহোপাধ্যায় শ্রীসুধাকর দ্বিবেদী কাশী। মহামহোপাধ্যায় শ্রীস্বামীরাম মিশ্র শাস্ত্রী কাশী। শ্রীজগন্নাথ বেদান্তী কাশী। পণ্ডিত লক্ষ্মণভট্ট কাশী। শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী দ্বারবঙ্গ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। পণ্ডিত অনন্তরাম শর্ম্মা জম্বু। পণ্ডিত শ্রীরাজরাম শাস্ত্রী কাশী। পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী দ্রাবিড়। পণ্ডিত মহাদেব স্মৃতিতীর্থ কাশী। পণ্ডিত গঙ্গাসহায় শর্ম্মা বুন্দিমহারাজের সভাপণ্ডিত। পণ্ডিত হরিনাথ বেদান্তবাগীশ বর্দ্ধমান চতুষ্পাঠী। পণ্ডিত শ্রীচন্দ্রনাথ ওঝা, দ্বারবঙ্গ। পণ্ডিত শ্রীতরুবঙ্গটাচার্য্য কাঞ্চি। পণ্ডিত শ্রীজয়নারায়ণ তর্করত্ন, নবদ্বীপস্থ শ্রীভুবন মোহন বিদ্যারত্নের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, প্রভৃতি বহু পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। পূর্ব্বোক্ত ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র দৃষ্টে জানা যায়, বহুপুরুষ পতিত সাবিত্রীকের দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য প্রায়শ্চিত্ত করার ব্যবস্থার সঙ্গে অনু-কল্প প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তৎসম্বন্ধে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতাগ্র-গণ্য মহামহোপাধ্যায় স্বামীরামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৯৪৪ সংবতে প্রকাশিত ব্রাত্যসংস্কার মীমাংসা গ্রন্থে যেই ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা ব্রাত্যবৈদ্যগণের অবগতির জন্য এইস্থানে বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইল।

মহামহোপাধ্যায় স্বামীরামমিশ্র শাস্ত্রীর ব্যবস্থাপত্রের অনুবাদঃ—

যিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত পালন করিতে অসমর্থ তাহাকে উহার প্রত্যাম্নায় স্বরূপ ৩৬০টী গোদান করিতে হইবে। ধনী, দরিদ্র, অতি দরিদ্রভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সংকোচ করিতে হইবে। অর্থাৎ ধনীর পক্ষে গোরমূল্য, ৩৬০টাকা, দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পয়সা, অতি দরিদ্রের ৩৬০ কপর্দ্দক দিলেই চলিবে। বস্তুতঃ যাহার যেরূপ শক্তি, তাহাকে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভট্টপল্লীর পাতি ঃ—ভট্টপল্লীবাস্তব্য অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ মহাশয় ব্রাত্য বৈদ্যগণের প্রায়শ্চিত্তের যেইব্যবস্থা পত্র দিয়াছেন, তাহা "অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ" নামকগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই স্থানে তাহার বঙ্গানুবাদ অধ্যাহার করা হইল।

যথাকালে অনুপনীত ব্রাত্য বৈদ্যগণের প্রায়শ্চিত্তের বিধি মনুসংহিতা

অনুসারে বলা হইতেছে। যে সকল দ্বিজগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের যথাকালে গায়ত্রী উপদেশ করা হয় নাই। তাহাদিগকে তিনটী প্রাজাপত্য ব্রত করাইয়া যথাবিধি উপনীত করিবে। প্রাজাপত্যব্রতের নিয়ম যথা:— তিনদিন প্রাতর্ভোজন মাত্র করিবে, তিন দিন সায়ং ভোজন করিবে, তিন দিন অযাচিত দ্রব্য আহার করিয়া থাকিবে এবং পরে তিনদিন উপবাস করিবে।

পাপের খ্যাপন, অনুতাপ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং দান দ্বারা ও পাপ কারীর পাপ মুক্ত হয়। প্রাজাপত্যব্রতের অনুকল্পে একটী ধেনুদান বিধান আছে এবং পাঁচকাহন কড়ি অর্থাৎ ১।০ পাঁচসিকা ধেনুর মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব মনুসংহিতানুসারে তিনটী প্রাজাপত্য ব্রতের অনুকল্পে ১৫ কাহণ কড়ি ও যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবেন। অথবা বৈধগঙ্গাস্নান করিলে ও পাপমোচন হইবে।

উপরি উদ্ধৃত ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত রাজা শ্যামশঙ্কররায় বাহাদুরের নীত, মহারাজ রাজবল্লভের নীত, কাশীধামের পণ্ডিতগণের, বেন্দার পণ্ডিতগণের, নরাইলের পণ্ডিতগণের, বাকলার পণ্ডিতগণের ও বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র (পাতী) মৎসঙ্কলিত "অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থের প্রথমভাগে অধ্যাহার করিয়াছি।

অনুপনীত বৈদ্যগণের প্রতিনিবেদনঃ—বৈদ্যবন্ধুগণ, উপনয়নসংস্কারের তুল্য ধর্ম্মশিক্ষা অন্যকোন সংস্কারে নাই। উপনয়নের প্রাণ গায়ত্রী, গায়ত্রী বৈদিকধর্ম্মের মূলতত্ত্ব! আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এক গায়ত্রী দ্বারা জ্ঞানালোকদাতা পরমব্রহ্মের ধ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাময়িক যাগ, যজ্ঞ, আচার, অনুষ্ঠান বর্ত্তমানে কিছুই নাই। আছে কেবল গায়ত্রী, গায়ত্রী দ্বারাই আমরা পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণের উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচিত হইতে পারি। যদি পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিতে চাহেন, বলুন দেখি আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিপ্লব, বিধ্বস্ত, সংস্কারহীন পূর্ব্বপুরুষগণ, না চারিযুগব্যাপি জগৎপূজিত পূর্ব্বপুরুষগণই আমাদের সমধিক ভক্তিভাজন ও পথ প্রদর্শক হইবার যোগ্য। গায়ত্রীর আরাধনা করিলে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের ধর্ম্ম ও জাতি কত সমুচ্চ, কত হৃদয়স্পর্শী। উপবীত গলায় দেওয়া ব্রাহ্মণত্ব দাবী করিবার জন্য নহে। ইহাতে যেমন জাতীয়তা শিক্ষা হইবে তদ্রূপ উপবীতভ্রষ্ট বৈদ্যগণের বর্ণবিনির্ণয় হইয়া যাইবে। বৈদ্যগণের মধ্যে বৈশ্য ও শূদ্রাচারের যেই বিকট ব্যাপার প্রচলিত হইয়াছে তাহাও

তিরোহিত হইবে।

বৈদ্যভ্রাতৃগণ! আপনাদের পারিপার্শ্বিক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, বণিক ও শূদ্রজাতির মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষালোকে আলোকিত হইয়াছেন, তাঁহারা জাতীয়জীবন গঠণের জন্য কিরূপ ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, অবহিতচিত্তে তাহার অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবেন, এইবঙ্গদেশে ব্রাহ্মণসমিতি, কায়স্থসমিতি, মাহিষ্যসমিতি, বণিকসমিতি প্রভৃতি বহুসমিতির অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান নিয়ত চলিতেছে। জাতীয়শক্তিকে সমুন্নত করার জন্য যেই ভাবে তাঁহাদের প্রাণে নবজাগরণের অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, যেই ভাবে তাঁহাদের মধ্যে একপ্রাণতার ভাব জাগিয়াছে, যেই ভাবে হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং পারস্যোপসাগরের উপকূল হইতে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত একএকটি জাতি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একএকটি মহাজাতির প্রতিষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে, যেই ভাবে শূদ্রজাতি লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কায়স্থমহাসমুদ্রে বিলীন হইতে চলিয়াছে, হয়তঃ কিছুকাল পরে "পৃথিবী শূদ্ররহিতা ভবিষ্যত্যস্মিন্মেকলৌ" হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা উত্থান ভিন্ন পতনের চিহ্ন নহে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আদি জন্মবিবরণ ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণই ছিলেন, গুণ ও কর্ম্মের অপকর্ষ নিবন্ধন এবং সমাজের শৃঙ্খলা সাধন করার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা চতুর্থবর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ ও শূদ্রগণ সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিভিন্ন জাতি রূপে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ এই ভারতবর্ষকে স্বর্গরাজ্য রূপে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও পুণ্যনিকেতন করিয়া উঠাইয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই সমাজসৌধ রক্ষা কল্পে স্ব স্ব বর্ণানুসারে কর্ম্ম সাধনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তখন হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর কর্ম্ম, হিন্দুর জাতি, হিন্দুর জাতীয়চরিত্র ও হিন্দুর রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। সকলেই একের সন্তান বলিয়া ভাইয়ের মত স্বস্ব কার্য্য সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া এক মহাজাতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আর যখন সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ করিলেন, এবং ভোগ ও বিলাসের দাস হইতে লাগিলেন, প্রত্যেকে আত্মপ্রধান্যের জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন, তখন হইতে এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতজননীর দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল। বর্ত্তমানে যখন চতুর্ব্বর্ণ সমাজ ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া এক করার

প্রচেষ্টা অবিরাম চলিতেছে, তখন প্রত্যেক জাতিরই কর্ত্তব্য, যেই স্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই স্থানেই সমুপস্থিত হওয়া। যখন মহাকলি-কালের অন্তিমসময় উপস্থিত, তখন সকলে সেই আদি ব্রাহ্মণের সদাচার, শম, দম, তিতিক্ষা, সত্য, অনৃসংশতা প্রভৃতি, গুণে ভূষিত হইয়া ব্রাহ্মণত্বের জন্য-আত্মনিয়োগ করিলে, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারিলে ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইতে পারিলেই সত্যের প্রাদুর্ভাব হইবে এবং গুণ ও কর্ম্মানুসারে পুনঃ চতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা হইয়া ভারতমাতাকে রাজরাজে-শ্বরী মূর্ত্তিতে স্থাপিত করিতে পারা যাইবে॥ শাস্ত্রের বিধান :—

"শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নোগুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎপ্রত্যবরো ভবেৎ॥" শিবপুরাণ

যে শূদ্র শীলসম্পন্ন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও সদাচার সম্পন্ন, সে ব্রাহ্মণ হন। আর যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণাচার বিহীন ও তৎক্রিয়া বিহীন, সে শূদ্র হইতে ও অধম। "শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাম্।"

কর্ম্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিবন্ধন, শূদ্রব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব ভজনা করে।

শূদ্রেচৈব ভবেল্লক্ষং দ্বিজেতচ্চ ন বিদ্যতে।
নৈবশূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

যেই শূদ্রের নিকট ব্রাহ্মণের সদাচার, শাস্ত্রজ্ঞান, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পবিত্রতা, সত্যকথন, শম, দম, প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান আছে, সে শূদ্র নহেন, তিনি ব্রাহ্মণ। আর যেই ব্রাহ্মণের নিকট ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই, শূদ্রের সেবা-বৃত্তি রহিয়াছে, সে ব্রাহ্মণ নহে, সে শূদ্র।

ব্রাহ্মণ যদি কর্ম্মের অপকর্ষ নিবন্ধন শূদ্রত্বে অবনমিত হইতেন না শূদ্রগণ যদি সদাচারাদি দ্বারা ব্রাহ্মণত্বে উন্নমিত হইতে না পারিতেন, তাহা হইলে মহর্ষিগণ এই সমুদয় শ্লোকের অবতারণা করিতেন না। শাস্ত্রকার মহর্ষি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

শূদ্রা স্তু যে দানপরা ভবন্তি, ব্রতান্বিতা বিপ্রপরায়ণ স্তু।
অন্নং হি তেষাং সততং সুভোজ্যং ভবেদ্দ্বিজৈঃ দৃষ্টমিদং পুরাতনৈঃ॥

যে সব শূদ্র দানশীল, ব্রতান্বিত, ও বিপ্রপরায়ণ, তাঁহাদের অন্ন সতত সুভোজনীয়। ইহা পুরাকাল হইতে দৃষ্ট হইতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায়, কর্ম্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষই ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব প্রাপ্তির

কারণ। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" গুণ ও কর্ম্মভেদে আমাকর্ত্তৃক চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।

তাই বলিতেছি, যখন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ ও শূদ্র প্রভৃতি জাতি স্ব স্ব জাত্যুক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিতেছেন, ও বিদ্যার্জ্জন করিয়া বিদ্বান্ হইতেছেন। যেই বেদাদি অধ্যাপনা করা ক্ষত্রিয়াদি জাতির পক্ষে প্রতিসিদ্ধ ছিল, তাহা এইক্ষণ জাতিনির্ব্বিশেষে পঠন পাঠনের অধিকার লাভ করায় মহাসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং বেদজ্ঞান হেতুতে বেদজ্ঞ উপাধি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাহা পুরুষানুক্রমে আচরিত হয় নাই, বর্ত্তমানে তদাচার কাহারও নিকট নাই, তখন দ্বিতীয়বর্ণে পরিণত হওয়ার চেষ্টা না করিয়া, একেবারে "বিদ্বাংসোহি দেবাঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিলেই শাস্ত্রানুসারে, কর্ম্মানুসারে, ধর্ম্মানুসারে, যুক্তিমতে শোভা পাইত। যাঁহারা পুরুষপরম্পরা জাতিবিভাগ কাল হইতে, জাতে কায়স্থ ও জাতে শূদ্র বলিয়া দলিল দস্তাবেজে লিখিয়া আসিতে-ছেন, শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ন্যায় কায়স্থ জাতির উল্লেখ রহিয়াছে, সমাজেও যখন আবহমানকাল হইতে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তখন কায়স্থগণ তাহাদের আদিপুরুষ যেই বর্ণ হইতে জাত, সে বর্ণে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করাই সঙ্গত ছিল। কোন শাস্ত্রকার বলেন নাই, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইতে জাত। তাঁহারা কোন উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। আর যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দেবত পিতৃস্থানীয় ও পূজার্হজাতি ছিলেন, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সত্যযুগ হইতে "বৈদ্য" বলিয়া ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোকে প্রখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ বৈশ্য-শূদ্রাচার গ্রহণ করিয়া পক্ষাশৌচী ও মাসাশৌচী হইয়া থাকিলে, তাঁহাদের পরিণাম ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা চিন্তাশীল মনীষিবৈদ্যগণ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। তাই বলিতেছি বৈদ্যবন্ধুগণ, উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্যবরাণ নিবোধতঃ" আপনারা উঠুন, জাগ্রত হউন্ আপনাদের জাতীয়গৌরব উদ্ধার করার জ্ঞান অর্জ্জন করুন্। নীতিবেদেরা বলিয়াছেন :—

আরভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ।
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ॥
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ।
প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পরিত্যজন্তি॥"

বিঘ্ন হইবে ভয়ে কোন শুভকার্য্য যাঁহারা আরম্ভ করে না, তাঁহারা নীচ ব্যক্তি। আরব্ধকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিলে যাঁহারা বিরত হন্ তাঁহারা মধ্যম ব্যক্তি। আরব্ধকার্য্য বিঘ্নদ্বারা পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হইতে থাকিলেও যাঁহারা ত্যাগ করেন না, তাঁহারাই উত্তম ব্যক্তি। সুতরাং নীচব্যক্তির নীতি অবলম্বন করিয়া এই সংস্কার কার্য্যে উদাসীন থাকা বিশ্ববন্দ্য বৈদ্যজাতির কি উচিত হইবে? ভারতবর্ষব্যাপি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র এবং ভারত বিখ্যাত মনীষিগণের প্রদত্ত অভিমত, পাঠ করিয়াও উপনয়ন গ্রহণ করা কিংবা উপনীত ব্যক্তিগণ দশাহাশৌচ গ্রহণ করা পাপ মনে করেন, অশাস্ত্র ও অযুক্তি মনে করেন, এইরূপ মহাপুরুষগণ যেন নিজকে বৈদ্য বলিয়া প্রতারিত না হন এবং অন্যকে ও প্রতারিত না করেন। নানা কারণে ব্রাহ্মণগণের কথঞ্চিৎ অধঃপতন ঘটিলেও তাঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান এখনও তিরোহিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ সমাজে এইক্ষণও অনেক সহৃদয় মহানুভব ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা অনুপনীত বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার এবং ব্রাহ্মণাচারে উপনীত বৈদ্যগণের একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইবার পরমসহায় হইবেন। বৈদ্য মহোদয়গণ! জরতা, মোহ, মাদকতা পরিহার করিয়া অনতিবিলম্বে উপবীত গ্রহণ করুন! মাসাশৌচ পক্ষাশৌচ পরিত্যাগ করিয়া দশাহাশৌচ গ্রহণ করুন!! কোনরূপ কুসংস্কারের কিম্বা অযথা ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া বৈশ্য শূদ্রাচারের বিকট ব্যাপার আর প্রদর্শন করিবেন না। পূর্ব্বতন পূর্ব্বপুরুষগণের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগের শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক, আমার এই অকিঞ্চিৎকর বক্তব্য শেষ করিলাম।

আত্রেয়াদ্যাঃ সগর্গাঃ সকুশিকচরকাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বাঃ সুসিদ্ধাঃ।
আয়ুর্ব্বেদং বিদান্তো বিধিবদিহভুবি খ্যাতিমাপ্তাশ্চ যেঽন্তে॥
পুণ্যৈস্তেষামমীষামতিশয় সুরসৈঃ সিচ্যতাং সিদ্ধসৌম্যৈঃ।
আশীর্নীরপ্রবাহৈঃ পরিষদিয়মিতি প্রার্থনা পূর্য্যতাং নঃ॥

আশাকরি পাঠক মহোদয়গণ আমার এই গ্রন্থের যাবতীয় দোষ ত্রুটী আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

ধ্যাত্বা মুনীনাংভিষজাং পদাম্বুজং।
সমাপিতং বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিম্॥
সত্যত্র দোষে প্রচুরেঽপি সম্বলং।
গুণাঃ প্রগৃহ্য বচনে বিপশ্চিতা॥